بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

# আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"—এলহাম, হজরত মসিহ মউদ

২য় বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৩ | ১ম সংখ্যা

## নববর্ষে প্রেমাঞ্জলি

আহমদী পত্রিকাখানি বঙ্গদেশবাসী আহমদী সমাজের মুখপত্র গত সন বৈশাখ মাসে ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয় আল্লাতালার অপার অনুগ্রহে এই বৈশাখ মাসে ইহা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে নানারূপ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে পত্রিকাখানি ইহার জীবনের প্রথম বৎসর অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য আমরা সেই মঙ্গলময় আল্লাতালাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি

মনে আনন্দ হইলে স্বতঃই সেই আনন্দ অন্যকে বিতরণ করিতে ইচ্ছা করে আমরাও তাই আজ প্রিয় দেশবাসীর সম্মুখে আমাদের এই প্রীতি-উপহার লইয়া উপস্থিত হইয়াছি

ধন, মান, বিদ্যা বা বুদ্ধির গরিমা আমাদের নাই তদ্রূপ কোন উপহার আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। তবে আল্লাতালার অপার কৃপায় এক বিষয়ে আমরা অতিশয় ভাগ্যবান যে ধনে বর্ত্তমান সমগ্র জগৎ অতীব দীন, যাহার অভাবে এই সুন্দর বসুন্ধরা মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, যাহার অভাবে সুসভ্য মানবসমাজ পুনরায় পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, যাহার অন্তর্ধানে মানবের প্রতি মানবের হৃদয় প্রেম ও সহানুভূতি ভুলিয়া দ্বেষ ও হিংসায় প্রজ্জলিত হইয়াছে, করুণাময় আল্লাতালা সেই শান্তিময় বারিধারা আমাদের উপর বর্ষণ করিয়াছেন তাই আমরা আজ শান্তির সংবাদ লইয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি

ইসলামের অর্থ শান্তি, সন্ধি ও শরণ হে দেশবাসি, ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ কর তোমাদের সকল দুঃখ মোচন হইবে তোমাদের সকল অভাব পূর্ণ হইবে মৃত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কোন লাভ নাই জলন্ত জীবন্ত ধর্ম্ম গ্রহণ কর ইসলাম সর্ব্বগুণময় এক আল্লা ভিন্ন অন্য কোন আরাধ্য জানে না ইসলাম মানবজাতিকে এক বই বিভিন্ন বলিয়া মানে না ইসলাম মানবজাতির এক ধর্ম্ম বই বিভিন্ন ধর্ম্ম স্বীকার করে না

আল্লাতালাই সকল শক্তির আধার। হে দেশবাসি, তোমরা তাঁহার শরণ লও, তোমরাও শক্তিশালী হইবে তোমরা স্বাধীন হইলে বিশ্বজগতে তোমাদের মহিমা ধ্বনিত হইবে

মানবজাতি এক, বিশ্বাস কর, তোমাদের মন হইতে ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং হিংসা দূর হইবে অস্পৃশ্যত ও অসাম্যের কালিমা তিরোহিত হইবে

মানবজাতির এক বই ধর্ম্ম নাই, বিশ্বাস কর। তোমাদের বিভিন্নত দূর হইয় তোমরা এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইবে তোমাদের বিচ্ছেদ লোপ পাইয়া তোমরা এক পিতার সন্তানরূপে পরিণত হইবে

হে দেশবাসি এ সংবাদ আমাদের কল্পনাপ্রসূত নহে ইহা সেই একমাত্র আল্লাতালারই প্রদত্ত। তিনিই মানবের প্রকৃত পথপ্রদর্শক বৈজ্ঞানিক হউন বা দার্শনিক হউন, তিনি ভিন্ন মানবের প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক অন্য কেহ নাই তিনি মানবের পথপ্রদর্শনের নিমিত্ত যুগে যুগে নিজ অবতার বা নবি প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার সে অনুগ্রহ কোন এক দেশ বা এক কালে আবদ্ধ নহে তিনি পূর্ব্বে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবুদ্ধ বা হজরৎ মোহাম্মদ বা অন্যান্য অবতার বা নবি প্রেরণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগেও তিনি তেমনি হজরৎ আহমদকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার অনুসন্ধান কর, তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ কর, তবেই তোমাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে

পুরাতন সংস্কার বর্জ্জন কর প্রকৃত সত্য অন্বেষণ কর সাহসে ভর কর নিজে চিন্তা করিতে শিক্ষা কর প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন হও বাহ্যিক স্বরাজ লাভ করিতে হইলে প্রথমে আভ্যন্তরীণ স্বরাজ লাভ কর শাস্ত্রের নামে যাহা কিছু প্রচলিত তাহা সকল কিছু শুদ্ধ নহে কালের আবর্ত্তে কত কি আবর্জ্জনা শাস্ত্রের সত্যের সহিত জড়ীভূত হইয়াছে তুমি আল্লাতালার সন্তান মানব তুমি দেবতা বা ফেরেস্তা হইতে শ্রেষ্ঠ তুমি পিতার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন কর তাঁহার নিজ হস্ত হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে চেষ্টা কর।

হে দেশবাসি, হজরৎ আহ্মদ মুসলমানও বটেন, হিন্দুও বটেন তিনি সকল ধর্ম্মের প্রতিশ্রুত শেষ যুগের অবতার বা নবী তিনি জগতে সত্যধর্ম্ম স্থাপন করিতে আগমন করিয়াছেন তাঁহার হস্ত হইতে অমৃত পান কর তোমরা ধন্য হইবে

হে করুণাময়। আমাদের দেশের অমানিশা দূর কর প্রকৃত ধর্ম্মপথ আমাদিগকে প্রদর্শন কর তোমার মহিমা প্রচার করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান কর

A H K

---

# আহমদী সমাজের দায়িত্ব

যে সকল মুছলিম হজরত মির্জা গোলাম আহমদকে প্রতিশ্রুত মসিহ ও ইমাম মাহদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রভু হজরত মহম্মদের প্রবর্ত্তিত পথে অর্থাৎ প্রকৃত ইছলামের পন্থার পরিচালনের জন্য তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল মুছলিমগণকে লইয়া আহমদী সমাজ গঠিত হইয়াছে সুতরাং আহমদিগণের কর্ত্তব্য আর কিছুই নহে, কেবল পবিত্র কোরাণ সরিফের বিধি নিষেধ মানিয়া চলা এবং হজরত মহম্মদ ও তাঁহার ছাহাবগণের (সহচর বর্গের) অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সম্পাদন করা এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলা মোট কথা, কোরাণ সরিফের হুকুম তামিল করা ও হজরত মহম্মদের উপদেশাবলী মানিয়া চলা প্রত্যেক আহমদীর বিশিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্ম ইছলাম প্রচার করা প্রত্যেক মুছলিমের একটী প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রকৃত মুছলিমের বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি নানা জাতিকে সৎকর্ম্মে আহ্বান করিবেন ও অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিবেন প্রাথমিক ইছলামের অভাবনীয় উন্নতির প্রকৃত কারণ ইহাই ছিল তৎকালীন মুছলিমগণ আল্লার দিন্,

দেশে দেশে প্রচার করিতেন পর্বতে, মরুভূমিতে, সাগর কূলে সর্বত্রই সত্য প্রচার করিয়া বেড়াইতেন তখন ইছলাম প্রচার ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া ছিল না প্রত্যেক মুছলিমই ধর্মপ্রচার করিয়া আল্লার সুমধুর অমৃত নাম দেশবিদেশে বিতরণ করিতেন আহমদী সমাজের নেতা হজরত মছিহ মউদ এই কর্তব্যের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। প্রচারকার্য্য উত্তমরূপে পরিচালনের জন্য তিনি এই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক আহমদী নিজ শক্তি ও অর্থের একাংশ প্রচারকার্য্যে ব্যয় করিবে এই নিয়মানুসারে প্রত্যেক আহমদী প্রচারকার্য্যের জন্য স্বেচ্ছায় কিছু কিছু চাঁদা দিয়া থাকেন যদ্দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মিশনরী প্রেরণ করা হয় ও সংবাদ-পত্র, পুস্তক ও পুস্তিকা ছাপান হয় এবং স্কুল, মাদ্রাসা, হাঁসপাতাল ইত্যাদি স্থাপিত হয়। কেহ কেহ আয়ের দশমাংশ এবং ততোধিক এইরূপে ইছলামের প্রচার ও খেদমতের জন্য ব্যয় করিতেছেন। রাজনীতির সহিত এই সমাজের সাক্ষাৎভাবে কোন্ সম্পর্ক নাই

---

# হজরত মছিহ মউদের (আঃ) শিক্ষা

( কিস্তিয়ে নুহ হইতে )

৩

নিশ্চয় জানিও, তোমরা যদি খোদার হও, খোদাও তোমাদের হইবেন তোমরা ঘুমাইয়া থাকিবে, খোদাতাল জাগিবেন তোমরা শত্রুর সংবাদ রাখিবে না, খোদা তাহাকে দেখিবেন এবং তাহার সমুদয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবেন। তোমরা এখনও জানিতে পার নাই খোদার কত শক্তি আছে যদি জানিতে, তোমরা কখনও দুনিয়ার জন্য এমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে না একটি মাত্র পয়সা হারাইয়া কোন পথপতি কাঁদিয়া মরে কি? খোদা তোমাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন তোমরা যদি এই ধনাগারের সংবাদ রাখিতে, তবে কি দুনিয়ার জন্য এত আত্মহারা হইতে? খোদা এক অক্ষয় ধনাগার তাঁহার মহিমা হৃদয়ঙ্গম কর প্রত্যেক পাদক্ষেপে তিনি তোমাদের সহায় তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তোমরা কিছুই করিতে পার না, তোমাদের তদ্‌বিরও কোন কাজে আসে না

বিজাতির অনুকরণ করিও না। তাহারা উপকরণ-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সাপের ন্যায় তাহারা উপকরণরূপ তুচ্ছ মাটি খাইতেছে শিয়াল শকুনের ন্যায় তাহারা মরা কামড়াইতেছে। তাহারা খোদা হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে। মানুষের পূজা করে, শূকর খায়, জলের মত মদের ব্যবহার করে, অতিমাত্রায় উপকরণের উপর নির্ভর করে এবং খোদা তালা হইতে শক্তি প্রার্থনা করে না বলিয়া তাহারা মরিয়া গিয়াছে শূন্য বাসা ছাড়িয়া কবুতর যেমন উড়িয়া যায়, আছমানী রূহ (স্বর্গীয় আত্মা) তেমনইভাবে তাহাদের মধ্য হইতে উড়িয়া গিয়াছে দুনিয়া-পূজারূপ কুষ্ঠব্যাধিতে উহাদের আধ্যাত্মিক অঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমরা ঐ কুষ্ঠব্যাধিকে ভয় কর বিধিনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া পার্থিব উপকরণ ব্যবহারে আমি তোমা-দিগকে নিষেধ করিতেছি না অন্যান্য জাতির ন্যায় উপকরণের সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভুলিয়া উপকরণের দাসত্ব করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি তোমাদের যদি চোখ থাকে, নিশ্চয়ই দেখিবে, খোদা ব্যতীত সমস্তই বেকার তাঁহার বিনা আদেশে হাত সোজা বাঁকা করিতেও পার না মৃতেরা এই কথা শুনিয়া হাসিবে হাসিবার পূর্ব্বে যদি ইহারা মরিয়া যাইত! খবরদার, বিজাতির পার্থিব প্রতিপত্তি দেখিয়া তাহাদের অনুসরণের জন্য ব্যগ্র হইও না শোন এবং হৃদয়ঙ্গম কর, তাহারা সেই খোদার কোন সংবাদ রাখে না যিনি তোমাদিগকে ডাকিতেছেন তাহাদের খোদা কে?

—একজন দুর্ব্বল মানুষ সেইজন্য উহারা উদাসীন শিল্প ব্যবসায় করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি না, দুনিয়া-সর্ব্বস্ব লোকের অনুরূপ হইও না দুনিয়ারই হউক, আর পরকালেরই হউক, প্রত্যেক কাজের জন্যই তোমাদের খোদাতা'লা হইতে অবিরাম শক্তি ও সুযোগ প্রার্থনা করা চাই শুষ্ক প্রার্থনা নহে, যাহা অধরে থাকে বাস্তবিকই তোমাদের এইরূপ বিশ্বাস থাকা চাই যে, শুভফল মাত্রই আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজের সময়, প্রত্যেক বিপদের সময় তদ্‌বির করিবার পূর্ব্বে দরজা বন্ধ করিয়া যখন তোমরা খোদাতালার দরগায় প্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত হইবে, হে করুণাময়, আমরা বিপদে পড়িয়াছি, তুমি নিজ দয়ায় আমাদিগকে উদ্ধার কর; তখন তোমরা ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইবে, তখন 'রুহুল কুদ্দুছ' (Holy Spirit) তোমাদের সাহায্য করিবে এবং জ্ঞানের অতীত উপায়ে তোমাদের পথ খুলিয়া যাইবে জীবনের প্রতি একটু মায়া কর, যাহারা একান্তই খোদাকে ছাড়িয়া উপকরণ-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি, শক্তিলাভের জন্য মৌখিক 'এন্‌শা আল্লাহ' (ঈশ্বরেচ্ছায়) পর্য্যন্ত বলে না, তাহাদের অনুসরণ করিও না খোদা তোমাদের চক্ষু খুলিয়া দিন খোদা সমুদয় তদ্‌বিরের বর্গাস্বরূপ বর্গা খুলিয়া পড়িলে কড়ি ছাদের উপর থাকিতে পারে কি? কিছুতেই পারে না, বরং মানুষ খুনের সম্ভাবনা হয়। এইরূপে খোদার সাহায্য ব্যতীত তোমাদের তদ্‌বির চলিতে পারে না যদি তোমরা তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা না কর এবং তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করা নিজেদের একটা অভ্যাসে পরিণত না কর, তবে কোন কাজে তোমাদের সফলতা লাভ হইবে না; পরিণামে বড়ই আক্ষেপের সহিত মরিবে। যে সকল জাতি সর্ব্বশক্তিমান খোদার সংবাদ রাখে না, তাহারা কি প্রকারে উন্নতি করিতেছে? এই খেয়াল করিও না ইহার উত্তর এই যে উহারা খোদাকে পরিত্যাগ করার জন্য সংসারের বিষম পরীক্ষায় পড়িয়াছে খোদার পরীক্ষা কখনও এইরূপ হয়; যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভুলিয়া দুনিয়ার মায়ায় মজে এবং দুনিয়ার সম্পদ কামনা করে, তিনি তাহার জন্য দুনিয়ার রাস্তা খুলিয়া দেন পরকালের দিক দিয়া সে বিলকুল উলঙ্গ ও দরিদ্র হইতে থাকে দুনিয়া দুনিয়া করিয়াই অবশেষে মরে এবং চিরকালের জন্য দোজখে নিক্ষিপ্ত হয় খোদাতালার পরীক্ষা কখনও বা এইরূপ হয় যে পৃথিবীতেও বিফলকাম রাখেন কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষাই বেশী মারাত্মক কারণ এই শ্রেণীর লোকের অহঙ্কারী হয়। যাহাই হউক, উভয় শ্রেণীই অভিশপ্ত—'মগজুব আলায়হেম' প্রকৃত সন্তোষের উৎস খোদাতালা ইহারা সেই অজর অমর খোদার সংবাদ রাখে না তাঁহার সম্বন্ধে বেপরওয়া ও উদাসীন। সুতরাং প্রকৃত সন্তোষ কোথা হইতে ইহাদের ভাগ্যে জুটিবে? যাহারা এই রহস্য বুঝিয়াছে তাহারা ধন্য, যাহারা বুঝে নাই তাহারা ধ্বংস হইবে।

এইরূপে ইহাও তোমাদের কর্ত্তব্য যে, দুনিয়াদার দার্শনিকদিগকে মস্ত বড় একটা কিছু মনে করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিও না। ইহারা সকলেই মূর্খ। তাহাই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র, যাহা খোদাতালা নিজের কথায় তোমাদিগকে শিখাইয়াছেন। ধ্বংস হইয়াছে তাহারা, যাহারা এই দুনিয়ার দর্শনে মত্ত হইয়াছে। তাঁহারাই সফলকাম হন, যাঁহারা আল্লার কেতাবের মধ্যে প্রকৃত দর্শনের অনুসন্ধান করেন মূর্খতার পথ অবলম্বন করিতেছ কেন? তোমরা কি খোদাকে এমন কোন কথা শিখাইবে যাহা তিনি জানেন না? পথের সন্ধান পাইবার জন্য তোমরা কি অন্ধের পাছে পাছে ছুটিবে? হে অর্ব্বাচীনের দল, যে নিজে অন্ধ সে তোমাদিগকে পথ দেখাইবে কেমন করিয়া? প্রকৃত দর্শন 'রূহোল-কুদ্দুছ' (Holy Ghost) হইতে পাওয়া যায়। তোমাদিগকে এই দর্শন শিখাইবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে আত্মিক ভাবে তোমাদিগকে এমন রহস্য শিখান হইবে যেখানে আর কোন জাতির পৌছিবার ক্ষমতা নাই একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিলেই তোমরা উহা পাইবে তখন বুঝিতে পারিবে, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান ইহা প্রাণকে সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলে এবং বিশ্বাসের মিনার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয় যে ব্যক্তি নিজে মড়া খায়, সে

তোমাদিগকে কোথা হইতে পবিত্র আহার দিবে? যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ, সে কেমন করিয়া তোমাদিগকে পথ দেখাইবে? পবিত্র দর্শন মাত্রই আছমান হইতে আসে। অতএব তোমরা জমিনী লোকদিগের নিকট কিসের অনুসন্ধান করিতেছ? যাঁহার আত্মা আকাশের দিকে যায়, তিনিই দর্শনশাস্ত্রের উত্তরাধিকারী যাহার নিজের প্রাণে শান্তি নাই, সে তোমাদিগকে কি সান্ত্বনা দিবে? হৃদয়ের পবিত্রতা চাই 'ছিদ্‌ক' ও 'ছাফা' চাই এই সমুদয় তোমাদিগকে মিলিবে এইরূপ মনে করিও না যে খোদার বাণী (অহি)* ভবিষ্যতে আর হইবে না, যাহা হইবার অতীতে হইয়া গিয়াছে, 'রূহোল্-কুদ্দুছ' এখন আর অবতীর্ণ হইতে পারেন না, অতীতকালেই তাঁহার অবতরণ শেষ হইয়া গিয়াছে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, সমুদয় দরজা বন্ধ হইতে পারে 'রূহোল্ কুদ্দুছের' অবতরণের দরজা বন্ধ হইতে পারে না তোমার হৃদয়ের কবাট খোল, তিনি প্রবেশ করিবেন এই সূর্য্যের কিরণ প্রবেশের জানালা বন্ধ করিয়া তোমরা তাহ (Holy Ghost) হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছ হে নাদান (অজ্ঞ) ওঠ্, খিড়কী খোল্, সূর্য্যের কিরণ আপনা হইতেই তোর মধ্যে প্রবেশ করিবে বর্ত্তমান যুগে খোদাতালা তোমাদের প্রতি ভৌতিক অনুগ্রহ করিতে বিরত হন নাই বরং বেশী অনুগ্রহ দেখাইতেছেন আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের ঘোর আবশ্যকতা সত্ত্বেও তিনি তোমাদের প্রতি উহা বন্ধ করিবেন এইরূপ ধারণা কর কি? তিনি কখনও এইরূপ করেন নাই, বরং অতি প্রশস্তভাবে ঐ দরজা খুলিয়াছেন ছুরা ফাতেহায় প্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ্‌তালা যখন তোমাদের প্রতি সমুদয় অতীত কালের অনুগ্রহের দরজা খুলিয়াছেন, তোমরা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছ কেন? ঐ উৎসের পিপাসু হও, জল আপনা হইতেই আসিবে শিশুর ন্যায় ঐ দুধের জন্য কাঁদ, দুধ আপনা হইতেই স্তন হইতে বাহির হইয়া আসিবে অনুগ্রহ লাভের উপযোগী হও, অনুগ্রহ পাইবে। মনের অশান্তি দেখাও, শান্তি পাইবে। বার বার চীৎকার কর, তোমার হাত ধরিয়া তোলা হইবে

খোদাপ্রাপ্তির পথ বড়ই দুর্গম তাহাদের জন্যই উহা সহজ করা হয় যাহারা মৃত্যু পণ করিয়া এই অতল সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে, যাহারা স্বীয় প্রেমাস্পদের জন্য জলিয়া মরিতে প্রস্তুত হইয়া আগুনে ঝাপাইয়া পড়ে পরে দেখিতে পায় যে ইহাই স্বর্গ খোদাতালা এই কথাই বলিয়াছেন:—"অ এম্মেনকোম ইল্লা ওয়ারেদোহ কান আলা রব্বেকা হাতমাম্ মাকজাইয়া ইত্যাদি"— অর্থাৎ হে সহিষ্ণু হে সাধু, তোমাদের কেহই নরকের আগুন হইতে পরিত্রাণ পাইবে না যাহারা খোদার জন্য ঐ আগুনে পড়ে তাহারা নাজাত পাইবে কিন্তু যাহারা নফছে আম্মারার জন্য (ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়) আগুনে পড়ে ঐ আগুন তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে তিনিই ভাগ্যবান, খোদার জন্য যিনি নিজের ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন সে ব্যক্তি নিতান্তই হতভাগ্য যে নিজের ইন্দ্রিয়ের জন্য খোদার সহিত যুদ্ধ করে— তাঁহার সহিত মিলন চায় না যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়ের আদেশে খোদার আদেশ অবহেলা করে, সে কখনও আছমানে যাইতে পারিবে না অতএব তোমরা চেষ্টা কর, যেন কোরআন শরিফের একবিন্দুও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় ইহার জন্যও গেরেফতার হইতে হইবে কারণ সামান্য পাপেরও উপযুক্ত শাস্তি আছে সময় অল্প, কাজ অফুরন্ত সন্ধ্যা সমাগত, জোরে চল, যাহা পেশ করিবে বার বার দেখিয়া লও এমন না হয় যেন কিছু পড়িয়া থাকার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হও অথবা সমস্তই দরবারে পেশ করার অনুপযুক্ত দুর্গন্ধ বাজে পদার্থ না হয়

M A H.

---

* কোরআন শরিফের পর আর কোন শরিয়ত নাই কিন্তু 'অহি' শেষ হয় নাই। কারণ ইহাই সত্য ধর্ম্মের জীবন। যে ধর্ম্মে অহি-এলাহির ছেলছেলা জারি নাই, তাহা মৃত—খোদা ঐ ধর্ম্মের সহিত নাই।

# হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায়

[ খান ছাহেব আবুল হাসেম খান চৌধুরী, এম, এ ]

আপীসের বেলা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, এমন সময় বন্ধুবর শ্রী ··· বাবু কামরায় প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া আলাপ করিবার আশায় আমি ফাইলগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করিতে লাগিলাম মনে মনে অফিস বাবুদের প্রতি বিরক্ত হইতেছিলাম এমন সময় বন্ধুবর বলিলেন—"মৌলভী সাহেব, বলেন তো কি হইতে চলিল কলিকাতার সংবাদ দেখিয়াছেন কি?" আমি বলিলাম—"হঁ দেখিয়াছি, ত মহাশয়, দেশ গোল্লায় যাইবে" আমি হালকা ভাবেই কথা বলিতেছিলাম কিন্তু বন্ধুবরের ভাব দেখিয়া এবং স্বর শুনিয়া দমিয়া গেলাম বলিলাম "মহাশয়, আমি আহমদী, আমি যুগ-অবতারের আগমন বিশ্বাস করি আমার নিকট এ সকল ব্যাপার কষ্টের বিষয় হইলেও ইহাতে নৈরাশ্যের কারণ নাই বরং আমি ইহা দেশের মুক্তির পূর্ব্বলক্ষণ মনে করি যখন জগতের উদ্ধারের জন্য আল্লাতালা পুনরায় নিজ অবতার পাঠাইয়াছেন, তখন নিশ্চয় এদেশের উদ্ধার হইবে তাঁর ইচ্ছা বিফল করিবার ক্ষমতা মানবের নাই" বন্ধুবর বলিলেন, "যা'ক মহাশয়, সব দেশ মুসলমান হ'য়ে যাক, তবু দেশে শান্তি হউক মুসলমানদিগকে হিন্দু করিবার ক্ষমতা হিন্দুদিগের নাই, কারণ orthodox হিন্দুরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে না এক হিন্দু বা মুসলমান হইলেই এই বিবাদ মিটিবে" আমি বলিলাম, "মহাশয়, ধর্ম্মের নামে মিথ্যার পূজা করিয়া এ বিবাদের শান্তি হইবার নয় প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত মুসলমান কখনও এরূপ দ্বন্দ্ব করে না ইসলাম অর্থ—সত্যের পূজা যাহ সত্য সনাতন, তাহাই ইসলাম তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম নাম লইয়া ঝগড়া করিয়া ফল নাই কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনাস্থলে আমি বলিয়াছিলাম, 'আমি হিন্দু হইতে প্রস্তুত আছি, বলুন, আমাকে কোন্ সত্য গ্রহণ করিতে হইবে' বন্ধুবর বলিলেন, 'তা মহাশয়, হিন্দু বলিয়া কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমত নাই এবার মহাসভায় তাই হিন্দু অর্থ ভারতে উদ্ভূত যে কোন ধর্ম্ম বলা হইয়াছে' অর্থাৎ মুসলমান এবং খৃষ্টান ছাড়া সকলেই হিন্দু বলি যদি এতই উদার হইলে, তবে 'ভারতে উদ্ভূত' না বলিয়া এশিয়ায় উদ্ভূত বলিলেই তো সকল গোল মিটিয়া যাইত আমি বলিলাম, 'মহাশয়, মহাসভার definition অনুসারে তো বৈদিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিবার বহু পূর্ব্বেই তো বেদ অবতীর্ণ হইয়াছিল' বন্ধুবর বলিলেন, 'বটে, কিন্তু বলুন তো এ বিদ্বেষ মিটিবে কিসে? দেখুন, হিন্দু মুসলমান দুইটী নাম ক্রমে যেন পরস্পর বিরোধী নামে পরিণত হইতে চলিয়াছে' আমি বলিলাম 'সত্য বলিয়াছেন, দেশের বাতাসে এ বিদ্বেষ যেন বিষের মত কার্য্য করিতেছে এ বিষে উভয় সম্প্রদায় দগ্ধীভূত হইবে একস্থানে পাশাপাশি বাস করিয়া একে অন্যের প্রতি এরূপ শত্রুতার ভাব পোষণ করা এক জাগ্রত মৃত্যু বই নহে ইহার ঔষধ অনেকটা উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হস্তে আছে তাঁহারা যদি ঐকান্তিক চেষ্টা করেন, তবে এ দুরবস্থার অনেকখানি উপশম হইতে পারে' এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর বন্ধুবর বিদায় হইলেন"

কথাবার্ত্তা এখানেই শেষ হইলেও চিন্তার স্রোত কিন্তু থামিল না দেশব্যাপী যে পৈশাচিক কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, ইহার কারণ কি? ইহার জন্য দায়ী কে? ইহা নিবারণের উপায় কি? বিভিন্ন ধর্ম্মানুবর্ত্তিগণের মধ্যে মিলনের কি কোন উপায় নাই?

হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ এক দিনের নহে বা কোন এক প্রদেশে আবদ্ধ নহে ইহার underlying কারণ কি?

আমি ক্ষণিক কারণের কথা বলিতেছি না। উভয় সম্প্রদায়ের বদমাইস গুণ্ডারা ধর্ম্ম-বিদ্বেষের আড়ালে নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাময়িক উত্তেজনার বশে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। এগুলি ক্ষণিক এবং স্থানীয় কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার অন্তরালে কোন গুঢ়তর (deeper) কারণ নিহিত না থাকিলে এ বিবাদ এত কাল স্থায়ী বা এরূপ সমগ্র দেশ ব্যাপী কখনও হইত না। এ কথা নিশ্চয় যে, এই বিবাদের জন্য কোন এক সম্প্রদায় মাত্র দায়ী নহে। ইহাও নিশ্চয় যে এই বিবাদের কারণ উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এবং মনোভাবের (mentality) মধ্যে মূলীভূত হইয়াছে।

দেশে হিন্দু ব্যতিরেকে স্থানে স্থানে খৃষ্টান বৌদ্ধও বাস করে। তাহাদের সহিত তো মুসলমানদিগের এরূপ মনোমালিন্য দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? ইহার এক কারণ সাধারণ হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতা। ছোঁয়াছুঁয়ীর ব্যাপার হিন্দু ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে বড় একটা নাই। গ্রামে খৃষ্টান এবং মুসলমান একত্র বাস করে। উভয়ে একত্র খাওয়া দাওয়া করে। ধর্ম্ম-বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ব্যক্তিগত ব্যবহারে একের অন্যের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায় না। খাঁটী (?) হিন্দু কিন্তু মুসলমান বাটীতে ঢুকিলে নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া ছাড়েন না। তদ্রূপ শিক্ষিত হিন্দুকেও আমি দেখিয়াছি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমার পাক হইতেছে দেখিয়া নাকে কাপড় দিয়াছেন। কোন কোন হিন্দু বলেন, ইহা ঘৃণা নহে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র। জানি না এ কথা তাঁহাদের আন্তরিক কি না। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলেও, অপরের নিকট এরূপ ব্যবহার ঘৃণা বলিয়া বোধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ছেলেবেলা হইতে এরূপ সংস্কারের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে মানবের মন যে সঙ্কীর্ণ হইবে, তাহা নিশ্চয়। হিন্দুরাও ইহা বুঝিয়াছেন, তজ্জন্যই তাঁহাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন চলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চেষ্টা কেবল হিন্দুসম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ হিন্দুর আর কোন হিন্দুকে ঘৃণা করিও না, মুসলমান বা খৃষ্টানকে কর, তাহাতে ক্ষতি নাই।

এই গেল হিন্দুদিগের কথা। মুসলমানগণও ধর্ম্মের নামে কুশিক্ষা পাইতেছে। অশিক্ষিত স্বার্থান্ধ গোঁড়া মোল্লাদিগের হাতে ইসলাম ধর্ম্মের যথেষ্ট বিকৃতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। "মুসলমান মুসলমান হইতে সুদ লইতে পারে না বিধর্ম্মী হইতে পারে।" "বিধর্ম্মীর সম্পত্তি মুসলমান লুট করিয়া লইলে পাপ নাই।" "বিধর্ম্মীকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিতে পারিলে পুণ্য আছে।" ইসলামের নামে এরূপ জঘন্য বিশ্বাস মুসলমানদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ পক্ষপাতিত্ব, এরূপ অন্যায়ের শিক্ষা যে জাতি পাইয়া থাকে, সে জাতি কেমন করিয়া প্রতিবেশী হিন্দুর প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিবে? কেমন করিয়া তাহাদের সহিত একত্রে শান্তিতে বাস করিবে? এই ভ্রান্ত ধর্ম্মশিক্ষাই এই বিবাদের অন্যতম কারণ।

তৃতীয় কারণ হইতেছে দেশে প্রকৃত ধার্ম্মিকতার অভাব। ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান বিষয় আভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ মানবকে আল্লাতালার গুণে ভূষিত করা। আমাদের দেশে কিন্তু ধর্ম্ম জাতীয়তায় পরিণত হইয়াছে। সেই জন্যই হিন্দু মহাসভা বৌদ্ধ, শিখ এবং ব্রাহ্মণকে হিন্দু বলিতে প্রস্তুত কিন্তু মুসলমান বা খৃষ্টানকে তদ্রূপ বলিতে প্রস্তুত নহে। হিন্দু বলে তাহাদের ধর্ম্ম উদার। আস্তিক হউক বা নাস্তিক হউক, এক ঈশ্বরবাদী হউক বা বহু ঈশ্বরবাদী হউক, বৈদান্তিক হউক বা পৌত্তলিক হউক, সকলেই হিন্দু। তবে হিন্দু নয় কে, যে পেঁয়াজ খায় মুরগী খায় বা গোমাংস খায়? আশ্চর্য্য উদারতা! গ্রামে কোন মুসলমান নিজ বাটীতে গো-হত্যা করিলে গ্রামবাসী হিন্দু তাহা সহ্য করিতে পারেন না। মুসলমান প্রজা গো-হত্যা করিলে হিন্দু জমিদারের উৎপীড়নের সীমা থাকে না। তেমনি মুসলমানও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদাসীন। অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় কত মুসলমান যে ইসলামের পথ হইতে বিপথে যাইতেছে তজ্জন্য তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু মুসলমান জাতির প্রকৃত বা কল্পিত স্বত্ব বা অধিকার বা মর্য্যাদার হানি হইয়াছে

শুনিলে তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠে মহরমের রাস্তা ২০ হাত লম্বা হওয়া চাই রাস্তায় বট বৃক্ষ আছে, হিন্দু তাহার ডাল কাটিতে আপত্তি করে হিন্দুর খাতিরে কি রাস্তা ঘাট করা যাইতে পারে না? প্রকৃত ধর্ম্ম উদারতা বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিয়া থাকে জাতীয়তা দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা শিক্ষা দেয়

চতুর্থ কারণ আমাদের স্কুলে কলেজে এবং সাধারণ সাহিত্যে ভ্রান্ত শিক্ষা। স্কুল কলেজে ছাত্রগণ যে সাহিত্য বা যে ইতিহাস পড়ে, তাহাতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ হিংসা ঘৃণারই সৃষ্টি হইয়া থাকে একবার জনৈক হেড মাষ্টার আমার নিকট এক ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে প্রাচ্য দেশের সকল বিষয়ই মলিন রঙ্গে এবং প্রতীচ্যের সকল বিষয়ই উজ্জ্বল রঙ্গে চিত্রিত করা হইয়াছিল বোধ হয় সরকারের সহানুভূতি পাইবার জন্যই তিনি এরূপ করিয়াছিলেন হিন্দু ছাত্র যখন পড়ে, মুসলমান জাতি এবং মুসলমান বাদশাহগণ নিষ্ঠুর অত্যাচারী,— বিধর্ম্মীদিগকে পীড়ন করা এবং তাহাদের ধর্ম্মের অবমাননা করাই তাহাদের কার্য্য ছিল, তখন সেই শৈশবকাল হইতেই মুসলমানদিগের প্রতি যে তাহাদের একটা গাঢ় ঘৃণা এবং বিদ্বেষ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এই ঘৃণা ও বিদ্বেষই পশ্চাৎকালে তাহাদের লেখনী হইতে দেশের সাহিত্যে স্থান পাইতেছে এবং হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাবের এক প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই বিদ্বেষ কেবল সাহিত্যে আবদ্ধ নহে, থিয়েটার, যাত্রা, সং প্রভৃতি এই বিদ্বেষ ঘণীভূত করিতেছে।

পঞ্চম কারণ আমাদের পরাধীনতা হিন্দু বা মুসলমান এদেশে স্বাধীন হইলে হয় তো এ বিবাদের অনেক দিন উপশম হইত হয়তো ক্ষমতাশীল জাতির উদারতায় পরাধীন জাতি মুগ্ধ হইত বা তাহাদের শাসনে পরাধীন জাতির স্বীয় জাতিয়তাবোধ বিলুপ্ত হইত কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হইবার উপায় নাই নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তি যখন এ দেশের রাজা, তখন স্বভাবতঃই তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও স্ব স্ব পৃথক স্বত্তা হারাইতে দিবেন না। পরস্পর উদারতা দেখাইয়া এক জাতি অন্য জাতিকে মুগ্ধ করিবার সুযোগও পরাধীন জাতির পক্ষে বিরল

ষষ্ঠ কারণ দেশের আর্থিক সমস্যা দেশ ক্রমে দরিদ্র হইতে চলিয়াছে অর্থ উপার্জ্জনের পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতেছে হিন্দু মুসলমান ক্ষুধিত কুকুরের মত অবশিষ্ট যে কয়েকটী অর্থসমাগমের পথ আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, উভয় জাতিই নিজ নিজ প্রাপ্য রক্ষার জন্য অন্য জাতিকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে তজ্জন্যই সরকারী চাকরী বা কাউন্সীল, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালটীর কর্তৃত্ব লাভের জন্য এত ঝগড়া বিবাদ।

এই বিবাদ বিসম্বাদের জন্য দায়ী কে? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক অংশ লইলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণই এই বিবাদের জন্য দায়ী অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাদের ইঙ্গিতে চলে মাত্র তাহারা নির্ব্বোধ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের মতামত দ্বারা তাহাদের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তাহাদের দায়ীত্ব যথেষ্টরূপে উপলব্ধি করেন না। অনেক শিক্ষিত হিন্দু মুখে স্বীকার না করিলেও, কার্য্যতঃ ভারতভূমিকে একমাত্র হিন্দুর জন্মভূমি বলিয়া মনে করেন মুসলমান ভারতে সাত কোটি মাত্র, হিন্দু বাইশ কোটি তাহাদের বিশ্বাস, এই সাত কোটি মুসলমানের এ দেশ হইতে উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভবপর এবং তদ্দ্বারা তাহাদের লাভ বই ক্ষতি নাই তাহারা ভুলিয়া যায় যে, কেবল সংখ্যা গণনা দ্বারা তদ্রূপ চেষ্টার ফলাফল নির্দ্ধারণ করা যায় না মুসলমান প্রথমে যাহারা ভারতে আগমন করে, তাহাদের সংখ্যা অল্প কয়েক সহস্র মাত্র ছিল এই কয়েক সহস্র এখন সাত কোটিতে পরিণত হইয়াছে যে জাতি এত বর্দ্ধনশীল, তাহার উচ্ছেদসাধন কর সহজসাধ্য নহে এ দেশের জল বায়ুর সহিত এই ধর্ম্মমতের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। তবেই তো এই ধর্ম্মমত এ দেশে এরূপ বহুল বিস্তার লাভ করিয়াছে। হিন্দুর গণনায় ২২ কোটি হইলেও

তাহারা বিচ্ছিন্ন জাতি। তাহাদের পক্ষে মুসলমানদিগের মত সম্মিলিত জাতিকে বিধ্বস্ত করা সহজসাধ্য নহে। এরূপ চেষ্টার ফলে হয়তো তাহাদিগকেই বিধ্বস্ত হইতে হইবে। অন্য পক্ষে অনেক মুসলমানের এখনও ধারণা যে, সম্মুখ দ্বন্দ্বে তাহারা অনায়াসেই হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা আর তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুরূপ নাই। নৈতিক অবনতির সঙ্গে তাহাদের পুরাতন শৌর্য্য, তাহাদের সৌভাগ্যও তিরোহিত হইয়াছে। ইতিহাসের ইঙ্গিত তাহারা লক্ষ্য করে না। তাহারা ভারতে একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করার পর বহুকাল যাবৎ ভারতীয় কোন শক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হয় নাই। ক্রমে তাহাদের নৈতিক অবনতি ঘটিলে, প্রথমে মহারাষ্ট্রগণ তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প করে। পাণিপথ ক্ষেত্রে সে চেষ্টা বিফল হইলেও, তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে ভারতীয় মুসলমানগণ নিজ ক্ষমতায় কৃতকার্য্য হয় নাই। ঐ কার্য্য সমাধা করিতে তাহাদিগকে ভারতের বাহির হইতে তাহাদের স্বধর্ম্মী আহমদ সাহ আবদালির সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। তৎপর পুনরায় শিখগণ তাহাদের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করে। এবার ভারতীয় মুসলমানদিগকে রক্ষা করিতে কোন স্বধর্ম্মীর তরবারী আগমন করে নাই। এক বিদেশী বিধর্ম্মীর আগমন হেতু মুসলমানগণ এ যাত্রা রক্ষা পায়। এই ঘটনাবলীর মধ্যে এক গুপ্ত ইঙ্গিত নিহিত আছে। মুসলমান নৈতিক বিষয়ে ক্রমে অধোগতিতে চলিয়াছে। তাহাদিগের উচ্ছেদসাধন করিতে পুনরায় যদি ভারতে কোন ষড়যন্ত্র হয়, তবে তাহাদের রক্ষা পাওয়া নিশ্চিত বলিয়া কখনও মনে হয় না। মুরদিগের ইতিহাস ভারতীয় মুসলমানদিগের জন্য শিক্ষাস্থল হওয়া উচিত। শিক্ষিত মুসলমান এ সকল বিষয় চিন্তা না করিলে তাহাদের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের জন্য তাহারাই দায়ী।

এই বিরোধের জন্য হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত সমাজ ব্যতিরেকে সরকার বাহাদুর কত দূর দায়ী, তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। সরকার বিদেশী, আমাদের ভালমন্দের সহিত তাহার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। স্বজাতির স্বার্থ উদ্ধার করা সরকারের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দুঃখকষ্ট সরকার যথেষ্টরূপ অনুভব করেন না এবং করিতেও পারেন না। আপন জন না হইলে কে কাহার দরদ বুঝে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে এ বিবাদ নিবারণের উপায় কি? ইহার উত্তর—শিক্ষা এবং আন্দোলন।

দেশে শিক্ষা বিস্তার কর। শিক্ষার সংস্কার কর। দেশের সন্তান যাহাতে দেশবাসীকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে শিখে, তাহার বন্দোবস্ত কর। পাঠ্য পুস্তক এবং সাহিত্যের পরিবর্ত্তন কর। যাহাতে হিন্দুর সন্তান মুসলমান জাতির ইতিহাস পড়িয়া তাহাদের ভারতে আগমনে ভারতের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ ইতিহাস লিখ। যাহাতে মুসলমান সন্তান হিন্দুর ইতিহাস পড়িয়া সে জাতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখে, তাহার চেষ্টা কর। নাটকে নভেলে সাহিত্যে স্বদেশকে এবং স্বদেশবাসীকে উজ্জ্বল রঙ্গে অঙ্কিত কর। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোমলমতি বালকবালিকার সম্মুখে ধর। অবশ্য বিরোধ লোপ পাইবে, প্রীতির উদ্রেক হইবে।

অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেও, যেন পশ্চাৎ জীবনে চাকরীর জন্য উদ্‌গ্রীব হইতে না হয়। তাহাতে পরস্পর বিবাদ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

ইহাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। দেশে আন্দোলন কর। শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পর প্রীতিলাভের চেষ্টা করে, তবে অচিরেই জনসাধারণের মধ্যে ঐ ভাব প্রস্ফুটিত হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এই প্রীতি কেবল মৌখিক হইলে চলিবে না। এই প্রীতিলাভের উদ্দেশ্যে সত্য ভিন্ন অন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে উভয় সম্প্রদায় প্রস্তুত হইবেন। স্বরাজ তো দূরের কথা, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ নির্ব্বাণ না হইলে উভয় জাতিরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহা কবির কল্পনা নহে; বাস্তব জগতের স্থির নিশ্চয়তা। সর্ব্বপ্রথমে উভয় সম্প্রদায় হইতে এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদিগের এক সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিবারণ করাই

তাহাদের জীবনের ব্রত হইবে তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও সভা, সমিতি বক্তৃতা, সংবাদপত্রে রচনা দ্বারা এই মন্ত্র প্রচার কর সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত কর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের কাগজে ইঙ্গিতেও যেন কোন বিদ্রূপ বা কটূক্তি প্রকাশ না হয় হিন্দুই অত্যাচার করুক বা মুসলমান অত্যাচার করুক, তদ্রূপ সংবাদ সত্য হইলেও কিছুকালের নিমিত্ত তাঁহারা যেন কাগজে স্থান না দেন ইহাতে ব্যক্তিগত কিছু ক্ষতি হইলেও দেশের কল্যাণ হইবে এ কলহের অগ্নিও অনেকটা নির্ব্বাপিত হইবে তৎপর সাধারণের পাঠের নিমিত্ত নূতন সাহিত্য প্রণয়ন কর Realistic হইবার আবশ্যক নাই, কিছুকাল Idealismএর সেব কর হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাদের আচার ব্যবহার, তাহাদের চরিত্র অতি উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত কর, ক্রমে ideal realএ পরিণত হইবে সর্ব্বোপরি সাধারণের হিতকর কার্য্যে হিন্দু মুসলমান একত্র অগ্রসর হও এক সম্প্রদায়ের বিপদকে অন্য সম্প্রদায় নিজ বিপদ গণ্য করিয়া সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হও আন্তরিকতার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ গতবার উত্তরবঙ্গের জল-প্লাবনে Dr. P. C. Roy এবং তাঁহার পার্টী যেরূপ ভাবে দরিদ্র মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, হিন্দু মুসলমান বিরোধ দূর করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই

কিন্তু একথাও বলি যে, কেবল বিরোধ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে সে নিবারণ কখনও স্থায়ী হইবে না যতদিন মনের সঙ্কীর্ণতা দূর না হইবে, যতদিন ধর্ম্মের নামে বিধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা বা হিংসা দূর না হইবে, ততদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থায়ী মিলন হইবে না ধর্ম্মের নামে জাতীয়তার উপাসনা করা ছাড়িতে হইবে সত্যের পূজা করাই ধর্ম্ম তাহাই ইসলাম তাহাই প্রকৃত হিন্দুত্ব দেশবাসীকে সত্যের পূজা করিতে অসত্য বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দেও সত্য মানবের মানসকল্পিত কোন সামগ্রী নহে সত্য আল্লাতালার দান চক্ষু, কর্ণ, মন দ্বারা আমরা সত্যের উপলব্ধি করি মাত্র আল্লাতালাই সত্য প্রকাশ করেন তিনি যুগে যুগে অবতার পাঠাইয়া তাঁহার সত্য শিক্ষা দিয়া থাকেন তাঁহাদিগের অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। এ যুগেও তিনি তাঁহার অবতার প্রেরণ করিয়াছেন আহমদ (আল্লাতালা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন) এ যুগে তাঁহার বাণী আনিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর এবং তাঁহার শিক্ষার অনুসরণ কর ইহাতেই মানবের মুক্তি, ইহাতেই মানবের উদ্ধার তাঁহারই শিক্ষা মানবকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করিবে তাঁহারই শিক্ষা হিন্দু মুসলমানকে মধুর মিলনে সম্মিলিত করিবে আল্লাতালা অচিরে আমাদের দুর্ভাগা দেশে সেই সময় আনয়ন করুন আমীন

---

# হজরত আহমদ ও তাঁহার দাবী

১

আহমদীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) ছাহেব ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত জিলা গুরদাসপুরের অধীন 'কাদিয়ান' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই গ্রাম বাটালা রেল ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল এবং অমৃতসর হইতে ৫৭ মাইল পূর্ব্ব উত্তর দিকে অবস্থিত Punjab chiefs নামক পুস্তকে সার লেপেল গ্রিফিন সাহেব হজরত আহমদের (আঃ) বংশ বিবরণ এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"সম্রাট বাবরের রাজত্বের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে হাদি বেগ নামক জনৈক সমরকন্দবাসী মোগল পঞ্জাবে আগমন করেন এবং গুরদাসপুর জেলায় বসতি স্থাপন করেন ইনি শিক্ষিত ছিলেন এবং কাদিয়ানের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ৭০ গ্রামের কাজী (ম্যাজিষ্ট্রেট, পদে নিযুক্ত হন কথিত আছে, ইনি কাদিয়ান গ্রামের স্থাপয়িতা। এই গ্রামের পূর্ব্ব নাম ছিল এছলামপুর কাজী। কাল-ক্রমে ঐ নাম পরবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান কাদিয়ান নাম ধরিয়াছে কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত এই পরিবার বাদসাহ-

দিগের অধীনে সম্মানিত রাজকার্য্যে অধিষ্ঠিত থাকেন শিখদিগের আমলে ইঁহারা হীনদশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন * * * * ইংরেজ-শিখ সংঘর্ষে শিখ-দরবারের পক্ষে যুদ্ধ করার অপরাধে ইংরেজ-রাজ এই বংশের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন গোলাম মোর্ত্তজা (হজরত আহমদের পিতা) ও তাঁহার ভ্রাতাগণের জন্য ৭০০৲ পেন্‌সন্‌ ধার্য্য করিয়া দেন এবং কেবলমাত্র কাদিয়ান ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে তাঁহাদের জমিদারী সত্ত্ব রহিল "

উচ্চ শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, হজরত আহমদের তদ্রূপ কোন শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই প্রথমে তিনি ফজলে এলাহি নামক জনৈক শিক্ষকের নিকট কোরআন শরিফ ও কয়েকখানা ফার্ছি কেতাব পাঠ করেন তৎপর দশ বৎসর বয়সে ফজল আহমদ নামক আর একজন শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অতঃপর ১৭।১৮ বৎসর বয়সে মৌলবী গোলাম আলী নামক আর একজন শিক্ষকের নিকট তিনি আরবী ব্যাকরণ, স্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের কয়েকখানা পুস্তক পাঠ করেন হজরত আহমদের পিতা একজন বিচক্ষণ হেকিম ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি কয়েকখানা চিকিৎসা পুস্তকও পাঠ করেন বস্তুতঃ তাঁহার শিক্ষা এতটুকু ছিল যে, তিনি আরবীতে কিছু কিছু এবং ফার্ছিতে বেশ সুন্দর কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন রীতিমত ধর্ম্মশিক্ষা তিনি কাহারও নিকট পান নাই

আহমদ বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন পিতার পুস্তকাগার ব মছজেদেই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত এই কারণে অনেক সময় তাঁহাকে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট ভর্ৎসনা শুনিতে হইত কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু আল্লাহতালা তাঁহাকে এমনই ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে পিতার তিরস্কার বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্রূপ তাঁহার সাধনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটাইতে পারে নাই। সত্য স্বপ্ন স্বপ্ন-দর্শন ও ভাববাণীর (এলকা) মধ্য দিয়া তিনি ক্রমশঃ সংসার হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে হজরত আহমদের প্রতি 'অহি' (Verbal revelation) নাজেল হইতে আরম্ভ হয় এতদিন পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ও অজ্ঞাত-ভাবে বাস করিতেছিলেন এমন কি, কাদিয়ানের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও প্রায় কেহই তাঁহাকে চিনিত না। আল্লার আদেশে এই সময় হইতে তিনি আর্য্য-সমাজ ব্রাহ্মসমাজ ও পাদ্রীদিগের প্রতিবাদে সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ পাঠাইতে আরম্ভ করেন এই সকল প্রবন্ধের সারগর্ভতা শত্রু মিত্র সকলের নিকট তাঁহাকে বিখ্যাত করিয়া তুলিতে লাগিল অতঃপর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'বরাহেনে আহমদীয়া' গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশ করেন ইহাতে তাঁহার খ্যাতি আরও বাড়িয়া উঠে ১৮৮১, ১৮৮২ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে বরাহেনে-আহমদীয়ার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থখণ্ড প্রকাশিত হয় বরাহেনে-আহমদীয়ার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল এছলামের শত্রুগণ হজরত আহমদের বিরুদ্ধে অজস্র পুস্তক ও বিজ্ঞাপন বাহির করিতে লাগিল মোছলমানগণ তাঁহাকে বর্ত্তমান শতাব্দীর মোজাদ্দেদ বলিয়া মানিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন বহু লোকে তাঁহার নিকট মুরিদ হইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিল আহমদ সর্ব্বদাই এই বলিয়া অস্বীকার করিতেন "আমার সকল কাজ খোদার হাতে, তাঁহার বিনা আদেশে কিছুই করিতে পারি না।"

২

আল্লাহ্ আছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু-পরমাণু তাঁহার জয়গান করিতেছে অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্ত কাল হইতে ভৃত্যের স্যায় নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে কাজ করিয়া অনন্তশক্তির মালিক এক সর্ব্বনিয়ন্তার অস্তিত্ব ঘোষণ করিতেছে কিন্তু প্রকৃতির এই নির্ব্বাক নিস্পন্দ ঘোষণা ভৌতিক জীবনের শত আবশ্যকতার সহস্র পর্দ্দা ভেদ করিয়া মানুষের মোহ ভাঙ্গিতে পারে না। এই পর্দ্দা ছিঁড়িয়া, মায়ার বন্ধন এড়াইয়া, আল্লার সম্যক্ পরিচয় পাইবার একমাত্র রাজপথ আরেফ-বেল্লাহ্ (ব্রহ্মজ্ঞ)

মহাপুরুষদিগের সহিত পরিচিত হওয়া বা তাঁহাদের ইতিহাস আলোচনা করা এই কারণেই রসুল ব অবতারগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের একটি অপরিহার্য্য শর্ত্ত এবং যাহারা সমকালীন নবীকে মানে না, তাহাদিগকে নাস্তিকদিগের শ্রেণীভুক্ত করা হয় অতীত আবেক বেল্লার কবরে নজরানা পেশ কং বা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া ধুমধামের সহিত পূজা করা বেশ সহজ কাজ কিন্তু সমসাময়িক আবেককে চিনিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা বড়ই কঠিন চারিদিক হইতে হাজার হাজার লোক হজরত আহমদের নিকট শিষ্যত্বের পত্র লিখিতেছিল এবং আল্লার আদেশ পান নাই বলিয় তিনি অস্বীকার করিতেছিলেন আল্লার আদেশে যখন তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বয়েৎ গ্রহণের জন্য সাধারণকে আহ্বান করিলেন, তখন অতি সামান্য লোকেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল মানুষ মাটির পুতুল পূজা করিতে পারে কিন্তু অন্য আর একজন মানুষের নিকট নত হওয়া ঘোর অপমানের কাজ বলিয়া মনে করে বস্তুতঃ প্রায় সকল মানুষই নিজের খেয়ালের উপাসক যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, কিছুতেই নিজের খেয়াল ছাড়িয়া অন্যের কথা মানিতে চায় না হাজার হাজার লোক হজরত আহমদকে মোজাদ্দেদ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু যখন তিনি দাবী করিলেন তখন অতি অল্প লোকই তাঁহার নিকট বয়েৎ গ্রহণ করিল

"হজরত ঈছা (আঃ) আজ ১৯০০ বৎসর আকাশে বসিয়া আছেন এবং শেষ যুগে অবতীর্ণ হইয়া বিবাহ করিবেন, এমাম মাহদীর সহিত মিলিত হইয়া বলপুর্ব্বক কাফেরদিগকে মোছলমান করিবেন, যে সকল কাফের মোছলমান হইতে রাজী হইবে না, তাহাদের রক্তে রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিবেন " ......... এই সকল অমূলক কাহিনী অধিকাংশ মোছলমানই বিশ্বাস করেন না অথচ হজরত আহমদ যখন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করিলেন যে, এই সমুদয় ধারণা ভুল ও এছলাম-বিরুদ্ধ; এবং তিনিই হাদিছ গ্রন্থের প্রতিশ্রুত মছিহ ও মাহদী, তখন মৌলবী ছাহেবান তাঁহার বিরুদ্ধে কোফরের ফতোয়া প্রচার করিলেন এমন কি, পাশ্চাত্য শিক্ষিতেরাও মৌলবী ছাহেবদের সহিত যোগদান করিলেন

"কোরআন হাদিছে যাহা আছে, অন্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহাই করিয়া যাও, মৃত্যুর পর বেহেশ্‌ত মিলিবে হইবে " অধিকাংশ মোছলমান এই কুশিক্ষার ফলে ধর্ম্মকর্ম্মের বড় একটা পরওয়া রাখে না অথচ হজরত আহমদ যখন বলিলেন যে, কোরআন হাদিছ অনুসরণ-কারীকে অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিবে না; এবাদাতের ফল এই পৃথিবী হইতেই দেখা যায়, হজরত মহাম্মদের (দঃ) শিষ্যগণ তাঁহার শিক্ষানুসারে চলিয়া হজরত ঈছা, হজরত মুছ, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র প্রভৃতির তুল্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তখন মৌলবী ছাহেবান চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'না, না, না, কিছুতেই না হজরত রছুলে করিমের উম্মত হজরত ঈছা নবীর মত হইতে পারে, এমন কথা যে বলে সে কাফের "

ফল কথা হজরত আহমদ হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, মাহদী, মছিহ এবং বুরুজী নবী হইবার দাবী করিয়াছেন তাঁহার প্রত্যেক দাবাই বর্ত্তমান যুগের জন্য আবশ্যক "আমার খেয়াল মত চলব, তোমার কথা শোনব না মানুষের এই স্বাভাবিক অহমিকা ব্যতীত এই সকল দাবীর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। এছলাম যদি সত্য ধর্ম্ম হয়, হজরত মহম্মদ (দঃ) যদি বাস্তবিকই আল্লার প্রেরিত নবী হন, কোরআন যদি বাস্তবিকই খোদার কালাম হয়; এছলামী সভ্যতা সমুলে উৎপাটনকারী ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই মোজাদ্দেদ চাই, শতধাবিচ্ছিন্ন মোছলেম সমাজকে একীভূত করিবার সূত্রদাতা এমাম মাহদী চাই, ক্রুশ-বাদের অনাচার দূরীভূত করিবার জন্য মছিহ চাই, নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদ দূর করিবার জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানী অর্থাৎ নবী চাই

দাবীর পর হজরত আহমদ অকুতোভয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রচারকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন দিল্লী, অমৃতসর, লুধিয়ানা, শিয়ালকোট, লাহোর প্রভৃতি সহরে যাইয়া মৌলভী ও পাদরী সাহেবদের সহিত কয়েকবার বিচার তর্ক করেন। লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞাপন

প্রচার করিয়া ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত স্বীয় দাবীর সংবাদ পৌছাইয়া দেন দাবীর সংক্ষে প্রায় ৮০ খানা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন লোকের সহিত সাক্ষাৎ দেওয়ার জন্য নজরখানা বা অতিথিশালা স্থাপন করেন। Review of Religions নাম দিয়া উর্দ্দু ও ইংরাজী মাসিক পত্র বাহির করেন। অসংখ্য পত্রের উত্তরে নিজের দাবী বুঝাইতেন। এতদ্ব্যতীত 'আলহাকাম' ও 'আলবদর' নামক সাপ্তাহিকে যথানিয়ম প্রবন্ধ দিতেন। ফল কথা, প্রচারের যত উপায় আছে, তাহার কোনটাই তিনি অবহেলা করেন নাই

৩

অতীত যুগের পয়গম্বর বা অবতারগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এমন কোন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন নাই, যাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠে নাই। হজরত আহমদের বিরুদ্ধেও ক্ষেপিয়াছিল গুপ্তহত্যার জন্য লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সরকারের মনে অলীক সন্দেহ জাগাইয়া গুপ্ত পুলিশ লাগান হইয়াছিল, রাজদরবারে মিথ্যা মোকদ্দমা করা হইয়াছিল, সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা হইয়াছিল; যাহাতে কেহ তাঁহার নিকট না আসে, তাহার জন্য সহস্র মুখে তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হইত, শত শত কাগজে তাঁহার কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হইত, শত সহস্র বিরুদ্ধ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। এক কথায়, সাধারণ লোক, পণ্ডিত, পাদ্রী, মৌলভী, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, গভর্ণমেণ্ট, সকলেই হজরত আহমদের কাজে বাধ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। শত্রুতার ফল কি হইয়াছে? ইহাই দেখিবার বিষয়, ইহাই বুঝিবার বিষয়। এইখানেই পয়গম্বরের সত্যতার শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। প্রথমতঃ, সত্য পয়গম্বর কখনও ভয়ে নিজের দাবী প্রত্যাহার করেন না, লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দাবী পরিবর্ত্তনও করেন না। কখনও বিরুদ্ধ অবস্থায় নৈরাশ্য বা ভয় প্রকাশ করেন না, শত্রুদের মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেন না। মানুষের প্রকৃত চরিত্র শত্রুর নিকটেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয়তঃ, সত্য পয়গম্বরের শত্রুগণ ইহকাল পরকাল দুই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে তাহাদের নাম করিতে কেহ থাকে না পরকালে তাহাদের জন্য অনন্ত জাহান্নাম তৃতীয়তঃ, শত সহস্র প্রকারের শত্রুতা সত্ত্বেও সত্য পয়গম্বরগণ জয়ী হন এই সকল সাধারণ সত্য অনুযায়ী আমরা হজরত আহমদের (দঃ) জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই :—(ক) হজরত আহমদ কখনও দাবী প্রত্যাহার করেন নাই বা লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পরিবর্ত্তনও করেন নাই। তিনি প্রথমে মোজাদ্দেদ হইবার দাবী করেন অতঃপর মাহদী ও মসিহ হইবার দাবী করেন। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি হজরত ঈছা হইতে শ্রেষ্ঠতর হইবার দাবী করেন। লোকের শত্রুতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আল্লার আদেশে হজরত আহমদ ক্রমেই বৃহত্তর দাবী করিয়াছেন (খ) আহমদ কখনও নৈরাশ্য প্রকাশ করেন নাই তিনি অতি জোরের সহিত বলিতেন, "আমার অনুচরগণ কেয়ামত পর্য্যন্ত বিজয়ী থাকিবে" তিনি আরও বলিতেন "আমার এক পুত্রের সময়ে সত্য মিথ্যা এমনভাবে দেখা যাইবে, যেন স্বয়ং খোদা অবতীর্ণ হইয়াছেন।" 'বোখারায় আহমদী সম্প্রদায়ের প্রথম সাম্রাজ্য গঠিত হইবে।" (গ) তাঁহার প্রধানতম শত্রু বাটালা নিবাসী মৌলভী মহম্মদ হোসেন সাহেবের নাম করিবার কেহই নাই। অমৃতসর নিবাসী মৌলভী ছানা উল্লাহ ও মুঙ্গের নিবাসী মৌলবী মহম্মদ আলীর নাম দুনিয়ায় থাকিবে না, এ কথা আমরা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইলেও বক্তব্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলাম

(ঘ) ১৯০৮।২৬ মে তারিখে হজরত আহমদ ইহলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় শিষ্যসংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ লক্ষ ছিল। অনেকে মনে করিয়াছিল এইবার 'কাদিয়ানী ফেতনা' খতম হইল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অনুরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে হজরত মৌলানা মৌলবী হাজি হাফেজ হেকিম নুরুদ্দিন সাহেব প্রথম খলিফা পদে নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি ও কর্ম্মকুশলতায় আহমদী সম্প্রদায় ক্রমেই উন্নতি করিতে থাকে। ১৯১৪।১৩ মার্চ্চ হজরত প্রথম খলিফা অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করেন। অধিকাংশের ভোট

অনুযায়ী হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মহমুদ আহমদ ছাহেব দ্বিতীয় খলিফ নির্ব্বাচিত হন এই সময় মৌলবী মহাম্মদ আলী ও খাজা কামালুদ্দিন প্রমুখাৎ কয়েকজন শক্তিশালী আহমদী 'যুবক বশির উদ্দিনের' খেলাফত অস্বীকার করিয়া লাহোর হইতে এক পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন অনেকেই মনে করিয়াছিল, এইবার গৃহবিবাদে 'মির্জায়ী ফেতনা' খতম হইবে এবারও তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মহমুদ আহমদ ছাহেব অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণ করিলেন যে, তিনিই হজরত আহমদের প্রতিশ্রুত পুত্র ক্রমশঃ তাঁহার অধীনে আহমদিগণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল হজরত দ্বিতীয় খলিফার সময়ে অর্থাৎ গত ১২ বৎসরে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মরিশাছ, জাবা, সিঙ্গাপুর, সিংহল, মিছর, বোগদাদ, বোখারা প্রভৃতি স্থলে মিশন স্থাপিত হইয়াছে বর্ত্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই, যেখানে আহমদী নাই।

মহাম্মদ আবদুল হাফিজ

---

# আহমদী সমাজের ঈমান

১ আল্লাহ এক অদ্বিতীয় পুরুষ তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব গুণ ও উপাধিবিশিষ্ট আর কেহ নাই বা হইতে পারে না সেই পরমপুরুষই কেবল উপাসনার যোগ্য

২। জগতের মঙ্গলের জন্য সেই পরমপুরুষের আজ্ঞাবহ দাসরূপে ফেরেস্তাগণ নিযুক্ত আছেন

৩ তিনি সুদূর অতীতকাল হইতে প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য অবতার বা নবী পরম্পরা পাঠাইতেছেন যে সকল অবতার বা নবিগণের নাম ব্যক্তিগতভাবে কোরাণ শরিফে উল্লেখ আছে, আমরা সকলকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি অপর অবশিষ্ট অবতারদিগকেও আমরা সমষ্টিভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি

৪ কোরাণ শরিফ আমাদের স্বর্গীয় কেতাব ( পুস্তক ) এবং হজরত মহম্মদ মস্তফা (দঃ) আমাদের নবী তিনি খাতামান্নবিঈন অর্থাৎ সকল নবীর মোহর বা সত্যতার তছদিককারী

৫ আল্লার বাণীর পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং চিরকাল উন্মুক্ত থাকিবে কারণ ইহা আল্লার গুণবিশেষ এবং তাঁহার কোন গুণ নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না যেমন অতীত যুগে আল্লাতা'লা তাঁহার প্রিয় বান্দাগণকে তাঁহার অমৃতবাণী দ্বারা পুরস্কৃত করিতেন, সেইরূপ বর্ত্তমানকালেও তিনি করিয়া থাকেন এবং কেয়ামত অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত এরূপ করিবেন

৬। আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস এই যে, পবিত্র কোরাণে তকদির অর্থাৎ নিয়তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য এবং ইহাও সত্য যে, আল্লাতা'লা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং প্রার্থনা বলে অনেক মহৎ কাজ সাধিত হইয়া থাকে।

৭ আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের মৃত্যুর পর আবার উত্থান হইবে, কোরাণ ও হাদিছে বর্ণিত বেহেস্ত ও দোজখ ( স্বর্গ ও নরক ) বিদ্যমান আছে, এবং হাসরের ( প্রলয়ের ) দিবস হজরত মহম্মদ (দঃ) পাপীর পরিত্রাণের জন্য আল্লাতা'লার নিকট প্রার্থনা করিবেন

৮ ইহাও আমাদের ঈমান যে, পূর্ব্বতন অবতারগণ যাহার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহার আগমনকে কোরাণ শরিফ হজরত মহম্মদেরই দ্বিতীয়বার ধরাতলে অবতরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যাঁহাকে হজরত মহম্মদ মছিহ ও মহদী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে এবং হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) সেই মহাপুরুষ অবতার

৯ পবিত্র কোরাণ শরিফ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধান পুস্তক যাহাতে আল্লাতা'লার অকৃত্রিম বিশুদ্ধবাণী নিহিত আছে। কেয়ামত ( প্রলয় ) পর্য্যন্ত অপর কোনও নূতন বিধানের প্রয়োজন হইবে না হজরত মহম্মদ পূর্ব্ববর্ত্তী সকল নবিগণের গুণসমষ্টিতে অলঙ্কৃত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন অতঃপর কেহই তৎপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন না করিয়া আধ্যাত্ম উন্নতি দূরের কথা, সাচ্চা মোছলমানও হইতে পারিবে না। আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের কেহই দ্বিতীয়বার ভূতলে আগমন করিবেন কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, হজরত মহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক অবস্থা বিকারযুক্ত ছিল এবং তাহা পূর্ণ সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। পরন্তু আমাদের এই বিশ্বাস যে, তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে শক্তিশালী অধ্যাত্ম জ্ঞানযুক্ত মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছেন শুধু ইহা নহে—হজরত মহম্মদের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে মানুষ নবিগণের শক্তিও অর্জ্জন করিতে পারে, এই আমাদের স্থির বিশ্বাস। অতঃপর নববিধান হস্তে লইয়া অথবা হজরত মহম্মদের আধ্যাত্মিক প্রভাব বিমুক্ত হইয়া অপর কোন নবী আগমন করিবেন না কারণ তদ্দ্বারা হজরত মহম্মদের আধ্যাত্মিক প্রভাবকে অপূর্ণ স্বীকার

করিতে হয়  এই অর্থেই হজরত মহম্মদকে (দঃ) নবিগণের মোহর বলা হইয়াছে এবং হজরতও এই অর্থে যেমন একস্থানে বলিয়াছেন—'আমার পর আর কোন নবী হইবে না (অর্থাৎ নূতন শরিয়ত বা বিধান লইয়া কেহ আর আসিবেন না), তেমনি অপর স্থলে বলিয়াছেন যে আগমনকারী মছিহ একজন নবি হইবেন

১০  আমাদের এই বিশ্বাস হজরত মির্জা গোলাম আহম্মদ মছিহ মওউদ (প্রতিশ্রুত মছিহ) হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর উম্মত (অনুচর) হইয়াও এবম্প্রকারের নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছেন  তৎসত্ত্বেও তাঁহার নবিগণের সত্যতার প্রমাণের জন্য যে প্রকার ভক্তি প্রকৃত নিদর্শন তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হজরত মছিহ মওউদের হস্তেও তদপেক্ষা অধিক নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন  [illegible]

# বিবিধ প্রসঙ্গ

**আটশত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ**—খ্রিষ্টধর্মবাদের প্রচারের জন্য খৃষ্টানগণ কি বিপুল ও বিশ্বব্যাপী উদ্যম করিতেছে, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে  আজ পর্য্যন্ত বাইবেল কিংবা উহার অংশ আটশত পঁয়ত্রিশটী ভাষায় পঠিত হয়  তন্মধ্যে ব্রিটিশ ও বৈদেশিক বাইবেল সমিতি (British & Foreign Bible Society) ৫৭২ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছে  ১৯১৫, ১৯১৬ ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের বিক্রয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়  ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সমিতি তৃতীয়বার এক কোটী হইতেও অধিক সংখ্যক বাইবেল প্রকাশ করিয়াছে  প্রথম দুইবার অর্থাৎ ১৯১৫ ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ উপলক্ষেই এত অধিক সংখ্যক বাইবেল ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালে সাধারণ প্রয়োজনেই এত অধিক সংখ্যক বাইবেল প্রকাশিত হইয়াছিল  তন্মধ্যে ১১৩৬৯৩৭ খণ্ড পূর্ণ বাইবেল, ১০৯২৮২২ খণ্ড নূতন নিয়ম (New Testament) এবং ৭৮১০৮১৬ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, বিশেষতঃ, গস্পেলস্ ইত্যাদি ছাপানো হইয়াছিল  ১৯২৪ সনে ১৯২৩ সন অপেক্ষা ১৫ লক্ষ অধিক বাইবেল প্রচারিত হইয়াছিল। ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ ও বৈদেশিক বাইবেল সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়  সেই সময় হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ৩৫৫৩২০৭২১ অর্থাৎ সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটিরও অধিক সংখ্যক বাইবেল উক্ত সমিতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে  তন্মধ্যে শতকরা চল্লিশটী পুস্তক চীনদেশে বিক্রিত হয়। বাইবেলের প্রামাণিক অনুবাদে ৭৭৩৭৪৬টী শব্দ ও ৩৫৬৬৪৮২টী অক্ষর আছে  উক্ত সমিতি দ্বারা ১৯২৫ সালে বাইবেলে যতগুলি অক্ষর আছে, তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যক অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ বাইবেল চীনদেশে প্রচারিত হইয়াছে এবং আমেরিক, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডের বাইবেল সমিতিত্রয় ৯৫ লক্ষ বাইবেল, বিশেষতঃ গস্পেলস্ (সুসংবাদ) চীনাদের হাতে পৌঁছাইয়াছে  যদিও রুশিয়াতে বাইবেল প্রচারের চেষ্টা বিফল হইয়াছে তথাপি এছলাম-জগতের কেন্দ্র মক্কা ও মদিনায় বাইবেল পঠিত হয়, এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যতগুলি ভাষায় বাইবেল প্রচারিত হইয়াছে, তাহা শুনিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়  মানবজাতির মধ্যে যতগুলি ভাষা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে তিন চতুর্থাংশ ভাষায় হাজার হাজার সন বাইবেল অনুদিত হইয়া বাইবেল হাউসের কয়েক তলে ভর আছে  আর এক কথা এই যে প্রত্যেক বৎসর এই সংখ্যা বাড়িতেই আছে  যথা, ১৯২৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে উহাতে ছয়টী নূতন ভাষায় বাইবেল প্রচারিত হইয়াছে

১৯২৪ সালে কনস্তান্তিনোপল প্রদেশে ৩৮টী ভাষায়, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রদেশে ২৩টী ভাষায় ও সেণ্টজন প্রদেশে ৩৬টী ভাষায় বাইবেল অনুদিত ও বিতরিত হইয়াছে  বাইবেল ডিপোতে যে সমস্ত লোক কাজ করে, তাহারাও সাধারণ লোক নয়  পোর্ট সৈয়দস্থিত বাইবেল ডিপোতে দুইজন আর্ম্মেনিয়ান কাজ করে  তন্মধ্যে একজনের মা ও একটি শিশু সন্তান আছে  বিজেতাদের বংশের ১০ জন লোকের মধ্যে যুদ্ধে আর সকলেই মারা পড়ে  মাত্র উহারা দুইটী প্রাণী জীবিত থাকে  তন্মধ্যে একজন ইংরেজী, ফার্সী, আরবী ও তিনটী তুর্কী প্রাদেশিক ভাষা জানে  দ্বিতীয়টী নিজ দেশীয় ভাষার উপরি ইংরেজী, ফার্সী, তুর্কী, আরবী, গ্রীক, জর্ম্মেন, লাটিন ও আমহারেক ভাষা জানে এক বিদেশ কর্ম্মচারী চারিটী ভাষা জানে। ১৯ বৎসরের যুবক দপ্তরী পাঁচটী ভাষায় কথা বলিতে পারে  সে যাত্রাকারী জাহাজে উঠিয়া নানাশ্রেণীর ও নানা ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করে

**মুসলমানের হিন্দুধর্ম্মগ্রহণ**—গত ১৬ই এপ্রিল অযোধ্যা হিন্দু কনফারেন্সের মণ্ডপে শুদ্ধিসভার এক অধিবেশন হয়  সভাপতি হইয়াছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী  উক্ত সভায় দুইজন অজ্ঞ মুসলমান অশুদ্ধ হইয়া সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তাহারা আপন হস্তে সমাগত ব্যক্তিগণকে মিষ্টান্ন পরিবেশন করে  (তনমত, জলপাইগুড়ী) হে সর্ব্বসাধারণ মুসলমান ভাইগণ  হে বঙ্গের মোল্লা, মৌলবী ও পীর ছাহেবগণ  অবহেলার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ কর, উঠ এবং চক্ষু মেলিয়া দেখ, শয়তানের কুচক্রে পড়িয়া তোমারই ভাই আল্লার উপাসনা ছাড়িয়া বুৎপরস্তি করিতেছে

**একত্রে মন্দির ও মসজিদ**—উদয়পুর রাজ্যে একটি

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

# আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন —এলহাম, হজরত মসিহ মউদ

২য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৩ | ২য় সংখ্যা

বাঙলার প্রতি

## হজরত খলিফাতুল মছিহ

বাঙলার ভ্রাতাগণ, আচ্ছালামো আলায়কুম,

পঁয়ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, হজরত মছিহ্ মউদ (আঃ) জাহের হইয়াছিলেন এবং আঠার বৎসর হইল তিনি ওফাত পাইয়াছেন এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা কতটা কাজ করিয়াছি এবং কতটা কাজই বা আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে? প্রত্যেক প্রকৃত আহমদীর হৃদয়ে এই প্রশ্নটির উদয় হওয়া আবশ্যক এই পঁয়ত্রিশ বৎসরে মাত্র কয়েক লক্ষের বেশী লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করে নাই আবার যাঁহারা কর্ম্মী বা যাঁহারা সম্প্রদায়ের নিয়মাবলীর অধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে প্রচারকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ত মাত্র পঞ্চাশ ষাট হাজারের অধিক হইবে না আমাদের উন্নতির এই গতি বড়ই ধীর, বড়ই শোচনীয়

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ছেলছেলা আহ্মদীয়া আল্লাহতালা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে স্বয়ং আল্লাহতালাই ইহার পৃষ্ঠপোষক কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে খোদাতালা মানুষের কাজ মানুষের দ্বারাই করাইয়া থাকেন মানুষকে সৎপথে ফিরাইয়া আনা যদি স্বয়ং খোদাতালারই কাজ হইত, তাহা হইলে তিনি কোন নবীকে পাঠাইতেন না এবং কোন পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টিও করিতেন না এই উদ্দেশ্যেই তিনি মানবজাতির মধ্য হইতে নবী নির্ব্বাচন করেন এবং পৃথক সম্প্রদায় গঠন করেন খোদাতালা আমাদের কাজ আমাদের দ্বারাই করাইতে চান অতএব, 'এ কাজ খোদাতালার' এই বিশ্বাস আমাদিগকে অনুসরণ করিতে পারে না, বরং কর্ম্মঠ করিয়া তুলে প্রিয় বন্ধুর কাজ আমরা কি আমাদের নিজের কাজ হইতে অধিকতর যত্ন ও আগ্রহ সহকারে করি না?

কোফর কি? কোফর বজ্র ও বিদ্যুৎপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বিশেষ, যাহার গর্জ্জনে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে আর

কাফের কাহারা? আমাদেরই বন্ধু ও হৃদয়ের মাণিক, পথ হারাইয়া তাহারা জঙ্গলের মধ্যে এদিক ওদিক ফিরিতেছে, বৃষ্টিতে ভিজিতেছে ও বজ্রাঘাতে জীবন-নাশের আশঙ্কার মধ্যে রহিয়াছে। আমরা কি ইহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া এইরূপে ধ্বংস হইতে দিব?

শুন হে বাঙলার সন্তানগণ খোদাতালার মছিহ্ পশ্চিম ভারতে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম ও ভালবাসার সহিত পূর্ব্বভারতের অধিবাসী আপনাদের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন সঞ্জীবনীবারি বর্ষণ করিয়া তিনি আপনাদের মধ্য হইতে কতক লোক জীবিত করিয়াছেন এরফান বা ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিতে তিনি আপনাদের মধ্য হইতে কতকের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন পাঞ্জাব এখন বাঙলার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু পথে সেকেন্দারের দুর্লঙ্ঘ্য-প্রাচীর (Alexander's Wall) বাস্তবিকই পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার মধ্যে কোফরের প্রাচীর অবস্থিতি করিতেছে মোগল পাঠানের ৬০০ বৎসরের রাজশক্তি এ প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারে নাই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এছলাম পাঞ্জাব ও বাঙলাকে বাছিয়া লইয়াছিল; আহমদীয়াতও পাঞ্জাব ও বাঙলাকেই নির্ব্বাচন করিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি পড়িয়া আছে বাদশাহগণ এই মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর ভেদ করিতে পারেন নাই কিন্তু বাঙলা ও পাঞ্জাব এই দুই প্রেমিকের প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিশ্চয় এই কাজ করিতে সমর্থ হইবে (এন্‌শা আল্লাহ্) ওঠো ভ্রাতাগণ, প্রেমপূর্ণ হৃদয় লইয়া ওঠো, মেঘরাশির ন্যায় ওঠো, যাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশাল ভূখণ্ডের পিপাসা মিটাইয়া দেয়, ঝড়ের ন্যায় ওঠো, যাহা মিনিটের মধ্যে রাশি রাশি আবর্জ্জনা উড়াইয়া লইয়া যায়; জলপ্লাবনের ন্যায় ওঠো, যাহা সম্মুখের সব প্রান্তর ভাসাইয়া দেয়, সূর্য্যের ন্যায় ওঠো, যাহার কিরণ সমুদয় অন্ধকার তাড়াইয়া দেয়। আপন দেশে আল্লার সুসংবাদ পৌঁছাইয়া দাও গঙ্গানদীর তীর বাহিয়া সেইদিকে অগ্রসর হও, যেখান হইতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বঅঞ্চলে গিয়াছিলেন এদিক হইতে পাঞ্জাবও আপনাদের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে প্রেমের হিল্লোলে দুই ভগ্নির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহাদের হস্ত পরস্পর মিলিত হইবে কাহার সাধ্য তাহাতে বাধা দেয়? নিশ্চয়ই কেহ বাধা দিতে পারিবে না খোদাতালা খাঁটি প্রেমিকের সহায় হইয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে রক্ষা করেন

---

# ধর্ম্ম

(মতামতের জন্য সম্পাদকগণ দায়ী নহেন)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকিলে মানব নামধেয় ক্ষুদ্র জীবটী দুনিয়ায় তিষ্ঠিতে পারিত না। তাহার না আছে সিংহ শার্দ্দুলের ন্যায় জবরদস্ত বুকের পাটা, আর না আছে ধারাল নখর ও তীক্ষ্ণ দন্ত মনুষ্য ছাড়া আর সকল জীবই মাতৃগর্ভ হইতেই জীবন-রক্ষার উপযোগী হাতিয়ার লইয়া বাহির হয়, কিন্তু মানব-শিশুর কী ভয়াবহ অসহায় অবস্থা। ধূম্রলোকবাসী কোন জীব যদি ধরাতলে নামিয়া আসিয়া এই জীবন্মৃত মাংসপিণ্ডটী দেখিতে পায়, তাহা হইলে তৎপ্রতি প্রকৃতির এই নির্ম্মম কার্পণ্য দর্শনে মানবগৃহে তাহার যে জন্ম হয় নাই, তজ্জন্য সে আনন্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ধূম্রলোকে উধাও হইয়া যাইবে। কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে? এই ক্ষুদ্র অসহায় মাংসপিণ্ডটীর ভিতরে যে উন্নতির বীজ নিহিত আছে, তদ্দারা ইহ ক্রমবিকাশ ফলে আর সকল জীবকে পদদলিত করিয়া ফেলিয়াছে

আর তাহার এই উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ হইতেছে—তাহার সামাজিকত্ব

প্রথম অবস্থায় মানবিকত্ব উগ্র পাশবিকত্ব হইতে কিছুমাত্র তফাৎ ছিল না পানাহার ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিনিচয়ের যথেচ্ছ ব্যবহারই ছিল তাহার জীবনের কর্ম্ম সেই সময় মানুষ পশুরই মত পশুধর্ম্মা ছিল কালক্রমে যখন মানবজাতিকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয় তখন হইতে তাহার স্বেচ্ছাচারিতা সংহত ও সংযত হইতে আরম্ভ হয় এইরূপে সর্ব্বপ্রথম মানবজাতি প্রবৃত্তির মুখে বল্গা ধরিয়া আস্তে আস্তে নিবৃত্তির অভিমুখে চলিতে শিক্ষা করে তাহাকে নিবৃত্তিমুখ করিবার নিমিত্ত রাজশাসন, লোকশাসন ও ধর্ম্মশাসনের আবির্ভাব হইয়াছে। এই যে মানবজাতির ক্রমবিকাশ, ইহা কিছু দু'দশ দিনে সম্পন্ন হয় নাই যুগ যুগান্তর ধরিয়া ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রামের ফলে মানুষ পাশবিকতা হইতে মানবিকতার উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছে এই সংগ্রামে মানুষের প্রধান অস্ত্র ছিল, তাহার বিচারশক্তি—যাহা মানবেতর জীবে কুত্রাপি পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হয় না মানুষ বুদ্ধিজীবি বিচারপরায়ণ জীব শ্রেয়ঃকে গ্রহণ ও প্রেয়ঃকে বর্জ্জন করা মানবিকতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই শ্রেয়ঃকে গ্রহণ ও প্রেয়ঃকে বর্জ্জন করিতে শিক্ষাদান কার্য্য যদ্দ্বারা সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম

ধর্ম্মভাব কোথা হইতে আসিল? কেন আমি প্রেয়ঃকে বর্জ্জন করিব এবং শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করিব? কেন আমার মন যাহা চায় তাহা ভোগ করিব না? কেন আমার ভোগ্য বস্তু অপরকে বিলাইয়া দিব? তাহাতে আমার কি লাভ? তোমার গায়ে জোর আছে, আমাকে লাঠির ভয় দেখাইয়া পরোপকারে ও পরার্থসাধনে বাধ্য করিতে পার সমাজ চোখ রাঙ্গাইতেছে, রাজা উদ্যত দণ্ড হস্তে শাসাইতেছেন, সর্ব্বোপরি মোল্লা মৌলবিগণ দোজখের লেলিহান অগ্নিগর্ভে লৌহকটাহস্থিত উত্তপ্ত তৈলের ভিতরে কেমন করিয়া তাহার কোমল বপুখানি টগ বগ করিবে, তাহার বিবরণ বিনাইয়া বিনাইয়া বর্ণনা করিতেছেন; আমি না হয় বিপাকে পড়িয়া তাহাদের মনরাখা কাজ করিলাম কিন্তু আমি একটু আড়াল পাইলেই তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া কেন প্রবৃত্তির পথে বিচরণ করিব না? স্বার্থের বশে চলিলে সুখ নিশ্চিত, অন্ততঃ আপাতঃ সুখ হইবেই কিন্তু পরার্থের পথে চলিলে সুখ হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? অতএব হে সমাজ, হে রাজন, হে মোল্লা মৌলবিগণ, আমি আপন মনে দুনিয়ার যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুস্বাদু সব ভোগ করিব তোমাদের কড়াকড় যাহারা একটু শিথিল হইলেই আমি কসুর করিব না

ধর্ম্মভাব মানবজাতির অভিব্যক্তি ও মানবিকাশের এক আশ্চর্য্য পরিণতি, যাহার বলে মানুষ ত্যাগ করিয়া সুখ পায়, অপরাকে পরহিতে বিলাইয়া দিয়া আনন্দ ভোগ করে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানুষ বুদ্ধিজীবি বিচারশীল জীব সে দুটী জিনিষ প্রকৃতি হইতে পাইয়াছে, যাহা অপর কোন জীব পূর্ণমাত্রায় পায় নাই ১ অতীতের স্মৃতি, ২ ভবিষ্যতের পূর্ব্বদর্শন তাহার প্রাণ আছে—একবার জ্বর হইয়া কুইনাইন খাওয়ায় তাহার রোগ সারিয়াছিল এবং মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া রোগ বাড়িয়াছিল পুনর্ব্বার জ্বর হইলে তখন অতীতের কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং তাহাকে হুসিয়ার করে। তখন সে পরে সুখলাভ হইবে আশায় তিক্ত কুইনাইন যেমনরূপ আশু দুঃখ স্বীকার করিয়া লয়। এইরূপে মানুষ ভবিষ্যত সুখের আশায় বর্ত্তমান সুখকে জলাঞ্জলি দিতে শিক্ষা লাভ করে তাহার প্রথম ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা এইরূপে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া প্রকাশ পায় এইরূপে মানুষ সমাজ-জীবনের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখ সংযত করিতে শিখে এইরূপে তাহার মানবত্ব ক্রমবিকাশ লাভ করে ইহাতে তাহার মনে এক অভিনব আনন্দের সঞ্চার হয়, যাহার নিকট স্বার্থসুখ অতি তুচ্ছ এই পরার্থসাধন পারিবারিক জীবন হইতে সুরু হইয়া ক্রমে স্বগোত্র, স্বজাতি ও স্বদেশের পরিধি অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিশ্বপ্রেমে পরিণতি লাভ করে

মানবজীবন ক্রমে এমন এক অবস্থায় পদার্পণ করে

যখন ব্যক্তিবিশেষ স্বার্থসাধন করিয়া যে সুখ পায়, পরার্থ সাধন করিয়া ততোধিক সুখ ভোগ করে স্বার্থসাধন তাঁহার নিকট পূর্ব্বে যেমন স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে পরার্থ সাধন ঠিক সেইরূপ কৃত্রিমতাশূন্য স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় পক্ষী যেমন বায়ুসাগরে অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিতে থাকে, এই ব্যক্তিও পরহিতসাধনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ আস্বাদন করে এমন কি, অবস্থাবিশেষে জীবন দান করিয়া পরোপকার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না সমগ্র মানবজাতি এই উৎকৃষ্ট অবস্থা কবে প্রাপ্ত হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না কোন্ অনাগত ভবিষ্যতে মানুষ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল ধর্ম্মাচরণ করিবে, স্বার্থের সহিত স্বার্থের দারুণ কাটাকাটির অবসান হইবে, প্রবৃত্তি কখন নিবৃত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবে, কে জানে? হয়ত বা মানব ইতিহাসে এমন দিন কখনও আসিবে না কারণ, যে দিন এই দ্বন্দ্বের বিরাম হইবে, সে দিন মানবজাতি হয়ত ধরাতল হইতে লুপ্ত হইবে, কারণ, সেদিন তাহার ভূতলে বাসের সার্থকতা তিরোহিত হইবে

মানবজাতির এইরূপ উন্নত অবস্থা শুধু সমাজবদ্ধ হইয়া থাকার কারণে হইয়াছে। বস্তুতঃ, সমাজ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্মেরও অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং ইহ স্বীকার্য্য যে, যে সমাজের শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি জীবনের স্বাভাবিক উন্নতির অনুকূল, সেই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণই উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হইবার অধিকারী, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এই মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয় কাজ করিতেছে মানবজাতির প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি এই কারণে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত একটী জ্ঞানকাণ্ড, আর একটী কর্ম্মকাণ্ড ইছলামি পরিভাষায় ইহাদের নাম ইমান ও আমল এই দুটীর মধ্যে কোন বিরোধ নাই ও প্রকৃতপক্ষে থাকিতে পারে না ইহারা পাশ-পাশি হইয়া চলিবে। ইমান আমলের হাত ধরিয়া চলিবে, আমল ইমানের হাত ধরিয়া চলিবে জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণাবলী বিবৃত আছে, আর কর্ম্মকাণ্ডে মানুষের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার এবং সমাজের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সুসংযত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির উৎপত্তি কিরূপে হইল? পৃথিবীর মধ্যে ২টী বৃহৎ জাতি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বাক্য বলিয় মানিয়া থাকেন ১ ভারতীয় হিন্দুজাতি বিশেষতঃ, বেদপন্থিগণ, যাঁহারা বেদকে সাক্ষাৎ ভগবানের বাক্য বলিয়া মানিয়া থাকেন ২ সেমিটিক জাতি, যাহারা তৌরিত, বাইবেল ও কোরাণকে খোদাতালার বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে

ধর্ম্ম কি? যাহা পরার্থসাধন শিক্ষা দেয় অর্থাৎ যদ্দ্বারা মানুষ অধিক লোকের অধিক হিত করিতে পারে কে বলিয়া দিবে, কোন্ কার্য্যে অধিক লোকের অধিক হিত কোন্ কাজ হিত, কোন্ কাজ অহিত, ইহা লইয়াই ত কত মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে ঘোর অমিল দেখা যায়। মানুষের পরিমিত জ্ঞানবুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ তাহার ভুলভ্রান্তি পদে পদে যে পর্য্যন্ত মানুষ ভক্তি প্রাকৃতের আশ্রয় না লয়, তাহার অন্তরাত্মা শান্তিলাভ করিতে পারে না। আত্মা স্বভাবতঃ নির্ভরশীল। সে এমন একটি আশ্রয়স্থল অন্বেষণ করে, যেখানে পূর্ণ নির্ভরতা তাহার জীবনে শান্তি আনয়ন করে। মানবাত্মার এই স্বাভাবিক অন্বেষণ প্রবৃত্তি নিষ্ফল হয় নাই তাহার চিত্ত যে অভয়পদ লাভের জন্য গুমরিয় উঠিয়াছিল, তাহার ফলে আল্লাহতা'লার মাভৈঃ শব্দ শ্রুত হইল শিশুর ক্রন্দনে মাতৃস্তন্য যেমন উথলিয়া উঠে, তেমনি সেই মঙ্গলময় পরম কারুণিক বিশুদ্ধ মানবাত্মার ক্রন্দনে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিল না তখনই শ্রুত হইল, “ভয় নাই, আমি আছি; আমি তোমার অতি নিকটে আছি” বিক্ষুব্ধ আত্মা এই সুমধুর শব্দে সান্ত্বনা লাভ করিল এই সুমধুর আশ্বাসবাণী সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের, বিশেষতঃ, প্রাগুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির, ভিত্তিপ্রস্তর এই বাণীই মানবজাতিকে তাহার বর্ত্তমান পদবীতে অগ্রসর করিয়াছে
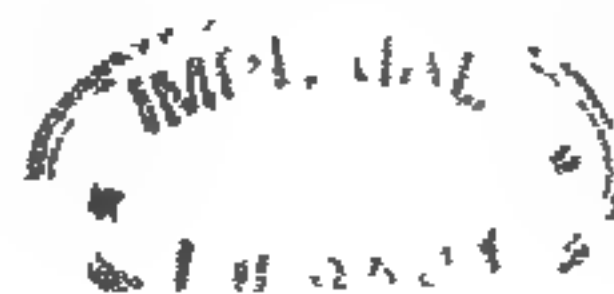
অতএব দেখা গেল, এই সকল ধর্মশাস্ত্রগুলিই মানব জাতির শিক্ষার মূল। ইহাতে সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই ধর্মের জ্ঞানকাণ্ড; আর সৃষ্টিকর্তার সহিত মানবজাতির সম্বন্ধ এবং ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল করিবার নিমিত্ত যে সকল আদেশ ও উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই কর্মকাণ্ড

প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রই দাবী রাখে যে, ইহার অনুমোদিত বিধি নিষেধ মানিয়া চলিলে মানুষের ভিতর ও বাহির এমন কলুষমুক্ত ও স্বার্থবিরহিত হয়, স্বয়ং সেই মঙ্গলময় পবিত্রস্বরূপ খোদাতালার বিমল জ্যোতিঃ তাহার আত্মার উপর নিপতিত হয়। তখন সর্বার্থসাধন তাহার নিকট প্রবৃত্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের এই প্রকার দাবী বিচারসহ কিনা তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে

আবু মহম্মদ গুলামউদ্দিন হায়দর।

---

# হিন্দু-মুসলমান মিলন

১৫ই মে তারিখের 'মুসলমান' সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় হিন্দুদিগকে সম্বোধন করিয়া 'হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহার বাংলানুবাদ প্রদত্ত হইল

"হিন্দু কাহাকে বলে? মুসলমান কাহাকে বলে? কোন হিন্দুর পক্ষে হিন্দু থাকিয়াই মুসলমান হওয়া সম্ভব নহে কি? কোন মুসলমানের পক্ষে কি মুসলমান থাকিয়াই শুদ্ধি ব্যতিরেকে হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হওয়া সম্ভব নহে? হিন্দু এবং মুসলমান কি পৌরাণিক গজ-কচ্ছপের মত চিরকাল পরস্পর কলহে ব্যাপৃত থাকিয়া গরুড়ের উদর পূর্ণ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? আমরা উভয় সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে উপরোক্ত প্রশ্ন-গুলির বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি

এ বিষয় হিন্দুদিগের প্রতি আমার প্রথম অনুরোধ, কারণ তাহারাই পুরাতন সংস্কার পরিহার করিয়া সময়ের সহিত অগ্রসর হইতে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছে ইতি-পূর্ব্বে কেহ কখন স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, যে বৌদ্ধ জাতিকে ভাগবতে "বেদের শত্রু" এবং "পাষণ্ড" বলা হইয়াছে, যাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে "আবৃদ্ধবালক" নির্ম্মূল করা হইয়াছিল, সেই বৌদ্ধদিগকে হিন্দু মহা-সভা পুনরায় হিন্দু সমাজে স্থান দিবেন আমাদের বিশ্বাস, মহাসভা বৌদ্ধগণকে হিন্দু-সমাজে অন্যান্য হিন্দু-দিগের সমতুল্য স্থানই প্রদান করিয়াছেন তাহা হইলে এই কার্য্যের জন্য আমরা মহাসভাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি তদ্রূপ আমাদের বিশ্বাস যে, মহাসভা ব্রাহ্মদিগকেও হিন্দু-সমাজে অন্যান্য হিন্দুর ন্যায় সমান অধিকার দানে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইলে মহাসভার এই কার্য্যের জন্য আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এতদিন এই ব্রাহ্মদিগকেই না জাতিভ্রষ্ট মনে করা হইত? ব্রাহ্মগণ বর্ণাশ্রমধর্ম মানে না, তাহারা পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী, তাহাদের ভারতবাসী বা বিদেশী খৃষ্টান বা মুসলমানের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আপত্তি নাই তাহারা গোমাংস ভক্ষণে (অন্ততঃ ইংলণ্ডে থাকা কালে) আপত্তি করে না দুঃখের বিষয় এই সমান অধিকার দানকার্য্য হিন্দু-সমাজে এতদিন কখনও হয় নাই যাহা হউক, শুভ-কার্য্য বিলম্বে হইলেও শুভ এখন আমাদের অনুরোধ যে, হিন্দু নেতৃবর্গ 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা আরও কিছু প্রশস্ত করিয়া ভারতীয় মুসলমান এবং খৃষ্টানকে সেই নামের অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করিয়া লইবেন এবং সাম্প্রদায়িক বিবাদের চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ সাধন করিবেন যেমন 'ইংরাজ' শব্দে ইংলণ্ডের অধিবাসী বুঝায় অতঃপর 'হিন্দু' শব্দের অর্থ হিন্দুস্থানবাসী বুঝান উচিৎ সকলেই স্বীকার করেন যে, পঞ্জাব প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীর শতকরা ১৫ জন মাত্র বিদেশী বংশোদ্ভব অন্যান্য প্রদেশে তদ্রূপ অধিবাসীর সংখ্যা আরও অল্প হিন্দু-দিগকে নিজ কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে যাহা

ব্রাহ্মদিগের বেলা খাটে, তাহা মুসলমান এবং খৃষ্টানদিগের বেলা খাটিবে না কেন? আমরা যদি নিজ কার্য্যে সততা ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা না করি, আমাদের প্রতিপক্ষ অবশ্য আমাদের প্রতি দুরভিসন্ধির দোষ আরোপ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে সম্পাদকের আলোচনা বাঞ্ছনীয়।'

এ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। এরূপ তীব্র সাম্প্রদায়িক কলহের দিনে যে এরূপ উদারচেতা, উচিৎ বক্তা এবং সৎসাহসী পুরুষ দেশে বিদ্যমান আছেন, তাহা দেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। হিন্দু মহাসভার কার্য্য বিবরণী পাঠ করিয়া বাস্তবিক সে সময় আমরাও স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন—সকলকে যদি হিন্দু বলা হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের অর্থ কি? যদি মাত্র ভারতে উদ্ভূত ধর্ম্মগুলিকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করা হয়, তবে খোদ 'বৈদিক ধর্ম্ম' বা 'হিন্দুধর্ম্ম' থাকে কোথায়? হিন্দুরা কি ঋগ্বেদকে তাহাদের ধর্ম্ম হইতে বর্জ্জন করিয়াছে? ঋগ্বেদ যে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কৈ এমন তো কোন ঐতিহাসিক বলেন না। বরং সকলেই স্বীকার করেন যে বৈদিক আর্য্যেরা তাহাদের ধর্ম্ম সহ বাহির হইতে ভারতে আগমন করে। একথা কি মহাসভার সভ্যগণ জানিতেন না? তাই আমাদের স্বতঃই মনে হয় যে এ মীমাংসা মহাসভার একটি চাল মাত্র। ভারতে হিন্দুর পরই মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক। খৃষ্টানদিগের সহিত বর্ত্তমানে কলহ করা নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নহে। তবে মুসলমানদিগকে এ দেশ হইতে উচ্ছেদ করিতে হইলে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত যতদূর সম্ভব সদ্ভাব রাখা আবশ্যক। সে কার্য্য একবার সিদ্ধ হইলে তারপর অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত বুঝা-পড়া করা যাইবে। আমাদের মনে হয় এইরূপ কোন অভিসন্ধি করিয়াই মহাসভা এই মীমাংসাতে উপনীত হইয়াছিলেন।

হিন্দু শব্দের অভিধানগত অর্থ কোন গৌরবব্যঞ্জক অর্থ নহে। ইহা পারসী শব্দ। ইহার অর্থ ম্লেচ্ছ বা দাস। অবশ্য বর্ত্তমানে ইহার ব্যবহারিক অর্থ হিন্দুস্থানের অধিবাসী। তজ্জন্যই ভারতের বাহিরে ভারতীয় মুসলমানদিগকেও হিন্দি বা হিন্দু বলা হয়। অবশ্য এতদিন ভারতীয় মুসলমান এ নাম কখনও স্বীকার করে নাই। কিন্তু তবু আমাদের বিশ্বাস দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের উৎপাটন এবং একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা এ নাম গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবে না।

কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে, মুসলমান বা খৃষ্টান এই হিন্দু নাম গ্রহণ করিলেই কি সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান হইবে? হিন্দুরা কি তাহাদের অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে পারিবেন? মুসলমানেরা, ধর্ম্মের কারণেই হউক বা খাদ্যের কারণেই হউক গোহত্যা করিলে হিন্দুরা কি তাহাতে বাধা না দিয়া নিরস্ত থাকিবেন? অবশ্য মুসলমান তাহাদিগের মনে কষ্ট দিবার অভিসন্ধি করিয়া প্রকাশ্য স্থানে গো-বধ করিলে তজ্জন্য দণ্ডনীয় হইবে। হিন্দুরা তদ্রূপ করিতে না পারিলে মুসলমানের হিন্দু নাম গ্রহণ করা নিষ্ফল হইবে। দেশের এবং দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য হিন্দুরা কি এই দুই কুসংস্কার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবেন?

মহাসভা মুখে যাহাই বলুন, তাহাদের কার্য্যে 'হিন্দু' শব্দ ধর্ম্মজ্ঞাপক নয় ইহাতে বলিতে হইবে যে, সনাতন আর্য্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন সকলেই যদি হিন্দু বলা হয়, তবে হিন্দু শব্দে হিন্দুস্থানবাসী ব্যক্তিকে অন্য কোন অর্থই করা যায় না। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি হিন্দু থাকিয়াও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কোনই বাধা নাই। মুসলমান হইলে কাহাকেও নিজেকে 'আরব' বা তুর্কী বলিয়া পরিচয় দিতে হয় না। মুসলমানদিগের মধ্যে বর্ণবিভাগ নাই। কোন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার যোগ্যতা অনুসারে সে মুসলমান সমাজে স্থান পাইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত কি হিন্দুগণ মুসলমান ইতিহাসে দেখেন নাই? কত অজ্ঞাত-কুলশীল ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজ যোগ্যতার প্রভাবে মুসলমান সমাজে শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছেন। হিন্দুর ইতিহাস তদ্রূপ দৃষ্টান্ত কয়টি দেখাইতে পারে? তাই বলি, ভাই হিন্দু, একবার ধীরভাবে চিন্তা কর। স্বদেশের এবং স্বদেশবাসীর কল্যাণ উদ্দেশ্যে নিজ অহমিকা পরিহার কর। তুমি স্বীয় অহঙ্কার বলিদান করিলে তোমার স্বজাতি পুনরায় জীবন লাভ করিবে।

# স্বামীজির চিঠি

মাননীয় "মোহম্মদী" সম্পাদক ছাহেব,

আমার সেলাম গ্রহণ করিবেন। এই যে কলিকাতা সহরের বুকের উপর একটা নৃশংস রক্তারক্তির অভিনয় চলিতেছে, এর জন্ম দায়ী কে? সংবাদপত্রের স্তম্ভে ত নানা মুনির নানা মত দেখিতেছি। কেহ বলিতেছেন, গুণ্ডারা একটা দাও পাইয়া লুট তরাজের অছিলায় নিরীহ সহরবাসীদের উপর হাত ছাফ্ করিতেছে। কেহ বলিতেছেন গুণ্ডা বদমায়েসদের পেছনে একদল সেয়ানা লোক আছে, যাহারা জাতিবিদ্বেষের আগুন উস্কাইয়া দিয়া মাথা ঠোকাঠুকির মজা দেখিতেছে। আবার রাজনীতিক্ষেত্রে চালবাজ ওস্তাদ্ যাঁহারা, তাঁহারা সব ব্যাপারটাকে ব্যুরোক্রেসির একটা গভীর কারসাজী বলিয়া ঠাওরাইতেছেন। স্বরাজ-পন্থীদের মুখপত্র "ফরওয়ার্ড" ত তাহার সম্পাদকীয় কলামে গবর্ণর লর্ড লিটন বাহাদুরের উপর সব দোষ চাপাইয়া বসিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, রোমের ক্রুর নিষ্ঠুর বাদশাহ নীরো যেমন রোম সহরটায় আগুন ধরাইয়া মনের আনন্দে বংশীবাদন করিতে করিতে অগ্নিদেবের তাণ্ডবনৃত্য দর্শন করিয়া অনুপম হর্ষানুভব করিয়াছিলেন, লাট বাহাদুর মজকুরও তেমনি দার্জ্জিলিঙ্গের শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া কলিকাতার প্রান্তরে রণচণ্ডীর রক্তের আবির খেলা পরমানন্দে উপভোগ করিতেছেন। কথায় বলে "যত দোষ, নন্দ ঘোষ"। এ যুগের এটা একটা বাহাদুরী বটে যে, গরু হারানি হইতে সুরু করিয়া যত প্রকার নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, পৈত্রীক প্রভৃতি যতপ্রকার 'ইক' শব্দযুক্ত বিপৎপাত আছে, সব কিছুর জন্য গভর্ণমেণ্টকে দোষী করা হয়। ইহাতে নিজেকে বেকসুর খালাস দিয়া একটা স্বস্তির মধুর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলা যায়, "আঃ বাঁচা গেল"।

আমি কিন্তু ভয়ে ভয়ে একটা কারণ নির্দ্দেশ করতে চাই, কি জানি, আমার কথা শুনিয়া আপনার পাঠক-পাঠিকাগণের অন্তরে সহসা বীররসের উদয় হয় এবং এ অধমের উপর তাহার এক পসলা বারিবর্ষণ হইয়া যায়। আমার মনে হয় সারা দেশটা যেন hypnotised হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ কি না, একটা নেশার ঘোরের মত অবস্থায় পড়িয়াছে। কবি কিপ্‌লিং যেদিন গাহিয়াছিল—"The West is West and the East is East, And the twain can never meet" অর্থাৎ প্রাচীর সহিত প্রতীচ্যের মিলন কখনও সম্ভবপর নহে, সেদিন হইতে ইউরোপ hypnotised হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশেও তেমনি একটা সম্মোহন বাণী কতকাল ধরিয়া শ্রুত হইতেছে, যাহার প্রভাবে হিন্দু মোছলমান hypnotised হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল হইতে এক দল লেখক ও ভাবুক সকাল সন্ধ্যায় শুধু এই বাণী আওড়াইতেছেন যে হিন্দু মোছলমানের মিলন হইতেই পারে না। কারণ তাহারা যে দুই সভ্যতার ধারা ভারতে বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এই কথাটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা এটা চরম ও পরম সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যেমন একটা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলিতে কেহ সাহস করে না এ যেন তেমনি একটা অটুট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। গান্ধী মহারাজও এই সম্মোহন বাক্যের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যদি প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিন্দু-মোছলমানের মাঝে একটা দুস্তর সাগর বিদ্যমান, তবে যাঁহারা উভয়ের মিলনপ্রয়াসী, তাঁহারা শুধু সমুদ্রের উপর সাঁকো বাঁধিতে চান। আমার বিশ্বাস, হিন্দু মোছলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের যত চেষ্টা হইয়াছে, তাহার মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাসের অভাব ছিল বলিয়াই ঐ সকল চেষ্টা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। উভয়ের মধ্যে কেন যে মিলন হইবে না, আমি ত তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। আমরা দেখিতেছি, সারা পৃথিবী মিলনের পথে চলিতেছে। ইতিহাস সাক্ষী, মোছলমান বহু ইউরোপীয় জাতির সহিত

মিলিয়া মিশিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে পারস্যবাসিগণ ইছলামের সহিত ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে [illegible] সভ্যতার ধারা ঐছলামিক সভ্যতার ধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া যে নবতর সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে সাদী হাফেজ, ওমর খাইয়াম প্রভৃতি অমর কবিগণ জগতে বরেণ্য হইয়াছেন। ভারতেও এই মিলনকার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে [illegible] এই মিলনের একজন নামজাদা পুরোহিত ছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে আহমদী সমাজ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে এই সমাজের দৃঢ় আন্তরিক বিশ্বাস হিন্দু মোছলমানের মিলন কিছুই অসাধ্য নহে। সম্পাদকসাহেব, আপনি হিন্দুভ্রাতাগণকে আহ্বান করুন মোছলমানের সহিত মিলনের পরিপন্থী যাহা কিছু বিঘ্ন সব তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলুন আহমদী সমাজের পক্ষ হইতেও হিন্দুভ্রাতাগণ সম্বন্ধে সরল মত সরল ভাবে ব্যক্ত করা হইবে

আমি বলি, হিন্দুভ্রাতাগণ আমাদিগকে তাঁহাদের সমাজে স্থান দিন আমরা আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের নেতৃত্ব মানিয়া লইব। আমরা একেশ্বরবাদী, একেশ্বরবাদীর মত [illegible] তাঁহারা শুধু মানুষের মত আমাদের [illegible] করিবেন, [illegible] এইটুকু আমরা তাঁহাদের কাছে [illegible] আমরা ত পূর্ব্বে তাঁহাদেরই সমাজভুক্ত ছিলাম [illegible] পরমপুরুষকে একমাত্র আরাধ্য [illegible] মানিয়াছিলাম [illegible] তাহা [illegible] এখনও তাঁহারাই স্বীকার করেন যে, নিরাকার পরব্রহ্মের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা তবে আর বিভেদ কোথায়? আর যদি কেহ অসম্ভব হয়, তবে হিন্দুগণকে আহমদী সমাজ আহ্বান করিতেছেন আপনাদের মধ্যে যাঁহারা একেশ্বরবাদী, তাঁহাদের সহিত যে প্রধান কারণ আপনার সমাজে যে ধন মান, প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে আমরা ভ্রাতৃভাবে আপনাদিগকে সম্মানিত স্থানে আসন দান করিব; এমন কি আপনাদের নেতৃত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিব। বিধর্ম্মী তুরস্ক ও পারস্য সহকারে [illegible] নেতৃত্ব করিয়াছিল হিন্দুগণও তাঁহাদের মত বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইবেন।

বিনীত
মহম্মদ সিকান্দার খান।

---

# ভারতে মৃত্যুর হার

## অবরোধ প্রথার বিষময় ফল

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম ও অর্থ, এই চতুর্ব্বিধ বিষয়ে যে জাতি যত উন্নত, সেই জাতিকে আমরা তত উন্নত বলিতে পারি শিক্ষা বিষয়ে গোটা ভারতবর্ষটা আধুনিক প্রতীচি জাতিদের কত পশ্চাতে, তাহা আদম শুমারীর রিপোর্ট দেখিলেই বোধগম্য হয়। ভারতে গড়প্রথায় শতকরা ৭৮ জনের বেশী লোক নাম স্বাক্ষর করার মত বিদ্যা রাখে না এই ত গেল আমাদের শিক্ষানুশীলন বা বিদ্যাচর্চ্চা। স্বাধীন উন্নত দেশগুলিতে কিন্তু শতকরা ৯৯ জনই পত্রিকা পাঠ করিবার মত লেখা-পড়া জানে। আবার অর্থসম্পদেও ভারত ও প্রতীচ্য জাতিদের মধ্যে বৈষম্য তদনুরূপ বা ততোধিক ভারতের লোকদের মাথাপ্রতি বার্ষিক আয় ৫১৬৲ টাকার বেশী নহে সেই স্থলে বিলাতে প্রত্যেক লোকের আয় উহার বহু গুণ বেশী। বড় বড় ধন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ভারতের লোকদের অধিকাংশই দু-বেলা পেট ভরিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করিবার সংস্থান করিতে পারে না। অধিকাংশ লোককেই একবেলা আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ফলে

ভারতবাসী ক্ষীণকায়, দুর্বল ও রোগপ্রবণ হইয়াছে এই জন্য কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালা-জ্বর প্রভৃতিতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থোন্নতি এই তিনটী জিনিস এমনই পরস্পর নির্ভরশীল যে একটিকে অপর কোনটী হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। যেখানে প্রকৃত শিক্ষা, যেখানে "সুস্থ শরীরে সুস্থ মস্তিষ্ক" লাভ হইয়াছে, যেখানে একাধারে শক্ত সবল মাংসপেশী ও উন্নত ধরণের চিন্তাশীলতার উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে, সেখানে আর্থিক উন্নতি শুধু সময়সাপেক্ষ। এই সমস্ত কথা যেমন সত্য, স্বাস্থ্য সকল প্রকার উন্নতির ভিত্তি, তাহাও সত্য। "স্বাস্থ্য সকল সুখের আকর" এই কথাটা কে না জানে? সেই জন্যই ভারত গভর্ণমেণ্টের একচুয়েরী (Actuary) মিষ্টার এইচ, জি, ডব্লু মেইকেল (Mr H. G W Meikle) বিগত আদম সুমারীর রিপোর্ট হইতে ভারতীয়দের যে মৃত্যুর হার নির্ণয় করিয়াছেন, তৎপ্রতি দেশবাসী হিন্দু মোছলমান সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার মত এই যে, "সব বয়সেই বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে, এবং যুক্তপ্রদেশে শুধু পুরুষদের মধ্যে, এবং বিশ হইতে ত্রিশের উর্দ্ধ বয়সে পাঞ্জাব ও মান্দ্রাজে স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে, যুক্তপ্রদেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে ও বাঙ্গালা দেশে পুরুষদের মধ্যে, মোছলমানদের মধ্যে মৃত্যুর হার হিন্দুদের চেয়ে কম। কিন্তু সব বয়সেই বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকদের মধ্যে, ও বিশ ও ত্রিশ বৎসরের নিম্নে মান্দ্রাজ ও পাঞ্জাবে স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে ও যুক্তপ্রদেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে মোছলমানদের মৃত্যুর হার হিন্দুদের চেয়ে অধিক।"

তিনি আরও বলেন যে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হিন্দুর তুলনায় মোছলমানদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোছলমানদের মৃত্যুর হার যে কমিয়া যায়, অন্ততঃপক্ষে কম বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার কারণ শুধু প্রতি বৎসর এছলাম ধর্ম্মে নূতন নূতন লোক দীক্ষিত হইতেছে বলিয়া। নতুবা সব বয়সেই মোছলমানদের মধ্যে হিন্দুদের চেয়ে অধিক মৃত্যু দেখা যাইত।

"স্ত্রীলোকদের মধ্যে মৃত্যুর হার:—পাঞ্জাবে সব বয়সেই হিন্দু ও মোছলমান স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে বেশী, যুক্তপ্রদেশে মোছলমানদের মধ্যে, পঞ্চাশ ও তন্নিম্ন বয়সে মোছলমানদের মধ্যে, বোম্বাই প্রদেশে পঁয়তাল্লিশও তন্নিম্ন বয়সে মোছলমানদের মধ্যে, চল্লিশ ও তন্নিম্ন বয়সে বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুদের মধ্যে, দশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজে হিন্দু ও মোছলমানদের মধ্যে, ত্রিশ ও তন্নিম্ন বয়সে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধদের মধ্যে, যুক্তপ্রদেশে পনর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে, এবং পঁচিশ ও তন্নিম্ন বয়সে বাঙ্গালায় হিন্দুদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীমৃত্যুর হার বেশী।" মিষ্টার মেইকেলের মতে মোছলমান সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথাই মোছলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক মৃত্যুর হারের কারণ।

"পাঞ্জাবে মোছলমানদের মধ্যে অল্প বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশে, বোম্বাই ও বাঙ্গালায় হিন্দুদের অবস্থাও তথৈব। উহার নীচেই বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশে মোছলমানদের মৃত্যুর হার, তারপর পাঞ্জাবে হিন্দুদের মৃত্যুর হার, এবং পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে মোছলমানদের মৃত্যুর হার। এই সমস্ত প্রদেশের তুলনায় মান্দ্রাজে হিন্দুদের তুলনায় মোছলমানদের মৃত্যুর হার বেশী। কিন্তু ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধদের তুলনায় হিন্দুদের মৃত্যুর হার বেশী।"

নিম্ন লিখিত গুণানুসারে সন্নিবিষ্ট তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কোন দেশে কোন জাতীয় স্ত্রীলোক বেশী মৃত্যুমুখে পতিত হয়:—

| জাতি | প্রদেশ | স্থান |
|---|---|---|
| মোছলমান | বাঙ্গালা | প্রথম |
| হিন্দু | পাঞ্জাব | দ্বিতীয় |
| হিন্দু | বোম্বাই | তৃতীয় |
| মোছলমান | বোম্বাই ও পাঞ্জাব | চতুর্থ |
| হিন্দু | যুক্তপ্রদেশ | পঞ্চম |
| মোছলমান | ,, | ষষ্ঠ |
| হিন্দু | বাঙ্গালা | সপ্তম |
| মোছলমান | মান্দ্রাজ | অষ্টম |

| | | |
|---|---|---|
| হিন্দু | মাদ্রাজ | নবম |
| বৌদ্ধ | ব্রহ্মদেশ | দশম |

এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মোছলমানপ্রধান বাঙ্গাল দেশে মোছলমান স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরই পাঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশে হিন্দু স্ত্রীলোকগণ মৃত্যু হিসাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মোছলমানদের সান্ত্বনার প্রধান কারণ এই যে, জাতীয় অবনতির এই শোচনীয় মুহূর্ত্তে মোছলমান স্ত্রীলোকগণ অন্ততঃপক্ষে একটি দেশে, একটি বিষয়ে, উহা মৃত্যুই হউক না কেন, প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

অথচ এই ভাবে কথাটার উপসংহার করিলে আমাদের জননী-ভগ্নিদের প্রতি অতিরিক্ত অশ্রদ্ধা ও অবহেলা প্রদর্শিত হয় এবং আসল কথাটিই বাকিয়া যায়। তাই একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, যে অবরোধ প্রথার বিষময় ফলে আমাদের মাতৃজাতি এমনি ভাবে অকালে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতেছেন উহার কোন সমর্থন কোরান শরীফে আছে কি না। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে যে কয়েক স্থানে কোরান শরীফে উল্লেখ আছে এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই বর্ত্তমান জঘন্য পর্দ্দা-প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে, উহা পাঠ করিলেই অবরোধ প্রথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। কোরানে আছে :—

"বল হে মোহাম্মদ (আঃ) মোছলমান পুরুষগণ যেন আপনাপন চক্ষু নত করিয়া রাখে, এবং লজ্জাস্থানগুলি আবৃত রাখে। ইহা তাহাদের জন্য পবিত্র, নিশ্চয়ই তাহারা যাহা করে, আল্লাহতালা ইহার সন্ধান রাখেন। মোছলমান স্ত্রীলোকদিগকেও বল, যেন তাহারা স্ব স্ব চক্ষু নত করিয়া রাখে এবং লজ্জাস্থানগুলি আবৃত রাখে এবং যাহা (স্বভাবতঃ) বাহিরে থাকে, উহা ব্যতীত (শরীরের অপরাপর) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি না দেখায় ও নিজেদের গ্রীবাদেশে চাদর উরিয়া দেয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।" অতঃপর এখানে কতকগুলি বিশেষ প্রকারের লোক ব্যতিরেকে আর কাহাকেও সৌন্দর্য্যের স্থানগুলি না দেখাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"( কোরাণ, ছুরানুর, ৪র্থ রুকু )"

"হে নবী, (প্রেরিত পুরুষ) স্বীয় স্ত্রী, কন্যা ও মোছলেমান সাধারণের স্ত্রীলোকদিগকে বল, যেন তাহারা তাহাদের চাদর ঝুলাইয়া দেয়। ইহাই সুসঙ্গত যে তাহারা (পবিত্র নারী বলিয়া সাধারণে) পরিচিত হয়। তাহা হইলে তাহারা কষ্ট পাইবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা পাপ মার্জনাকারী ও দয়ালু।

(কোরান, ছুরা আহ্জাব, ৮ম রুকু)।

অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কোরানের যাহা বিধান তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল। মহামহিম আল্লাহতায়ালার মহামহিমতার নিদর্শন মুক্ত আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত রাখিয়া স্ত্রী জাতিকে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে এমন উপদেশ আমরা কোরানের কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। পক্ষান্তরে এছলামের প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে অতি স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, সেকালে আমাদের জননী-ভগ্নিগণ একদিকে যেমন স্নেহ-যত্নের পীযুষ ধারায় পরিবারকে বেহেস্তে পরিণত করিতেন, তেমনি আবার আবশ্যক হইলে তরবারীহস্তে রণচণ্ডীর বেশ ধারণ করিয়া অসুরদলনে, অথবা ধাত্রী সাজিয়া যুদ্ধে হতাহতদের সেবা শুশ্রূষায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না। এইরূপে আমাদের প্রাথমিক জননীগণ মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত আলো-বাতাসে মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়াই একদিকে যেমন সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়্ হইতেন, তেমনি আবার তাঁহাদের কেহ বা ঘোর তপস্যায়, আবার কেহ বা গভীর জ্ঞানার্জনে অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এ মর জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। হজরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ), হজরত বিবি ফাতেমা (রাঃ), তপস্বিনী রাবেয়া (রঃ), অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের পুণ্যশ্লোকা অলৌকিক তেজবীর্য্য-শালিনী চাঁদ ছোলতানা প্রভৃতি, আরো কত বলিব, ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় মোছলেম ললনাকুলের কৃতিত্ব স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই ত সেই একদিন আর আজ একদিন। আজ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সজ্ঞান ধর্ম্ম প্রবণতার স্থান অধিকার করিয়াছে, ঘোর মূর্খতা জ্ঞানচর্চ্চার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। একদিন যেথানে ছিল সুস্থসবল কর্ম্ম-পটু মাংশপেশী, আজ সেখানে

দেখা যাইতেছে সদা রোগপরবশ পঙ্গু দেহ এছলামের জননিগণ কর্ম্মে গরীয়ান, জ্ঞানে মহীয়ান তেজোবীর্য্য-শালী তেমন সন্তান আর প্রসব করিতেছেন না এই জন্যই বোধ হয় কর্ম্মের সকল বিভাগেই আজ মোছলেম সমাজে ভাটা পড়িয়াছে আমাদের মতে অধুনা প্রচলিত জঘন্য অবরোধ-প্রথা সত্য সনাতন এছলাম ধর্ম্মের উপর একটা দুরপণেয় কলঙ্কবিশেষ *

এখন সমস্যা হইয়াছে কিরূপে এই রোগ হইতে সমাজকে মুক্ত করা যায় এবং প্রকৃত এছলামিক পর্দ্দা প্রচলিত করা যায় তুরস্ক ও মিশরের মোছলমান ভ্রাতৃগণ এই সমস্যার অনেকটা সমাধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করিয়াছেন ততদূর যাইতে আমরা কাহাকেও বলি না Society Women (সামাজিক মহিলা) না হইয়াও বর্ত্তমান অবস্থাকে অনেকটা শিথিল করা যায় স্ত্রীপুরুষের অবাধ সংমিলন হইতে না দিয়া ও প্রতীচ্যের চরম স্ত্রী-স্বাধীনতা ও প্রাচ্যের চরম স্ত্রী দাসত্বের মধ্যে ব্যবধান অপনোদিত করিয়া একটা মিটমাট করা যাইতে পারে আর বাতাস খোদার মুক্ত দান, ইহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা আমরা মহাপাপ বলিয়া মনে করি যে বঙ্গদেশে মোছলেম ললনার মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই বঙ্গের মোছলেম সমাজের নেতৃবর্গ এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন কি? আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যতদিন পর্য্যন্ত মোছলেম ললনাগণ মোছলেম পুরুষের কাঁধে কাঁধ লাগাইয়া সকল কর্ম্মে তাঁহার সহ-কর্ম্মিণী না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এ সমাজের দুর্দ্দশা দূর হইবে না তুরস্কে বিগত যুদ্ধের সময় তুর্কী মহিলাগণ যদি কৃত্রিম লজ্জাজ্ঞান ত্যাগ করিয়া কুলি মজুরের কাজে লাগিয়া না যাইতেন, তবে তুরস্কের বিজয় লাভ করা অসম্ভব হইত। মিশরে এই মাতৃজাতির সহযোগিতা না পাইলে মিশরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন কখনই এতটা অগ্রসর হইতে পারিত না তাই বলি, মোছলেম নেতৃগণ, এখনও সাবধান হউন

দৌলত আহাম্মদ খাঁ, বি,এ

---

# হজরত মছিহ্ মউদের (আঃ) শিক্ষা

( কিশ্‌তিয়ে নূহ্ হইতে )

৪

শুনিতে পাই, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হাদিছ একেবারেই মানে না যদি কেহ এইরূপ করে, সে ভয়ঙ্কর ভুল করিতেছে। আমি এইরূপ করিতে শিক্ষা দেই নাই আমার মজহাব (ধর্ম্ম) এই যে, হেদায়েতের (পথপ্রদর্শনের) জন্য আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে তিনটি জিনিষ দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম (বা সর্ব্বপ্রধান) কোরআন শরিফ ইহার মধ্যে খোদার একত্ব, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা আছে; ইহুদি ও খৃষ্টানগণের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ ছিল তাহার মীমাংসা আছে, যেমন (ইহুদিগণের) এই ভ্রান্ত ধারণা যে ঈছা এবনে মরিয়ম ক্রুশে নিহত হইয়া লানতী (অভিশপ্ত) হইয়াছিলেন, অন্যান্য নবিগণের ন্যায় তাঁহার আত্মা স্বর্গে যাইতে পারে নাই এইরূপে কোরআন শরিফে নিষেধ করা হইয়াছে যে, তোমরা খোদা ব্যতীত অন্য কোন জিনিষের উপাসনা করিও না — না মানুষের, না জীবজন্তুর, না চন্দ্রসূর্য্যের, না গ্রহ-নক্ষত্রের, না উপায় উপকরণের, না নিজের খেয়ালের

* প্রকৃত এছলামী পর্দ্দা, ভারতীয় মোছলেম সমাজে প্রচলিত জঘন্য অবরোধ প্রথা এবং স্বাধীনতার নামে নীতিধর্ম্মের উচ্ছেদকারী পাশ্চাত্য উচ্ছৃঙ্খলতা বা ততোধিক কোন সংস্করণ, এই তিনটি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন জিনিষ এতৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাইবার জন্য আমাদের পাঠক পাঠিকা ও পৃষ্ঠপোষক লেখকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে

সাবধান যেন খোদার আদেশ ও কোরআনের শিক্ষার বিপরীত এক পাও অগ্রসর না হও। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তি কোরআনের সাত শত আদেশের মধ্যে কোন একটা সামান্য আদেশও লঙ্ঘন করে, সে নিজের হাতে নিজের মুক্তির পথ রুদ্ধ করে। প্রকৃত ও পূর্ণ মুক্তির পথ কোরআনই খুলিয়াছে। অবশিষ্ট সমুদয় কোরআনেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র (জীল্ল্)। অতএব তোমরা গবেষণার সহিত কোরআন পাঠ কর এবং ইহাকে অত্যন্ত প্রিয় মনে কর—এত প্রিয় মনে কর, যতটা অন্য কোন গ্রন্থকে মনে কর না। আল্লাহ্ তা'ল আমাকে বলিয়াছেন, 'আল্‌খায়রো কুল্লহু ফিল্ কোরআন' অর্থাৎ সমুদয় হিতকথা কোরআনে আছে। ইহাই সত্য কথা। আক্ষেপ তাহাদের জন্য, যাহারা অন্য গ্রন্থকে ইহা হইতে অধিকতর আবশ্যক মনে করে। তোমাদের সমুদয় মঙ্গল ও মুক্তির উৎস কোরআন শরিফ। ধর্ম্মসংক্রান্ত এমন কোন কথা নাই, যাহা কোরআনে নাই। কেয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোরআনই সাক্ষ্য দিবে। আছমানের নীচে এমন কোন পুস্তক নাই যাহা কোরআনের সাহায্য ব্যতীত তোমাদের হেদায়েত (পথ প্রদর্শন) করিতে পারে। কোরআনের মত কেতাব অবতীর্ণ করিয়া খোদা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তোমাদের প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে, উহা যদি খৃষ্টানদিগের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে তাহারা ধ্বংস হইত না। তওরিতের পরিবর্ত্তে, তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লার এই নেয়ামত ও হেদায়েত যদি ইহুদিগণের প্রতি অবতীর্ণ হইত, তবে তাহাদের কয়েক সম্প্রদায় কেয়ামত অস্বীকার করিত না। অতএব তোমরা আল্লার দেওয়া এই নেয়ামতের কদর কর। এ বড়ই প্রিয় নেয়ামত, বড়ই মূল্যবান সম্পত্তি। যদি কোরআন অবতীর্ণ না হইত, তবে সারা দুনিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংসপিণ্ডের ন্যায় থাকিয়া যাইত (১)।

হেদায়েতের দ্বিতীয় উপকরণ 'ছুন্নত' অর্থাৎ হজরত রছুলে করিমের (দঃ) ঐ সকল কার্য্য, যাহা তিনি কোরআন শরিফের আদেশের ব্যাখ্যাস্বরূপ করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোন্ ওয়াক্তে কত রাকাত তাহা কোরআন শরিফ হইতে প্রকাশ্যতঃ কিছুই বুঝা যায় না। প্রাতঃকালে কতটা নামাজ পড়িতে হইবে, অন্যান্য সময়েই বা কত রাকাত করিয়া পড়িতে হইবে, এই সকল কথা ছুন্নত হইতে পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারা যায়। ছুন্নত ও হাদিছকে যেন এক জিনিষ মনে করার ধোঁকা না লাগে। কারণ হাদিছ একশত দেড়শত বৎসর পরে সংগ্রহ করা হইয়াছিল, কিন্তু ছুন্নত কোরআন শরিফের সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কোরআন শরিফের পর ছুন্নতই মোছলমানের প্রধান সহায়। খোদা ও রছুলের ভিন্ন দাবী মাত্র দুইটী ব্যাপারে। তাহা এই—খোদতা'লা কোরআন অবতীর্ণ করিয়া নিজের কথায় স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাই খোদাতা'লার বাক্য। কর্ত্তব্য। রছুলুল্লার কর্ত্তব্য ছিল খোদার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া লোকদিগকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া। ফলকথা, রছুলে করিম 'কথা' কাজে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং স্বীয় ছুন্নত বা কার্য্যের দ্বারা জটিল ও দুর্ব্বোধ্য সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। হাদিছ এই জটিলতার সমাধান করিয়াছে, এ কথা বলা সমীচীন হইবে না। কারণ হাদিছ-গ্রন্থের অস্তিত্বের পূর্ব্বেই এছলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল (২)।

হাদিছ সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত লোকের কি নামাজ পড়িত না? রোজা রাখিত না? হজ্জ করিত না? হালাল হারাম চিনিত না? হাঁ, হেদায়েতের তৃতীয়

(১) (কিস্তিয়ে নুহ ২৬ হইতে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কোরআন ও বাইবেলের শিক্ষার তুলনা করা হইয়াছে। ঐ অংশ বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত রহিল। ভবিষ্যতে সুযোগ মত দেখা যাইবে—অনুবাদক।)

(২) আহ্‌লে হাদিছ রছুলের (দঃ) কার্য্য ও 'কথা' এই উভয়কেই হাদিছ বলে। তাহাদের পরিভাষা লইয়া আমার কোন কলহ নাই। বস্তুতঃ ছুন্নত ও হাদিছ পৃথক জিনিষ। স্বয়ং আঁ হজরত (দঃ) ছুন্নতের প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হাদিছ পরে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

উপকরণ হাদিছে। এছলামের ইতিহাস, নৈতিক শিক্ষা ও ফেকাহ্‌তত্ত্ব হাদিছ শরিফে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হাদিছের আরও একটী প্রধান উপকার এই যে, ইহা কোরআন ও ছুন্নতের সেবক। যাহারা কোরআন শরিফের মাহাত্ম্য বুঝে নাই, তাহারা হাদিছকে কোরআনের 'কাজী' মনে করে। ইহুদিগণও তাহাদের হাদিছ সম্বন্ধে এইরূপ বলিত। আমি হাদিছকে খাদেমে কোরআন ও খাদেমে ছুন্নত অর্থাৎ কোরআন ও ছুন্নতের সেবক বা ভৃত্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। ভৃত্য থাকিলেই প্রভুর সম্মান বৃদ্ধি পায়। কোরআন খোদার বাণী, ছুন্নত রছুলের (দঃ) কার্য্য এবং হাদিছ ছুন্নতের সপক্ষে একটি সাক্ষী। নাউজ বেল্লাহ্, হাদিছকে কোরআনের কাজী সাব্যস্ত করা ভুল। কোরআনের উপরে যদি কোন কাজী থাকে তবে সে স্বয়ং কোরআনই কোরআনের কাজী। হাদিছের ভিত্তি অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা কখনও কোরআনের 'কাজী' হইতে পারে না। মাত্র সাহায্যকারী প্রমাণ স্বরূপেই ইহার অবস্থিতি। কোরআন ও ছুন্নত সমুদয় মূল কাজ করিয়া দেখাইয়াছে এবং হাদিছ একটি পরিপোষক সাক্ষী মাত্র। হাদিছ কি প্রকারে কোরআনের কাজী হইতে পারে? কোরআন ও ছুন্নত সেই সময়ে হেদায়েত করিতেছিল, যখন এই কল্পিত কাজীর নামগন্ধও ছিল না। এ কথা বলিও না যে হাদিছ কোরআনের কাজী, বরং এই কথা বল যে, হাদিছ কোরআন ও ছুন্নতের একটি পরিপোষক সাক্ষ্য মাত্র। অবশ্যই ছুন্নত এমন একটি জিনিষ, যাহা কোরআনের মর্ম্ম প্রকাশিত করে। ছুন্নত অর্থ সেই পথ, যে পথে আঁ হজরত (দঃ) ছাহাবদিগের কর্ম্মজীবন পরিচালিত করিয়াছিলেন। ছুন্নত সেই সকল উক্তির নাম নহে, যাহা একশত দেড়শত বৎসর পরে পুস্তকাকারে লিখিত হইয়াছিল। এই সমুদয় উক্তির নাম হাদিছ। ছুন্নত কর্ম্মজীবনের সেই আদর্শের নাম যাহা পুণ্যাত্মা মোছলমানদিগের জীবনের সহিত আদি হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং যাহার উপরে লক্ষ লক্ষ মোছলমান চলিতেছে। যদিও অধিকাংশ হাদিছই অনুমান-মূলক, কোরআন ও ছুন্নতের বিরুদ্ধ না হইলে ইহা গ্রহণীয়। হাদিছ কোরআন ও ছুন্নতের পরিপোষক এবং বহু এছলামী সমস্যার সমাধানের উপাদান ইহার মধ্যে আছে। সুতরাং হাদিছের কদর না করা অর্থ এছলামের এক অঙ্গ কাটিয়া ফেলা। হাঁ, যদি এমন কোন হাদিছ পাও, যাহা কোরআন ও ছুন্নত-বিরুদ্ধ এবং কোরআন-সম্মত হাদিছ-বিরুদ্ধ, অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ, এমন কোন হাদিছ, যাহা ছহি বোখারীর বিরুদ্ধ, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ এইরূপ হাদিছ গ্রহণ করিলে কোরআন ও কোরআন-সম্মত বহু হাদিছ পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বিশ্বাস, কোন পরহেজগার (শুদ্ধাচারী) লোক এমন হাদিছে আস্থা রাখিতে সাহস করিবেন না, যাহা কোরআন ও ছুন্নতের খেলাপ এবং কোরআন সম্মত হাদিছেরও খেলাফ। যাহাই হউক, হাদিছের কদর কর এবং উহার সদ্ব্যবহার কর। কারণ ইহা আঁ হজরতের (দঃ) সহিত সংশ্লিষ্ট বলা হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোরআন ও ছুন্নত ইহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা উহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিও না। পরন্তু হজরত রছুলে করিমের (দঃ) হাদিছ এমনভাবে পালন কর, যেন তোমাদের প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক স্থিতি, প্রত্যেক গ্রহণ ও প্রত্যেক বর্জ্জনের সপক্ষে তোমাদের নিকট হাদিছ থাকে। যদি এমন কোন হাদিছ পাও, যাহা কোরআন শরিফের বর্ণিত কথার সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, হয়ত ভুল বশতঃই তোমরা বিরোধ দেখিতেছ—তাহা হইলে বিরোধের সমাধান করিতে চেষ্টা কর। কোন প্রকারেই যদি বিরোধ দূর না হয়, তবে উহা রছুল করিমের (দঃ) উক্তি নয় মনে করিয়া বর্জ্জন কর। (হাদিছ শাস্ত্রের প্রচলিত সূত্র অনুযায়ী) দুর্ব্বল হাদিছেরও যদি কোরআন শরীফের সহিত সামঞ্জস্য থাকে তবে উহা গ্রহণ কর। কারণ কোরআন উহার তছদিক করিতেছে। মোহাদ্দেছিনের (হাদিছ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের) নিকট দুর্ব্বল কোন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদিছ যদি তোমাদের সময়ে পূর্ণ হয়, অথবা তোমাদের পূর্ব্বে পূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে, তবে উহাকে একটি সত্য হাদিছ বলিয়া গ্রহণ কর। যে সকল মোহাদ্দেছ ও রাবী (বর্ণনাকারী) এইরূপ হাদিছকে দুর্ব্বল বা কৃত্রিম মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত মনে

কর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শত শত হাদিছ আছে, যাহা মোহাদ্দেছীনের নিকট বিকলাঙ্গ, কৃত্রিম বা দুর্ব্বল বলিয়া গণ্য। ইহার কোনটা পূর্ণ হইয়া গেলে, 'এ হাদিছ দুর্ব্বল ইহার রাবী ভাল লোক ছিল না' এই কথা বলিয়া পরিত্যাগ করা তোমাদের বেঈমানী বলিয়া গণ্য হইবে কারণ তোমরা এমন হাদিছ পরিত্যাগ করিতেছ যাহার সত্যতা স্বয়ং খোদাতালা জাহের করিয়া দিয়াছেন মনে কর, মোহাদ্দেছীনের নিকট দুর্ব্বল এই শ্রেণীর এক হাজার হাদিছ আছে, যাহার প্রত্যেকটাই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তোমরা কি এই সমুদয় হাদিছকে দুর্ব্বল বলিয়া এছলামের এক হাজার প্রমাণ নষ্ট করিবে? এমতাবস্থায় তোমরা এছলামের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে আল্লাহতালা বলেন, "ফাল ইওজহেরো আলা গায়বেহী আহাদান্ ইল্লা মনেরতজা মেন্‌রছুল' সুতরাং সত্য ভবিষ্যদ্বাণী সত্য রছুল ব্যতীত আর কাহারও প্রতি আরোপিত হইতে পারে না (রছুল ও জ্যোতিষীর মধ্যে প্রভেদ কি? এতৎসম্বন্ধে বরাহেনে-আহমদীয়া প্রভৃতি দ্রষ্টব্য—অনুবাদক) সত্য হাদিছকে মিথ্যা বলিয়া মোহাদ্দেছ ভুল করিয়াছেন, অথবা মিথ্যা হাদিছকে সত্য করিয়া দেখাইয়া খোদাতালা ভুল করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে এতদুভয়ের কোন্ কথা বলা ঈমানদারের পক্ষে সমীচীন হইবে? কোন দুর্ব্বল হাদিছও যদি কোরআন, ছুন্নত ও কোরআন সম্মত হাদিছের বিরোধী না হয় তাহা গ্রহণ কর, কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে হাদিছ ব্যবহার করা চাই কারণ কৃত্রিম হাদিছও আছে কৃত্রিম হাদিছই এছলামের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের নিজ নিজ আকিদার (বিশ্বাস) অনুযায়ী হাদিছ আছে। এমন কি নামাজের ন্যায় স্থির নিশ্চয় ও সর্ব্বকালীন ফরজও হাদিছের বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে 'আমীন' কেহ জোরে বলে, কেহ চুপে চুপে কেহ এমামের পশ্চাতে ফতেহা পড়ে, কেহ এইরূপ পড়াকে নামাজ নষ্ট হওয়ার হেতু মনে করে কেহ বুকে হাত রাখিয়া নামাজ পড়ে, কেহ নাভিতে হাদিছই এই সমুদয় বৈষম্যের আসল কারণ "কুল্লো হেজবেন্ বেমা লাদায়হেম ফারেহুন" অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ হস্তগত বিষয়ের জন্য আত্মপ্রসাদে বিভোর। অন্যথা ছুন্নত একই শিক্ষা দিয়াছিল অতঃপর বর্ণনার বৈষম্যই সেই শিক্ষার মধ্যে 'নড়চড়' আনিয়াছে এইরূপে হাদিছের ভুল অর্থগ্রহণ অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এই কারণেই শিয়া সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ হইয়াছে যদি তাহারা কোরআনকে 'হাকাম' (মীমাংসাকারী) সাব্যস্ত করিত, একমাত্র ছুরা 'নুর'ই (জ্যোতিঃ) তাহাদিগকে 'নুর' (জ্ঞানের জ্যোতিঃ) দিতে পারিত কিন্তু হাদিছ তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এই প্রকারে হজরত ঈছার সময়ে সেই ইহুদিগণই ধ্বংস হইয়াছিল, যাহারা আহ্‌লে-হাদিছ বলিয়া পরিচয় দিত অনেক দিন হইতে তাহারা তওরিত পরিত্যাগ করিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাহাদের বিশ্বাস এই যে, হাদিছ তওরিতের উপর 'কাজী'। তাহাদের নিকট অসংখ্য হাদিছ আছে, যাহা হইতে দেখা যায় যে, হজরত ইদ্‌রিছ (আঃ) সশরীরে আকাশ হইতে অবতরণ না করা পর্য্যন্ত তাহাদের মছিহ্ মউদ আসিবেন না হাদিছ তাহাদিগকে মস্ত বড় ঠোকরের মধ্যে ফেলিয়াছিল হজরত ঈছা (আঃ) বলিতেন যে, যোহন বা ইয়াহিয়া (আঃ) ইদ্রিসের (আঃ) চরিত্র ও গুণে ভূষিত ইদ্রিসের (আঃ) দ্বিতীয় আগমন অর্থে ইয়াহিয়ার (আঃ) আবির্ভাব বুঝিতে হইবে হাদিছের উপর নির্ভর করার জন্য ইহুদিগণ হজরত ঈছার (আঃ) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারে নাই মোটের উপর হাদিছই তাহাদের সমুদয় বিড়ম্বনার মূল এবং পরিণামে হাদিছই তাহাদিগকে বেঈমান করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহারা হাদিছের অর্থগ্রহণে ভুল করিয়াছিল অথবা হাদিছের সহিত কোন কোন স্থলে মানুষের কথা মিশিয়া গিয়াছিল হয় ত মোছলমানগণ এ ঘটনা অবগত নহে যে, ইহুদিদিগের মধ্যে আহ্‌লে-হাদিছ সম্প্রদায়ই হজরত ঈছাকে (আঃ) অস্বীকার করিয়াছিল তাহারাই হজরত ঈছার (আঃ) বিরুদ্ধে কোফরের ফতোয়া দিয়াছিল এবং তাহাকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহারা বলিত, "এই ব্যক্তি খোদার কেতাব মানে না। খোদা বলিয়াছেন হজরত ইদ্রিছ (আঃ)

# আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাতা'লা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণে তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"—এলহাম, হজরত মসিহ মওউদ

২য় বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩৩ | ৩য় সংখ্যা

## মিসেস মস্তফা তাহা

( রাহাতুল্লা )

পার্শ্ববর্ত্তী ফটোখানি একজন নবদীক্ষিত, আমেরিকাবাসিনী বিদুষী আহ্‌মদী-মহিলার। দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ইনি প্রকৃত ইস্‌লামী পর্দ্দা অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহার বর্ত্তমান নাম রাহাতুল্লাহ্‌, ইনি আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা নামক রাজ্যে (U S. A) জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত মূল্যবান পুস্তকগুলি ইঁহার স্বরচিত

The Power of Truth, The Secret Camp of the King, A Mother's Dream, My Three Visions, Transition; Smoke, Beautiful Islam, Philosophic and Religious Articles and Articles on Psychology.

# হৃদয়-বীণা

হৃদয় বীণ মোর উঠছে বেজে
করুণসুরে আকুল তানে,
গোপন কথা সে, লুকান ব্যথা
মরমপুরের মাঝখানে
সুরের কাঁদন আকাশ ছেয়ে
পড়ছে ঝরি শ্রাবণ ধার —
মরমব্যথা মোর জানিয়ে দেব
জড় অজড়ে বিশ্ব সারা
পার যদি কেউ বাঁধতে তবে
হৃদয়-বীণা এমনি সুরে,
এস ছুটি ভাই বীণাটি হাতে
মোছলেমের এই সুপ্ত পুরে
বেহাগের সুরে হবে নাকো গীত
দীপক রাগিণী এবার চাই,
উঠে যদি ভাল সুপ্ত সমাজ
নতুবা পুড়িয়া হইবে ছাই

মির্জা আলাউদ্দীন বে

---

# বিচিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস।

পাদ্রী সাহেবের সহিত খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে আলাপ হইতেছিল বলিলেন, "পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা তিনজনই পারফেক্ট্" জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি তারা তিনজনই প্রত্যেকে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি, রক্ষণ ও পালন করিতে সক্ষম" বলিলেন, "তা বই কি, নতুবা তাঁহারা পারফেক্ট্ কিরূপে হইবেন?" বলিলাম, "আপনার তিনজন চাকরকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ডাকুন, আমার ছড়িটি বাহিরে ফেলিয়া আসিয়াছি, লইয়া আসিবে" বলিলেন, "তিনজন কেন?" বলিলাম, "তাতে ক্ষতি কি?" উত্তর করিলেন, "একজনই ত ছড়িটি আনিতে পারে" বলিলাম, "আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা যখন প্রত্যেকেই এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি, রক্ষণ ও পালন করিতে সক্ষম, তখন তিনজন মিলিয়া এই কার্য্য করিবার আবশ্যকতা কি?" পাদ্রী সাহেব কিছু থতমত খাইয়া বলিলেন, "বিষয়টি কিছু জটিল, আপনি অন্য সময় আসিবেন বুঝাইয়া দিব"

---

প্রদর্শনীতে সামগ্রী না হয় নমুনা স্বরূপ সেবার এলাহাবাদ প্রদর্শনী দেখিতে গিয়া এক আর্য্য সমাজের

পুস্তকাগারে উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি আছে?" উত্তর পাইলাম, 'বেদ, বেদান্ত শাস্ত্র আদি" বলিলাম, "সে সকল পুস্তকে কিসের বৃত্তান্ত আছে?" বলিল, "মুনি ঋষিদের।' বলিলাম "ভাল কথা, চেষ্টা করিলে মুনি ঋষি হইতে পারিব তো?' ম্যানেজার বাবু ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "মুনী ঋষী তো সেই প্রথম যুগে হইয়াছেন যখন বেদ অবতীর্ণ হয়। এখন তো ঘোর কলি" বলিলাম "তবে আর তাদের বৃত্তান্ত প্রচার করিয়া লাভ কি?" সেখান হইতে বাহির হইয়া এক খৃষ্টানের দোকানে গেলাম। বলিল, "আমাদের বাইবেলে ঈশ্বর-পুত্র যিশুর বৃত্তান্ত আছে" বলিলাম, "ভালই হইল, মুনি ঋষি হওয়া অপেক্ষা ঈশ্বর পুত্র হওয়া ভাল। কেমন, উপযুক্ত চেষ্টা করিলে হইতে পারিব তো?" বলিল, "সাহেব, ঈশ্বর পুত্র তো একজনই। তিনি জগতে আসিয়া পাপীদের উদ্ধার করিয়া পুনরায় পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। আপনি কেমনে ঈশ্বর পুত্র হইবেন?' বলিলাম, "মহাশয়, আপনারা তো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। যদি ঈশ্বর পুত্র হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে তাঁহার বিবরণ লোককে শিখাইয়া কি ফল, আর কেনই বা তাহা প্রদর্শনীতে আনিয়াছেন?' বিরক্তি সহকারে বাহিরে আসিলাম, সম্মুখেই এক মৌলভী সাহেব দোকান সাজাইয়া বসিয়াছিলেন সেখানে উঠিলাম জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনকার নিকট কোন্ পুস্তক আছে?" বলিলেন, "কোরাণসরিফ" জানিলাম তাহাতে নবী দিগের ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুস্তকের উপদেশ অনুসারে চলিলে আমারও কি নবী হইবার সম্ভাবনা আছে?" লোকটি কিছু বদরাগী, বলিল, "কোথাকার জাহেল? শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ চলিয়া গিয়াছেন, ফিরে কোত্থেকে নবী হবে?' মনে মনে বুঝিলাম সকলেরই একই ধরং, সকলেই মৃতের উপাসক। ত্রস্তপদে বাহির হইতেছিলাম আমার অবস্থা দেখিয়া নিকট হইতে এক ব্যক্তি ডাকিল, "যাবেন না সাহেব, বলি, উপযুক্ত রূপ চেষ্টা করিলে সম্ভাবনা আছে বই কি?' কথা শুনিয়া দাঁড়াইলাম জিজ্ঞাসা করিলাম, "সম্ভাবনা আছে বলছেন, কেউ কি কখন হয়েছে?" ভদ্রলোক নিকটে পৌঁছলেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অবশ্য হয়েছে, এই দেখুন না এখনও একজন কাদিয়ানে বর্ত্তমান আছেন" অনেক নিরাশা থামিল অনেক দুশ্চিন্তা কমিল। ধর্ম্ম সব ফাঁকি নহে জীবন্ত ধর্ম্মও আছে।

---

হীন সাহেব তাঁহার মধ্য এসিয়ার ভ্রমণবৃত্তান্তে এক অপূর্ব্ব দেশের বিষয় লিখি ছেন মানস সরোবরের দক্ষিণে হিমালয়ের মাঝে দেশটির অবস্থান দেশ-বাসীরা নিজেদিগকে 'আয়া' বলে বোধ হয় আর্য্য শব্দেরই অপভ্রংশ। বর্ত্তমানে বহির্জ্জগতের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব না থাকিলেও পূর্ব্বকালে ভারতের সহিত বোধ হয় তাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। হীন সাহেব বলেন সে দেশের লোকেরা জীবনধারণের আবশ্যকীয় সামগ্রীর কোন অভাব কখনও ভোগ করে না ব্রাহ্মণমন্ত্রীদিগের নিকটে বড় বড় পুরাতন শাস্ত্র-পুস্তক আছে কোন্ কার্য্য করিলে মানব পরজন্মে কি রূপ ধারণ করিবে, তাহা তাহাতে বিস্তৃত ভাবে লিখা আছে মনে কর, চুরি করিলে মানব পরজন্মে গরু হয় মিথ্যা বলিলে গাধা হয় পরদার গমন করিলে মৎস্য হয় মদ খাইলে ধান্য হয় লোভ করিলে গম হয়। ব্যভিচার করিলে ছাগল হয়। হিংসা করিলে বেল হয়। এখন যে বৎসর যে দ্রব্যের দেশে অভাব হইবার সম্ভাবনা, মন্ত্রীদিগের পরামর্শ মত রাজা তদনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রজাদিগকে আদেশ দেন তাহাতে অচীরেই দেশের সকল অভাব দূরীভূত হয় মানবের পাপপ্রবৃত্তি হইতে দেশের হিতসাধন করিবার এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

---

আহমদীর পাঠকগণ বিরিঞ্চি বাবার নাম শুনিয়া-ছেন কি না বলিতে পারি না না শুনিলে গত বৎসরের ভারতবর্ষ দেখিবেন। বিরিঞ্চি বাবা একজন ত্রিকালজ্ঞ সাধু ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তাঁহার অবিদিত কিছুই

নাই তাই মনোরঞ্জন চাটার্জী ডাক্তার এবং তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনী দেবী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া উঠিবামাত্র সাধু তাঁহাদের চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন অল্প পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাও, তোমরা নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসন্তান, যাহা হইবার হইয়াছে তোমাদের মধ্যে তো আর মুসলমান বা খৃষ্টানদিগের মত বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নাই। তবে দাম্পত্য সম্বন্ধ যাহা হইবার হইয়াছে গতস্য শোচনা নাস্তি। সাবধান, আগামীতে আর রেখো না" ডাক্তার বাবু আর তাঁর স্ত্রী তো কাঁদিয়াই আকুল। জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু কি হইয়াছে আজ্ঞা করুন" উত্তর করিলেন, "বলবো আর কি ; তোমরা তো খবর রাখ না তুমিই না পূর্ব্বজন্মে সেই দেশ-প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের নফর কৃষ্টারাম দাস ছিলে, আর এই ছুঁড়ি তোমার গর্ভধারিণী মাতা ক্ষেমান বৈষ্ণবী সেঠজীর বাটীতে কাজকর্ম্ম করিত সেই নিমন্ত্র যাহাতে খানখানান উপস্থিত ছিলেন আমি তোমাদিগকে দেখি বিশ্বাস না হয় গত বৎসরের ভারতবর্ষ দেখিও আর না হবেই বা কেন, তোমরা তো নিষ্ঠাবান হিন্দু

---

মৌলভী সাহেব আমার অফিস কলিগ্ আরবী পারসি ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট দাবী রাখেন একদিন আমাকে ধরিয়া বসিলেন বলিলেন, "আপনি হজরৎ ঈসার (আঃ) সশরীরে চতুর্থ আসমানে গমন অবিশ্বাস করেন?" বলিলাম "একজন শরীরী লোকের পক্ষে সশরীরে চতুর্থ আসমানে যাওয়া এবং আজ ২০০০ বৎসর তথায় অবস্থান করা ব্যাপারটী আমার বিশ্বাসের পক্ষে কিছু গুরুতরই বটে।" বলিলেন, "আপনারা তো আর এ সকল বিষয় সংবাদ রাখেন না। দুই চারিটি ইংরাজী বই পড়িয়াই পণ্ডিত হইয়া বসেন এ সম্বন্ধে আমি আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণ দিতে পারি। কিছু দিবস পূর্ব্বে একবার হুগলীতে আমি আমার পীর সাহেব কেবলার নিকটেই মোরাকেবায় (ধ্যানে) বসিয়াছিলাম হঠাৎ চক্ষে পড়িল একটি সুন্দর শ্যামল মাঠ এবং তন্মধ্য দিয়া আমি [illegible] পায় [illegible] উঠি[illegible] [illegible] দিন তখন বলিলেন "স[illegible]" [illegible] আমি তখন পা[illegible] [illegible] দিন [illegible] চলিয়াছে [illegible] যায় [illegible] ঠিক সেই মাঠ সেই শাড়ি, [illegible] কি বা বলব [illegible] চুপ করে [illegible] চাহিলেন, ডাক্তার দিগের [illegible] ডাক্তারি বিষয় কি জানিলেন?' মৌলভী সাহেব কথা পরিবর্ত্তন করিলেন

---

ইংরাজরা নাকি বলেন [illegible] মৌলভী সাহেব [illegible] আমাদিগকে [illegible] আবর্ত্তন করে [illegible] স্থির। বস্তুতঃ পৃথিবী স্থির আছে, সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রত্যহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে [illegible] তিনি একটা প্রমাণ [illegible] মৌলভী সাহেবের [illegible] বলিতে হইবে কোন সংখ্যা কি উঁহার নাম রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে [illegible]?

---

কিছু দিন পূর্ব্বে অক্সফোর্ডে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেন্ট পল গীর্জ্জার ডীন Doctor W. R Inge সাহেব বলিয়াছেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মৌলিক বিশ্বাসগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, সেগুলি ধর্ম্মসংক্রান্ত ঘটনা [illegible] ঐতিহাসিক ঘটনার মত সেগুলির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা [illegible] উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি সেই ঘটনাবলীর বর্ণিত কালে উপস্থিত হইতে পারে, এবং সেগুলির সত্যতা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করে, তবে সে নিশ্চয়ই

সেই ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না যথা যিশুখৃষ্টের মাতা ম্যারির বিনা পুরুষের সংস্পর্শে অন্তঃসত্ত্বা হওয়া বা মৃত্যুর দুই দিবস পর যিশুর কবর হইতে পুনঃ জীবিত হইয়া বাহিরে আসা পাদরী ইঞ্জ সাহেবের মতে এগুলি বাস্তবজগতের ঘটনা নহে বরং মানস-জগতের কল্পনা মাত্র

ইঞ্জ সাহেব কোন সামান্য ব্যক্তি নহেন তিনি ইংলণ্ডের প্রধান গীর্জ্জার প্রধান পাদরী তাহার উক্তি শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম কোন বাস্তব ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, কেবল কাল্পনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত

---

একজন সবজজ্ বাবুর সহিত কথা হয় তিনি বলিলেন, "মৌলবী সাহেব আমাদিগকে অপনার অন্যায়রূপে পুতুল উপাসক বালন। আমরা যদি পুতুলেরই পূজা করিতাম, তবে বিসর্জ্জনের পর সেটিকে সম্মান করি না কেন? পুতুলটি ঘরে আনি, যে পর্য্যন্ত না ব্রাহ্মণ উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, সে পর্য্যন্ত উহা পুতুলই থাকে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর দেবতার স্থানে আমরা উহার পূজা করি পুনরায় পূজার শেষে উহাকে যে পুতুল সেই পুতুলই জ্ঞান করি" আমি বলিলাম, "তবে মহাশয়, প্রাণপ্রতিষ্ঠক ব্রাহ্মণের পূজা না করিয়া পুতুলটির পূজা করা নিতান্ত অন্যায়" ভদ্রলোক আর কিছু বলিলেন না

---

রেলে এক হিন্দু ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয় তিনি শুনিলেন আমি "আহমদী" বলিলেন, "মহাশয়, বড় সুখী হইলাম, আপনারা উদার মত অবলম্বন করিয়াছেন" অল্পক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গরু খাওয়া সম্বন্ধে কি মত রাখেন।" হাসিয়া বলিলাম, "খুব বেশী খাইতে বলি" ভদ্রলোক কিছু অপ্রতিভ হইলেন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এ প্রশ্ন করিলেন কেন? ধর্ম্মের সত্যতা বা উদারতার সহিত গরু বা ছাগল খাবার কি সম্বন্ধ?" ভদ্রলোক অন্য কথা পাড়িলেন।

---

সাধারণ মুসলমান বিশ্বাস করে শেষ যুগে 'দজ্জাল' আসিবে। সে এক অদ্ভুত জীব তার এক চক্ষু অন্ধ, কপালে তিনটি মোটা অক্ষর—কাফ, ফে, রে,—অর্থাৎ 'কাফের' (অবিশ্বাসী) লেখা থাকিবে সে ধার্ম্মিকদিগকে হত্যা করিবে অধার্ম্মিকদিগকে প্রাণদান করিবে সে এক গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিবে গর্দ্দভটি যে সে গর্দ্দভ নহে কি প্রকাণ্ড-কায় তার দুই কাণের মধ্যে ৭০ গজ ব্যবধান সে অনুপাতে গর্দ্দভটি দেড়মাইল লম্বা হইবে, আমি হিসাব করিয়াছি কোন মৌলবী সাহেব বলিয়া দিবেন তার সোওয়ার দজ্জালের আকার কত বড় হইবে?

---

আমেরিকার মাউণ্ট উইলসনে পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে ইতিমধ্যে ইহার সাহায্যে দূরবর্ত্তী কয়েকটি নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে অনেক মৌলবী সাহেবের মতে হজরৎ ঈসা (আঃ) সশরীরে চতুর্থ আকাশে বিদ্যমান আছেন সুতরাং আশা করা যায় অচিরেই তাঁহার সম্বন্ধে মাউণ্ট উইলসন্ অবজারভেটরী হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে মৌলবী সাহেবগণ প্রস্তুত থাকিবেন খেলাফৎ ফাণ্ডের মত হজরৎ ঈসার (আঃ) শুভাগমন উদ্দেশ্যে কোন ফাণ্ড করিলে হয় না? অনেক লাভ হইতে পারে

---

আমাদের দেশে ধর্ম্ম নানারূপ বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে কোন স্থলে ধর্ম্ম পান-আহারের বিশেষত্বে পরিণত হইয়াছে কোন স্থলে বা বংশবিচারে পরিণত হইয়াছে ইদানিং অনেক বন্ধু মুসলমানদিগকে বলিতেছেন, "তোমরা ত হিন্দুদিগেরই বংশধর, তোমরা কেন মুসলমান থাকিবে, তোমরা পুনরায় হিন্দু হও" বলি ডারউন সাহেবের মতে বা হিন্দু কর্ম্মবাদীদিগের মতে বানর বা কুকুরের ক্রমবিকাশেই মানুষের উদ্ভব হইয়াছে অতএব আমাদের বন্ধুগণ কি পুনরায় বানর বা কুকুর হইতে ইচ্ছা করেন?

# ইছলামের শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ

( খান সাহেব মৌলবী আবুল হাশেম খান চৌধুরী, এম্-এ, বি টি )

সাম্প্রদায়িক বিরোধের একটি প্রধান কারণ এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের শাস্ত্র এবং ধর্মমত সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ রাখে না অধিকাংশ স্থলে তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে এবং তাহার ফলে সেই সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষের সঞ্চার হয় ইসলামের ধর্মশাস্ত্র পবিত্র কোরাণ হইতে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কীয় শ্লোক সমূহের বাংলা অর্থ প্রকাশিত হইলে, আমাদের বিশ্বাস, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের পক্ষে ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করিবার পথ অনেক সুগম হইবে তজ্জন্যই এই প্রবন্ধে কয়েকটি শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম

ধর্ম হিসাবে ইসলাম মানবজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে (১) মুসলমান যাহারা আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী (অবতার) এবং সকল কেতাবের (শাস্ত্রের) সত্যতা বিশ্বাস করে (২) আহ্লে কেতাব্—যাহারা আল্লাহর প্রেরিত নবী বিশেষ এবং কেতাব বিশেষের সত্যতা বিশ্বাস করে (৩) মুশরেক্—যাহারা আল্লাহ প্রেরিত কোন নবী বা কেতাব বিশ্বাস করে না, বরং প্রচলিত প্রথা বা স্বকল্পিত বিধির অনুসরণ করে হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা আল্লার প্রেরিত কোন নবী বা শাস্ত্রে বিশ্বাস করে, তাহারা আহ্লে কেতাব, আর যাহারা তদ্রূপ কোন নবী বা কেতাবে বিশ্বাস করে না তাহারা মুশরেক্

১ ধর্ম আল্লাহর দান, মানব মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত অনুষ্ঠান নহে

"হে মোহাম্মদ বল, নিশ্চয়ই আল্লাহর পথপ্রদর্শনই সত্যপথ প্রদর্শন" (সুরা ইমরাণ, শ্লোক ৭৪) "পথ প্রদর্শন আমারই (আল্লাহর) কার্য্য (সুরা লাএল)

মানবের মস্তিষ্কপ্রসূত দর্শন তত্ত্ব অনিশ্চিত কল্পনা বই নহে প্রকৃত ধর্মের ভিত্তি নিশ্চয়তার উপর স্থাপিত "য ক্রবানি [illegible] . . ." প্রথম দর্শনেই সত্যতা আমরা সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকি বর্ত্তমানের সুখ ভোগ কিঞ্চিৎকর ও ক্ষণিক হইলেও নিশ্চিত সে সুখটুকুকে ভবিষ্যতের কল্পিত অনিশ্চিত সুখের আশায় কে বিসর্জ্জন দিবে? তবে যদি ভবিষ্যতের সুখ সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকারে স্থির নিশ্চিত হইতে পারি, তবে মাত্র সেই ক্ষেত্রেই বর্ত্তমানের অস্থায়ী সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া সুযুক্তি এবং সহজ হইয়া উঠে পাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আল্লাহ এবং পরকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকা আবশ্যক তদ্রূপ বিশ্বাস বুদ্ধি এবং দর্শনের সাহায্যে সৃষ্টি করা যায় না আল্লাহর বাণীপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে তদ্রূপ বিশ্বাস লাভ করা অসম্ভব তদ্রূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে নবী বা অবতারগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুতরাং তাঁহাদের অনুসরণ বই মানবের প্রকৃত ধর্ম লাভ হয় না বিশ্বাস বই প্রকৃত বীরত্ব প্রদর্শন করা যায় না ভারতবাসী যদি জগতে পুনরায় বীরজাতি হইতে চায় তবে কোন নবী বা অবতারের [illegible] অনুগত হওয়া ব্যতিরেকে তাহাদের অন্য উপায় নাই

২ মানবের আরাধ্য এক বহু বিভিন্ন নহে

"তোমাদের (মানবজাতির) আরাধ্য একই আরাধ্য তিনি ব্যতিরেকে অন্য আরাধ্য নাই তিনি অযাচিত দানশীল এবং অসীম দয়াবান (সুরা বকর)

হে মানব, তোমরা সকলেই একই প্রভুর দাস তাঁহার প্রীতিলাভেই তোমাদের সকলের মোক্ষ তোমরা বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুর দলভুক্ত নহ। তবে কেন এত দ্বন্দ্ব, এত কলহ? তোমাদের যথার্থ অভাব তিনিই পূর্ণ করিয়া থাকেন তোমাদের কার্য্যের প্রতিদান তিনিই দিয়া থাকেন কেন তবে পরস্পর এত ঈর্ষা, এত দ্বেষ?

তিনি অযাচিত দানশীল তোমাদের ব্যক্তিগত

অবস্থার ইতরবিশেষ তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে ঘটিয়া থাকে তোমাদের পূর্ব্বার্জিত পাপ পুণ্যের ফলে নহে তিনি পাপীকে ক্ষমা করেন, তজ্জন্য তাহার বলিদান আবশ্যক করে না তিনি নিয়মের কর্ত্তা বটেন কিন্তু নিয়মের দাস নন তিনি নিজ কার্য্যে নিয়ম পালন করেন কিন্তু তাহার নিয়মের ইয়ত্তা নাই মানবের অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন নিয়ম তাহার প্রতি প্রয়োগ হইয়া থাকে

৩। মানবসমাজে বর্ণভেদ নাই।

"হে মানব, আমি তোমাদিগকে একই পুরুষ এবং একই স্ত্রী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বংশ এবং গোত্রে বিভাগ করিয়াছি যৎসাহায্যে তোমরা পরস্পর পরিচিত হইতে পার নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত, যে অধিক ধর্ম্মভীরু নিশ্চয় আল্লাতাআলা সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদিত ' (সুরা হাজুরাৎ)

হে মানব, তোমরা বিভিন্ন পিতার ঔরষে, বিভিন্নরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তোমরা একই মানববংশোদ্ভব তোমাদের বংশে এবং গোত্রে তোমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই তাহাতে যদি কিছু গুণ থাকে তাহা তোমাদের স্বকৃত বা স্বোপার্জ্জিত নহে অন্যের প্রদত্ত বৈভবে শ্লাঘা করিবার কি আছে? তোমাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পদ অধিকাংশই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী, এবং মানবজীবনের তুলনায় তাহার মূল্য অতি সামান্য তবে একমাত্র আল্লাহ-প্রীতিতেই তোমাদের সৌষ্ঠব। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ব্যতীত এই প্রীতি লাভ হয় না হে মুসলমান, তুমি কি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেছ? তুমি তো মাত্র বংশক্রমে মুসলমান মুসলমান হওয়াতে তোমার গৌরব করিবার কি আছে? তুমি হিন্দুকে 'কাফের' বলিয়া ব্যঙ্গ কর নিজ অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখ, হয়তো কাফেরের সকল লক্ষণই সেখানে বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে হে হিন্দু, তোমরা সমাজে বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করিয়া অধঃপতিত হইয়াছ মানবকে ঘৃণা করিয়া তোমরা আল্লাহর অভিশপ্ত হইয়াছ যদি পুনরায় জগতে সম্মানিত হইতে চাও তবে প্রকৃত সম্পদ প্রকৃত সত্য অন্বেষণ কর।

৪ মানবের ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে এক বই অধিক নহে সকল নবী ও অবতারগণ সেই একই ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন

'হে মোহাম্মদ (আঃ), অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব করিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের ধর্ম্ম রূপে ইসলামকে মনোনীত করিলাম " (সুরা মায়দা)

"নিশ্চয়, সত্য ধর্ম্ম আল্লাহর নিকটে ইসলাম এবং যাহারা আল্লাহ কর্ত্তৃক কেতাব (ধর্ম্ম শাস্ত্র) প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার পর পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিভিন্ন মত সৃষ্টি করিয়াছে বই নয় ' (সুরা এমরাণ)

তবে কি মানব আল্লাহর মনোনীত ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করে? বস্তুতঃ আকাশ পাতালে যাহা কিছু আছে সকলেই ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক আল্লাহরই বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাঁহারই নিকট প্রত্যাগমন করে হে নবী, তুমি বল আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম এসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাহাদের সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা আল্লাহ কর্ত্তৃক মুসা, ঈসা, এবং অন্যান্য নবীগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল আমরা তাহ সকলই বিশ্বাস করি আমরা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রভেদ করি না এবং আমরা সেই এক আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করি এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করে তাহ তাহার নিকট কখনই গ্রহণীয় হইবে না এবং সে অবশেষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে (সুরা এমরাণ)

মানবমাত্রই মূলতঃ একই স্বভাবসম্পন্ন তাহাদের সকলেরই প্রকৃত আরাধ্যও একজন অতএব তাহাদের সাধারণ ধর্ম্মও এক বই বিভিন্ন নহে দেশ, বংশ বা ব্যক্তি বিভেদে গুণ বা চরিত্রের যে বৈষম্য দৃষ্ট হয় তাহার ফলে সাধারণ ধর্ম্মের একতায় ব্যতিক্রম

ঘটে না। পূর্ব্বকালে এক পক্ষে যেমন বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা হেতু বিভিন্ন দেশবাসীদের মধ্যে চিন্তার আদান প্রদানের সুবিধা ছিল না, অন্য পক্ষে মানবজাতির শৈশবাবস্থা ও অপরিপক্ক অবস্থা হেতু তাহারা নিজেদের বিশেষত্ব উপেক্ষা করিয়া কোন সাধারণ ধর্ম্ম পালন করিবার উপযুক্ত হয় নাই। সুতরাং বিভিন্ন দেশে তৎস্থানীয় এবং তদ্‌কালীন অবস্থার অনুরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন নবীর ও শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে জগতের অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। রাস্তা ঘাট খুলিয়া গমনাগমনের ও ভাব বিনিময়ের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া সমগ্র জগৎ এক দেশ হইয়া চলে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মে স্থান ও কাল ভেদে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সকল ধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্ব সন্নিবেশ সহকারে এক সর্ব্বকালীন ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—ইসলাম—জগৎসম্মুখে উপস্থিত হয়। ইসলাম পূর্ব্বতন নবী ও শাস্ত্র সমূহের মৌলিক সত্যতা অস্বীকার করে না। সে সকল নবী ও শাস্ত্রও নিজ নিজ স্থানে ও কালে ইসলাম ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছে। মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর প্রেরিত যখন যে নবী যে ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই তৎকালীন ইসলাম। তাহাকে বা তাহার প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বতন কোন নবী বা শাস্ত্রের অনুসরণ করা ইসলামের বিপরীত। কারণ এরূপ করাতে আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করা হয় না, নিজের হঠকারিতার চরিতার্থ করা হয় মাত্র। তাই বলি, হে দেশবাসী, তোমরা কি আল্লাহর আদেশ পালন অপেক্ষা নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাকেই অধিকতর প্রিয় জানিবে?

৫ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা

"হে মোহাম্মদ (আঃ), আমি তোমার প্রতি কেতাব (শাস্ত্র) অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা সত্য এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাব (শাস্ত্র) সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাদের সংরক্ষক। অতএব আল্লাহর প্রদত্ত কেতাব দ্বারা তাহাদের পরস্পরের বিরোধের মীমাংসা কর, তোমার নিকট যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার বিপক্ষে তাহাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি বিধি ও পথ নির্দিষ্ট করিয়াছি। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা (যে শক্তি নিচয়) দান করিয়াছেন তাহারই পরীক্ষা লইতে ইচ্ছা করেন। অতএব তোমরা সকল প্রকার মঙ্গল, সত্য এবং সুন্দরকে লাভ করিবার জন্য ধাবিত হও। তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাগমন করিবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের বিরোধ সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন।" (সুরা মায়েদা)

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে যেমন সকল পূর্ব্বতন নবী সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করা হইয়াছে এই শ্লোকে তেমনি সকল পূর্ব্বতন শাস্ত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। তাহারা আল্লাহরই প্রদত্ত। তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য ছিল, কোরাণ তাহা বর্জ্জন করে নাই বরং তাহা সংরক্ষণ ও বর্দ্ধন করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের অনুবর্ত্তী কেহ কোরাণ গ্রহণ করিলে তাহাকে পূর্ব্ব শাস্ত্রের কোন সত্যকে বর্জ্জন করা হইবে না বরং অতিরিক্ত অন্যান্য সত্য গ্রহণ করা হইবে। ধর্ম্ম বিষয় মীমাংসা করিতে মানবের ইচ্ছা বা জোর অনুসারে মীমাংসা করা উচিৎ নহে, আল্লাহর আদেশ অনুসারে মীমাংসা করা উচিৎ। আল্লাহ সকল মানবের জন্য বিধি ও পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে কাহাকেও বাধ্য করেন নাই। অতএব কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর নিজ মত গ্রহণ করিতে বাধ্য করা উচিৎ নহে।

আমাদের দেশবাসী কোরাণের এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে অচিরেই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদের অবসান হইতে পারে। গোহত্যা ও মসজেদের নিকট বাদ্য সংক্রান্ত সকল বিবাদই সহজে মিটিয়া যায়।

৬ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মমন্দির সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা

"যাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহাদিগকে প্রতিরোধার্থ যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেওয়া গেল

যেহেতু তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান যাহারা মাত্র আল্লাহকে নিজ নিজ প্রভু বলিয়া গ্রহণ করে, এই কারণ অন্যায় রূপে নিজ দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে বস্তুতঃ আল্লাহ্ যদি মানবের এক অংশ দ্বারা অন্য অংশের প্রতিরোধ না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় মঠ, গির্জ্জা, সিনাগগ্ ( ইহুদিদিগের ধর্ম্মমন্দির ) এবং মসজেদ, যেখানে আল্লাহর প্রভূত নাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে, সকলই ধ্বংসীকৃত হইত নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করেন, যাহারা তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রবল যাহাদিগকে আমি জগতে প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহারা আল্লাহর এবাদৎ অনুষ্ঠিত রাখিবে এবং জাকাৎ ( দরিদ্রদিগের উদ্দেশ্যে বিধিকৃত দান ) আদায় করিবে এবং পুণ্য কার্য্যের আদেশ দিবে এবং মন্দ কার্য্য নিষেধ করিবে বস্তুতঃ আল্লাহতেই সকল কার্য্যের পরিসমাপ্তি ( ছুরা হজ্ )

ইদানিং অনেক মৌলবী নামধারী ব্যক্তি কথায় কথায় জেহাদের ফৎওয়া দিয়া থাকেন এই শ্লোকে কোন্ ক্ষেত্রে জেহাদ বৈধ তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্ম্মের কারণে উৎপীড়িত হইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলে তবেই জেহাদ বৈধ হইয়া থাকে মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজাইলে জেহাদ করা কখনই বৈধ হয় না তারপর বিধর্ম্মীদিগের মন্দির ও মঠ সম্বন্ধে কোরাণশরিফ, সেগুলি ধ্বংস করা দূরে থাকুক সেগুলি রক্ষা করিবার আদেশ করিতেছে এবং সেগুলিতে যে আল্লাহর গুণ কীর্ত্তন হয় তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে হায়! মুসলমান যদি মৌলভী নামধারী ব্যক্তিদিগের অনুসরণ না করিয়া কোরাণের শিক্ষার অনুবর্ত্তী হইত তবে আজ ইসলামের নাম এত কলঙ্কিত হইত না

৭ ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ

"ধর্ম্মবিষয়ে বাধ্যবাধকতা নাই নিশ্চয় মিথ্যা হইতে সত্য পথ প্রত্যক্ষ হইয়াছে " ( ছুরা বাকর )

কোরাণশরিফ স্বয়ং আদ্যোপান্ত ধর্ম্মপ্রচার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে দেখ ইহা কি ভাবে বিধর্ম্মীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিতেছে

"হে মানব, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর সংবাদবাহক সত্যবার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন অতএব তোমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে আর যদি তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ না কর, তবে নিশ্চয় জানিও, আকাশ পাতালে যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহরই অধীন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং বিচক্ষণ " ( ছুরা নেসা )

"হে মানব! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর প্রত্যক্ষ চিহ্ন আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি জ্যোতির্ম্ময় আলো অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর যাহারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাঁহার আশ্রয় অবলম্বন করিবে, তিনি অচিরে তাহাদিগকে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে স্থান দান করিবেন এবং তাহাদিগকে নিজ দিকে অগ্রসর হইতে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন" ( ছুরা নেসা )

ধর্ম্মপ্রচারের কি সুমধুর পথ ধর্ম্ম গ্রহণ বা বর্জ্জন কেবলমাত্র আল্লাহর প্রীতিলাভ উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিৎ তাহাতে রাজার উৎপীড়ন, জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শাসন বা সমাজের ভয় প্রদর্শন—কিছুরই স্থান পাওয়া উচিৎ নহে। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ স্থলে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান কেহই এই নিয়ম কার্য্যতঃ পালন করেন না তজ্জন্যই ধর্ম্মপ্রচার লইয়া দেশে এত মারামারি—এত কাটাকাটি

# ভারতীয় মুসলমান।

( জনৈক বন্ধুর তুলিতে চিত্রিত )

Mr. Marmaduke Pickthall জনৈক সুপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং লেখক ইদানিং ইংলণ্ডে যে সকল ইংরেজ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি তাহাদের অন্যতম তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া কিছুদিন প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র *The Bombay Chronicle* এর সম্পাদকতা করেন তিনি বর্ত্তমানে হায়দ্রাবাদ সরকারের কোন উচ্চ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের টেলিচারি নগরে "কারালা মুসলিম ঐক্য সঙ্ঘে" মোপলা মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় মুসলমানদিগের সকলেরই অনেক কিছু শিখিবার আছে আহমদীর পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সেই বক্তৃতার অংশ বিশেষের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হইল

"ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে মালাবারবাসী মুসলমানদিগের স্থান অতি উচ্চ ইহার দুইটি কারণ প্রথমতঃ তাহারা ইসলামের কেন্দ্র আরব দেশ হইতে বরাবর এই দেশে আগমন করে দ্বিতীয়তঃ এদেশে তাহাদের উপনিবেশ অতিশয় শান্তির সহিত স্থাপিত হয় ভারতের অন্যান্য প্রায় স্থানেই মুসলমানদিগের আগমন যুদ্ধ বিগ্রহের সহিত সম্পর্কিত ছিল এবং তজ্জন্য সেই দেশবাসীগণের মনে ইসলাম সম্বন্ধে এক ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে ইসলাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ কখনই বৈধ নহে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্ম্ম রক্ষা, দুর্ব্বলকে অত্যাচার হইতে আশ্রয়দান এবং অত্যাচারের প্রতিকারের জন্যই মুসলমানগণ তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুসারে যুদ্ধ করিতে পারে প্রথম যুগের মুসলমানেরা যে কেবলমাত্র তদ্রূপ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই পরাক্রান্ত রোমক এবং পারশিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হয় ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য কিন্তু এই আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের ফলেই তাহারা ক্রমে তৎকালীন জগতের এক অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া ফেলে এই অপূর্ব্ব ঘটনার ফলে অমুসলমান কেন অনেক মুসলমানের মনেও ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের সম্বন্ধ বিষয়ে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, সেই প্রথম যুগের মুসলমানেরা যে কেবল অর্দ্ধজগত জয় করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তাহারা সেই অর্দ্ধজগৎবাসীকে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিতেও সক্ষম হয় এই কার্য্য কখনও বাহুবলের সাহায্যে সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে প্রকৃত কথা এই যে, সেই প্রথমযুগের মুসলমানদের ধর্ম্মপ্রাণতাই ইসলামকে সকল জাতির নিকট মনোহর এবং প্রিয় করিয়াছিল, তাহাদের বাহুবল নহে এস্থানে ভারতের বিভিন্ন অংশ মুসলমান নামধারী বিজেতাগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও সমগ্র ভারত কখনই ইসলামের পূর্ণ রূপ দেখিবার সুযোগ পায় নাই মাত্র কেবল কোন স্থান বিশেষে মুসলমান ধার্ম্মিক পুরুষগণ ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া বিনা বলপ্রয়োগে অনেক দেশবাসীকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন প্রাচীন মালবারও সেই সকল স্থানের অন্যতম যে সকল জনপদ সেই প্রথম যুগের মুসলমানদিগ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় তাহা এখনও বিদ্যমান আছে সেগুলি এখন ভিন্ন রাজশক্তির অধীন হইলেও এবং বহুকাল যাবৎ সেখানে বহু বিধর্ম্মী বসবাস করিলেও সেখানে ইসলামের প্রভাব এখনও পূর্ণভাবে বিরাজমান আরবীভাষা প্রচলিত দেশ সমূহে পারস্যে, তুর্কীতে, ককেশিয়াতে, মধ্যএশিয়াতে আফগানিস্থানে, এশিয়ার কতক অংশে, চীনের এক অংশে ইসলামের প্রভাব এখনও বিদ্যমান কিন্তু ভারতবর্ষ ইসলামের প্রভাবশূন্য আমরা সর্ব্বত্রই ভারতীয় মুসলমান দেখিতে পাই বটে কিন্তু মুসলেম-

ভারত কুত্রাপি দেখি না এতৎকারণেই ভারতের বাহিরে ভারতীয় মুসলমানের সম্মান অতি অল্প তুরস্কে একটি চলিত কথা আছে 'ভারতীয় মুসলমান অর্দ্ধ মুসলমান ' অবশ্য এই কথাটি ভারতীয় উচ্চশিক্ষিত ব বিশিষ্ট মুসলমানদিগের প্রতি খাটে না, ইহা কেবল সাধারণ মুসলমানদিগের সম্পর্কেই খাটে হয়তো আমার পক্ষে এ কথা বলা ধৃষ্টতা বোধ হইতে পারে কিন্তু এরূপ বলার আমার উদ্দেশ্য ভারতীয় মুসলমানদিগের ইষ্ট বই অনিষ্ট করা নহে আমি ভারতীয় মুসলমান দিগকে ভালবাসি এবং মুসলেম জগতে এবং ভারতে তাহাদিগকে সম্মানিত এবং সম্মানের যোগ্য দেখিতে ইচ্ছা করি

ভারতে মুসলমান নামধারী এমন অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহারা বিবাহ এবং উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হিন্দু ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া থাকে যাহারা ঠিক হিন্দুর জাতিভেদের ন্যায় নিজেদের সমাজকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়াছে, যাহারা পরস্পরকে বিদ্বেষ ও হিংসা করে এবং বিভিন্ন জাতীর মধ্যে বিবাহ আদি অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখে ভারতে এখনও অনেক মুসলমান আছে যাহারা ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান রাখে না, যাহারা বিশ্বজনীন মানব-ভ্রাতৃত্বের স্বপ্নও দেখে নাই, যাহাদের মনে কখন এ ভাবের উদ্রেকও হয় নাই যে তাহার বিশ্বব্যাপী এক মহা সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্তি, যাহার উদ্দেশ্য ধরাতলে আল্লাতালার রাজ্য স্থাপন এই সামান্যতর কিছুই নহে মুসলমান নামধারী অনেক লোক এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা পুরোহিত প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে—যাহা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ভারতীয় মুসলমান সমাজে এখনও এমন অনেক লোক আছে যাহারা পুরোহিতগিরির ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, যাহা পবিত্র শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ভারতে এখনও মুসলমান আছে, যাহারা কোরাণ শরিফের শিক্ষার বিপরীত নিজেদের স্বভাব চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র বংশের কাল্পনিক পবিত্রতার দাবী করিয়া লোকের নিকট হইতে সম্মানের প্রত্যাশা করে এবং আদায় করে ভারতে এমনও মুসলমান নামধারী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অতি সামান্য কারণে কোন লোককে এমন কি মুসলমান ভ্রাতাকেও 'কাফের' বলিতে দ্বিধা করে না। প্রকৃত হজরৎ রসুলে করীম (দঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মুসলমানকে 'সালাম' দেয় তাহাকে কখনও 'কাফের' বলা উচিৎ নহে

A H K

---

# ধর্ম্মগত উন্নতি ও উপায়।

কলিকাতার ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামায় বহু মুছলমান আত্মবলিদান করিয়াছে শহীদের খুনে রক্ত-লেখায় অঙ্কিত হইয়াছে—"সত্যের নিশান উত্তোলন কর সম্মুখে অগ্রসর হও।" বাস্তবিকই জীবন অগ্রগামী সংগ্রাম, যখনই ইহার গতি ধীর হইয়া আসে ব একেবারেই স্থগিত হয় তখনই অবনতি

পবিত্র কোরআন শরিফের অপরিবর্ত্তনীয় স্বর্গীয় আইনে বিবৃত হইয়াছে যে—"নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করেন না যে পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন না করে " একদিন মুছলমান জগতের নেতা ছিল, আর আজ তাহার ঠিক বিপরীত। তাহাদের এই অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহারা নিজেই তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছে আভ্যন্তরিক অবনতিই প্রথম, পরে রাজনৈতিক অবনতি তাহার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি এছলামের অজেয় শক্তির অপচয় না ঘটিত, তবে কোন বাহ্য শক্তি দ্বারা ইহার পতন হইত না আভ্যন্তরিক অবনতি যেমন পতনের কারণ, সেইরূপ ইহার পরিবর্ত্তনে উন্নতি, এবং ইহাই যে পুনরুত্থানের প্রথম সোপান, তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

মুছলমানকে তাহার আধুনিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে তাহাদের প্রধান এবং প্রথম চেষ্টা সমাজ সংস্কারের দিকে ধাবিত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বেষ এবং দলাদলি ভুলিয়া এছলামের মূলনীতি সাম্যের সাধনা করিতে হইবে জাতি স্বরূপে জগতের কোন জাতি মুছলমানের উপর ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা মুছলমান সহ্য করিতে পারে না তাহারা যতই অন্যান্য জাতি দ্বারা সম্মানিত হইতে চেষ্টা করিবে, তাহারা ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে অতএব জাতীয় সম্মানে উদ্বুদ্ধ হইয়া এছলামের সত্য প্রচারই মুছলমানের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম কার্য্য এবং অতি প্রয়োজন যতদিন পর্য্যন্ত না এই অভাব পূর্ণ করা হইবে ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতির কোন আশা করা যায় না।

মির্জা আ. উদ্দীন বে

[ ছোলতানের বিশেষ সংখ্যা (আবেহায়াত) হইতে

---

# আহ্‌মদ-বাণী।

( হজরত মসিহ্‌ মউদের (আঃ) লিখিত পয়গামে আহমদ নামক উর্দ্দু পুস্তকের অনুবাদ )

সর্ব্বপ্রথমে যে খোদাতায়ালা আমাদিগকে এতাদৃশ শান্তিপ্রিয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিবার অধিকার দিয়াছেন যে উহা আমাদের ধর্ম্ম প্রচারে কোন প্রকার বাধা প্রদান না করিয়া সুবিচার ও ন্যায়পরতা সহকারে আমাদিগের পথ হইতে সমুদয় কণ্টক দূরীভূত করেন, সেই খোদাতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই গবর্ণমেণ্টের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি

অতঃপর হে মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী! এক্ষণে আমি এতদ্দেশপ্রচলিত ধর্ম্মাবলী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব এবং যথাসম্ভব ভদ্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখিব আমি জানি যে স্বীয় ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বিপরীত কোন সত্য শ্রবণ করা মানবপ্রকৃতির নিকট বিরক্তিকর বোধ হয় সুতরাং ঐ প্রকৃতিগত বিরক্তি দূর করা আমার সাধ্যাতীত তথাপি আমি ঐ সমস্ত সত্য বর্ণন প্রসঙ্গেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি

হে মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ অনেক চিন্তা ও ঐশী-বাণী সহায়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যদিও আমাদের দেশে বহু সংখ্যক ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, ও ধর্ম্মনৈতিক অনৈক্য প্রবল জল-স্রোতের আকার ধারণ করিয়াছে, তথাপি আমার মতে ঐ সমস্ত অনৈক্যের মূলীভূত কারণ শুধু একটি। তাহা এই যে মানুষের অন্তঃকরণ হইতে আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরভক্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি, তাহা মানুষের হৃদয় হইতে গমনোন্মুখ হইয়াছে এ পৃথিবী একটু নাস্তিকতার রূপ ধারণ করিতেছে অর্থাৎ মুখে খোদা আর পরমেশ্বরের নাম থাকা সত্ত্বেও হৃদয়ে নাস্তিকতা বদ্ধমূল হইতেছে। আমাদের অনুষ্ঠানাদির অবস্থা যেমন হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনটী নাই সব কথাই মাত্র মৌখিক বলা হয় কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে দেখা যায় না। যদি লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন সাধু পুরুষ থাকিয়া থাকেন, তবে আমি তাঁহার উপর কোন আক্রমণ করিতেছি না, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, যে উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম মানুষের একটি অপরিহার্য্য অবস্থ করা গিয়াছিল সেই উদ্দেশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে হৃদয়ের প্রকৃত পবিত্রতা, প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তি ( তাকওয়া ) ও সর্ব্বজীবে প্রকৃত সহানুভূতি, ধৈর্য্য, দয়া, সুবিচার, নম্রতা এবং বিশুদ্ধ-চরিত্রতার অন্যান্য লক্ষণ এবং ঈশ্বর-ভীতি, পবিত্রতা ও ন্যায়নিষ্ঠা যাহা ধর্ম্মের আত্মা-স্বরূপ, উহাদের প্রতি অধিকাংশ লোকেরই দৃষ্টি নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে ধর্ম্ম লইয়া দিন দিনই যুদ্ধ বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা কমিয়া যাইতেছে। প্রকৃত স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করা ও তাঁহার প্রেমে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বাসনাকে জলাঞ্জলি প্রদান করা, সর্ব্বভূতে দয়াশীল হওয়া এবং প্রকৃত পবিত্রতা লাভ করাই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না এবং অধিকাংশ লোকই নাস্তিকতার কোন না কোন শাখা ধারণ করিয়া বসিয়া আছে এবং এরফানে এলাহির (ব্রহ্ম জ্ঞানের) হ্রাস হইয়াছে। এই জন্যই পৃথিবীতে দিন দিন পাপানুষ্ঠান বাড়িতেছে, কেন না, ইহা একটা সাধারণ সত্য যে, কোন জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান না থাকিলে আমরা ইহার প্রতি কি ভয় কি ভালবাসা, অথবা গুণগ্রাহিতা কিছুই পোষণ করি না। পরিচয়ই ভয়, ভালবাসা, অথবা গুণগ্রাহিতার অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। সুতরাং ঈশ্বরজ্ঞানের অভাবই বর্ত্তমানে পৃথিবীতে পাপানুষ্ঠানের আধিক্যের একমাত্র কারণ। মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্ম-জ্ঞান বা এরফানে এলাহি বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকা চাই। তবেই মানব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিবে ও আল্লাহ্-তায়ালার গুণ ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রেমে আকৃষ্ট হইতে পারিবে। তবেই মানব আল্লাহ্-তায়ালা হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা নরক হইতেও অপকৃষ্ট মনে করিবে। আল্লাহ্-তায়ালার প্রেমে মত্ত হইয়া যাওয়া মানব-জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য। এই প্রকৃত সুখকেই আমরা স্বর্গীয় জীবন বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি। যে বাসনানিচয় আল্লাহ্-তায়ালার মনস্তুষ্টি সাধনের পরিপন্থী, তদসমুদয় নরকাগ্নি সদৃশ, এবং ঐ সমস্তের অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনযাপন করা নারকীয় জীবন। কিন্তু এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, কি উপায়ে এই নারকীয় জীবন হইতে মুক্তি-লাভ সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ আল্লাহ্-তায়ালা আমাকে যে জ্ঞান দিয়াছেন তাহা এই যে, বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ্-তায়ালা সম্বন্ধে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভই প্রাগুক্ত নরক-কুণ্ড হইতে মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়।

কেন না, যে সমস্ত পাশবিক বাসনা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইগুলি ঈশ্বর বিশ্বাস বিনাশক এক 'সম্পূর্ণ' জলস্রোত বিশেষ। এই 'সম্পূর্ণের' প্রতিরোধ অপর একটি 'সম্পূর্ণের' দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং 'সম্পূর্ণ' এরফানে এলাহিই (ব্রহ্ম-জ্ঞান) মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী আরও একটু পরিষ্কার হইবে। লৌহ লৌহ দ্বারা ভগ্ন করা যায়। বোধ হয় পরিচয় লাভই যে ভয়, প্রেম ও গুণগ্রাহিতার একমাত্র কারণ, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কোন শিশুকে কোটি টাকার একখণ্ড হীরক দেওয়া যায় তবে সে ক্রীড়নক হিসাবেই ইহার সমাদর করিবে। যদি কাহারও অজ্ঞাতসারে মধুর সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে সে আগ্রহের সহিত উক্ত মধু পান করিবে। ক্ষণেকের জন্যও এই চিন্তা তাহার মনে উদিত হইবে না যে, ইহাতে তাহার মৃত্যু নিহিত রহিয়াছে, কেন না এরূপ মধু সে জানে না। কিন্তু তোমরা কোন সর্প-গহ্বরে হাত ঢুকাইবে না, কেন না তোমরা জান যে ইহাতে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তোমরা জ্ঞান-গোচরে প্রাণ নাশক হলাহল পান করিবে না, কেন না তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে ইহা পান করিলে তোমাদের মৃত্যু হইবে। তবে কি কারণে আল্লাহ্-তায়ালার আদেশ অমান্য করিলে জীবনে যে আধ্যাত্মিক-মৃত্যুর কাল ছায়া ঘন হইয়া আসে, উহা সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পার? উহার ত একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে সাপ ও বিষ সম্পর্কে তোমাদের যেরূপ জ্ঞান আছে, এই স্থলে তোমাদের একরূপ জ্ঞান নাই। ইহা স্থির নিশ্চয় ও কোন শাস্ত্র ইহার খণ্ডন করিতে পারে না যে সম্পূর্ণ জ্ঞানই (এরফানে কামেল) মানবকে তাহার ধন-প্রাণের অপকার জনক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে এবং এই নিবৃত্তির মধ্যে মানুষের কোনপ্রকার কাফ্ফারাহ বা প্রায়শ্চিত্ত-বন্দের আবশ্যকতা হয় না। এই কথা কি সত্য নহে যে পাপে অভ্যস্ত দুর্বৃত্তও শত সহস্র পাশবিক প্রবৃত্তির এমন উত্তেজনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়, যদি তাহার এই জ্ঞান হয় যে

হাতে হাতেই ধৃত ও কঠোর ভাবে দণ্ডিত হইবে তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, স্পষ্ট দিবালোকে কোন দোকানে সহস্র সহস্র টাকা খোলা পড়িয়া থাকিলেও রাস্তায় সশস্ত্র প্রহরিগণকে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে দেখিলে দস্যু উহা লুণ্ঠন করিবার জন্য অগ্রসর হয় না ? তোমরা কি মনে কর যে কোন প্রকার কাফ্‌ফারায় (প্রায়শ্চিত্তে) পাকা বিশ্বাস থাকা বশতঃ অথবা খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব-বশতঃ তাহারা চৌর্য্য ও লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত হয় ? না তজ্জন্য নহে, বরং পুলিশের প্রদত্ত শাস্তি সম্বন্ধে উহাদের নিশ্চিত জ্ঞান আছে বলিয়া আর উহাদের তরবারীর চাক্‌চিক্যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় বলিয়া ও তাহাদের এই জ্ঞান আছে বলিয়াই যে তাহারা লুণ্ঠন শেষ হইতে না হইতেই কারাগারে প্রেরিত হইবে। শুধু মানুষ নহে, পশুও এই নীতির বশবর্ত্তী। অগ্নির অপর পার্শ্বে শিকার বিদ্যমান থাকিলেও আক্রমণোদ্যত ব্যাঘ্র আগুনে ঝাঁপ দেয় না মেষপালক তরবারী ও বন্দুক লইয়া দণ্ডায়মান থাকিলে মেষের উপর আপতিত হইতেও ব্যাঘ্রের সাহস হয় না হে স্নেহাস্পদগণ! পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে শুধু সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন, প্রায়শ্চিত্তের নহে আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে যদি নোহ্‌এর (Noa) জাতিটার সেই সম্পূর্ণ ভয়োৎপাদনকারী সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিত, তবে তাহারা বদ্দিন ডুবিয়া মরিত না। যদি লোতের (Lot) জাতিটার সেই জ্ঞান থাকিত, তবে তাহাদের উপরও প্রস্তর বর্ষিত হইত না এই দেশেও যদি শরীর রোমাঞ্চকর ভয়োৎপাদনকারী প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান থাকিত, তবে এ দেশে কদাপি প্লেগ-জনিত ধ্বংসের তাণ্ডব লীলার অভিনয় হইত না যে ভয় ও প্রেম ব্রহ্ম জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল, ব্রহ্ম-জ্ঞান সম্পূর্ণ না হইলে সেইগুলিও সম্পূর্ণ হইতে পারে না যে বিশ্বাস সম্পূর্ণ নহে, তাহা অনর্থক যে প্রেম সম্পূর্ণ নহে তাহা অনর্থক যে ভয় সম্পূর্ণ নহে তাহা অনর্থক যে জ্ঞান সম্পূর্ণ নহে তাহা অনর্থক যে খাদ্য ও পানীয় সম্পূর্ণ নহে, তাহা অনর্থক। ক্ষুধার সময় তোমরা কি কখনও একটি দানায় সন্তুষ্ট হইতে পার ? তৃষ্ণার সময় তোমরা কি কখনও একবিন্দু জলে সন্তুষ্ট হইতে পার ? অতএব হে উদ্যমবিহীন ও সত্যানুসন্ধিৎসায় নিশ্চেষ্টগণ! তোমরা অল্প জ্ঞান, অল্প প্রেম ও অল্প ভয় দ্বারা কিরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার প্রত্যাশা কর ? কাহাকেও নিষ্পাপ ও শুদ্ধাচারী করা খোদার কাজ, তাঁহার প্রেমে হৃদয় ভরিয়া দেওয়া সেই সর্ব-শক্তিমান সর্ব্ব কৌশলীরই কাজ, আপন মহিমার ভয় কোনও হৃদয়োপরি বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া ও তাঁহারই ইচ্ছাকৃত এবং প্রাচীনকাল হইতে এই নীতিই চলিয়া আসিতেছে যে এই সমস্ত সম্পূর্ণ জ্ঞান-লাভের পরই পরিতৃপ্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানই প্রেম ভয় এবং গুণগ্রাহিতার মূলীভূত কারণ সুতরাং যিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহাতে সম্পূর্ণ ভয় এবং প্রেম ও সঞ্জীবিত হইয়াছে এবং যিনি সম্পূর্ণ প্রেম ও ভয়ের অধিকারী হইয়াছেন তিনি সকল প্রকার পাপ হইতেও মুক্তি-লাভ করিয়াছেন। কেন না অপবিত্রতাতেই পাপের সৃষ্টি সুতরাং মুক্তি-লাভের জন্য আমাদের কাহারও রক্তের, ক্রুশ-কাষ্ঠ কিম্বা প্রায়শ্চিত্তবাদের দরকার নাই উহার জন্য চাই শুধু একটু ত্যাগ। সেই ত্যাগ স্বীয় বাসনার ত্যাগ আমাদের প্রকৃতি সেই ত্যাগের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছে আর এক ভাষায় এই ত্যাগের নামই এছলাম এছলাম শব্দের অর্থ বলি দেওয়ার জন্য নিজেদের গ্রীবাদেশ বাড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ সম্মতির সহিত নিজেদের আত্মাকে খোদার সম্মুখে বিসর্জ্জন দেওয়া এই প্রিয়নাম সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আত্মাস্বরূপ এবং সমুদয় আদেশের প্রাণস্বরূপ। আন্তরিক আনন্দ ও সম্মতির সহিত বলি দেওয়ার জন্য নিজের গ্রীবাদেশ বাড়াইয়া দিতে হইলে সম্পূর্ণ প্রেমের দরকার এবং সম্পূর্ণ প্রেম সম্পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত অসম্ভব সুতরাং এছলাম শব্দ আমাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দেয় যে প্রকৃত ত্যাগের জন্য সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ প্রেমের দরকার। অন্য কিছুরই নহে খোদাতায়ালাও কোরান শরীফে সেইদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন; "(কোরবানীর) মাংস কিংবা রক্ত কিছুই আল্লার নিকট পৌঁছে না। বরং তোমাদের (তাক্‌ওয়া)

ঈশ্বর ভীতিই তাঁহার নিকট পৌঁছে অর্থাৎ তোমরা এই কোরবাণীকে ঈশ্বর ভীতি লাভ করিবার উপায় স্বরূপ মনে কর।’

এক্ষণে ইহা আপনাদের বিদিত থাকা আবশ্যক যে এছলাম ধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য বিশ্বাসীকে, ভক্তকে ঐ শব্দের ভিতরকার সত্য পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে কোরান শরীফে এমন শিক্ষা আছে যাহা খোদাতায়ালাকে প্রেমাস্পদ স্বরূপ চিত্রিত করিয়াছে। কোথাও তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করা হইয়াছে আবার কোথাও তাঁহার উপকার গুলি স্মরণ করানো হইয়াছে। কেননা হয় সৌন্দর্য্য প্রভাবে নতুবা উপকার স্মরণে কাহারও প্রতি আমাদের মনে প্রেমের সঞ্চার হয়। কোরান শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে খোদাতায়ালা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ও নিখুঁত। তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্পূর্ণ গুণাবলীর সমষ্টি স্বরূপ, সমুদয় পবিত্র শক্তি সমূহের প্রকাশ স্বরূপ, জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ, সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহের প্রস্রবণ স্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার শাস্তি ও পুরস্কারের বিধাতা এবং তিনিই সর্ব্ব-কর্ম্মের শেষ গন্তব্য স্থান। দূরত্ব স্বত্বেও তিনি অতি নিকটে, নৈকট্য স্বত্বেও তিনি অতি দূরে। তিনি সকলের উপরে কিন্তু ইহা বলা যায় না যে তাঁহার নীচে আর কিছু বা কেহ আছে, তিনি সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক লুক্কায়িত, কিন্তু ইহাও বলা যায় না যে তাঁহা অপেক্ষা স্পষ্টতর আর কেহ আছে। তিনি স্বীয় অস্তিত্বে জীবিত আছেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতেই সবজিনিষ জীবিত। তিনি স্বীয় অস্তিত্বে চিরজীবী এবং তাঁহার দৃষ্টিতেই সকল জিনিষ চিরজীবী। তিনি সমস্ত জিনিষকে ধারণ করিতেছেন। এমন কোন জিনিষ নাই যাহা তাঁহার ব্যতিরেকে স্বতঃই সৃষ্টি হইয়াছে, বা হইতে পারে। তাঁহার জ্ঞান বিশ্বব্যাপী কিন্তু তাহার ব্যাপ্তি কিরূপ তাহা বলা যায় না, তিনি আকাশ ও পৃথিবীস্থ সমুদয় দ্রব্যের আলো-স্বরূপ এবং সমুদয় আলো তাঁহা হইতেই চমকিয়াছে এবং তাঁহারই অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। তিনি সমুদয় বিশ্বের পালনকর্ত্তা। এমন কোন অণু নাই যাহা তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় না, এবং নিজে নিজেই বিরাজিত আছে। আর এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে এবং নিজে নিজেরই আছে। তাঁহার অনুগ্রহ সমূহ দুই প্রকারের। এক প্রকারের অনুগ্রহ এই যে সাধকের পক্ষে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান না হইলেও তাহা প্রকাশিত হয়। যেমন আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আমাদের সুখের জন্য সৃষ্ট এই বিশ্বের অন্যান্য অণুপরমাণু। এইরূপে আমাদের প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য আমাদের সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীতে মজুদ ছিল। তখন আমরাও ছিলাম না এবং আমাদের কর্ম্মও ছিল না। কে বলিতে পারে যে সূর্য্য আমাদের কর্ম্মের ফল-স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে অথবা এই পৃথিবী আমাদের সদাচারের পুরস্কার-স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে? সুতরাং এই অনুগ্রহ মানুষ ও তাহার কর্ম্মের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি কাহারও কর্ম্মের ফল নহে। দ্বিতীয় প্রকারের অনুগ্রহ কোন কর্ম্মের পরিবর্ত্তে পাওয়া যায়। তাহার বিস্তৃত বিবরণের আবশ্যকতা নাই। (ক্রমশঃ)

দৌলত আহাম্মদ খাঁ, বি-এ

---

# আলোচনা

**শ্রমিক ও ধনিক**—ইংলণ্ডে অদ্য অনেক দিন যাবৎ শ্রমিক ও ধনিক এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। দেশের সমুদয় মজুর আট নয় দিন ব্যাপিয়া হরতাল করিয়াছিল। যদিও এখন আর হরতাল নাই তথাপি উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও কোন প্রকারের সন্ধি হয় নাই। রাজা, রাজমন্ত্রী প্রভৃতি দেশের সর্ব্বপ্রধান লোকদের চেষ্টায়ও এই ঝগড়ার কোন সন্তোষজনক সমাধান হইতেছে না। এরূপ অর্থনৈতিক ঝগড়া যে শুধু ইংলণ্ডেই নিবদ্ধ, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। যেখানে [illegible] সেখানে আধুনিক ধরণের কলকারখানা সেখানেই এই ঝগড়া। এই বিবাদের প্রধান কারণ উভয় সম্প্রদায়ের [illegible] অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য। শ্রমিকরা [illegible] তবে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারিবে না, কেবল তাহাদেরই অর্জ্জিত অর্থে ধনী পুঁজিওয়ালা বিলাস-ব্যসনে গড়াগড়ি দিবে, ইহা মানবপ্রকৃতি সহ্য করিতে পারে না। [illegible]

# আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই; কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণে তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"—এলহাম, হজরত মসিহ মউদ

২য় বর্ষ } শ্রাবণ—১৩৩৩ { ৪র্থ সংখ্যা

## মৌলবী আবদুর রহিম নাইয়ার U.R, Phil.B, M.S.P.
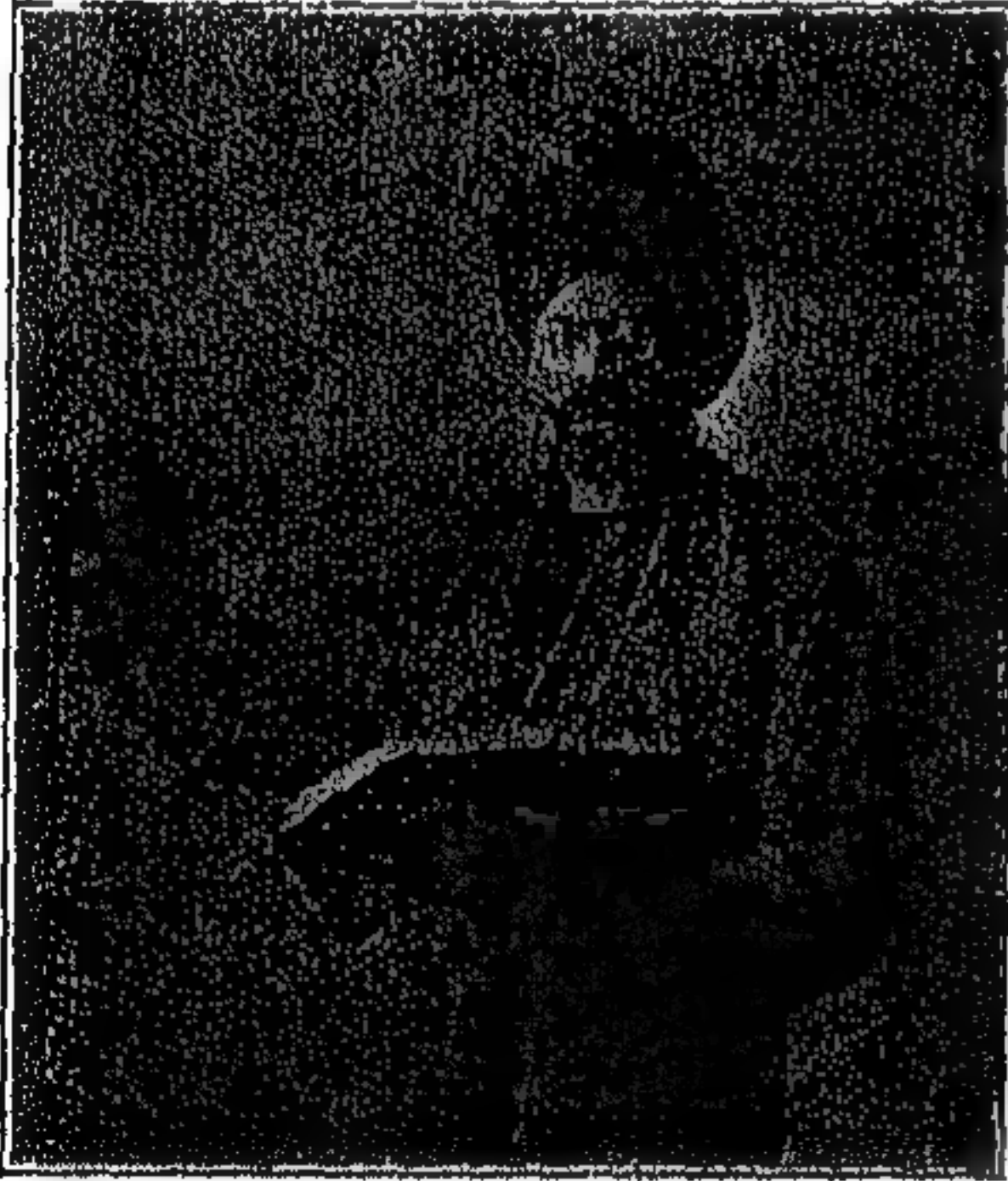
১৯২০ সালে ইনি আফ্রিকায় সর্ব্বপ্রথম মিশনারীরূপে প্রেরিত হন।

ইহার পূর্ব্বে ইনি লণ্ডনে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। খোদার ফজলে এবং তাঁহার প্রচার কুশলতায় আফ্রিকা মহাদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া গোল্ড কোষ্ট এবং উত্তর ও দক্ষিণ নাইজিরীয়া অঞ্চলে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজারেরও অধিক লোক আহমদীমত গ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় এক তৃতীয় অংশ খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আফ্রিকার কয়েকজন সামন্ত রাজাও (Native Chief) আহমদী সমাজভুক্ত হইয়াছেন। নবদীক্ষিত ভ্রাতা ভগ্নিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর স্কুল খোলা হইয়াছে ও হইতেছে। ৩০,০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে মিশন হাউসের জন্য গোল্ড কোষ্টে একটি আলীশান বিল্ডিং খরিদ করা হইয়াছে। মৌলবী নাইয়ার সাহেব লণ্ডন হইয়া ১৯২৪ সালে কাদিয়ান ফিরিয়া আসিয়াছেন। আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর তবলিগ উদ্দেশ্যে ইনি কলিকাতা পদার্পণ করিবেন এবং বাংলা ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক মাস কাল আহমদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

# হজরত মছিহ্ মউদের অছিয়ত

"দুনিয়া হইতে দীনকে বড় জান," সত্য সত্যই যে ব্যক্তি আমার এই উপদেশ মানে না, জীবনের উপর একটা মহাপরিবর্তন আসিয়া সত্য সত্যই যাহার চিন্তা ও মন পবিত্র হয় না, অন্যায় ও অপবিত্রতারূপ চোগা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সত্য সত্যই যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রেমিক আল্লার দাসে পরিণত হয় না, অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে না, তাহাকে আমি কুকুরের মত জানি। যেখানে ময়লা ফেলান হয়, যেখানে পচা গলা দুর্গন্ধ লাশ থাকে, কুকুর সে জায়গা ছাড়িতে চায় না। আমি কি ইহাদের মৌখিক মানিয়া লইয়া একটা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রত্যাশী? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, সমুদয় মানুষ যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, একটি লোকও যদি আমার সঙ্গে না থাকে, আমার খোদা আমার জন্য উৎকৃষ্টতর অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা সম্পন্ন আর এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবেন। স্বর্গের আকর্ষণ কাজ করিতেছে পুণ্যাত্মাগণ আমার দিকে ছুটিতেছে। কাহারও সাধ্য নাই যে স্বর্গের আকর্ষণ ব্যর্থ করে।

অনেক লোক আছে যাহারা খোদাতালা হইতে নিজেদের চালাকী চতুরতার উপরই বেশী নির্ভর করে। সম্ভবতঃ মনে মনে ইহাদের ধারণা এই যে 'নবুয়ত' 'রেছালাত' ( Prophethood ) মানুষের একটা চালাকী মাত্র; ঘটনাচক্রে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা জঘন্যতর খেয়াল আর নাই। সেই খোদার প্রতি ইহাদের ঈমান নাই, যাহার অনিচ্ছায় গাছের পাতাও ঝরিয়া পড়ে না। অভিশপ্ত ইহাদের অন্তর। অভিশপ্ত ইহাদের ধারণা। খোদা ইহাদের অপমৃত্যু ঘটাইবেন। কারণ ইহারা খোদার কারখানার শত্রু। বস্তুত ইহারা নাস্তিক ও অপবিত্র-অন্তর লোক। ইহারা জাহান্নামী জীবন যাপন করিতেছে এবং মৃত্যুর পর ইহাদের ভাগ্যে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই ঘটিবে না।

M. A. H.

---

# বিচিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস

মৌলভী সাহেব ক্লাসে পড়াইতেছিলেন 'আল্লাহতালা হজরৎ ঈশাকে (আঃ) নিজের নিকট তুলিয়া লইয়াছেন,' তরজমা করিয়া তাহার অর্থ করিলেন যে হজরৎ ঈশাকে (আঃ) আল্লাহতালা সশরীরে চতুর্থ—আসমানে লইয়া গিয়াছেন। হঠাৎ একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল "হুজুর, কোরাণ সরিফে অন্যত্র আছে যে এই দুনিয়া জীবিত মৃত সকল পদার্থকেই ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইলে হজরৎ ঈশা (আঃ) আকাশে কেমন করিয়া গেলেন?" মৌলভী সাহেব ঈষৎ হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন 'শিক্কা শানে নজুল না জানিলে তো কোরাণ সরিফ ঠিক বোঝা যায় না, হজরৎ ঈশার (আঃ) ঘটনা কোরাণ সরিফ নাজেল হইবার বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তাহা না জানিয়াই তো যত গণ্ডগোলে পড়। এখন বুঝিলে তো?" ছাত্রেরা মৌলভী সাহেবের জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইল।

---

ছেলে বেলা শিক্ষা পেয়েছিলাম কাহারও গায়ে পা ঠেকিলে তাহাকে সালাম করিতে হয়। মাথ দ্বারা আল্লাহকে সেজদা করা হয়, এই সংস্কারও মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তখন আমার বয়স প্রায় ১৪ বৎসর, আমার সহপাঠী .........গোস্বামীর বয়স ২৪ ২৫ বৎসর। সে মেধাবী, তাহার চরিত্রও ভাল। সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। সে মধ্যে মধ্যে শিষ্য বাড়ী যাইত। শিষ্যেরা নাকি তাঁহাকে টাকা দিত। শিষ্য

কি এবং তাহার টাকাই বা কেন দেয় তখন বুঝিতে পারি নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করি নাই এক দিবস বিকালে দুজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি রাস্তায় একজন লোক আমাদের সম্মুখে পড়িল আমার বন্ধুকে দেখিয়া সে তাহার সম্মুখে ভূতলে সটান্ শুইয়া পড়িল, এবং আমার বন্ধুর পায়ের নিকট নিজ মস্তক অবনত করিল আমার বন্ধুও তাহার চটি জুতা হইতে এক পা বাহির করিয়া তাহার মস্তকের উপর ছোঁয়াইল দৃশ্য দেখিয়া আমি যে কিরূপ শুম্ভিত হইয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করা যায় না আমার চেহারা দেখিয়া বন্ধু হয়তো আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন আগন্তুক বিদায় হইলে তিনি বলিলেন "ও আমাদের শিষ্য।" কৈফিয়তের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, বলিলাম "শিষ্যই হউক যেই হউক তুমি তাহার মাথায় পা দিলে কেন?" বন্ধু কি উত্তর করিয়াছিলেন স্মরণ নাই; তবে একথা স্মরণ আছে যে সেই অবধি তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা পূর্ব্বের মত থাকে নাই

---

বীরভূম জেলায় একবার কার্য্যোপলক্ষে কোন হিন্দু ভদ্রলোকের গ্রামে উপস্থিত হই বেলা তখন প্রায় ১১টা সেখানকার কার্য্য তাড়াতাড়ি সারিয়া কিছু দূর অন্য এক গ্রামে গিয়া খাওয়া দাওয়া করিবার ইচ্ছা ছিল ইতিমধ্যে ভদ্রলোক ধরিয়া বসিলেন যে দ্বিপ্রহরের খাবার সময় উপস্থিত, না খাইয়া যাইতে পারিবেন না অগত্যা স্বীকার করিতে হইল অল্পক্ষণ মধ্যে খাবার আসিল কাঁসার থালে লুচি, তরকারী ও অন্যান্য ব্যঞ্জন। টেবিলের উপর খাবার দিবার সময় কিন্তু পাতায় দেওয়া হইল আমার সঙ্গে এক হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি পরে আমাকে বলিলেন যে তিনি বার বার পরিবেশনকারীকে ইঙ্গিত করিতে ছিলেন যে খাবার যেন থালায় দেওয়া হয় সে উত্তর করিল "আহা বাসনটী খারাপ হইবে?" কিছুক্ষণ পরে একটী কুকুর আসিয়া বারান্দার মেজেতে রক্ষিত থালাটী চাটিতে আরম্ভ করিল ভদ্রলোকটী পরিবেশনকারীকে তাহা দেখাইলে উত্তর পাইলেন 'ধুইয়া লইলেই চলিবে' উদারতার পরাকাষ্ঠা বটে

---

একবার ভাগ্যক্রমে সরকার বাহাদুর হইতে কোন বিশেষ পুরস্কার লাভ করিলাম এতৎ উপলক্ষে নানা স্থান হইতে পরিচিত অপরিচিত বন্ধুদিগের Congratulatory পত্র আসিতে লাগিল। এক আশ্চর্য্য পত্র পাইলাম সহর আজমীর হইতে সেখানকার 'হজরৎ সুলতানে হেন্দ গরীব নেয়াজ খাজা মইনউদ্দীন চিস্তি রহমতুল্লা আলায়হের' দরগার একজন সেবাইৎ— অবশ্য তিনি আমার অপরিচিত—লিখিয়াছেন:—

"শীঘ্র 'উরস্' উৎসব হইবে, যদি না আসিতে পারেন, লিখিবেন পোষ্ট পার্শেলে 'তবরোকাৎ' পাঠাইয়া দিব "দরগাহতে ফুল, মিষ্টান্ন, কবর ঢাকিবার চাদর ইত্যাদি দিবার জন্য টাকা পাঠাইবেন তাহাতে খাজা সাহেবের রুহ্ (আত্মা) সন্তুষ্ট হইবেন এবং আপনার ইহকাল পরকালের কল্যাণ হইবে'

ইসলাম একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতে জগতে আসিয়াছিল। আর বর্ত্তমানে মুসলমানের কি শোচনীয় অধঃপতন

---

মিশন্ হাউস্ একটা কামরায় [illegible] সাহেব নাজাৎবক্সকে প্রশ্ন করিতেছেন সে একটী যুবক অল্প দিন খৃষ্টান হইয়া মিশন হাউসে আশ্রয় লইয়াছে তাহার নামে নালিশ যে, সে মিশনের কোন এক মহিলার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে। সেও অম্লান বদনে সকল দোষ স্বীকার করিতেছে শাস্তির কথা উঠিলে সে তীব্রস্বরে বলিল, "শাস্তি কেমন? আমি কি খৃষ্টান হই নাই? আমার সমস্ত পাপ কি প্রভু যীশু লইয়া যান নাই পাপের শাস্তি তো মুসলমানদের কথা খৃষ্টান হইলেও যদি পাপ থাকে, তবে মুসলমান থাকাই ভাল ছিল।" পাদ্রী সাহেবের কি উত্তর করিবেন, একটু বিব্রত হইলেন। একজন বৃদ্ধ পাদ্রী বলিলেন, "ঠিক ঠিক প্রভু যীশু সকল পাপ লইয়া গিয়াছেন, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, এখন যাও' নাজাৎবক্স হাসিতে হাসিতে কামরা হইতে বাহির হইয়া গেল

দার্জ্জিলিং লুই সেনিটারিয়ামে পাদ্রী নাগ সাহেবের সহিত কিছুকাল এক কামরায় বাস করি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাহার সহিত মত বিনিময় হইত যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের মেষ, তাঁহার বলিদানে বিশ্বাসিগণ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ মহাশয়, এ কেমন, রামের মেষ শ্যাম অন্যায়পূর্ব্বক ধরিয়া বধ করিল, আর তাহাতে পাপ মুক্ত হইল যদু, এ যুক্তি কেমন? তিনি বলিলেন, "কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন" আমি বলিলাম "এই দেখুন, যীশু ঈশ্বরের মেষ, ইহুদীগণ বলপূর্ব্বক ধরিয়া ক্রুশে দিল, আর তাহার ফলে মুক্তি পাইল খৃষ্টানেরা" তিনি বলিলেন, "তা মহাশয়, যীশু তো স্বেচ্ছায়ই ক্রুশে গিয়াছিলেন, নতুবা কি ইহুদীরা তাঁহাকে ক্রুশে দিতে পারিত?' আমি বলিলাম, "বাইবেল পড়িয়া ত যীশু স্বেচ্ছায় ক্রুশে গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না যাক, তাই বা স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার ক্রুশে যাওয়ায় খৃষ্টানদের মুক্তি কেমনে হইল?' তিনি বলিলেন, "মহাশয় ঈশ্বর ন্যায়বিচারকও বটেন, দয়ালুও বটেন ন্যায় বিচার করিতে হইলে পাপীকে শাস্তি না দিয়া উপায় নাই, নতুবা উৎপীড়িতের ক্ষতি হয় শাস্তি দিলে ক্ষমা করা হয় না সুতরাং নিজপুত্র যীশুকে সকল পাপীদের পক্ষ হইতে শাস্তি ভোগ করিতে দিয়া ঈশ্বর পাপীদিগকে ক্ষমা করিলেন" বলিলাম "মহাশয়, চোরে আমার ঘড়িটী চুরি করিয়াছে আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম তাহাতে অন্যায় কোথায় হইল?" বলিলেন "আপনার প্রতি অন্যায় হইল, আপনার ঘড়িটীর ক্ষতি হইল বলিলাম, "আচ্ছা বেশ, মনে করুন কোন লোক আমাকে গালি দিল আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম এবার কাহার ক্ষতি হইল?' বলিলেন "মহাশয় আমি রেভরেণ্ড ফার্ফার্ সাহেবকে ডাকিয়া আনিব তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন। পরে ফার্ফার্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বিষয়টি জটিল, আমি পুস্তক পাঠাইয়া দিব, পড়িয়া দেখিবেন" পুস্তক পাইলাম, তাহাতে লিখা ছিল ইহা বিশ্বাসের বিষয় জ্ঞানের বিষয় নয়। সুতরাং ব্যাপারটি এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম

---

# আহ্মদ-বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইরূপে কোরাণ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে খোদাতায়ালার ব্যক্তিত্ব সর্ব্বপ্রকার দোষ খুঁত নির্ম্মুক্ত তাঁহার শুভ ইচ্ছা এই যে মানবও সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধবুদ্ধ হউক তিনি বলেন :—"যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অন্ধ থাকিবে ও সেই সর্ব্বদোষ হীন পুরুষের সাক্ষাৎ না পাইবে সে মৃত্যুর পরও অন্ধই থাকিবে এবং অন্ধকার তাহা হইতে কখনও পৃথক হইবে না" কেন না খোদাকে দর্শন করিবার শক্তি এই পৃথিবীতেই পাওয়া যায় এবং যে ব্যক্তি সেই শক্তি এখানে লাভ না করিবে সে পরকালেও খোদার সাক্ষাৎকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে এই আয়েতের মধ্যে আল্লাহতায়ালা স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি মানুষের কিরূপ উন্নতি চান এবং মানুষ তাঁহার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া কি পর্য্যন্ত উন্নতি করিতে পারে যে শিক্ষার অনুসরণ করিয়া মানব আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ করিতে পারে সেই শিক্ষা তিনি কোরাণ শরীফে দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—"ফেকাআ য়ারজু লেকাআ রাব্বেহি ফালইয়ামাল আমালন্ সালেহান ওয়ালা ইউশ্রেক্ বে এবাদাতি রব্বিহি আহাদা" যদি কাহারও এই পৃথিবীতেই প্রকৃত খোদাতায়ালা ও স্রষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিবার অভিলাষ হয়, তবে তাঁহার নিখুঁত সৎকাজ করা চাই অর্থাৎ এই কর্ম্মানুষ্ঠান লোক দেখানো ভাবের না হওয়া চাই এই কর্ম্মের দরুণ হৃদয়ে এমন অহঙ্কার না হওয়া চাই যে "আমি কি হনুরে" উহা যেন অসম্পূর্ণ না হয় উহার মধ্যে এমন কোন স্বার্থের দুর্গন্ধ না হওয়া চাই যাহা বিভুপ্রেমের পরিপন্থী পক্ষান্তরে

ইহা সত্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় ভরপুর হওয়া চাই। উহা সর্ব্বপ্রকার শের্‌ক্‌ বা অংশীবাদিতা হইতে মুক্ত হওয়া চাই। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও ভূচর প্রভৃতি কোন পদার্থকে যেন নিজের উপাস্য দেবতা বলিয়া মনে না করা হয় পার্থিব উপাদানের প্রতি যেন এতদূর সম্মান প্রদর্শন না করা হয় যে ইহাই খোদা এবং নিজের চেষ্ট ও উদ্যম কিছুই নহে। সব কিছু নিজে করিয়া, "কিছুই করি নাই" এইরূপ মনে করা অথবা নিজের জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজেকে অন্ধ ও নিশ্চেষ্ট মনে করতঃ সর্ব্বদা খোদার সন্ধানে ভূনতমস্তক হইয়া থাকা এবং দোওয়ার দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করা ঐ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি সদৃশ হওয়ার মত যাহার হাত পা আছে আর সম্মুখে সুশীতল বারি বিশিষ্ট এক স্রোতস্বিনী রহিয়াছে, কিন্তু সে হামাগুড়ি দিয়া ঐ নদী পর্য্যন্ত পৌছিয়া ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের লোষ্ঠগুলি জলের উপর রাখিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার তৃষ্ণ নিবারিত না হইল; ইহাও শের্‌ক্‌ বা অংশীবাদিতার নামান্তর মাত্র পুনর্ব্বার কোরাণ শরীফে আল্লাহ্‌-তায়ালা নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—কুল হু আল্লা হু আহাদ্ আল্লাহুস্ সামাদ্ লাম্‌ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্। ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওান আহাদ্। অর্থাৎ তোমাদের খোদা নিজের গুণ ও স্বত্বায় অদ্বিতীয়। কোন স্বত্বা তৎসদৃশ অনাদি ও অনন্ত নহে। কোন পদার্থের গুণ তাঁহার গুণের মত নহে মানুষের জ্ঞান শিক্ষক সাপেক্ষ ও তথাপি উহা সসীম কিন্তু তাঁহার জ্ঞান কোন শিক্ষক সাপেক্ষ নহে অথচ অসীম। মানুষের শ্রবণশক্তির বায়ুর প্রয়োজন আছে তথাপি উহা সসীম, কিন্তু তাঁহার শ্রবণশক্তি বায়ুর প্রয়োজন বোধ করে না অথচ উহা অসীম, মানুষের দৃষ্টিশক্তির আলোর প্রয়োজন আছে তথাপি উহা সসীম, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আলোর অভাব অনুভব না করিয়াও অসীম সেইরূপ মানবের সৃজনীশক্তি সময় ও উপাদান সাপেক্ষ তথাপি উহা সসীম; কিন্তু তাঁহার সৃজনীশক্তি উপাদান কিংবা সময় সাপেক্ষ নহে অথচ উহা অসীম কেন না তাহার গুণাবলী অতুলনীয় ও নিরুপম। যেমন তিনি অদ্বিতীয়, তেমনি তাঁহার গুণও অদ্বিতীয় যদি কোন একটি গুণে তিনি অসম্পূর্ণ হইয়া যান, তবে সব গুণেই তিনি অসম্পূর্ণ হইয়া যাইবেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্বত্বায় ও গুণে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার তৌহিদ প্রতিপন্ন হইতে পারে না তিনি কাহারও সন্তান নহেন এবং তাঁহারও কোন সন্তান নাই, কেন না তিনি আপন স্বত্বায় অভাব হীন। তাঁহার পিতা বা পুত্র কিছুই নাই। ইহাই কোরাণ প্রবর্ত্তিত তৌহিদ (একেশ্বরবাদ), জগতে কোরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এবং মোছ্‌লেমের ইমানের প্রথম ভিত্তি

অতঃপর কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে এই আয়েতটী আছে—ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরু বিল্ আদ্‌ল্ ওয়াল ইহ্‌সান ওয়া ইতায়েজিল্ কুর্‌বা ওয়া ইয়ান্‌হা আনিল্ ফাহ্‌শায়ে ওয়াল্ মুন্‌কারে ওয়ালবাগি আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে তোমরা "ন্যায় নিষ্ঠতা ও সুবিচার অভ্যাস কর যদি ইহা হইতেও মহত্তর হইতে চাও তবে এমন লোকেরও উপকার কর যাহারা কখনও তোমাদের উপকার করে নাই যদি এতদপেক্ষাও অধিকতর সম্পূর্ণ হইতে চাও তবে কেবলমাত্র স্বীয় সহানুভূতি ও অন্তর্নিহিত প্ররোচনার বশবর্ত্তী হইয়া বিনা প্রার্থনায় কৃতজ্ঞতার আশা না করিয়া মা যেমন প্রকৃতি-গত স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই সন্তানের সেবা করে, সেরূপ মানব সাধারণের সেবা কর আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে তোমরা কাহারও উপর অত্যাচার করিও না অথবা কোন প্রকৃত উপকারীর প্রতি কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিও না এই আয়েতের ব্যাখ্যা-স্বরূপ আল্লাহ্‌তায়ালা আর একস্থলে বলিতেছেন—ওয়া ইয়াত্‌ইমুনা ত্তাআমুন আলা হুব্বিহি মিস্‌কিনা ওয়া ইয়াতিমান ওয়া আছিরা। ইন্নামা নুত্‌ইমুকুম্ লে ওয়াজ্‌হিল্লাহে লা নুরিদু মিনকুম্ জাজাআও ওয়া লা শুকুর।

অর্থাৎ যখন প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি দরিদ্রলোক, অনাথ শিশু ও বন্দীদিগকে খাদ্য-দ্রব্য দান করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা শুধু বিভুপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়াই দিয়া

থাকেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "এই সেবা শুধু আল্লাহ্তায়ালার মনস্তুষ্টির জন্য, আমরা ইহার প্রতিদান কিংবা এতদ্দরুণ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন চাহি না আবার শাস্তি ও পুরস্কার সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন—

জাজায়াস্ সাইয়েয়াতিন্ সাইয়েয়াতুন্ বেমিশ্লেহা ফামান্ আফা ওয়া আস্লাহা ফা আজ্রুহু আলাল্লাহে

অর্থাৎ অনিষ্টের পরিবর্ত্তে তৎপরিমাণ অনিষ্ট করিতে পার। দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু এবং গালির পরিবর্ত্তে গালি দিতে পার কিন্তু যে স্থলে মার্জ্জনা করিলে অপরাধীর সংস্কার হয়, এবং অসৎ কর্ম্ম হইতে চিরতরে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এমন স্থলে প্রতিশোধ হইতে মার্জ্জনাই শ্রেয়ঃ মার্জ্জনাকারী ইহার পুরস্কার পাইবে কিন্তু সব সময়ে এক গালে চড় দিলে অপর গাল ফিরাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে ইহ বুদ্ধির অগম্য। অনেক সময়ে অসৎ লোকের সঙ্গে সুব্যবহার সৎলোকের সঙ্গে কুব্যবহার সদৃশ হইয়া পড়ে; আর একস্থলে আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন—

ইদ্ফা বিল্লাতি হিয়া আহ্সান্থ, ফাইজ বিল্লাজি বাইনাকা ওয়া বাইনিহি আদাওয়াতুন কাআন্নাহু ওয়ালিউন্ হামিম

অর্থাৎ যদি কেহ তোমার অপকার করে, তবে তাহার উপকার কর যদি এরূপ কর তবে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা থাকিলেও তাহা এমন বন্ধুত্বে পরিণত হইবে যে শত্রু তোমার পরম বন্ধু ও আত্মীয় হইয়া যাইবে

আর একস্থলে আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন—

কাহারও অগোচরে তাহার দুর্ণাম করিও না, তোমরা কি মৃত ভ্রাতার মাংস খাইতে ভালবাস? তোমরা এক জাতি অপর জাতির প্রতি এই বলিয়া উপহাস করিও না যে "আমরা উচ্চ বংশীয় ও তাহারা নীচ বংশীয়" হয়তঃ তাহারা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহতায়ালার নিকটে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা সমধিক ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর ভীরু ( মুত্তাকি ) বংশজাত পার্থক্য কোন জিনিষই নহে মানুষের খারাপ নাম অর্থাৎ যে নামে তাহারা অপমান বোধ করে সেই নাম ধরিয়া কাহাকেও ডাকিও না যদি ইহা না শোন তবে আল্লাহ্তায়ালার নিকটে তোমরা দুষ্কর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হইবে তোমরা পৌত্তলিকতা ও মিথ্যাবাদীতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও, কেননা এই উভয় জিনিষ অত্যন্ত অপবিত্র যখন তোমরা বাক্যালাপ কর, তখন কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বাক্যালাপ করিবে এবং অনর্থক বাক্যালাপ হইতে নিবৃত্ত হও তোমরা শরীরের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সমুদয় শক্তি আল্লাহ্তায়ালার সেবায় ও তাঁহার আদেশ পালনে নিযুক্ত কর আর একস্থলে আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন—

আল্হাকুমুত্তাকাছুরু . . ... আনিয়াইম্

হে গোদার প্রতি উদাসীন মানবমণ্ডলী! পার্থিব ধনান্বেষণ তোমাদিগকে এতদূর অমনোযোগী করিয়াছে যে তোমরা সমাধিস্থ হইলেও সেই অমনোযোগিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও না, ইহ তোমাদের ভুল অতি শীঘ্রই তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে, আমি আবার বলিতেছি অতি শীঘ্রই তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে। যদি তোমাদের প্রত্যয়মূলক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, তবে তোমরা ইহাদ্বারা নিজের নরক দেখিতে পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে যে তোমাদের জীবন নারকীয় জীবন ছিল ইহা হইতেও যদি সমধিক জ্ঞানলাভ হয়, তবে তোমরা সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইবে যে তোমাদের জীবন নারকীয় জীবন ছিল আবার সেই সময় আসিতেছে যখন তোমরা নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং প্রত্যেক বিলাস ও অনাচার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে; অর্থাৎ শাস্তিলাভ করিয়া অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান ( হাক্কুল ইয়াকিন্ ) পর্য্যন্ত পৌছিবে উপরোক্ত আয়েতগুলিতে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, প্রত্যয় তিন প্রকারের হইয়া থাকে; প্রথম শ্রেণীর প্রত্যয় বুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা লাভ হয়, যেমন কোথাও ধুঁয়া দেখিলে আমরা বুদ্ধি ও অনুমান সহায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ঐ স্থলে অগ্নি আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যয় দৃষ্টি-শক্তি দ্বারা লাভ হয়, যেমন ঐ অগ্নি স্বচক্ষে দেখিলে আমাদের আর সন্দেহ থাকে না তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যয় স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ হয়, যেমন আমরা ঐ অগ্নিতে হাত প্রবেশ করাইয়া দিলে ঐ অগ্নি সম্বন্ধে

আমরা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হই ইহাই তিন প্রকারের প্রত্যয় ঃ—ইলমুল্ ইয়াকিন ব জ্ঞান-প্রত্যয়; আইনুল ইয়াকিন ব চাক্ষুষ-প্রত্যয় এবং হাক্কুল ইয়াকিন বা অভিজ্ঞতা মূলক প্রত্যয় এই আয়েতগুলিতে আল্লাহ্-তায়াল বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রেম ও নৈকট্য-লাভই মানুষের সুখের একমাত্র প্রস্রবণ মানুষ যখন তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয় পড়ে তখনই সে নারকীয় জীবন যাপন করে এবং অবশেষে ঐ নারকীয় জীবন সম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞানলাভ হয় তখনই তাহার জ্ঞান হইবে যখন সে পার্থিব ধন সম্পত্তি ছাড়িয় মরণের পথে বসিবে আর এক স্থানে আল্লাহ্‌তায়াল বলিয়াছেন ঃ—ওয়ালেমান্ খাফ মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার মর্য্যাদা ও সম্মান স্মরণ করিয়া এবং ঐ কথা স্মরণ করিয়া যে একদিন তাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিজ কর্ম্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহার দুইটী স্বর্গ লাভ হইবে প্রথমতঃ এই পৃথিবীতেই তাহার একপ্রকার স্বর্গীয় জীবন-লাভ হইবে; তাহার মধ্যে একটি পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার সংরক্ষক হইবেন দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুর পর তাহার চিরস্থায়ী স্বর্গলাভ হইবে ইহা এইজন্য যে সে আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করিয়াছে এবং তাহাকে দুনিয় ও নিজের পাশবিক প্রবৃত্তির উপর স্থান দান করিয়াছে

দৌলত আহমদ খাঁ বি, এ,

# প্রমাণ কি ?

অনেকেই জিজ্ঞাসা করে মির্জা গোলাম আহমদ ছাহেবই যে সত্য মাহদী তার প্রমাণ কি? কথা উঠিলেই এই প্রশ্নটি প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু কথা হই-তেছে এই যে, কোন বিষয়ে আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন এই যে আমাদিগকে নিতান্ত নিরপেক্ষ হইতে হয় মনে যে সকল বিরুদ্ধ ধারণা আছে তাহা দূর করিতে হয় নতুবা কোন বিষয়েই আমরা ন্যায় বিচার করিতে পারি না বস্তুতঃ আমরা এই অবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কোন নূতন কথাই পুরা মাত্রায় গ্রহণ করিতে পারি না এই জন্যই দেখা যায় যে যখন যে দেশে একজন বড় কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং দেশের প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কোন নূতন সত্য প্রচার করিয়াছেন, তখনি জনসাধারণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে গালি দিয়াছে। সব দেশেই এইরূপ ঘটিতে দেখা যায় পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে

ইংলণ্ডে প্রথমে ছাতা ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, যিনি প্রথমে ছাতা মাথায় পথে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাকে যথেষ্ট উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল অথচ ছাতাটা বেশ প্রয়োজনীয় জিনিষ, আমাদের রোদ, বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষা করে যখন যে দেশের লোক স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করা দোষের মনে করে এবং দেশের প্রচলিত আচার ব্যবহার মন্দ হইলেও মানিয়া লওয়া গৌরবের বিষয় মনে করে, সেই দেশেরই এইরূপ অবস্থা আমাদের দেশে বাধা মানিয়া চলাই বুদ্ধির কাজ এবং বুদ্ধি মানিয়া চলা দোষের শত রকম দেশাচারে আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিচারকে পঙ্গু করিয় রাখিয়াছে একটা নূতন সত্য প্রচারিত হইলে আমাদের মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায় বিচার করিবার ক্ষমতা হারাইয় ফেলি, সকলে মিলিয়া হাততালি দেই, আর বলি "ইহা মিথ্যা কথা।' কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা এরূপ বলিতে হইলে তাহারও যে একটা প্রমাণ আবশ্যক, তাহা একেবারেই ভুলিয়া যাই এটা ভাল অবস্থা নহে আল্লা বলিয়াছেন "মানবের

দুর্ভাগ্য যে যখনি তাহাদের নিকট নবী প্রেরিত হইয়াছে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিয়াছে" আমাদের এ উপদেশটী মনে রাখা উচিত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে কি উপায়ে আমরা মনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং সত্য মিথ্যা বাছিয়া লইবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারি দেহের যেমন অনেক ব্যাধি থাকে মনেরও সেইরূপ ব্যাধি আছে দেহের ব্যাধিতে মানুষ অকর্ম্মণ্য হয়, অনেক সময় চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারায় মনের ব্যাধিতেও মন এইরূপ দুর্ব্বল হয়, জড়তা প্রাপ্ত হয় এমন কি চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে আমরা সকলেই জানি মনের এইরূপ ব্যাধি আছে হয়তো অনেকে একথাও জানেন যে প্রাগুক্তরূপ ব্যাধি তাঁহাদের নিজেরই আছে কিন্তু এজন্য অধিকাংশ লোকেরই কোন উদ্বেগ দেখা যায় না মনে ব্যাধি আছে তাহা জানিয়াও উদ্বিগ্ন না হওয়া এবং ব্যাধি দূর করিবার চেষ্টা না করা, শুধু ইহাই প্রকাশ করে যে ব্যাধি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে দেহের ব্যারামেও এমন হামেশাই দেখা যায় যে রোগী প্লীহা যকৃতে আক্রান্ত হইয়া চলৎ শক্তি রহিত হইয়াছে, অথচ কুপথ্যে খুব রুচি এবং ঔষধ সেবনে আগ্রহ নাই দেহের কি মনের ব্যাধির এই অবস্থাই খুব ভীষণ আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ রোগীর অভাব নাই এখন সময় আসিয়াছে, ব্যাধি নিরাকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। তবে তো মন সুস্থ হইবে, মনে বল সংগ্রহ হইবে, নিজে স্বাধীন চিন্তা করিয়া জগতে যেখানে যাহা সত্য শিব এবং সুন্দর আছে, তাহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিব এবং যাহা অসত্য সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে পরিহার করিতে পারিব

দেহকে যদি যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য না দেই, দেহ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ব্যাধিগ্রস্ত হয়। মনের বেলাতেও তাহাই। মনের যত রকম সৎপ্রবৃত্তি আছে আমরা তাহার বিকাশ হইতে দিই না হাজার রকমে আমরা নিজ নিজ চিন্তা শক্তিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, দেশাচারের দোহাই দিয়া, সমাজের দোহাই দিয়া, আমরা মনকে যেন অবরোধে রাখিয়াছি। ফলে মনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্যকর খাদ্য আহরণ হইতেছে না যাহা ভাল বলিয়া জানি তাহা গ্রহণ করি না এবং যাহা মন্দ বলিয়া বুঝি তাহাও পরিত্যাগ করি না। কারণ মনে অতটা বল নাই। মন এইরূপ দুর্ব্বল হইলে তাহাতে শতবিধ কুসংস্কার, হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা, অন্ধ বিশ্বাস ও ভীতি বাসা করিবেই এবং বিচার বুদ্ধি লোপ নিশ্চয়ই পাইবে আমাদিগকে সংকল্প করিতে হইবে যে যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিবই, কারণ সত্যই আল্লার প্রিয় এবং আল্লারই নামান্তর। আমরা যখন সত্যকে ছাড়িয়া অসত্যের আশ্রয় লই, তখন আল্লার পূজা ছাড়িয়া দিয় পৌত্তলিকতা আরম্ভ করি এবং কাজেই আল্লার শ্রেষ্ঠ দান বিচার বুদ্ধি হারাইয়া ফেলি। দেশাচার মাথা উচু করিয়া দাঁড়ায় এবং লোক-ধর্ম্মের নিকটে সত্যধর্ম্মের বলিদান করি।

সত্য তো গ্রহণ করিব, সে সত্যটি কি? যিনি কাজ করিতে চান এবং প্রকৃতপক্ষে নৈতিক উন্নতি যাঁর বাঞ্ছনীয়, তাঁর কাছে ইহা একটা অতি জটিল সমস্যা নহে। কিন্তু যিনি শুধু তর্ক করিয়াই সত্যের অধিকার করিতে চাহেন, তিনি এই প্রশ্নের কোন দিনই মীমাংসা করিবেন না আসল কথা এই যে সত্যের দিক দিয়া যার যাহা মূল ধন আছে, তাই নিয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে সত্যকে যতদিন কেবল মনের মধ্যে পাই, ততদিন পাই না, উহা কাজের ভিতর দিয়া পাইতে হইবে, তবেই সত্য আমাদের সত্য হইয়া উঠিবে এবং যিনি এইরূপ সত্য পাইবেন, তিনি শুধু নিজেই যে পাইবেন এমন নহে, তাঁহার চারিদিকের লোকেরাও তাহার হাওয়া পাইবে

এ জগতে কেহই দরিদ্র নহে আল্লা আমাদের কাহাকেও নিঃস্ব অর্থাৎ সম্পদহীন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। যাহার যাহা সম্পদ আছে তাহাকে তাহাই আল্লার পূজাতে নিয়োগ করিতে হইবে, তাহার ভিতরের গুপ্ত সত্য তখন বাহিরে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া উঠিবে এবং শতবিধ প্রকারে কল্যাণের সৃষ্টি করিবে আল্লা তো আমাদের কাছে হীরা, মাণিক, মুক্তা চাহেন না।

তিনি আমাদের মধ্যে যাহার যাহা শ্রেষ্ঠ আছে তাহাই তাহার সেবাতে নিয়োগ করিতে বলেন যিনি তাহা করিতে পারিবেন তিনি নিজের সম্পদের আধিক্য প্রাচুর্য্য এবং বিকাশ দেখিয়া কৃতজ্ঞতাতে আপ্লুত হইয়া যাইবেন

শুধু প্রমাণ প্রমাণ করিয়া প্রেমহীন বিশ্লেষণ আরম্ভ করিলে পৃথিবীতে বিদ্বান, পণ্ডিত কিংবা জ্ঞানী বলিয়া কোন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের কাছে পরিচিত হইতে কখন কখন পারা যায়, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কল্যাণের পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না জমিদার যদি বুঝিয়া থাকেন প্রজার উপরে অত্যাচার করিলে সত্যের অপমান হইবে, তাঁহাকে সেরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইবে ; ধনী যদি বুঝিয়া থাকেন বিলাসে অর্থের প্রয়োগে সত্যের অবমাননা হয়, বিধাতার বিধানকে অবহেলা করা হয়, তিনি তাহা করিবেন না, রাজকর্মচারী যদি বুঝিয়া থাকেন তিনি কাহারও নিকট হইতে অবৈধভাবে কিছু গ্রহণ করিলে তাহা উৎকোচ হয় এবং তাহাতে সত্যে আঘাত করা হয়, তবে তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে হইবে সংক্ষেপতঃ যিনি যতটা জ্ঞান পাইয়াছেন তিনি তদনুযায়ী নিজের আকিদা অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসকে মার্জ্জিত করিয়া তুলিবেন এবং সেই আকিদা অনুযায়ী তাঁহার আমল অর্থাৎ কর্ম্মকে অনুশাসনে আনিবেন ক্রমশঃ তিনি নিজেই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার চিত্তে বল সংগ্রহ হইতেছে এইরূপে চিত্তে যে পরিমাণ বল সংগ্রহ হইবে, লব্ধ সত্যের যে পরিমাণ মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, ঠিক সেই পরিমাণেই নূতনতর সত্য তাঁহার কাছে আত্মপ্রকাশ করিবে নৈতিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সাধনা ঐকান্তিক ভাবে আরম্ভ করিতে হইবে নতুবা কার্য্য আরম্ভ না করিয়া শুধু "প্রমাণ কি ?" বলিয়াই যিনি কর্ত্তব্য ইতি করিতে চাহেন অথবা হৃদয়ে সত্যের জন্য আকুলতা না নিয়া যিনি শুধু বুদ্ধির জোরে সত্যকে আয়ত্ত করিতে চাহেন তাঁহাকে নিরাশ হইতেই হইবে কোরাণের "ইয়া কানাবুদু ও ইয়াক নাস্তাইন ( তোমারই পূজা করি এবং তোমারই সাহায্য চাই ) বলিতে এই কথাই বলা হইয়াছে আগে যাহার যাহা আছে তাহাই নিয়া পূজা আরম্ভ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারই উপরে ভরসা করিয়া তাঁহারই সাহায্য চাহিতে হইবে পথ চলিতে আরম্ভ না করিয়া গন্তব্যে যেমন কোন মতেই যাওয়া যায় না, পূজা আরম্ভ না করিয়া ঈপ্সিত বস্তু ( সত্যই হউক, কল্যাণই হউক, মুক্তিই হউক ) পাওয়া যাইতে পারে না।

আমাদের দেখা উচিত আমরা সত্য চাই কিনা, যদি প্রকৃত পক্ষে সত্যকে চাই, তবে সত্যকেই আশ্রয় করিতে হইবে। দিবসে, রাত্রিতে অন্তরকর্মে কর্ম্মে, বাক্যে ও চিন্তায় যদি আমি মিথ্যার সেবা করি তবে সত্যকে চাওয়া আমার পক্ষে মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায় উহা খুব বড় রকমের ভণ্ডামি আমার কপালে তিলক, গায়ে নামাবলী অথবা হাতে তসবিহ ও মুখে লম্বা দাড়ী থাকিলেও এরূপ অবস্থায় ভণ্ডামির হাত হইতে বাঁচিতে পারি না। কারণ বাইরের আবরণের মধ্য দিয়া তে সত্যের পথ নহে। মনের দুয়ার খুলিয়া নিজের সঙ্গে বিশেষভাবে বুঝা পড়া করিতে হইবে এবং কথায় কাজে ও চিন্তায় সমস্ত রকমের অসত্য হইতে নিজকে মুক্ত করার জন্য ঐকান্তিক সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে, বিরামহীন যুদ্ধ করিতে হইবে, তবে তো অগ্রসর হইতে পারিব অনেকেই বলেন দেশে কত বড় মৌলভী, কত আলেম, কত পণ্ডিত লোক আছেন, যাহারা আসিয়া চলিয়া যদি গিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই কেন ? যেন বড় মৌলভী, আলেম কিংবা পণ্ডিত হইলেই সত্যকে বিদ্যার জোরেই চিনা যায়।

ষ্টুন

# খাব ও খেয়াল

( ১ )

হিন্দু মোছলেম মিলন সমস্য আজকাল চারিদিকে আলোচিত হইতেছে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক হরেক রকম কাগজেই ইহা লইয় বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছে কিন্তু একথ অস্বীকার করার যো নাই যে এই সকল আলোচনার মধ্যে উষ্ণতার ভাগই বেশী শান্ত নির্ব্বিকারভাবে বিষয়টা তলাইয়া দেখিবার মত মনের অবস্থা ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ন

( ২ )

একথাও ঠিক যে একদল লোক অন্ততঃ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াও হিন্দু মোছলমানের মধ্যে যথার্থ মিলনকামী তাঁহাদের মধ্যে চিন্তার ধারা গতানুগতিকের পথ ধরিয়া চলিলেও তাহাতে একটা আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের ভাবগুলি সাম্প্রদায়িকতার সীমা রেখা উত্তীর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু ইহ স্বেচ্ছাকৃত নহে, পরস্পরের কাল্চার (culture) এবং ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হইতে এই সকল কাঁচা পাকা ভাবসকলের উদ্ভব হইয়াছে

( ৩ )

সেদিন "আত্ম-শক্তি"র সম্পাদকীয় কলামে লিখিত হইয়াছে যে হিন্দু মোছলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ আরম্ভ হয় "তখন হইতে যখন বাঙ্গালীর ছেলে মোক্তাবে যাইয়া কোরাণ শরিফ পাঠ করিতে থাকে পূজনীয় মৌলবী সাহেবের নির্দ্দেশে ৮ বছরের ছেলে যখন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ফেজটুপী, গায়ে লম্বা পিরাণ ও পায়জম পরিয়া দুর্ব্বোধ্য ফারসী ভাষায় পবিত্র কোরাণের সূত্র পাঠ করিতে থাকে তখন তাহার স্বতই মনে হয় যে—এ বাঙ্গলা দেশ তাহার স্বদেশ নয় প্রবাস ক্ষেত্র, বাঙ্গলা ভাষা তাহার মাতৃভাষা নয়, বাঙ্গলার সমাজ ও তাহার আচার ব্যবহার তাহার ধর্ম্ম ও ঈশ্বরানুভূতির পথের বিঘ্ন স্বরূপ"

( ৪ )

লেখক মহাশয়ের মতে মোছলমানের ছেলেকে কোরাণ পাঠ করিতে দিও না, নামাজ পড়িতে দিও না, টুপী, পিরাণ ও পায়জামা পরিতে নিষেধ কর, তবেই মোছলমান হিন্দুদের মত স্বদেশভক্ত হইবে এবং তাহাদের হিন্দুনীতি উথলিয়া উঠিবে লেখক মহাশয়কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বহু শতাব্দী ধরিয় হিন্দুগণ টুপী, পিরাণ ও পায়জম পরিয়া মোছলমানের রাজ দরবারে আনাগোনা করিতেন বর্ত্তমান কালেও ইংরাজ দরবারে সম্মান প্রার্থীগণ এই পোষাকেই যাতায়াত করিয় থাকেন অথচ তাঁহাদেরই সাক্ষ্য যে ইহাদের হিন্দুয়ানী বিন্দুমাত্রও তদ্দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই ভারতের বহু স্থলে হিন্দু আজও টুপী, পায়জামা ও পিরাণ পরিধান করে তথাপি তাহার হিন্দুত্বের এতটুকুও হারায়নি টুপী, পায়জামা ও পিরাণ পরিধান করা পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজের একটা রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে দিগম্বর সাজিয়া বেহায়ার মত যথেচ্ছ ভ্রমণ করা অন্ততঃ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে অসভ্যতার নামান্তর বলিয়াই গণ্য হয় বাকী রহিল "ফারসীতে কোরাণ পাঠ" এই একটী কথায় লেখকের এছলাম সম্বন্ধে পর্ব্বৎ প্রমাণ অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার কথাটা অনেকটা "কাঁঠালের আমসত্বের মত" তাঁহার জান উচিত যে পবিত্র কোরাণ শরিফ আরবী ভাষায় লিখিত ফারসীতে নহে লেখক মহাশয় অন্যত্র লিখিয়াছেন যে কোরাণ পাঠ করার পর হইতেই মোছলমান হিন্দুর দিকে চোখ রাঙ্গাইয়া দেখিতে থাকে। তাঁহার এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বেচারা আজতক কোরাণের চেহারাটী দেখিতে পান নাই কোরাণ চোখ রাঙ্গাতে শিক্ষা দেয় না—মানব জাতিকে ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে শিক্ষা দেয় এত বড় অজ্ঞতা লইয়াও মানুষ পরধর্ম্ম চর্চ্চা ও তাহার নিন্দা করিতে সাহসী হয়? তোব তোব

( ৫ )

উক্ত লেখক মহাশয়ের ইহাও জানা উচিত যে আজকালকার—তথাকথিত শিক্ষিত মোছলমানের শতকরা ৯০ জন "ফরাসী ভাষায় কোরাণ পাঠ' বা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না কিন্তু তবুও হিন্দু ভ্রাতাগণ তাহাদিগকে নেক নজরে দেখেন না কাজেই শিক্ষিত মোছলমানের হিন্দুবিদ্বেষ সংকোচিত পোষাব পরিধান বা কোরাণ পাঠ ও নামাজ পড়ার দরুণ নহে ইহার প্রকৃত কারণ অন্যত্র খুঁজিয়া লইতে হইবে স্থান বিশেষে টুপী, পিরাণ ও পায়জম পরিয়াও হিন্দুবিদ্বেষ উৎপন্ন হয় না—আবার স্থান বিশেষে কোরাণ পাঠ ও নামাজ ত্যাগ করিয়াও হিন্দুর প্রীতিলাভ করা যায় না

( ৬ )

লেখক মহাশয় বলেন মোছলমানগণের স্বদেশ প্রীতি নাই ইহাও তাঁহার একটা মনঃকল্পিত কথা এক কড়া জমির আধ ইঞ্চি সীমানার জন্য মোছলেম কৃষকগণের মধ্যে মাথা ফাটা ফাটি হইত না, যদি বাঙ্গলার মাটীর জন্য তাহাদের দরদ না থাকিত লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি তিনি একদিন দরিদ্র চাষার ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া আমাদের বাক্যের সত্যতা পরখ করিয়া লউন

( ৭ )

লেখক মহোদয়ের মনের ভাবটা বোধ হয় এই যে মোছলমান তাহার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেই হিন্দুমোছলেম মিলন হইবে কিন্তু এটা একটা বড় মস্ত ফরমায়েস ( a large order ). মোছলমানের যদি পাল্টা জবাব দেয়, তোমরাই না হয় ধুতি, ছড়ি, টুপী পর, বহু দেবতার পূজা পার্ব্বণ ত্যাগ করিয়া এক আল্লার নাম জপ কর তবে হিন্দু ভ্রাতাগণ প্রত্যুত্তরে কি বলিবেন ? আর বাঙ্গলার মোছলমানদের এমন কথা বলিবারও হক আছে, কারণ তাহারা সংখ্যায় বেশী।

( ৮ )

আমরা কিন্তু বলি এই সবই বাজে কথা ইহাতে কেবল হিংসা বিষ উদ্গীরিত হয়, অমৃতের নাগাল পাওয়া যায় না ধর্ম্ম বিষয়ক মত ভেদ সত্বেও মিলনের আরও সহজ পন্থ বর্ত্তমান আছে হিন্দু মোছলমানের ধর্ম্ম বিষয়ে মত ভেদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে কিন্তু এমনতর বিদ্বেষানল পূর্ব্বে কখনই প্রজ্জলিত হয় নাই

( ৯ )

সে দিন লর্ড লিটন বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন তাহা বোধ করি একেবারে নিরেট খাঁটি কথা তিনি বলিতেছেন হিন্দু মোছলেম ঝগড়ার সূত্রপাত গবর্ণমেণ্টের রুটীর টুকরা লইয়া ( loaves and fishes of Government) ইহা প্রথমে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু Reform এর পর অবধি জনসাধারণের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভোটের অধিকার প্রসারিত হওয়ায় তাহাদের সাহচর্য্য লাভ ব্যতিরেকে শিক্ষিতগণের মনোবাসনা পূর্ণ হয় না সুতরাং তাহারা সাধারণকে উত্তেজিত করার এক মাত্র উপায় স্বরূপ ধর্ম্ম বিদ্বেষ জাগ্রত করিতে আরম্ভ করে ভারতের অশিক্ষিত জনসমাজের কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে কেবল একটা জিনিষ আর এই জিনিষ হইতেছে তাহার মধ্যে উৎকট ধর্ম্ম ব্যাধি ( fanaticism ) সংক্রামিত কর উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিতগণের সমবেত চেষ্টার ফলে আজ পরপদলাঞ্ছিত, বিদেশীর আতঙ্কে অৰ্দ্ধমৃত ভারতীয় হিন্দু মোছলমান নৃশংস ভ্রাতৃহত্যা কাণ্ডে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে।

মহম্মদ মিলনানন্দ স্বামী

# নবুয়ত

## (১)

কোরআন শরিফ পাঠ করিবার সময় পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি যে সকল বিষয়ের প্রতি বারংবার আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হইতেছে পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বর বা নবীদিগের ইতিহাস এই সমুদয় ইতিহাসে আবার একটি কথার প্রতি অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ-তালা একদিকে যেমন পয়গম্বর মাত্রেরই দাবী, শিক্ষা ও চরিত্রের ঐক্য ও অভিন্নতার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, তদ্রূপ পয়গম্বরদিগের শত্রু বা কাফেরগণের আপত্তি ও শত্রুতার প্রকৃতিগত ঐক্য দেখাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহতালা একদিকে যেমন 'লা নোফাব্‌রেকো বায়না আহাদ' বলিয়া পয়গম্বরগণের একতা ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্রূপ 'তাশাবাহাত কলু-বোহুম' বলিয়া কাফেরগণের প্রকৃতিগত ঐক্য ঘোষণা করিয়াছেন। যখনই পৃথিবীতে কোন নবী আসিয়াছেন, যখনই পথভ্রষ্ট জগতের উদ্ধারের জন্য আল্লাহতালা কোন মহাপুরুষকে অবতীর্ণ করিয়াছেন, তখনই পার্থিব যশ প্রতিপত্তির মায়ায় মুগ্ধ অজ্ঞ মানুষ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, অপমানিত করিয়াছে এবং সম্ভব হইলে তাঁহার জীবন নাশ করিয়াছে বর্ত্তমান যুগেও একজন নবী আসিয়াছেন পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু আল্লাহ তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং আঘাতের পর আঘাত করিয়া তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দুনিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে গ্রহণ করিবে

ভূমিকা স্বরূপে কোরআন শরিফে বর্ণিত ইতিহাসের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এখন আমরা কাফেরগণের আবহমান কাল হইতে প্রচলিত একটি আপত্তির আলোচনা করিব যখনই কোন মহাপুরুষ নবী বা রছুল হইবার দাবী করিয়াছেন, কাফেরগণ তাঁহাকে 'লাছতা মোরছেলা' অর্থাৎ 'তুমি নবী নও' বলিয়াছে 'লাছতা মোরছেলা' বলিবার সময় কাফেরগণ যে সকল হাস্যোদ্দীপক যুক্তি প্রদর্শন করে তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাহারা নবী কাহাকে বলে এবং নবুয়তের সংজ্ঞা কি তাহা না বুঝিয়াই এই আপত্তি করে কাফেরগণ কোথাও বলিয়াছে, তুমি ত আমাদেরই মত একজন লোক, তুমি বিবাহ করিয়াছ, তোমার স্ত্রী পুত্র আছে, তুমি হাটে বাজারে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াও, তুমি নবী হইতে পার না কোথাও বলিয়াছে, তুমি আমাদের চোখের সামনে আকাশে চলিয়া যাও এবং আকাশ হইতে কোন একটা পুস্তক লইয়া আস, তবে আমরা তোমাকে রছুল বলিয়া স্বীকার করিব। কোথাও বলিয়াছে, ফেরেস্তা দেখাইয়া দাও কখনও বলিয়াছে আল্লাহ্ আমাদের সম্মুখে আসিয়া সাক্ষ্য দেয় না কেন? যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মত আমাদের সঙ্গেও আল্লাহ্-তাল কথা না বলেন, তাবৎ তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না কখনও বলিয়াছে নবী আর আসিতে পারে না শেষ নবী আসিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি

বর্ত্তমান যুগের রছুল হজরত আহমদের (আঃ) দাবীর বিরুদ্ধেও এইরূপ হাস্যোদ্দীপক যুক্তির অবতারণা হইয়া থাকে কেহ বলে বিংশ শতাব্দীতে কোন নবীর আবশ্যকতা নাই কেহ বলে, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহর ছাড়িয়া পঞ্জাবের ক্ষুদ্র পল্লী কাদিয়ানে নবী আসিল কেন? কেহ বলে, পাপের স্রোতে দুনিয়া রসাতল গেলেও নবী আর আসিতে পারে না। কারণ 'আখেরী নবী' হজরত মহাম্মদ মস্তফা আহমদ মোজতবার (দঃ) পর আর কোন নবী আসা অসম্ভব ইহারা বলেন, আল্লাহতালা কোরআন শরিফে রছুলে করিমকে (দঃ) 'খাতামুন্নবীঈন' বলিয়াছেন রছুলে করিম (দঃ) স্বয়ং 'আনা আখেরোল আম্বিয়া ও লা নবী বা'দী' বলিয়াছেন সুতরাং পাপে দুনিয়া

রসাতল যাক, কোরআন শরিফ দৈনন্দিক জীবন হইতে সহস্র মাইল দূরে চলিয়া যাক, জীবনের আদর্শ হজরত মহাম্মাদ (দঃ) ও তাঁহার প্রাথমিক শিষ্যগণ না হইয়া ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, যে কোন দেশের যে কেহই হউক না কেন, কিছুতেই আর নবী আসিতে পারে না হাঁ, ইহার একটু বুদ্ধিমান আছেন। পাপের স্রোতের বিরুদ্ধে কাজ করিবার জন্য ইহারা মোজাদ্দেদ বা মোহাদ্দেছের আগমন স্বীকার করেন। কিন্তু মোজাদ্দেদ মোহাদ্দেছ কাহাকে বলে, মোজাদ্দেদ মোহাদ্দেছগণের কাজের সীমা কতদূর, মোজাদ্দেদ বা মোহাদ্দেছগণ মৌলবী, মৌলানা, পীর ছাহেবান হইতে কতটুকু উর্দ্ধের লোক, কোন্ সময়ে তাঁহারা আবির্ভূত হন, বর্ত্তমান সময়ে কোন মোজাদ্দেদের আবশ্যকতা আছে কিনা, যদি থাকে তবে বর্ত্তমান সময়ের মোজাদ্দেদ কে এবং তিনি কি কাজ করিয়াছেন বা করিতেছেন, এ সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিমান ভ্রাতাগণ মাথা ঘামাইতে চান না ভ্রাতাগণ, theoryর কোন মূল্য নাই যদি তাহার practice না থাকে বর্ত্তমান সময়ের মোজাদ্দেদ কে যদি তাহা বলিতে না পারেন বা বলিতে পারার আবশ্যকতা স্বীকার না করেন, তবে মোজাদ্দেদ আসিতে পারেন বলার কোন মূল্য নাই পুতুলের উপাসক চাউল কল দিয়া পুতলকে নৈবেদ্য যোগায়, তাহার নিকট পাঠা বলি দেয়। কিন্তু পুতল স্বীয় পুজারীর কোনই উপকার করিতে পারে না এই কারণেই এছলাম পুতুল-পূজার ঘোর বিরোধী এই প্রকারে যে কাজ করিয়া কোন উপকার লাভ হয় না, তাহা পুতুল পূজা বই আর কিছু নহে। বাস্তবিকই যাহারা মোজাদ্দেদের আবির্ভাব স্বীকার করেন, তাহাদের মোজাদ্দের শরণ লইয়া আবু জাহেলী মৃত্যু হইতে বাঁচিতে চেষ্টা করা উচিত। অন্যথা theory রূপ পুতুল পূজিয়া মোশরক মরদুদ হওয়া অবশম্ভাবী

হজরত আদমের (আঃ) সময় হইতে পাপ পুণ্যের লড়াই শুরু হইয়াছে। যতদিন দুনিয়ায় পাপ পুণ্য থাকিবে, ততদিন পাপপুণ্যের লড়াইও থাকিবে এবং এই লড়াই করিবার জন্য উভয় পক্ষেই সৈন্য সামন্তও থাকিবে। এ অতি সহজ কথা যখনই পাপের সৈন্য সামন্তগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখনই পুণ্যের বীর পুরুষ 'জারী আল্লাহ' অর্থাৎ কোন নবী আবির্ভূত হন নবীর আবির্ভাব তখনই অসম্ভব হইবে যখন পাপের সৈন্যগণের পক্ষে পুণ্যের সামন্তগণ অর্থাৎ অতীত নবীর উম্মতি হইতে প্রবলতর হওয়া অসম্ভব হইবে অন্যথা নবীর আবির্ভাব কিছুতেই অসম্ভব হইতে পারে না নূতন নবী আসার আবশ্যকতা ততদিনই থাকে না যতদিন অতীত নবীর উম্মতিগণকে দেখিয়া কাফেরগণ আক্ষেপের সহিত বলিতে থাকে— 'যদি আমরাও মোছলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতাম' অর্থাৎ যতদিন অতীত নবীর উম্মতিগণ জগতে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণ্য হইতে থাকেন, ততদিন আর কোন নবী আসার আবশ্যকতা থাকে না। এ কথা যুক্তির দিক দিয়া যেমন সত্য, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বহির্জগতের ঘটনার দিক দিয়াও তেমনই ভাবে সত্য অবশ্য 'লা তাল্‌বিছুলহক্ বেলবাতেল' অর্থাৎ সত্যের (আল্লাহর কালামের সহিত) সহিত মিথ্যা (ভ্রান্ত তফছির) মিশ্রিত করিও না, আল্লার এই আদেশের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং বহির্জগতে যদি কোন নবুয়তের দাবীকারী থাকেন, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের সহিত সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নূতন দাবীর পরীক্ষা করিতে হইবে। অন্যথা এতৎ বিষয়ে সত্য নিরূপণ অসম্ভব

মহাম্মদ আবদুল হাফিজ

# উদ্বোধন*

অয়ি হিমাচল প্রান্তবাসী
বিতরিতে তোমা সবে
অমৃত ভাণ্ডার
একত্রিত আজি, দূর দেশান্তর হ'তে
বরেণ্য যতেক,—
মহম্মদ-দাস, মাহদীর বীরপুত্রগণ
কর তাহে আলিঙ্গন
পরম আহ্লাদে, তোষহ যতনে
মিলি মিশি কর আলোচন,
কেমনে লঙ্ঘিবে হিমগিরি
পর পারে যার—
আছে আরো কত ভায়াভাবী
অন্ধ ভ্রাতাগণ
বিলাইতে তার মাঝে
রহিমের বাণী
তৌহিদের পূত প্রস্রবণ
বেলাকোবা।
ক্ষুদ্র নহ আর, জগতের মাঝে
অমূল্য রতন
রবে তব নাম কোহিনূর যথা
স্মৃতি পথারূঢ়
যুগ যুগান্তর ধ'রে
ইতিহাস মাঝে স্বর্ণাক্ষরে লেখা
কর তবে দৃঢ়পণ, আজি হ'তে
ধ্বনিতে আল্লার নাম।
শুনি যাহে—
বিগলিত হবে পাষাণের হিয়া,
প্রবাহিবে হিমাদ্রি শিখর হ'তে
নির্মল প্রেম প্রস্রবণ
শুধু গৌরবের লাগি, ছার দুনিয়ার লোভে
ইউরোপের বৈজ্ঞানিক দল,
তুচ্ছ করি মহামূল্য প্রাণ
উল্লঙ্ঘিতে করে আস্ফালন
উচ্চ হিমাদ্রি শির
নাহি ছাড়ে পণ,
রহে দৃঢ় অচল অটল।
পার নাকি তুমি লভিতে আল্লার প্রীতি
লক্ষ্য করি ইমানের ধ্রুব তারা,
দৃঢ় ধরি, আল্লার সে অটুট শৃঙ্খল ?
তবে, আজি ভ্রাতাগণ ডাক তারে সকাতরে
হাত তুলি, রহিম ও রহমানে—
বাঞ্ছা কল্পতরু যিনি
যেন আজিকার সঙ্ঘ, হাসরের দিনাবধি
অক্ষয় অমর হ'য়ে ম্লান করে মিথ্যা ধর্ম্ম যত
আমীন। আমীন।।

আব্দুস সোবাহান

---

* উত্তর বঙ্গীয় আহমদীয়া সঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত

# বিবিধ-প্রসঙ্গ

**কাদিয়ান সমাচার**—বিগত ডিসেম্বর মাস হইতেই হজরত খলিফাতুল মসিহের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গত দুই মাস যাবৎ আমাশয়, জ্বর, মাথা ধরা, গলাব্যথা প্রভৃতি রোগে তাঁহার শরীর এত খারাপ পড়ে যে তিনি ক্রমাগত পাঁচ সপ্তাহ কাল জুমার নমাজ পড়াইতে পারেন নাই। সুতরাং আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি ২৯শে জুলাই কাদিয়ান হইতে গুরুদাস জিলার ডালহউসী নামক শৈল নিবাসে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ডাক্তার হাশমত উল্লাহ এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী সুফী আবদুল কাদীর সাহেব বি, এস, সি ও গমন করিয়াছেন। হজরত সাহেবের অনুপস্থিতে মৌলানা শের আলী সাহেব বি, এ কাদিয়ানের আমীর নিযুক্ত হইয়াছেন। ১০ই আগষ্ট আলফজলে প্রকাশ হজরত খলিফাতুল মসিহ ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

**আহমদীয়া গেজেট**—নামে কাদিয়ান হইতে একটি মাসিক কাগজ গত মে মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে ১ নাজারতে আলা (প্রধান সেক্রেটারী); ২ প্রাইভেট সেক্রেটারী, হজরত খলিফাতুল মসিহ, ৩ নাজারতে তালিফ ও তছনিফ (গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রন বিভাগ); ৪ নাজারতে দাওয়াত ও তবলিগ (প্রচার বিভাগ); ৫। নাজারতে উমুরে আম্মা (সাধারণ বিভাগ), ৬ নাজারতে উমুরে খারেজিয়া (বৈদেশিক বিভাগ), ৭। নাজারতে মকবেরায়ে বেহেস্তি ৮। নাজারতে তালিম ও তরবিয়াত (শিক্ষা বিভাগ), ৯ নাজারতে বয়তুল মাল, (অর্থ বিভাগ) ১০ নাজারতে তেজারত—(বাণিজ্য বিভাগ) প্রভৃতি মজলেসে মোতামেদিনের বিভিন্ন বিভাগীয় মাসিক রিপোর্ট নোটিশ প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে। গেজেটের বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

**বঙ্গীয় আহমদীয়া এসোসিয়েশন**—বঙ্গের বিখ্যাত আলেম ও বঙ্গীয় আহমদীয়া সমাজের আমীর হজরত মৌলানা মৌলবী ছৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ মরহুম সাহেবের ওফাতের পর হজরত খলিফাতুল মসিহ চট্টগ্রাম কলেজের আরবী ও ফারছি ভাষার অধ্যাপক মৌলানা আবদুল লতিফ সাহেবকে গত মে মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য বঙ্গীয় আহমদীয়া জমাতের আমীর নিযুক্ত করিয়াছেন। জামাত তাঁহার অধীনে থাকিয়া "দীন" ও দুনিয়ায় দ্রুত উন্নতি সাধন করুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

**উত্তরবঙ্গ আহমদীয়া কনফারেন্স**—আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে উত্তরবঙ্গ আহমদীয়া কনফারেন্স বিগত ১৮ এবং ১৯শে জুলাই জলপাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত বেলাব্ব গ্রামে সমবেত হয়। স্থানীয় আহমদীগণ ব্যতিরেকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে আহমদীগণ সভায় যোগদান করেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য মুসলমান ভদ্রলোকগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় আহমদীয়া এসোসিয়েশনের প্রচারক মৌলবী জিল্লোর রহমান সাহেব এবং মুঙ্গেরের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক হাকিম খলিল আহমদ সাহেবও সভাতে যোগদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী মুন্সী আহমদ আলী সাহেব স্থানীয় আহমদীগণের পক্ষ হইতে আগন্তুক ভদ্রলোকদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। সভাতে মৌলবী জিল্লোর রহমান সাহেব এবং মৌলবী হাকিম খলিল আহমদ সাহেব আহমদীয়া মতবাদের উদ্দেশ্য, হজরত মসিহ মওউদের দাবী এবং দলিল সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান কলহ সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯শে জুলাই সন্ধ্যার পর সভা ভঙ্গ হয়।

**ভারতে আহমদীয়া তবলিগ**—গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কাদিয়ান হইতে কয়েকটি ডিপুটেশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া ফরজে তবলিগ আঞ্জাম দিয়াছিল। এ বৎসরও আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কাদিয়ান হইতে পাঁচটি তবলিগী ডিপুটেশন বহির্গত হইবে। তবে এ বৎসর বাঙ্গালাদেশে কোন ডিপুটেশন প্রেরিত হইবে না। আমরা নিম্নে ডিপুটেশনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম মাত্র কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম সহ প্রকাশ করিলাম।

১নং ডিপুটেশন, প্রচারক—মৌলবী আবদুর রহিম নাইয়ার ও মৌলবী গোলাম আহমদ সাহেব। প্রসিদ্ধ স্থান—জলন্ধর, লুধিয়ানা, আম্বালা, দেওবন্দ, মোরাদাবাদ, বেরিলী, সাজাহানপুর, লক্ষ্ণৌ পাটনা, কলিকাতা, রেঙ্গুন, কটক, ভাগলপুর মুঙ্গের কানপুর আলীগড়, দিল্লী, ফিরোজপুর এবং কসুর, ইত্যাদি। ২নং ডিপুটেশন, প্রচারক—আল্লামা সুফী হাফেজ রোশন আলী সাহেব ও মৌলবী আবদুল আহাদ সাহেব। প্রসিদ্ধ স্থান—অমৃতসহর, লাহোর গোজরানওয়ালা, গুজরাত, ঝিলম, পেশাওয়ার রাওলপিণ্ডি, ডেরাগাজী খাঁ, ডেরা ইসমাইল খাঁ ইত্যাদি। ৩নং ডিপুটেশন, প্রচারক—হাফেজ জামাল আহমদ সাহেব মৌলবী আলাহ্ দেত্তা সাহেব। প্রসিদ্ধ স্থান—পাকপাটন, মন্টগোমারী, মুলতান, করাচী, মায়েলাপুর সেখাওন ইত্যাদি। ৪নং ডিপুটেশন প্রচারক—ফাজেল মৌলবী গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী ও মৌলবী আবদুল কবির সাহেব। স্থান—শিয়ালকোট জিলার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ৫০টি আঞ্জোমন পরিদর্শন এবং কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু এলাকা পরিভ্রমণ। ৫নং ডিপুটেশন, প্রচারক—মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব, মৌলবী কমরউদ্দিন সাহেব ও মৌলবী আজিজ মহম্মদ সাহেব। স্থান—গুরুদাসপুরের বিভিন্ন তহসিলে প্রায় ৫০।৬০টি ক্ষুদ্র বৃহৎ আঞ্জোমনে পরিভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দান হইবে।

**কটকে আহমদীয়া মসজিদ**:—কটক জিলার ছুরে নামক স্থানে আহমদীদের একটি আঞ্জোমন আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গয়র আহমদীগণ এই অঞ্চলের আহমদীগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করে। এমন কি জনৈক আহমদী মহিলার মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইয়া তাহার বেইজ্জত করিয়াছিল। মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া আহমদীগণকে তাহাদের নিজস্ব চারিটি পাকা মসজিদ হইতে বেদখল করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যাহাকে আল্লাহ রক্ষা করে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে? খোদার অশেষ অনুগ্রহ, গত ১৪ই জুন আহমদীগণ একটি নূতন পাকা জামে মসজিদের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া তাহাতে যথারীতি নমাজ সম্পন্ন করিয়াছেন।

**লণ্ডন মিশন**—লণ্ডনে প্রচার কার্য্য রীতিমত চলিয়াছে। *Review of Religions* পত্রিকা ঠিক সময়ে প্রকাশ হইতেছে, আমরা তাহার আগষ্ট সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। মসজিদের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় এক রূপ শেষ হইয়া আসিয়াছে। হায়দরাবাদের অনেক

দানবীর খাঁন বাহাদুর সেঠ আহমদ দীন সাহেব মসজিদের ফন্ডের জন্য ১০০ একশত পাউণ্ড দান করিয়াছেন আল্লাহ দানবীরের দুজাহানে মঙ্গল করুন, আমীন

**দামেস্ক মিশন**—ফরাসী এবং দ্রুজীদিগের মধ্যে যে খণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে তজ্জন্য প্রচারকার্য্যে বিভিন্ন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে ব্যক্তিগত ভাবে তবলিগ কার্য্য খোদার ফজলে একরূপ ভালই চলিতেছে। ক্রমশঃ জমাতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে আল্লাম ছৈয়দ জয়নাল আবেদীন অলীউল্লা শাহ সাহেব দামেস্ক হইতে তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী সহ কাদিয়ান পৌছিয়াছেন। 'লজনায়ে আমাআল্লা' নামক মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে সস্ত্রীক এক প্রীতি-ভোজনে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

**সুমাত্রা মিশন**—আহমদীর পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, আজ এক বৎসর হইল যাবা ও সুমাত্রা দ্বীপে আহমদীয় মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে খোদার ফজলে এক বৎসরকাল মধ্যে প্রায় ২০০ দুইশত লোক আহমদীয়া সমাজভুক্ত হইয়াছেন। নবদীক্ষিত ভ্রাতাগণও সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া এবং ব্যক্তিগত ভাবে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন শীঘ্রই মালায়া ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার আয়োজন চলিতেছে মৌলবী রহমত আলী সাহেব টাপাটোয়ানে একটি আঞ্জোমন স্থাপন করিয়া পেডাং নামক নূতন কেন্দ্রে নব উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ৯ই জুলাই আলফজলে প্রকাশ . . . মৌলবী রোহমান সাহেবের সহিত সুমাত্রাবাসী চারি পাঁচ জন ছাত্র কাদিয়ানে আসিয়াছেন তাহারা আহমদীয় মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করিবেন মোল্লাদের তীব্র শত্রুতার ফলেই সুমাত্রায় আহমদীয়া সমাজ এত অল্প সময়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাই বলি ধর্ম্মের ঢোল বাতাসে বাজায়

**আমেরিকা মিশনের**—কাজ খোদার ফজলে সুচারুরূপে চলিতেছে মহম্মদ ইউছুফ খাঁ সাহেব কখনও কখনও চিকাগো হইতে বাহিরে গিয়া আহমদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। সেণ্ট লুইসের শাখা মিশনের কাজও দ্রুত গতিতে চলিয়াছে তথাকার মিশন সম্বন্ধে স্থানীয় সংবাদপত্রে সময় সময় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ফরাসীর অধিবাসী ডাঃ মাহবুব আহমদ গিউমা সাহেব নামে এক ব্যক্তি আহমদী সমাজভুক্ত হইয়াছেন ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষায় তাঁহার সবিশেষ দখল আছে আমরা নবদীক্ষিত ভ্রাতার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

**আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-ভক্তি**—লণ্ডন সহরে এক বর্গ মাইলের মধ্যে ৪৭টি গির্জ্জা আছে তাহা হইতে মাত্র ১৯টি রাখিয়া বাকীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সরকার আদেশ দিয়াছেন।" খৃষ্টান জগতে কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম ভক্তি

**জুম্মার নমাজের ছুটী**—বাঙ্গালা কাউন্সিলের সদস্য মাননীয় হাজী এ, কে গজনবী সাহেব কাউন্সিলে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক শুক্রবারে মুসলমান কর্ম্মচারীদের জুম্মার নমাজ পড়ার জন্য বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার দেওয়ানী আদালত সমুহ ছুটী দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হউক প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। এই সাধু চেষ্টার জন্য হাজী সাহেবকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

**মাহিষ্য কন্যার নিকাহ্**—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কামারগাঁ মহাদেব পুরের মাহিষ্য জাতীয় শ্রীকুমুদা দাসী নয় বৎসর বয়সে বিধবা হয় গত বৎসর রামচন্দ্র দাসের সহিত তাহার বিধবা বিবাহ হওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল মাহিষ্য সমাজ বিধবা বিবাহ সমর্থন না করায় গত জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত কুমুদ দাসী ঐ সাকিনের শ্রীমহিরুদ্দিন মোল্লার সহিত যথারীতি নিকাহ বসিয়াছে (সম্মিলনী) গোটা মুসলমান সমাজকে 'গোণ্ডা 'বদমাইস' গালি না দিয়া নিজ সামাজিক জঘন্য কঠোর দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হিন্দুদের অন্যান্যের সহিত মুসলমান সমাজের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

**ধর্ম্মের ষাড়**—বেঙ্গল ক্যাটেল বিল সম্বন্ধে যে সিলেক্ট কমিটী মনোনীত হইয়াছে তাহার হিন্দু ও মুসলমান মেম্বরদের মধ্যে "ধর্ম্মের ষাড়' সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়াছে। হিন্দু মেম্বরগণ দাবী করিতেছেন যে, এই সব ষাড় যতই দৌরাত্ম্য করুক না কেন, তাহাদিগকে কিছুতেই বধ করা যাইবে না, কেবল খোয়াড়ে দেওয়া চলিবে, কারণ এই সব ষাড় নাকি তাহাদের ধর্ম্মীয় ষাড় মুসলমান মেম্বরগণ বলিয়াছেন যে কাজে কাজেই সাধারণের দোকান, শস্য ক্ষেত্র প্রভৃতির উপর এই ধর্ম্মের ষাড় ছাড়িয়া না দিয়া এদের প্রতিপালনের ভার ইহাদের ভক্তদেরই লইতে হইবে। —মোসলেম বাণী

**পূজারী ব্রাহ্মণের অভিজ্ঞতা**:—নারপুল জিলার-খোসী পাহাড়ের নীচে শিবরুদ্র নামে হিন্দুদের এক তীর্থস্থান আছে একদিন পূজারী ব্রাহ্মণ উক্ত মন্দিরের সব মুর্ত্তি চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। হিন্দুগণ ব্রাহ্মণকে গ্রেফতার করিয়া পুলিশের হাওলা করিয়া দেয় হাকিম ব্রাহ্মণকে মুর্ত্তি ভাঙ্গার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলেন, 'বহুদিন হইল গিয়াছে আমি ইহাদের পূজা, করি ভোগ দেই ভজন গান গাই এবং ইহার পূজা ভোগ ও ভজনে আমি কোন দিনই ত্রুটী করি নাই কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই পাথর আজ পর্য্যন্ত আমার কোন কাজে আসে নাই এতদিনের মধ্যে এই মুর্ত্তিগুলি একদিনের তরেও আমার সঙ্গে কথা বলে নাই এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার বিবেক বলিয়া দিতেছে যে এসব ভগবান খণ্ডন করারই উপযুক্ত। এখন থেকে যেখানে আমি এসব ভুত দেখিব সেখানেই ভাঙ্গিব " হাকিম সাহেব এসব উত্তর শুনিয়া ডাক্তারের নিকট মাথা খারাপ কিনা পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, সে পাগলও নয় মস্তিষ্কেরও কোন দোষ নাই কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে পাগল বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। হিন্দুদের মধ্যে এ বিষয়ে বেশী রকম চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায় পুলিশ তাহাকে দ্বিতীয় বার গ্রেফতার করে এবং তাহাকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া পাগলা ফাটকে পাঠাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পূজারী ব্রাহ্মণ পাগলা ফাটকে থাকার উপযুক্ত নয় বলিয়া গত সপ্তাহে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন —বজলুর। বিশাল বাংলার পৌত্তলিক হিন্দুগণ এ বিষয়ে কি বলিতে চান তাহা একবার আমরা জানিতে পারি কি?

**মুসলমানের হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ**—গুজরাটের মহী কণ্ঠা এজেন্সীর কয়েদ রাজ্য পুনত্র ও দাভার মুসলমান সামন্ত নৃপতিগণ সবংশে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কার অনুষ্ঠান বীরপুর রাজ্যে হইয়াছিল, সংস্কারান্তে নবদীক্ষিতগণ বহু রাজন্য ও ব্রাহ্মণকে ভোজ দিয়াছিলেন। 'সম্মিলনী'। তবলিগ ইসলামের একটি শ্রেষ্ঠ ফরজ। কুফুরী ফতোয়া লেখা বন্ধ করিয়া একবার আমাদের উলামা সমাজের নেক নজর সে দিকে পড়িবে কি?

# আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণে তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"—এলহাম হজরত মসিহ মাউদ

| ২য় বর্ষ | ভাদ্র, আশ্বিন—১৩৩৩ | ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা |
|---|---|---|


## খাব ও খেয়াল

( ১ )

হেজাজ ও নজ্‌দের অধিপতি ছোলতান ইব্‌নে ছউদ "মোতামারে ইছলামী" বা নিখিল মোছলেম সম্মিলনীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক মোছলমানের বেশ একটু ভাবিবার কথা আছে তিনি বলিতেছেন, পৃথিবীর বহুস্থান হইতে সমাগত হজ্জব্রতিগণ মক্কাশরিফে কবর পূজার একটা মহাসমারোহ সুরু করিয়া দেয় কেহ কবরের প্রান্তে প্রণত হইয়া মুক্তি কামনা করে, কেহবা পার্থিব ধনসম্পদ ও যশোমান প্রার্থনা করে এবং কেহবা সন্তান-মুখ দর্শন লাভের জন্য ধরণা দেয়। একদিকে তৌহিদের সূতিকাগৃহে তাহার এবম্প্রকার নিদারুণ লাঞ্ছনা, অপরদিকে নৈতিক অবনতির যে বীভৎস দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাহাও একবার ছোলতানের মুখ হইতেই শ্রবণ করুন। তিনি বলিতেছেন, বহুলোক মদ্যপান করতঃ মাতাল হইয়া হেরেমের অতি নিকট রাজপথে ছুটাছুটী করিতে এবং গড়াগড়ি দিতে থাকে। পাঠক, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) জন্মভূমি মক্কা নগরীর যখন এই দশা তখন "অন্য পরে কা কথা"

( ২ )

সেই দিন সংবাদ পত্রে দেখিলাম, মিশর গবর্ণমেণ্ট এক নূতন আইন জারি করিয়াছেন যে অতঃপর মোছলেম মহিলাগণ থিয়েটারে অভিনেত্রী ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইহাতে বিদুষী মহলে হলচল্ পড়িয়া গিয়াছে "মিণারুল মাহদী" নাম্নী জনৈকা মোছলেম চন্দ্রাননী ( Film star ) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই আইন রদ না হইলে তিনি বাগদাদ নগরে চলিয়া যাইবেন, সেখানে অনেক উপাসক সোৎসাহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে তিনি আরও ধমক দিয়াছেন, যদি এরাক গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে বাধাপ্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি সঙ্কীর্ণ ইছলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

উদার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। পাঠক, মিশরেও ইছলামের উন্নতি হু হু করিয়া চলিতেছে।

( ৩ )

বার্লিন হইতে প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর মুখে শুনিলাম, তাঁহার অবস্থান কালে বোখারার মোছলেম প্রবাসিগণ স্বদেশে বলশেভিক্ প্রপীড়িত আর্ত্ত ও দুঃখীজনের সাহায্যার্থ এক ভোজন সভা আহ্বান করেন। বিভিন্ন দেশীয় মোছলেমগণ আপনাপন চাঁদা লইয়া উক্ত সভায় যোগদান করেন। আমাদের বন্ধুও নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে তথায় উপস্থিত হন। চাঁদা সংগ্রহ ও ভোজনের পর যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য অভিনীত হইল তাহা দেখিয়া বন্ধুবর স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন ও ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পাঠক, বোখারার নির্ব্বাসিত মোছলেম নরনারিগণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মদ্যপান ও নৃত্যামোদে মশগুল ছিলেন।

( ৪ )

দুনিয়ার যে দিকেই তাকাও একই দৃশ্য চোখে পড়িবে। সর্ব্বত্রই ইছলামের মহিয়সী শিক্ষা পদদলিত হইতেছে। যে দিন মোছলমান নিজ বিবেক বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক চালনার ভার মোল্লা মৌলভীর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে সেই দিন হইতে যত কুসংস্কার ও অনৈছলামিক আবিদার ভূতসকল তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে। তাই সে মুখে আল্লাহু আকবর বলিলেও মনে মনে কত উপদেবতার পূজা করিতেছে তাহার গোণ গুন্তি নাই। সামনে একটা চন্দ্রাতপতলে মাটীর ঢিপি বা পোখ্তা কবর দেখিলেই তাহার স্বমুখে উপুর হইয়া পড়িয়া "দুনিয়া ও আখেরাতের বেহেতারী তলব" করে। সঙ্গে সঙ্গে মোল্লাজী উক্ত কবরের "জাগ্রত" অবস্থা ও কেরামতির বহু বহু উদাহরণ মুখে মুখে আওড়াইয়া, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ার সুনিশ্চয়তা প্রতিপন্ন করত বেচারার নিকট হইতে কিছু আক্কেল সেলামী আদায় করিয়া লয়।

( ৫ )

পীরপূজা বর্ত্তমানকালে মোছলেম সমাজে একটা সাধারণ অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ইহার সর্ব্বনাশী প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। এই শ্রেণীর মুরিদগণের বিশ্বাস একবার পীরের আশ্রয় লাভ হইলে চাই কি বেহেশ্তের একটা ছিট রিজার্ভ করা হইল। যীশুখৃষ্টের চেলাদের মত মোছলেম সমাজেও ইদানীং একটা বিশ্বাস গজাইয়া উঠিয়াছে যে শত পাপ করিলেও পীর ছাহেবের দোয়ার বরকতে সব ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। কাহারও এমনি আকিদা যে দীন দুনিয়ার সকল ব্যাপারই পীর ছাহেব কেবলা নিয়মিত করিতেছেন। যদি বড় একটা খেতাব পাও, তাহা পীর ছাহেবের কেরামতে, যদি জালিয়াতি মামলায় জয়লাভ কর তাহাও তাঁহার কুদরতে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস এতটা পরিণতি লাভ করিয়াছে যে তাহাদের মতে পীর ছাহেব মৃত্যুঞ্জয়, কেবল মাসে মাসে কায়া বদল করেন। আমার এক শিক্ষিত বন্ধু একদিন গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন "যদি পীর ছাহেব কেবল আদেশ করেন, আমার পিতাকেও কতল্ করিতে পারি।"

( ৬ )

একদিকে যেমন কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকদিগকে পাইয়া বসিয়াছে তেমনি অপর দিকে সুশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় নাস্তিকতা ও বিলাসিতার কবল-গত হইয়াছে। ইহাদের দীন ও ইমান হইতেছে অহংবাদ, রাজনীতি চর্চ্চা ও পরনিন্দা। এই যে ইছলামের নামে একটা ওয়াকাহুয়া রব আজকাল চারিদিকে শ্রুতিগোচর হইতেছে ইহাও একটা রাজনৈতিক চাল (Diplomacy) মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ইছলামের জন্য ইহাদের এতটুকুও আন্তরিক দরদ নাই। ইহাদের আসল মতলব হইতেছে স্বার্থসিদ্ধি, যশঃখ্যাতি অর্জ্জন ও সমাজে প্রতিষ্ঠা স্থাপন। ইহারা বিলাসস্রোতে আনন্দে গা ভাসাইয়া যাইতেছে আর মুখে বলিতেছে ডুবিল ইছলাম অতল জলে। নিজ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু ইছলামের মঙ্গলার্থে ও ইছলাম প্রচারের জন্য চাঁদার খাতা সম্মুখে ধরিলে অমনি "তাড়কা রাক্ষসী" রূপ ধারণ করে।

( ৭ )

চারিদিকে একটা গাঢ় অন্ধকারের আবরণ মোছলেম সমাজকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে যেন একটা

বিশালকায় অজগরের অন্তহীন গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে এই কঠিন জমাট বাঁধা তমিস্রার পুরু পরদা ভেদ করিয়া সত্যের আলো পৌঁছে কি পৌঁছে না এই অবস্থা। আজ মোছলমান ইছলামের প্রকৃত আদর্শ কি তাহাও বিস্মৃত হইয়াছে। কেহবা হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুর আচার ও হিন্দুর বিশিষ্ট ধর্ম্মগত সকল গ্রহণ করিতেছে, কেহবা খৃষ্টানী নাস্তিকতা ইছলামের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের আবরণে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। আবার কেহবা ইহুদীদের মত মোল্লা মৌলভীগণের বাক্য আপ্তবাক্যরূপে মানিয়া লইতেছে এবং তাহাদের উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতেছে। বিবেকেরও বিচার বুদ্ধির লণ্ঠনটী পরের হাতে তুলিয়া দিয়া আজ তাহারা এমনি কাঙ্গাল হইয়াছে যে প্রকৃত ঐছলামিক শিক্ষা সম্মুখে ধরিলেও তাহা আপন বলিয়া চিনিতে পারে না। বহুকাল অন্ধকারে বাস করার হেতু সূর্য্যের প্রখর আলো যেমন সহ্য হয় না তেমনি ইছলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ হইতে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া হতভাগ্যগণ আজ এই শিক্ষাকে সম্মুখে ধরিলে ক্রোধের সহিত প্রত্যাখ্যান করে।

( ৮ )

আজ হজরত মোহাম্মদের ( দঃ ) উম্মত হইতে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইল তাঁহার মহান্ আদর্শ ও শিক্ষা সারা পৃথিবীতে প্রচার করিতেন, যে আদর্শ ও শিক্ষার সম্মুখে সভ্যতাভিমানী গর্ব্বিত ইউরোপ ও আমেরিকা সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতেছে এবং তাহাদের নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় মোছলমানগণ এখনও তাহাকে নিজ স্বত্বসম্পদ বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না। হে মোছলমান ভ্রাতৃগণ, আর কতকাল তোমাদের সহোদরদিগকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিবে? আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের দৃষ্টি-শক্তি ফিরাইয়া দিন, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেকের আবার উন্মেষ হউক। আমরা ততদিন তোমাদের গৃহ-দ্বারে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সুধাপাত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিব। যদি হজরতের প্রিয়ভক্ত আহমদকে চিনিতে না পার এবং তোমাদেরই মুক্তিদাতাকে আলিঙ্গন করিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সেই মহাপাতকের কলঙ্ক সপ্তসাগরের জলেও ধৌত হইবে না। মোহাম্মদ মিনহাজুদ্দীন আমী

# আহ্‌মদ-বাণী

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

তারপর আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন :—

ইন্না আতাদ্‌না লিল্ কাফেরিনা ... ছালাছিলা

অর্থাৎ যে অবিশ্বাসী হৃদয়ে আমার ভালবাসা পোষণ করে না, এবং পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তাহাদের জন্য শিকল, গলাবন্ধনী এবং হৃদয়দগ্ধকর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। তাহাদের পায়ে পার্থিব ভালবাসার শিকল রহিয়াছে এবং গ্রীবাদেশে ঈশ্বর-ত্যাগের বন্ধনী রহিয়াছে তজ্জন্য তাহারা মাথা উঠাইয়া উপরের দিকে দেখিতে পায় না এবং নীচে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সেইজন্যই তাহারা সর্ব্বদা অন্তরে পার্থিব বাসনার এক দাবদাহ ভোগ করে। কিন্তু যাহারা আমলে ছালেহ্ ( শরিয়ত বর্ণিত সৎকার্য্য ) করে তাহাই পৃথিবীতে কর্পূর-মিশ্রিত সরবৎ পান করিতেছে যাহার প্রভাবে তাহাদের হৃদয় হইতে পার্থিব বাসনা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পার্থিব সম্পদ অন্বেষণের উচ্চাভিলাষ দূরীভূত হইয়াছে। কর্পূর-মিশ্রিত সরবতের এক ফোয়ারা তাহাদিগকে দেওয়া হয় এবং উহা বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া এক স্রোতস্বিনী সদৃশ করিয়া দেওয়া হয়। তখন নিকট ও দূরের সকলেই ইহার অংশ-ভোগী হয়। যখন ঐ ফোয়ারা স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করে, ইমানের বল এবং এশ্‌কে এলাহি ( ঈশ্বর-প্রেম ) বৃদ্ধি পায় তখন তাহাকে আর এক রকম সরবৎ দেওয়া হয়। উহা আদ্রক-মিশ্রিত সরবৎ। অর্থাৎ প্রথমতঃ সে কর্পূর-মিশ্রিত সরবৎ পান করে, ইহার কাজ ধৌত হৃদয় হইতে সমুদয় পার্থিব বাসনা উৎপাটিত করা

ইহার পর তাহার একটি উত্তেজক সরবৎ পানের দরকার হয় ইহার ফলে এশ্‌কে এলাহির উত্তেজনা তাহার মধ্যে উথলিয়া উঠে কেননা কেবল অন্য কাজ পরিত্যাগ করাই কামালিয়ত (পূর্ণতা) নহে, সুতরাং ঐ সরবতের নাম আদ্রক-মিশ্রিত সরবৎ এবং ঐ শ্রোতস্বিনীর নাম ছাল্‌ছাবিল্ উহার অর্থ হইল, এই যে আল্লাহ্ তায়ালার সন্ধান কর, ঐ অমৃতের সন্ধান কর আর এক স্থানে আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন:—কাদ্ আফ্‌লাহ মান জাক্কাহা ওয়া কাদ্ খাবা মান্ দাস্‌সাহা অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজকে পবিত্র করিয়াছে সে প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছে এবং স্বর্গীয় জীবনের অধিকারী হইয়াছে যে ব্যক্তি পৃথিবীর দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে এবং উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই সে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছে যেহেতু মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারা এই সমস্ত অবস্থা লাভ করিতে পারে না, সেইজন্য কোরাণে করিমের স্থানে স্থানে মানুষকে দোওয়া ও চেষ্টা করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যথা "আদ উত্তাজিবলাকুম" অর্থাৎ তোমরা দোওয়া কর, আমরা তোমাদের দোওয়া কবুল করিব আর একস্থানে আছে:—অয়া ইজা সাআলাকা এবাদি ……লায়াল্লা হুম ইয়ারশুদুন অর্থাৎ যদি আবেদ (ভৃত্য) সন্দেহপরবশ হইয়া আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তবে তাহার উত্তর এই যে আমি অতি নিকটে, যাহারা আমার নিকট দোওয়া করে আমি তাহাদের দোওয়ার জোয়াব দিয়া থাকি, যখন আমাকে তাহারা ডাকে তখন আমি তাহাদের শব্দ শুনিতে পাই। সুতরাং তাহাদের উচিত যে তাহারা নিজেদিগকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলে যেন আমি তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারি তাহারা যেন আমার উপর ইমান আনে, তবেই তাহারা আমার পথ পাইবে আর এক স্থলে আছে:—ওয়াল্লাজিনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম্ ছুবুলানা অর্থাৎ যাহারা আমার রাস্তায় এবং তল্লাসে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে তাহাদিগকে আমি আমার পথগুলি দেখাইয়া দিই আবার আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন:—কুন্ মাআস্‌সাদেকিন অর্থাৎ যদি খোদাতায়ালার সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা কর তবে দোওয়া ও চেষ্টা ত করিবেই, অধিকন্তু সৎ ও সাধু সংসর্গেও বাস করিবে কেননা ঐ রাস্তায় সংসর্গ ও একটি শর্ত্ত এই সমস্ত আদেশ পালন করিলে মানুষ খোদাতায়ালার কুর্‌ব্ (নৈকট্য) হাছেল করিতে পারে। কেন না বলিয়াছি যে 'এছলাম" শব্দের অর্থ নিজের গ্রীবাদেশ কোর্‌বাণীর বক্‌রীর মত সর্ব্ব বিধ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত রাখা, নিজের সমুদয় বাসনা আল্লাহ্ তায়ালার বাসনা ও মনস্তুষ্টির জন্য বিসর্জন দেওয়া, তাঁহার চিন্তায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সাংসারিক মৃত্যু বরং করিয়া লওয়া এবং তাঁহার প্রেমে বিলীন হইয়া অপর কোন উদ্দেশ্যে নহে, কেবল তাঁহার প্রেমের উত্তেজনাতেই তাঁহার আদেশের অনুসরণ করা এমন চক্ষুলাভ করা যাহা কেবল তাঁহার দ্বারাই দেখিতে পায়, এমন কর্ণ লাভ করা যাহা শুধু তাঁহার দ্বারাই শুনিতে পায়, এমন হৃদয় লাভ করা যাহা শুধু তাঁহার দিকেই নত হইয়া থাকে এবং এমন জিহ্বা লাভ করা যাহা শুধু তাঁহার দ্বারাই কথা বলে এই সেই অবস্থা যেখানে মানবের সমস্ত মানবীয় সম্পর্ক শেষ হইয়া যায়, মানব-শক্তি তাহার নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে এবং মানবের পশুত্বের উপর মৃত্যুর ঘন নিবিড় ছায়া পতিত হয় তখন আল্লাহ্ তায়ালার অমৃত-সঞ্জীবনী বাণী স্বীয় চাক্‌চিক্যশালিনী জ্যোতিঃসহ অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে এক নব-জীবন প্রদান করে তখন মানব অহি ও এল্‌হামের সম্মান লাভ করে তখন মানব-বুদ্ধি ও দৃষ্টি-শক্তির অতীত আল্লাহ্ তায়ালার অতি সূক্ষ্ম জ্যোতি নিজ হৃদয় হইতেও নিকটবর্ত্তী হয়। কোরাণে করিমে সেইজন্যই উল্লিখিত হইয়াছে:—নাহ্‌নু আক্‌রাবু মিন্ হাব্‌লুল্ ওয়ারিদ্ অর্থাৎ আমি জীবন-শিরা হইতেও অধিকতর নিকটবর্ত্তী এইরূপে তিনি নশ্বর মানবকে নিজ নৈকট্য-দ্বারা সম্মানিত করেন তখন মানবের অন্ধত্ব বিদূরিত হইয়া তাহার এক জ্যোতিষ্মান চক্ষু লাভ হয় তখন মানব আল্লাহ্ তায়ালাকে আপনার সেই নূতন চক্ষু দ্বার দেখিতে পায়, তাঁহার কথা শুনে এবং তাঁহার আলোর উরনার মধ্যে নিজেকে আবৃত দেখিতে পায় এইখানেই ধর্ম্মের উদ্দেশ্যের শেষ সীমা তখন মানব আপন কলুষিত আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গাবরণ ধারণ করে

তখন মানব মাত্র কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তায়ালার মুলাকাৎ এবং জান্নাৎ লাভের আশায় অপেক্ষা করিতে থাকে ন, কিন্তু এই পৃথিবীতেই তাঁহার সঙ্গে মুলাকাৎ এবং জান্নাৎ লাভ ঘটে আল্লাহ্ তায়াল বলিতেছেন :— "ইন্নাল্লাজিনা কালু রাব্বানাল্লাহ ছুম্মাস্তাকামু তাতানাজ্জালু আলায় হিমুল্ মালায়েকাতু আল্ল তাখাফু ওয়ালা তাহজানু ওয়াবশেরু বিল্ জান্নাতিল্ লাতি কুনতুম্ তুওয়াদুন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহা বলে যে গুণে ও স্বত্তায় সর্ব্বগুণশালী আল্লাহ্ তায়ালাই আমার রাব্ব্, যে তৎপর শত বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়াও আপন ঈমানে ও সত্যানুবর্ত্তিতায় হিমাদ্রি সদৃশ অচল অটল থাকে তাহার উপর বেহেস্ত্ হইতে ফেরেস্ত নাজেল্ হয়, তখন বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে মুকালাম (বাক্যালাপ) করেন। তখন তিনি তাহাকে এই "মাভৈবাণী" দ্বারা আশ্বাসিত করেন, "হে আমার আবেদ (ভৃত্য), তুমি বিপদরাশি এবং শত্রুগণকে দেখিয়া ভীত হইও না, অতীতের আপদগুলি স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না, আমি তোমার পশ্চাতে আছি, আমি তোমাকে আমার প্রতিশ্রুত বেহেস্ত এই দুনিয়াতেই দান করিতেছি। ইহাতে তুমি সুখী হও"

এই সমস্ত কথার প্রমাণ আছে এবং এগুলি অপরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নহে। পক্ষান্তরে এছ্‌লাম ধর্ম্মের হাজার হাজার মহাপুরুষ এই পৃথিবীতেই রুহানি বেহেস্তের (আধ্যাত্মিক স্বর্গের) স্বাদ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত কথা এছ্‌লামের অনুবর্ত্তীদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধর্ম্মবলে বলীয়ান পূর্ব্বকালীন সমুদয় গওছ, কুতুব এবং নবী প্রমুখ মহাপুরুষদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, যে যে বরকত (অনুগ্রহ) তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন সেইগুলি এছ্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ উত্তরাধীকার সূত্রে লাভ করিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরাণে যে দোওয় শিখাইয়া-ছিলেন তাহা পূর্ণ করিয়াছেন সেই দোওয়াটি এই :— ইহ্‌দি নাস্ সিরাতাল্ মুস্তাকিম সিরাতাল্ লাজিন আন্ আম্‌তা আলায় হিম্ গায়রিল্ মাগ্ জুবে আলাহিম্ ওয়া-লাজ্ জাল্লিন। অর্থাৎ যে সমস্ত সত্যের পথিক বুজুর্গদের উপর সর্ব্বপ্রকার বরকাৎ নাজেল্ হইয়াছে, তোমার কালাম (বাণী) যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের দোওয় তুমি কবুল করিয়াছ, যাঁহাদিগকে তুমি সাহায্য দিয়াছ এবং সেরাতে মুস্তাকিম (সরল পথ) দেখাইয়াছ তাঁহাদের রাস্তায় হে আল্লাহ তয়ালা আমাদিগকে চলিবার সামর্থ্য দাও। আর যাহাদের উপর তোমার ক্রোধ বর্ষিত হইয়াছে, যাহারা তোমার ঋজু পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য পথের অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের পথ হইতেও তুমিই আমাদিগকে বাঁচাও।" এই সেই দোওয় যাহা পাঁচবার নামাজের মধ্যে উচ্চারিত হয় ইহা হইতে এই বোধ হয় যে জীবের অজ্ঞান অবস্থায় এই পৃথিবীটা একটা নরক বিশেষ, ঐ অবস্থায় মৃত্যুলাভ করাও এক নরক এবং ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতরূপে আজ্ঞাবহ ও প্রকৃত মুক্তি-লব্ধ, যিনি তাঁহাকে চিনিয়াছেন এবং তাঁহার অস্তিত্বে পূর্ণ ঈমান আনিয়াছেন, যিনি পাপ বিষবৎ ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার প্রেমে নিজেকে ভুলিতে পারেন সুতরাং যেহৃদয়ে এই বাসনা ও অনুসন্ধান নাই যে আল্লাহ তায়াল স্বয়ং তাহার সঙ্গে মোকালামা (বাক্যালাপ) করুন সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত এবং যে ধর্ম্ম আপন অনুবর্ত্তীদিগকে এই কামালিয়াত (পূর্ণতা) পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে না, এবং আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে মোকালামাৎ অবস্থায় লইয়া যাইবার যে ধর্ম্মের শক্তি নাই সেই ধর্ম্ম আল্লাহ্ তায়ালার মনঃপূত ধর্ম্ম নহে উহার সত্যের স্বরূপ নাই এইরূপে যে নবী আল্লাহ তায়ালার মোকালামা মোখাতেবাস্বরূপ (বাক্যালাপ) ধর্ম্মের শেষ উদ্দেশ্যের দিকে মানবজাতিকে পরিচালিত করেন ন, তিনি আল্লাহ তায়ালার নিয়োজিত নবী নহেন, তিনি আল্লাহ-এর উপরে মিথ্যা আরোপ করেন কেন না সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব, শাস্তি এবং পুরস্কার সম্বন্ধে পূর্ণ ঈমান লাভ করাই মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভক্তের কর্ণে আল্লাহ্ তায়ালার দিক থেকে "আনাল্ মাও-জুদ বা "আমি আছি' এই শব্দ শ্রুত নাহয়, এবং যে পর্য্যন্ত ভক্ত তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার চিহ্ন না দেখে সেই পর্য্যন্ত কিরূপে সেই অদৃষ্ট খোদাতায়ালার প্রতি মানবের কামেল ঈমান হইবে? এই পৃথিবী ও আকাশ, এবং উহাদের

নিয়ামক শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে মনে স্বতঃই এই অনুমান উপস্থিত হয় যে এই কৌশল-পূর্ণ শিল্পের নিশ্চয়ই কোন শিল্পী আছে আমাদের বুদ্ধির দৌড়ত এই পর্য্যন্ত এইখানেই মানব-বুদ্ধির সীমা কিন্তু ইহা একটি অনুমান মাত্র পক্ষান্তরে অপরটি সত্য ঘটনা এতদুভয়ের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় "একজন শিল্পীর আবশ্যকতা আছে," মাত্র ইহাই বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় শিল্পী যে আছেন উহার সাক্ষ্য আছে যখন বর্ত্তমান কালে বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিবাদের এক প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি চলিতেছে তখন সত্যানুসন্ধিৎসুদের এই কথাটি ভুলিলে চলে না। যে যে ধর্ম্ম পূর্ণ ইমানের দ্বারা আল্লাহ্‌ তায়ালাকে দেখাইয়া দিতে পারে সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঐশ্বরিক যোগ লাভ করাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তায়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে সমর্থ করে এবং স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি ও মৃতসঞ্জীবনী শক্তিশালী বিশিষ্টতাদ্বারা হৃদয় হইতে পাপের কলঙ্ক কালিমা পরিষ্কার করিতে পারে সেই ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম এতদ্ব্যতীত সবই ভণ্ডামি (ক্রমশঃ)

দৌলতআহমদ খাঁ বি, এ

## ইছ্‌লাম সেবীর বাণী

তোমারি সেবাতে সঁপেছি জীবন
তোমারই সেবা করিব,
বিঘ্ন বিপদ যতই আসুক
কিছুতেই নাহি ডরিব
জীবনে লাগুক্ শত পরিবাদ
আসুক শত্রু সাধিবারে বাদ,
তথাপি এ পথ হইতে কখনো
এক পদ নাহি সরিব

যদি আসে দুঃখ—গিরি পরমাণ
উড়ায়ে দৈন্য ক্লেশের নিশান,
রহিমের দান—করুণা বলিয়া
হৃদয় মাঝারে বরিব
যদি কেহ হয় এ ব্রত-বিরোধী
শক্তি মন্ত্র লব উদ্বোধি,
হৃদয়-যন্ত্র বাঁধি সে মন্ত্রে
লড়িব, না হয় মরিব

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার

## ভজন্

(ব্রজ ভাষা)

কোন্ করে মোহে পার?
দেস্ আরব্ কে বাসাইয়া (১)
মুরি নাইয়া পড়ি মুজধার, (২)
তোম্ বিন কোন্ করে মুহে পার?
নাইয়া মুরি ডুবন লাগি
পাকড় লিও পাৎওয়ার, (৩)
তোম্ বিনা কোন্ করে মুহে পার?
তেরি দোহাই দেওৎ হোঁ
তেরাহি জয় জয়কার,
তোম্ বিনা কোন্ করে মুহে পার?

মন্‌মে হামরু পাপ ভারে হৈ
হৈঁ দুখিঃ দুরাচার,
তোম্ বিনা কে ম্ করে মুহে পার।
নাম তোহাক হায় জি মোহাম্মদ
পার উতারণ হার,
তোম্ বিন কোন্ করে মুহে পার?
নবিজি মোরে হৃদয় মে আও
মন্‌মে বসে একবার
তোম্ বিনা কোন্ করে মুহে পার?
আসলম এক দাস তোহারো
তেরাহি করৎ সাহায়
তোম্ বিন কোন্ করে মুহে পার?

আসলম

(১) বাসিন্দা নিবাসি
(২) প্রবলতর স্রোতে
(৩) হাল

# ধর্ম্মের উদ্দেশ্য

( Ahmadyat or True Islam হইতে )

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য চারিটী। প্রথমতঃ ইহা মানব জাতিকে তাহার উৎপত্তির উৎস কোথায়, কে তাহাকে সৃজন করিল এই তত্ত্বটী শিখাইয়া দেয়। সকল শক্তির আকর সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্দ্বারা মানব নিজ উন্নতির সোপান রচনা করে। স্মরণ রাখিতে হইবে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানব সন্তানের নিকট প্রকাশ করেন। সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এই চারিটী বিষয় বর্ণিত হওয়া আবশ্যক—

( ১ ) আল্লাহর স্বরূপ ও গুণাবলী কি ;

( ২ ) মানুষের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ?

( ৩ ) এই সম্বন্ধ কি প্রকারে ব্যক্ত করা হয় ? আল্লাহ মানুষের উপর কি কি দায়ীত্ব সমর্পণ করিয়াছেন ?—

( ৪ ) মানব কি প্রকারে আল্লাহর সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে পারে এবং তাহার প্রকৃতি-নিহিত এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা কিরূপে চরিতার্থ হইতে পারে ? মানুষের এই স্বাভাবিক পিপাসা দুনিয়াতেই যাহাতে পরিতৃপ্ত হয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র এরূপ শিক্ষা দেয়, যেন খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার অস্পষ্ট ধারণা দৃঢ় সুনিশ্চয়তায় পরিণতি লাভ করিতে পারে।

ধর্ম্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য শিক্ষার সম্যক ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সাতটি বিষয়ের সম্যক আলোচনা করা আবশ্যক —

( ১ ) সুনীতি কি ?

( ২ ) দুর্নীতি কি ?

( ৩ ) সুনীতির বিভিন্ন সোপানাবলী কি ?

( ৪ ) দুর্নীতির বিভিন্ন সোপান শ্রেণী কি ?

( ৫ ) কতকগুলি নীতিকে সুনীতি আর কতক-গুলিকে দুর্নীতি বলা হয় কেন ?

( ৬ ) কি উপায় অবলম্বন করিলে সুনীতি অর্জ্জন করা যায় ?

( ৭ ) কি উপায়ে দুর্নীতি বর্জ্জন করা যায় ?

ধর্ম্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য মানবজাতির সামাজিক জীবনের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া দেওয়া। মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক জীব, সুতরাং তাহার সমাজ-জীবনের অনুকূল কতকগুলি মূল নিয়মের ব্যবস্থাও ধর্ম্মকে করিয়া দিতে হয় যদ্দ্বারা সে শান্তির সহিত বাস করিতে পারে। এইরূপ নিয়মসূত্র বর্ত্তমান থাকিলে সমাজ-বদ্ধ মানব একে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সকল শ্রেণীর লোকই আপনাপন দায়ীত্ব ও অধিকার জানিতে পারে এবং কেহই জানিত কি অজানিত ভাবে অপরের স্বত্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। অব-হিত ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই সমাজের সুব্যবস্থার জন্য এইরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন। কারণ মানুষ কখনই তাঁহার স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এত উপরে উঠিতে পারে না যে সকল মানবজাতির প্রতি তাহার মনে একই প্রকার উদার ভাবের উদ্রেক হইবে। কাজেই যে সকল মূলনীতির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া ধর্ম্মের একটা বড় কাজ। যে ধর্ম্মে এইরূপ কোন ব্যবস্থা করা হয় না তাহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। অতএব ধর্ম্মকে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের উপরও আলোক পাত করিতে হইবে—

( ১ ) পারিবারিক সম্বন্ধ। ইহাই মনুষ্য সমাজের আদি সোপান।

( ২ ) নাগরিক অধিকার ও দায়ীত্ব এবং তাহার সদ্ব্যবহারের প্রণালী।

( ৩ ) প্রভু ও ভৃত্য, রাজা ও প্রজা এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় ?

( ৪ ) বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা চাই এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত।

ধর্ম্মের চতুর্থ উদ্দেশ্য মানুষের অন্তিম দশা বুঝাইয়া

দেওয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানবের কি অবস্থা ঘটে এই এই উদ্দেশ্য সম্পাদনার্থ নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীর আলোচনা হওয়া দরকার—

(১) পরলোক আছে কি? যদি থাকে তবে তাহার স্বরূপ কি?

(২) যদি মৃত্যুর পর আবার জীবন থাকে তবে তাহা সুখ দুঃখ ভোগ করিবে কিন?

(৩) যদি সুখ দুঃখ ভোগ হয় তবে সেই সুখ দুঃখের অনুভূতি কি প্রকারের হইবে?

(৪) মানুষ মৃত্যুর পর কি পাপ হইতে পুণ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে? ইহ কিরূপে সম্ভবপর হইবে?

কোন্ ধর্ম এই চারিটী উদ্দেশ্যের সাধন কল্পে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছে তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে সেই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বার্থকতা কি তাহ উপলব্ধি করা যায় আহমদী সমাজ এই চারিটী বিষয় সম্বন্ধে ইছলাম হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা বিবৃত করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ইছলাম এই উদ্দেশ্য চতুষ্টয় পূর্ণভাবে সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে আমরা ধারাবাহিক রূপে এই বিষয়ের আলোচনা করিব—ইনশা আল্লাহ্.

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য চারিটি সেই চারিটি উদ্দেশ্য কি তাহাও বলা হইয়াছে ইছলাম এই উদ্দেশ্য চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রশ্নগুলির কিরূপ সমাধান করিয়াছে তাহা আমর ক্রমান্বয়ে আলোচন করিব

প্রথম প্রশ্ন এই—ইছলাম আল্লাহ্ তালার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? ইছলাম বলিতেছে, আল্লাহ্ সর্ব্বগুণাধার পূর্ণ পুরুষ পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন পবিত্র কোরাণ সরিফের প্রথম আয়াতের প্রথম পদটী এই, আলহাম্‌দো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন্ তাঁহারই সকল তাআরিফ যিনি জগৎ সমূহ সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে লালন পালন করিতেছেন। তিনি সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন সকলেই তাঁহার আশ্রয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সকল বস্তুতে যে সৌন্দর্য্য ও গুণ বর্ত্তমান আছে তাহা তাঁহারই দান অতএব সকল প্রশংসা তাহারই প্রাপ্য প্রকৃতির নয়নাভিরাম শোভা সৌন্দর্য্য, মানব কণ্ঠের মধুর ধ্বনি, ফুলের সুগন্ধ, শুভ্রফেণ শয্যার কোমলত, সুস্বাদু দ্রব্যের মুখরোচক আস্বাদ সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র পরমেশ্বর তিনিই তাঁহার সৃষ্ট পদার্থগুলিকে নানারূপ গন্ধে, বর্ণে, গুণে ভূষিত করিয়াছেন

উপরোক্ত ছুরার ২য় পদটী এই, আররাহ্‌মান আর রহিম্ তিনি অকারণ কারুণিক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দাতা তিনি **রাহ্‌মান** মানুষের জীবন রক্ষার উপযোগী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি পূর্ব্ব হইতেই তিনি সংস্থান করিয় রাখিয়াছেন, যেমন জল বায়ু, ওষধি, বনস্পতি ধাতু দ্রব্য ইত্যাদি মানবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও অনুসন্ধান স্পৃহ ফলবতী করার নিমিত্ত তিনি দিকে দিকে কত অসংখ্য বস্তু সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহা গনিয়া শেষ করা যায় ন। এইরূপ কর্ম্ম ও চিন্তাশীলতার মধ্য দিয় মানুষের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় এবং তাহার শক্তিসকল বিকশিত হয় বস্তুতঃ মানুষ এমন একটী অভাবের কথা ভ বিতেও পারে ন যাহা তাহার জন্মের পূর্ব্বাবধি পূর্ণ কর হয় নাই। আল্লাহ যে গুণ হইতে এই সুব্যবস্থার নিদর্শন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে সেই গুণের নাম **রাহমানিয়াত** ব অকারণ করুণা-শীলতা

আল্লাহ তায়ালাকে কেহ রাহমান বলে তাহা কতকটা বুঝা গেল ঐ পদে তাঁহার আর একটী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি **রাহিম** অর্থাৎ তিনি মানুষের কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দাতা তিনি মানবকে যোগ্যত অনুসারে তাহার কর্ম্মের পুরস্কার দান করেন মনুষ্যের কর্ম্ম কদাচ নিস্ফল ও ব্যর্থ হয় না বরং তাহার গুণানুপাতে ফললাভ করিয়া থাকে

ঐ ছুরার ৩য় পদটী এই, মালেকে ইয়াওমিদ্দিন্ তিনি পাপপুণ্য বিচারের দিনের সর্ব্বময় কর্ত্তা মানুষ পৃথিবীতে থাকাবস্থায় নিজ নিজ কর্ম্মফল পার্থিব নিয়মানুসারে ভোগ করিয়া থাকে। তাহার প্রত্যেক কর্ম্মের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে যখন তাহার কর্ম্ম সীমারেখায় আসিয়া উপনীত হইবে তখন সৃষ্টিকর্ত্তা মৃত্যুর পর তাহার প্রত্যেক কর্ম্মের দোষগুণ বিচার করিবেন তাহার কর্ম্মের যেটুকু ভাল তাহার জন্য পুরস্কৃত করিবেন আর যেটুকু মন্দ

তাহার জন্য দণ্ডিত করিবেন সেই বিচারের দিবস আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার মালেকিয়াত বা কর্তৃত্ব গুণের প্রভাবে পাপীকে ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন এবং তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতে পারেন

আল্লাহ্র আর এক নাম **কদির** সর্ব্বনিয়ন্তা তিনি সকল দ্রব্যের ধর্ম্ম ও গুণ স্থির করিয়া দিয়াছেন যদি বিভিন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি ও গুণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইত তাহা হইলে দুনিয়ার সবকিছু এলোমেলো হইয়া যাইত একটা ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা পৃথিবীর বুক জুড়িয়া বসিত মানুষের যদি দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা না থাকিত তাহা হইলে কোন্ কাজ কখন কি ফল প্রসব করিবে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত মনে দিনপাত করিত কোন কাজেই তাহার আগ্রহ ও অনুরাগ থাকিত না যদি কাহারও খাদ্য প্রস্তুত করার ইচ্ছা হয় তখন সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে অগ্নি হইতে তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু যদি আগুন হইতে এক সময় তাপ উৎপন্ন হইত এবং আর এক সময় শৈত্য নির্গত হইত তাহা হইলে অবস্থা কি শোচনীয় হইত অথবা যদি জল এক সময়ে আগুন নিবাইত এবং অন্য সময়ে আগুনে ইন্ধন যোগাইত তাহা হইলে মানব জাতির দুঃখ ক্লেশের সীমা থাকিত না এই জন্য সর্ব্বমঙ্গলময় আল্লাহ্ তা'লা দ্রব্য-সমূহে অপরিবর্ত্তনীয় গুণসকল নিহিত করিয়া দিয়াছেন আল্লাহ্ তা'লা'র এই গুণ হইতে তাঁহার এক নাম **কদির**।

আল্লাহর আর এক নাম **ছমি** বা শ্রবণকর্ত্তা। তিনি সব শুনিতে পান অতি ক্ষীণ অস্ফুট শব্দও তিনি শ্রবণ করেন পিপীলিকার প্রতি পদক্ষেপ-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, মানুষের শিরায় শিরায় নিঃশব্দ সঞ্চারী শোণিত প্রবাহ ধ্বনিও তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়

তিনি **হাইই** প্রাণস্বরূপ তিনি সকলকে প্রাণশক্তি দান করেন

তিনি **খালেক** সৃষ্টিকর্ত্তা

তিনি **কাইউম্** স্থিতিদাতা তিনিই সকল সৃষ্ট চরাচরের স্থিতির একমাত্র কারণ।

তিনি **ছামাদ্** তাঁহার উপর নির্ভর ও তাঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না।

তিনি **গফুর** আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন

তিনি **কাহ্হার** সর্ব্বশক্তিমান, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহার প্রভুত্ব বর্ত্তমান

তিনি **জাব্বার** সকল অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা দূর করেন

তিনি **ওহ্হাব** করুণাময় সকল সৃষ্ট বস্তুর উপর তাঁহার করুণার ধারা বর্ষিত হইতেছে

তিনি **ছাব্বুহ্** সর্ব্বদোষ বিমুক্ত তিনি শুদ্ধ, অকলঙ্ক তিনি পবিত্র আল্লাহ্—তিনি অজর, তিনি অমর তিনি কখনও নিদ্রাতুর হন না তিনি ক্লান্তিবিহীন.

তিনি **মোহাইমিন্** সকলের রক্ষাকর্ত্তা এই গুণের প্রভাবে আল্লাহ মানবকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন যদিও সেই বিপদ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে অনেক সময়ে অজানিত ভাবে কত অজানিত কারণে দেহের ভিতরে ব্যাধি প্রকাশ করে, আল্লাহ তাহার বিষাক্ত আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করেন যখনই মানুষের শরীর ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তৎক্ষণাৎ কতকগুলি আরাম দায়িনী শক্তি রোগের বীজাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে মনুষ্য যতক্ষণ না স্বভাবের নিয়ম গুলিকে পুনঃ পুনঃ পদদলিত করে ততক্ষণ তাহার কুক্রিয়ার বিষময় ফল হইতে তাহাকে রক্ষা করা হয় আল্লাহ তা'লা কোরাণে ফরমাইয়াছেন :—

'যদি আল্লাহ্ মানুষের প্রত্যেক কুক্রিয়ার জন্য তাহাকে দণ্ডিত করিতেন তাহা হইলে ধরাতলে একটি লোকও অব্যাহতি পাইত না " ( ছুরা নহাল রুকু ৮ )

মোট কথা তিনি সকল গুণের অধিকারী এবং তাহার করুণা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে কোরাণ শরিফ অন্যত্র বলিতেছেন

"আমার করুণা সকল বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে'। ( ছুরা আল্ আরাফ রুকু ১৯ )

তাঁহার করুণা তাঁহার রুদ্রভাবকে নিয়মিত করে পাপীর প্রতি ক্রোধ এবং অপরাধীর প্রতি দণ্ডাদেশও তাঁহার দয়াশীলতার অভিব্যক্তি মাত্র

তিনি **আহাদ** অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই

তিনি **ওয়াহেদ** সকল কারণের আদিকারণ তাঁহার আদেশ হইতে সকল বস্তু সম্ভুত হইয়াছে।

পবিত্র কোরাণ শরিফে আল্লাহর আরও অনেক গুণের উল্লেখ আছে যাহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইছলামের শিক্ষা প্রভাবে আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উজ্জ্বল পরিপূর্ণ ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। তাঁহার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ দৃষ্ট হয় যাহাতে মানবের অন্তস্থল হইতে যেমন তাঁহার প্রতি অনির্ব্বচনীয় প্রেমধারা স্বতঃ উচ্ছসিত হয় তেমনি এক অব্যক্ত ভীতিভাব ও হৃদয়কে অধিকার করে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার বান্দার মধ্যে গূঢতম নিবিড় সম্বন্ধ এই ভয় ও ভক্তির অপূর্ব্ব মিশ্রণ হইতেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে

সুধীজন মাত্রই স্বীকার করিবেন যে পূর্ণ একত্বের ভাব প্রেম ব ভীতি হইতে উৎপন্ন হইয় থাকে ইহ অবশ্য স্বীকার্য্য যে আল্লাহর প্রতি প্রীতিভাবই মানবজাতির অধিকতর উন্নত এবং স্বাভাবিক অবস্থা, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের অন্তঃকরণ কেবল ভয় দ্বারাই দ্রবীভূত হয়। সুতরাং যে ধর্ম্মে আল্লাহর ভীম ও কান্ত উভয় গুণেরই ক্রিয় দৃষ্ট না হয়, যেখানে পুণ্য প্রশংসিত ও পাপ তিরস্কৃত না হয় সে ধর্ম্ম কখনই সর্ব্বহিতকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ধর্ম্মের কাজ হইতেছে মানুষের কৃতকর্ম্মের অন্তরালে যে সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তি নিহিত থাকে তাহার পর্য্যালোচনা করা অতএব প্রকৃত ধর্ম্ম কেবল শিক্ষিত উন্নত পর্য্যায়ভুক্ত মনুষ্যের ক্রিয়া-কলাপ বিচার করিয় ক্ষান্ত হইবে না, উহাকে সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার মনুষ্যের কাজ কর্ম্মের উদ্দেশ্যগুলিরও বিশ্লেষণ ও সমালোচন করিতে হইবে বস্তুতঃ শিক্ষিত সমাজের সৎকর্ম্মের প্রতি একট স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে সুতরাং যাহার মানব সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, যাহার মানুষ হইয়াও আত্মবিস্মৃত অবস্থায় প্রায় পশু জীবন যাপন করিতেছে তাহাদের উন্নতির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয় বাঞ্ছনীয় এই শ্রেণীর লোককে কেবল প্রেম ও প্রীতির প্রলোভনে সুপথে বিচালিত করা যায় ন কোন ক্ষতি ব দণ্ডের ভয় না দেখাইলে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হয় না যে ধর্ম্ম সকল মনুষ্য জাতিকে আল্লাহর সহিত যোগ স্থাপন করিয়া দিবে বলিয় স্পর্দ্ধা করে সেই ধর্ম্ম মানব চরিত্রের এই দিকটার প্রতি অবহেলা করিতে পারে ন ইছলাম ধর্ম্মে আল্লাহ তা'লার গুণগুলি এমনি সুসঙ্গত ও সুসম্বদ্ধ ভাবে সন্নিবেশিত দেখা যায় যে বস্তু—বৈচিত্র্য-পূর্ণ মানব চরিত্রের সকল দিক সমভাবে আকর্ষণ ও উৎকর্ষ দান করিতে ইছলাম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্মই পারে না ইছলামে আল্লাহর করুণা ও রুদ্রভাব এই উভয় গুণের উপর জোর দেওয় হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে "আমার ( আল্লাহর ) করুণা সকল বস্তুতে ওতপ্রোত হইয়া আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমার ক্রোধকে প্রশমিত করে, কারণ আমার ক্রোধের উদ্দেশ্য সংশোধন করা, অকারণ দুঃখ দান করা নহে"

আবু মোহম্মদ ছুছামউদ্দিন হায়দর।

---

# হিন্দু মুসলমান মিলনের পথ

জনাব এডিটর সাহেব—

আস্‌সালামু আলায়কুম হিন্দু মুসলমান মিলন সম্বন্ধে আহ্‌মদি সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমার মতামত প্রকাশ করিবারজন্য আপনি অনুরোধ করিয়াছেন তদনুসারে এই প্রবন্ধটি পাঠাইলাম। আল্লাহ্‌ তায়ালাই প্রকৃত পথ প্রদর্শক তিনি আমাদিগকে তাঁহার মনোনীত পথে পরিচালন করুন আমীন

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমান ভাবে ভারতবর্ষের সত্ত্বাধিকারী উভয় ধর্ম্মই ভারতবর্ষের বাহিরে উদ্ভূত পরে স্ব স্ব অনুবর্ত্তিগণের সাহায্যে ভারতে প্রবেশ লাভ করে বংশবৃদ্ধি, এবং দেশের পূর্ব্বতন অধিবাসীদিগকে নিজ গণ্ডিভুক্ত করিয়া দুই ধর্ম্মই এদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে হিন্দু প্রথমে এবং মুসলমান পরে এদেশে

প্রবেশ করিলেও, মুসলমানের আগমন সেও প্রায় এক হাজার বৎসরের কথা। সুতরাং তাহাদিগকে নবাগত বলিয়া উপেক্ষা করিবার কোনই হেতু নাই।

এখন দেশের সর্ব্বত্রই, সমাজের সকল স্তরেই, মুসলমান ও হিন্দু পাশাপাশি বাস করিতেছে। কোন ব্যবসায় নাই, কোন বাণিজ্য নাই, কোন শিল্প নাই, কোন কার্য্য নাই, যাহাতে মুসলমান হিন্দুর অংশী নহে। মুসলমান হিন্দু নিজদের অবস্থানের জন্য বিভিন্ন দেশ বা নগর নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয় নাই। সুতরাং দেশের স্বাস্থ্য বা রোগ, অকাল বা সুকাল, আর্থিক উন্নতি বা অবনতি, দুই সম্প্রদায়ের উপরই সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ভারতের বহির্দ্দেশের সহিত উভয় সম্প্রদায়েরই রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ অনেক কাল বিচ্যুত হইয়াছে। হিন্দুও আর এখন গান্ধার দেশের কথা ভাবে না, মুসলমান ও কাবুল বা খোরাসানের স্বপ্ন দেখে না।

তবু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিবাদ কেন? দেশের আভ্যন্তরীণ ধন ও ক্ষমতার বৈষম্য এই বিবাদের এক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। মুসলমান তাহার জনসংখ্যার অনুপাতে দেশের ধন বা রাজকীয় চাকুরী বা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে নাই এবং তাহা লাভ করিবার চেষ্টায় হিন্দুর অন্তরায় হইয়াছে। আমার বিবেচনায় সাম্প্রদায়িক বিবাদের ইহা অন্যতম কারণ হইলেও, ইহা মূল বা প্রধান কারণ নহে। কারণ, দেখিতে পাই যে এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতি চাকরীতে অন্যান্য হিন্দুজাতি অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তেমনি সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও সাহা জাতি ব্যবসায়ক্ষেত্রে অন্যান্য হিন্দুজাতিকে পরাস্ত করিয়াছে। তবু তো তাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মত বিবাদ বিসম্বাদ নাই। আজ যদি এই বঙ্গদেশে মুসলমান নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে চাকুরী বা শাসন ক্ষমতা লাভ করিতে সক্ষম হয়, তবু উভয় সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান মনোভাব থাকা পর্য্যন্ত যে তাহাদের মিলন হইবে তদ্রূপ তো মনে হয় না। এখনও তো মসজেদের সম্মুখে বাদ্য, গরু জবেহ্, বট গাছের ডাল কাটা ইত্যাদি ব্যাপার যাহার ওজুহাৎ দিয়া বর্ত্তমানে এই বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে পূর্ব্বের মতই রহিয়া যাইবে। ব্যক্তিগত ভাবেও দেখিতে পাই যে যে সকল মুসলমান হিন্দুর অন্তরায় সত্ত্বেও সরকারী চাকুরী পাইতেছে বা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইতেছে হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের মনমালিন্য তো হ্রাস হয় না। অন্য পক্ষে আজ যদি এ দেশের সমগ্র হিন্দু ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে বা মুসলমানের হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তবে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে এ বিবাদের বিন্দু বিসর্গও থাকিবে না। ইদানীং বঙ্গদেশের কোন কোন জেলায় যথা নোয়াখালী ও বগুড়াতে মুসলমানগণ চাকুরীতে বা স্বায়ত্ত শাসনে নিজেদের ন্যায্য অধিকার অনেকটা লাভ করিতে পারিয়াছে, তবু সেখানে হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্যের হ্রাস হইয়াছে কি? অন্যপক্ষে ঐ সকল জেলার অধিবাসী সকলেই হিন্দু বা মুসলমান হইলে সেখানে এই বিবাদের লেশমাত্র থাকিবে কি? সুতরাং এই বিবাদের মূল কারণ যে ধর্ম্মের বিভিন্নতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা তো হিন্দুমুসলমান ছাড়া অন্য স্থানেও আছে, সেখানে তো তজ্জন্য বিবাদ হয় না। দেশে হিন্দুমুসলমান ব্যতিরেকে ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখও আছে। তা ছাড়া হিন্দুদিগের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্ম্মমত যথা শাক্ত, বৈষ্ণব, আর্য্য সমাজী আছে, তাহাদের মধ্যে তো হিন্দুমুসলমানের মত বিবাদ বিসম্বাদ দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? মনে কর কোন বৃহৎ একান্নভুক্ত শাক্ত পরিবারে এক ভাই বৈষ্ণব, এক ভাই আর্য্য সমাজী, এক ভাই ব্রাহ্ম, এক ভাই বৌদ্ধ এবং এক ভাই মুসলমান ধর্ম্মমত গ্রহণ করিল, এবং তদ্রূপ বিভিন্ন মত গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাহারা যৌথ পরিবারের সাংসারিক খরচ নির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্বের মত বা তদপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে রহিল। ইহা মনে করা যাইতে পারে যে ব্যক্তিগত ভাবে মুসলমান ভ্রাতা বা বৌদ্ধ ভ্রাতা বা ব্রাহ্ম ভ্রাতা শাক্ত ভ্রাতাদিগকে পূর্ব্বের মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে থাকে এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃত্বে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পায় না। এমতাবস্থাতেও ইহা নিশ্চয় যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাগণকে অচীরে ঐ যৌথ পরিবার হইতে পৃথক হইতে

হইবে এবং পরস্পর বিরোধের মাত্রা যথাক্রমে সর্ব্বাধিক মুসলমান, তৎপর বৌদ্ধ, তৎপর ব্রাহ্ম, তৎপর আর্য্য সমাজী, তৎপর বৈষ্ণব এইরূপে সৃষ্টি হইবে শেষোক্ত দুই মতাবলম্বী অর্থাৎ বৈষ্ণব এবং আর্য্য সমাজী হয়তে ইচ্ছা করিলে পরিবার ভুক্ত ও থাকিয় যাইতে পারে এই দৃষ্টান্ত হইতে আমর বুঝিতে পারি যে (১) বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বিদিগের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, ধর্ম্ম মতের বৈষম্য তাহার প্রধান কারণ অর্থ এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন বিবাদ না থাকিলে সে বিরোধের লোপ পায় না (২) এই বিরোধের প্রখরতা ধর্ম্মমতের বৈষম্যের মাত্রার উপর নির্ভর করে (৩) ধর্ম্মমতের বৈষম্য সত্তেও যে স্থলে উহার মাত্র অপেক্ষাকৃত সামান্য তথায় বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী একত্রে বাস করিতে আপত্তি করে না

উপরোক্ত তিনটী সূত্র আমরা দেশের প্রতি প্রয়োগ করিলেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারি দেশের অধিবাসীগণও এক পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি সদৃশ ধর্ম্মমতের বৈষম্যই তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ যেখানে এই বৈষম্যের মাত্রা অধিক সে স্থলে বিরোধও প্রখররূপ ধারণ করে তজ্জন্যই হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিরোধ এত প্রবল ! বৈষম্যের মাত্রা হ্রাস করিতে পারিলে উভয় সম্প্রদায় একত্র শান্তিতে বসবাস করিতে পারে

এখন বিবেচনার বিষয় এই যে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলনের আবশ্যকতা কি এতদূর প্রবল যে তজ্জন্য সেই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মত গুলিকে সেই মিলন উদ্দেশ্যে একবার পরীক্ষ করিয় দেখা যাইতে পারে ? আমার বিবেচনায় যাহারা জগতের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, যাহারা বিভিন্ন দেশের উন্নতি ও অবনতির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা এ প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে দ্বিমত হইবেন না ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধঃপতন যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিবেন ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয় আমরা মানুষ নই আমরা পশুরও অধম তাই কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণে সম্প্রদায়িক বিবাদ মিটে, স্বরাজ লাভ হয় তবে আমাদের পক্ষে ধর্ম্মান্তর গ্রহণই শ্রেয়

ধর্ম্মের দিক দিয় দেখিতে গেলে ও আমার বিবেচনায় আমর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব ধর্ম্মের সার তত্ত্ব আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও প্রীতি প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ না করিয়া আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রতি ভক্তির দাবী কর প্রবঞ্চনা মাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালা মুসলমানেরও যেমন স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভু হিন্দুর ও তেমনি তিনি সমদর্শী তাঁহার অনুগ্রহ সকল জীবের প্রতি সকল জাতির প্রতি সমান ভাবে বিরাজমান তাঁহার গুণের অনুকরণ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান যে ধর্ম্মের নামেই পরিচিত হউক ন কেন, উহ অধর্ম্ম। হিন্দু ব মুসলমান যতদিন পরস্পর বৈরীভাব পোষণ করিবে ততদিন তাহারা কখনই প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পারিবে না ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ নহে উহার পূর্ণ বিকাশ সমাজের সাহায্যেই সঙ্ঘটিত হয়। সুতরাং যদি আমাদের স্ব স্ব ধর্ম্মমতে এমন কোন বিষয় থাকে যাহা আমাদের প্রতিবেশীকে অন্যায় কষ্ট দেয় এবং পরস্পর প্রীতির অন্তরায় হয় তবে নিশ্চয় জানিব তাহা প্রকৃত ধর্ম্মের অংশ নহে তাহা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র

অতঃপর দেখা আবশ্যক যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম মতে এমন কি বৈষম্য আছে যাহা ঐ দুই সম্প্রদায়ের মিলনের অন্তরায় হইতেছে শাক্তের সহিত বৈষ্ণব একত্র বসবাস করিতে পারে মুসলমান ব খৃষ্টানদিগের সহিত তদ্রূপ পারে না কেন ? ইহার কারণ এই যে শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয়ই বেদ ও গীতাকে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্ত্র বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধ করে এবং যে সকল ঋষির নিকট বেদ অবতীর্ণ হয় তাহাদিগকে এবং অন্যান্য অবতারগণকে সত্য অবতার বলিয়া মান্য করে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্য বিচার লইয়া যথেষ্ট প্রভেদ আছে একজন আমিষভোজী অন্যজন কঠোর নিরামিষের পক্ষপাতী এরূপ আচারের প্রভেদ থাকা সত্বেও উভয় মতাবলম্বী একত্র বাস করিতে পারে মুসলমান এবং খৃষ্টান কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রকে মিথ্যা শাস্ত্র এবং ঐ সকল ঋষি ব অবতারকে 'কাফের' ব ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া বিবেচন করে হিন্দুরাও তেমনি ঐ যবনদিগের শাস্ত্র

পুস্তক কোরাণ এবং বাইবেলকে তুচ্ছ করে এবং তাহাদের প্রবর্ত্তকগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। এরূপ ক্ষেত্রে খাদ্য বিচার বা অন্যান্য আচার সম্বন্ধে একমত হইলেও, সম্প্রদায়দিগের পরস্পর মিলন ত দূরের কথা পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং হইবার কথাও বটে ধর্মশাস্ত্র এবং ধর্মপ্রবর্ত্তকগণ স্ব স্ব অনুবর্ত্তিগণের নিকট প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং পিতামাতা অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ তাহাদের অবমানন দেখিলে ব শুনিলে হৃদয়ে স্বভাবতঃ ক্রোধের সঞ্চার হয়

এবার হিন্দু মহাসভা বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম, জৈন এবং অন্যান্য ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায় গুলিকে হিন্দু শ্রেণীভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের এই উদারতা প্রশংসনীয় এই মীমাংসার অন্যতম অর্থ এই যে ঐ সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তককে হিন্দুগণ ঈশ্বরের সত্য অবতার এবং সত্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক এবং তাহাদের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রকে সত্য ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কেবল মুসলমান এবং খৃষ্টানদিগকে তদ্রূপ স্বীকার না করিয়া মহাসভা প্রকারান্তরে ঐ দুই ধর্ম্মকে মিথ্যা ধর্ম্ম এবং তাহাদের প্রবর্ত্তকগণকে ভণ্ড বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন কারণ ঐ দুই ধর্ম্মকে সত্য ধর্ম্ম বলিলে, বলিতে হইবে যে হিন্দু ধর্ম্ম ঈশ্বরের সকল বাণী এবং সকল সত্যকে মানিতে প্রস্তুত নহে, অন্য কথায় হিন্দু ধর্ম্ম মিথ্যা। কারণ কোন সত্যকে অস্বীকার করাই মিথ্যা ধর্ম্মের পরিচয় /

আল্লাহ তায়ালা যে কেবলমাত্র কোন এক বিশেষ স্থানে বা কোন এক বিশেষ কালে বা কোন এক বিশেষ জাতির মধ্যে নিজ অবতার প্রেরণ করিয়া নিজ সত্য প্রকাশ করিয়াছেন আর অন্যান্য দেশ বা কাল বা জাতিকে সেই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন এরূপ ধারণা যেমন এক দিকে জ্ঞানের বিরুদ্ধ তেমনি অন্যদিকে মানব অভিজ্ঞতারও বিপরীত। আমরা দেখিতে পাই যে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত শারীরিক বা মানসিক দানগুলি কোন এক স্থান বা কাল বা জাতিতে আবদ্ধ নহে তবে তাঁহার আধ্যাত্মিক দানগুলি তদ্রূপ হইবে কেন? তাই অশিক্ষিত মুসলমানদিগের সঙ্কীর্ণ মতের বিপরীত ইছলামের শাস্ত্র পুস্তকে পবিত্র কোরাণ ইহাই শিক্ষা দিতেছে যে আল্লাহ তায়ালা সকল দেশে সকল কালে এবং সকল জাতির মধ্যেই নিজ নবী বা অবতার পাঠাইয়াছেন যাহারা সকলেই মানবকে একই মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন যে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহতায়ালার উপাসনা কর এবং তদ্ব্যতিরেকে সকল বিগ্রহের উপাসনা বর্জ্জন কর ইহাই সত্য ধর্ম্মপথ ইহাই ইছলাম।

এই পবিত্র সূত্র মনে রাখিয়া ভারতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এদেশেও যুগে যুগে এরূপ লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা অবতার হইবার দাবী করিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালার বাণী মানবকে শুনাইয়াছেন। তাহাদিগের প্রদর্শিত পথে চলিয়া একদল লোক পবিত্র জীবন লাভ করিয়াছে এবং অধর্ম্মের প্রচণ্ড উত্তাপের পর পুনরায় ধর্ম্মের বন্যায় দেশ প্লাবিত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, কেহবা পুরাতন প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের দিকেই মানবকে আহ্বান করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন তাহারা বহু মানবের মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি মানবের ভক্তি বহুকাল যাবৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে হউক বা পরোক্ষভাবে হউক দেশবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং স্থায়ীভাবে স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই সকল মহাপুরুষকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মুসলমানগণ আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, কারণ একদিকে কোরাণ শরিফ শিক্ষা দিতেছে যে ভারতবর্ষের মত বৃহৎ ভূমিখণ্ডে নিশ্চয় কোন না কোন নবীর আবির্ভাব হইয়াছে অন্যদিকে কোরাণ শরিফ ইহাও শিক্ষা দেয় যে মিথ্যা শিক্ষা সত্য শিক্ষার মত কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। মিথ্যা স্রোতের উপর ভাসমান ফেনের মত বা গলিত ধাতুর উপর উত্থিত মলের মত, অচিরে লোপ পায়। সত্য শিক্ষা মানব হৃদয়ে স্থায়ী স্থান অধিকার করে। কোরাণ শরিফ ইহাও শিক্ষা দেয় যে সত্য শিক্ষা মানবের উপকারী বিটপির মত, ইহার মূল সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত এবং ইহার শীর্ষদেশ গগন স্পর্শী; ইহা সর্ব্বদাই পবিত্র ফল প্রদান করে অন্য পক্ষে মিথ্যা শিক্ষা দুষ্ট গুল্মের মত ইহা জগৎ পৃষ্ঠে স্থায়ী হয় না শীঘ্রই লোপ

পায় বোবাং শরিফ ইহাও শিক্ষা দিতেছে যে আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদীর প্রাপ্য সম্মান কখনও মিথ্যা প্রবঞ্চককে প্রদান করেন না মানব হৃদয়ের দীর্ঘকালব্যাপী ভক্তি শ্রদ্ধা সত্যবাদীরও ন্যায্য প্রাপ্য তাহা কোন ভণ্ড কখনও পাইতে পারে না এই সকল কারণে প্রকৃত মুসলমান ঐ সকল মহাপুরুষকে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সত্য নবী এবং তাহাদের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য কালের আবর্ত্তনে, মানবের ভ্রমে ব ইচ্ছাকৃত দোষে ঐ সকল শাস্ত্র রূপান্তরিত বা আংশিক লুপ্ত বা মিথ্যার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু আদিতে যে ঐ সকল শাস্ত্র সত্য আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল জ্ঞানীমাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন না

অতএব প্রকৃত মুসলমানেরা তাহাদের ধর্ম্মের শিক্ষা অনুযায়ী হিন্দু ধর্ম্মের আদি গ্রন্থ বেদ এবং পরবর্ত্তী ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্ত্র সমূহকে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনরূপ আপত্তি করিতে পারেন না তেমনি বেদের প্রবর্ত্তক ঋষিগণ এবং পরবর্ত্তী অবতার-গণকেও তাহারা আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবী বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না এই উদার শিক্ষার ফলেই তাহারা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে পারেন না এখন যদি হিন্দুরাও তদ্রূপ হজরৎ মোহাম্মদকে ( দঃ ) ঈশ্বরের অন্যতম অবতার এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র কোরাণ শরিফকে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্ত্র পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করেন তাহা হইলেই বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের তিরোধান হইতে পারে।

হিন্দু মুসলমান মিলনের এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই এতদ্ব্যতীরেকে প্যাক্ট বল, পরস্পরের সাহিত্য আলোচনা বল, যৌথভাবে দেশের সেবা বল, কোন উপায়ই কার্য্যকারী হইবে না মনে মিলন না হইলে বাহ্যিক মিলনের চেষ্টা করা বৃথা তাহাতে হয়তো রোগ আরও বিষম আকার ধারণ করিবে অবশ্য প্যাক্ট দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের ন্যায্য দাবী স্বীকার করা উদারতার লক্ষণ। মনের মিলন সাধিত হইলে এরূপ প্যাক্টে অনেক উপকারও হইতে পারে। তেমনি গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মাতৃ-মন্দিরে' শ্রদ্ধেয় শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী মহাশয় "মিলন-মন্দিরের নৈবেদ্য' নাম দিয়া সাম্প্রদায়িক মিলনের যে সকল পন্থা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি সাধু কিন্তু প্রকৃত আন্তরিকতার উদ্রেক করিতে না পারিলে সকল পন্থাই প্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামিতে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই আন্তরিকতার উদ্রেক করিতে হইলে পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব জাগরণ করা আবশ্যক এবং তাহার উপায় যাহা উপরে উল্লেখ করা হইল তদ্ব্যতী-রেকে অন্য উপায় নাই

এখন এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় কি? তদ্বিষয় আমার বক্তব্য এই যে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নেতাগণ যদি সত্য সত্যই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন চান, তবে এ কার্য্য অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে বিভিন্ন খেলাফৎ কমিটী, ওলেমাদের সভা, স্থানীয় আঞ্জুমান এবং তদ্রূপ নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা, প্রাদেশিক হিন্দু সভা এবং বিভিন্ন পণ্ডিতসভা যদি এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণে এই মত প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হন তবে অচিরেই উভয় সম্প্রদায়ের জন-সাধারণের মতের পরিবর্ত্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের এডিটরগণ এবং সাহিত্যিকগণও বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন তাহাদিগের নিকট এ বিষয়ে সাহায্যের আশা করা কোন দুরূহ আশা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না

পরিশেষে আমি এই মিলন সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি। আশা করি কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েই এই পবিত্র উপদেশটির প্রতি মনযোগ করিবেন যে সকল হিন্দু আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত কোন অবতার ও শাস্ত্র মানেন তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতালা বলিতেছেন—

"হে মুসলমান, তোমরা আমার প্রদত্ত শাস্ত্রের অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বৃত্ত তাহারা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত অতি সাধুভাবে বাক্যালাপ করিবে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বল যে তোমরা তোমাদিগের প্রতি যে ধর্ম্মশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগের প্রতি যে ধর্ম্মশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে উভয় শাস্ত্রই বিশ্বাস

কর এবং তোমাদের উপাস্য এবং তাহাদের উপাস্য একই বটে, তাঁহারই প্রতি তোমরা আত্ম সমর্পণ করিয়াছ' ( সুরা আন্‌কাবুৎ )

আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী,
এম, এ, বি, টি

এ হেন উদার শিক্ষা সত্ত্বেও যে সাম্প্রদায়িক কলহের মীমাংসা হয় না তাহা বাস্তবিক দেশের দুর্ভাগ্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে সুপথ দেন। আমীন

---

# নবুয়ত

## ( ২ )

"হজরত মহম্মদ ছাল্লুল্লাহর পর আর কোন নবী আসিতে পারেন না' এই উক্তির সপক্ষে আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট কোনই যুক্তি নাই। আমরা আহ্বান করিতেছি, যদি কেহ মনে করেন যে তাঁহার উদ্ধৃত dogmaর সপক্ষে কোন যুক্তি আছে তিনি স্বীয় যুক্তি প্রকাশ করুন। আহমদীর পৃষ্ঠা সর্ব্বদাই এই শ্রেণীর লেখকদিগের জন্য উন্মুক্ত আছে। এখানে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করা আবশ্যক মনে করি। প্রথমতঃ অনেকে মনে করেন, যেহেতু কোরান শরিফ অবিকৃত ও মৌলিক অবস্থায় বিদ্যমান আছে, সুতরাং আর কোন নবীর আবশ্যকতা নাই। এর চেয়ে বড় গোলক ধাঁধা (Fallacy) আর হইতে পারে না। ঈমানের সাতটি সর্ত্তের মধ্যে 'কেতাব' ও 'রছুল' দুইটি বিভিন্ন সর্ত্ত। 'কেতাব' অবিকৃত ও মৌলিক অবস্থায় আছে। সুতরাং আর কোন নূতন কেতাবের আবশ্যকতা নাই, এই কথা বলা যাইতে পারে। "নূতন নবীর আবশ্যকতা নাই" এ কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। 'কেতাব' অবিকৃত ও মৌলিক অবস্থায় থাকিলে যদি রছুলের আবশ্যকতা না থাকে, তবে 'ঈমান বেলকেতাব' ও 'ঈমান বের্‌রছুল' দুইটি সর্ত্ত না হইয়া একটী সর্ত্ত হইল না কেন? হেদায়েতের জন্য শুধু কেতাবই যদি যথেষ্ট হয়, তবে "ছুন্নতে রছুল, ছুন্নতে রছুল" করিয়া এত জোর দেওয়া হয় কেন? রছুলের মৃত্যুর পর কেতাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঈমান ক্রমশঃ কমজোর হইতে থাকে কেন? বর্ত্তমান সময়ে মোছলমানের ঈমান কমজোর হয় নাই কি? কেন, ইহার কারণ কি? কোরান শরিফ বিদ্যমান, গলিতে গলিতে পাগড়িধারী মুন্সী, মৌলবী মৌলানা পীর বিদ্যমান, ইহা সত্ত্বেও কেন মোছলমানের ঈমান কমজোর হইতেছে? মোছলমান, অবহেলা করিও না গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও। আমাদিগকে তর্কে হারাইবার চেষ্টা করিও না। ব্যাপারটা বুঝিতে চেষ্টা কর। এই প্রশ্নের সঠিক সমাধানের মধ্যেই তোমাদের জীবন এবং ইহার অবহেলাই তোমাদের পতনের একমাত্র কারণ।

ঈমানের কমজোরী দূর করিবার জন্য কেতাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই নূতন নবীর আবশ্যকতা আছে। কোন বুদ্ধিমান মোছলমানই একথা অস্বীকার করিতে পারে না। বস্তুতঃ আমাদের সহিত যাহারা নবুয়ত সম্বন্ধে মতভেদ রাখেন, তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় হইতেছে জ্ঞান-বিবেক-বর্জ্জিত নিরেট মোল্লা, যাহাদের মতে অন্ধ অনুবর্ত্তিতা বা তকলিদ ধর্ম্মের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। আর সম্প্রদায় শুধুই শব্দের মারপেচ খাটাইয়া থাকেন। ইহারা 'নবী' শব্দটি ব্যবহার না করিয়া 'মোজাদ্দেদ' বা 'মোহাদ্দেস' শব্দটি ব্যবহার করিতে চান, শব্দের মারপেচ খেলায় সিদ্ধহস্ত এই শ্রেণীর অনেক বন্ধু আছেন যাহারা বলেন, হজরত মির্জা গোলাম আহমদ ( আঃ ) ছাহেব নবুয়তের দাবী করেন নাই, মোজাদ্দেদ হইবার দাবী করিয়াছেন মাত্র। "কাদিয়ানিগণ হজরত মির্জা ছাহেবের দাবী অতিমাত্রায় বাড়াইয়া প্রচার করে" আমাদের বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগও অনেকে করিয়া থাকেন। হজরত মির্জা ছাহেবের লিখিত গ্রন্থাবলী আলোচনার পর যদি কাহারও মনে এই প্রকার

ধারণা জন্মে, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় হজরত ছাহেবের কেতাব না পড়িয়াই অথবা তাঁহার প্রাথমিক জীবনের লেখা দুই একখানা পুস্তক পড়িয়াই ইহারা আমাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে থাকেন

নবী কাহাকে বলে? মোজাদ্দেদ কাহাকে বলে? নবুয়ত ও মোজাদ্দেদিয়তে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নগুলির সমাধান না করিয়া 'নবী আসিতে পারেন না, মোজাদ্দেদ আসিতে পারেন' বলার কোনই অর্থ নাই যাহারা হজরত রছুলে করিমের (দঃ) পর নবীর আবির্ভাব স্বীকার করেন না, মোজাদ্দেদের আগমন স্বীকার করেন, তাহাদিগকে আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্য আহ্বান করিতেছি ছুফি আবুবকর, মৌলবী রুহল আমীন, হানাফি কাগজের সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ছাহেবান প্রমুখাৎ "হানাফিগণে বাঙ্গালা" হয় ত বক্রযুগেরও বড় বড় লম্বা চওড়া কেতাব হইতে নবুয়তের রাশি রাশি ভ্রান্ত সংজ্ঞা উপস্থিত করিয়া অনর্থক সময় ও শক্তিনাশের ব্যবস্থা করিবেন এই কাজে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে আরবী পার্শি অক্ষরের লেখা দেখিলে তাঁহাদের মরিদান যেভাবে বিনা বিচারে মানিয়া লয়, আহমদী কখনও তদ্রূপ করিতে প্রস্তুত নহে। আরবী অক্ষরে লিখুন, আর সোনালী কালীতেই ছাপান, আহমদী কিছুতেই বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলিবার পাত্র নহে যাচাই বাছাই করিলে যাহার ভিতরে কিছু সারবত্ত পাওয়া যায়, আহমদী কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত

নবুয়তের সংজ্ঞা কিরূপে করিতে হইবে? অবশ্যই Inductive method এ নহে কারণ আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেহই তাঁহাদের সকলের সংবাদ রাখেন না এমন কি, লক্ষ লক্ষ নবীর মধ্যে হাজার দুই হাজার নবীর ইতিহাসও কেহ সঠিক ভাবে জানেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন না সুতরাং Inductive methodএ সংজ্ঞা করা যাইতে পারে না 'নবী' একটী আরবী শব্দ ইহার সংজ্ঞা নির্ব্বাচনে আরবী অভিধান আমাদিগকে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে কিন্তু অভিধানের উপরও সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারা যায় না অভিধান প্রণেতাগণ আমাদের মতই মানুষ ছিলেন আমাদের মত তাঁহাদেরও ভ্রম-প্রমাদ থাকা স্বাভাবিক ফলতঃ 'নবী' শব্দের নির্ভুল ও নিরাপদ সংজ্ঞা নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় আল্লাহর কালাম কোরাণ শরিফ কোরাণ শরিফের প্রয়োগ বিধি দেখা, অভিধানের সাহায্য লওয়া এবং প্রাচীন নবিগণের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা—এই তিনের সমাবেশ ব্যতীত নবুয়তের সংজ্ঞা করা যাইতে পারে না যাহারা নবুয়তের সংজ্ঞা করিবেন তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে কোরাণ শরিফের আয়াত হইতে নিজের সিদ্ধান্তের সমীচীনতা প্রমাণ করিতে হইবে দ্বিতীয়তঃ কোন না কোন অভিধানের সাক্ষ্য পেশ করিতে হইবে তৃতীয়তঃ ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে এই নিয়মানুযায়ী এখন আমরা নবুয়তের সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আল্লাহ তা'লা কোরাণ শরীফে বলিয়াছেন :—(১) আলেমুল গায়েব, ফালা ইওজহেরো আলা গায়বিহি আহাদান্ ইল্লা মানেরতাজা মিররছুল' অর্থাৎ গুপ্ত রহস্যের মালিক আল্লাহতা'লা যাহাকে **রছুলরূপে** মনোনীত করেন, তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও **গায়েবের** উপরে কর্তৃত্ব দান করেন না অর্থাৎ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা দান করেন না। (ছুরা জিন ২য় রুকু), (২) "অমা নোরছেলোল মারছালিন ইল্লা মুবাশ্শেরীন অ মুনজেরীন"—সুসংবাদ প্রদান ও ভয়প্রদর্শনের জন্য ব্যতীত আমি রছুল পাঠাই না অর্থাৎ জাতির উত্থান পতনের সংবাদ লইয়া নবিগণ অবতীর্ণ হন, ছোট খাট মামুলী ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের জন্য নবিগণ অবতীর্ণ হন না। (আল-আন্আম রু ৫), (৩) "লা নোফার্‌রেকো বায়না আহাদ'—নবিদিগের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই কিন্তু "তেলকার্‌ রোছোলো ফজ্জলনা বা'জোহুম আলা বা'জ' আমরা কতক রছুলকে কতক হইতে শ্রেষ্ঠতর করিয়াছি, (৪) "ইন্না আনজাল্নাত্তওরাতা ফিহা হোদাও অনুর; ইয়াহ্‌কোমো **বেহান্ নবী-উন**। আলআহ্‌বারু বেমাস্তোহ্‌ফেজু মেন কেতাবেল্লাহ

অকাহু আলায়হে শোহাদ" অর্থাৎ নিশ্চয়ই অ মব ৩ও রিত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম ইহাতে নুর ও হেদায়েত ( gaidance & l ght ) ছিল ইহার সাহায্যে আল্লা'র দাস নবিগণ—( বহুবচন, দ্বিবচন নহে ), অলীআল্লাহগণ ও মুফ্‌তিগণ ইহুদি জাতির জন্য ব্যবস্থা প্রদান করিতেন [ আল মায়দ , ক ৭ ]

কোরাণ-শরিফ হইতে উদ্ধৃত আয়াতগুলি হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই :—( ১ ) নবিগণ এত অধিক পরিমাণে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যেন তাঁহাদের গায়েবের উপর কর্তৃত্ব আছে অর্থাৎ বহু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী করা নবুয়তের একটী শর্ত, ( ২ ) নবীর প্রকাশিত ভবিষ্যৎ বাণী জ্যোতিষিগণের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় অবহেলার যোগ্য নহে নবিগণ ভবিষ্যতের জন্য জাতির উত্থান পতনের সংবাদ দান করেন যাহারা নবীর উপদেশ গ্রহণ করেন তাঁহারা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে থাকেন এবং যাহারা উপদেশ অগ্রাহ্য করে তাহারা ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে যাইতে থাকে ( ৩ ) নবীমাত্রই প্রথম ও দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের গুণসম্পন্ন হন, প্রত্যেকেই বহুল পরিমাণে মূল্যবান্ ( momentons ) ভবিষ্যদ্বাণী করেন কিন্তু তাঁহারা সকলে সমান হন না একজন আর একজনের অধীন ভাবেও কাজ করিয়া থাকেন ( ৪ ) ইতিহাস আমাদের তৃতীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। হজরত হারূণ হজরত মুছার ( আঃ ) অধীনে খলিফা ও নবী ছিলেন, একথা মৌলবী কহল আমীন ও ছুফি আবুবকর ছাহেবও অস্বীকার করিতে পারিবেন না কারণ মির্জ্জায়ী ফেতন নেস্ত নাবুদ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের প্রাণে যতই বলবতী হউক না কেন, ( ৪ ) সংখ্যক চরণে উদ্ধৃত কোরাণের জলন্ত সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিবার মত সাহস কোন মোছলমান নামধারী ব্যক্তির থাকিতে পারে আমরা এরূপ কল্পনাও করিতে পারি না

মোটের উপর কোরান শরিফ অনুযায়ী নবুয়তের সংজ্ঞা এই :—যাহারা বহুল পরিমাণে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং যাহাদের বাণীর সহিত ভবিষ্যৎ জগতের উত্থান পতনের ইতিহাস বিজড়িত থাকে তাহারাই নবী" কোরান শরিফের এই সংজ্ঞানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পথে একটি মস্ত বড় বাধ আছে 'বহুল পরিমাণ ভবিষ্যদ্বাণী' কথাটা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বুঝায় না পাঁচ শত ভবিষ্যদ্বাণীকে অনেকে 'বহুল পরিমাণ' বলিয়া স্বীকার করিবেন আবার অনেক আছেন যাহারা পাঁচ লক্ষকে 'বহুল পরিমাণ' বলিয়া স্বীকার করিবেন না সুতরাং এই অসুবিধার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদিগকে কোরান শরিফ আলোচনা করিয়া কোন একটা পথ বাহির করিতে হইবে

হেদায়েতের জন্য (১) নবী (২) মোজাদ্দেদ বা মোহদেছ ও (৩) ওলামা এই তিন শ্রেণীর লোক আছেন নবী ও মোজাদ্দেদ বা মোহাদ্দেছে পার্থক্য কি, এই কথাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি আমরা জানি না নবী কাহাকে বলে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা জানেন—"আল্লাহু ইয়ালামো হায়ছো ইয়াজআলো রেছালাতুহু' সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা যাহাকে নবী আখ্যা দেন, তিনিই নবী আমাদের অনুমান করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে দাবীকারীর প্রতি অবতীর্ণ অহি এলহামে তাঁহাকে নবী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে কিনা ( মোলহেম কিনা, সে পরীক্ষা পূর্ব্বেই করিতে হইবে, নবী কিনা, এই সন্ধানের সহিত মিশাইয়া খিচুড়ী পাকাইতে হইবে না ) অতএব নবুয়তের সংজ্ঞা এই :—*যাহারা বহুল পরিমাণে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন, যাহাদের* বাণীর সহিত ভবিষ্যৎ জগতের ইতিহাস বিজড়িত থাকে এবং যাহাদিগকে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা নবী আখ্যা দেন, তাঁহারাই নবী

বিখ্যাত প্রামাণিক আরবী অভিধান বাহের, আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম অভিধান তাজুল উরুছ, লেছানুল আরব প্রভৃতিও আমাদের এই সংজ্ঞারই সমর্থন করে আমাদের সংজ্ঞার বিরুদ্ধে যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে তিনি আমাদের নিকট যুক্তি ও প্রমাণপূর্ণ আপত্তি পাঠাইতে পারেন আমরা আনন্দের সহিত তাহা প্রকাশ করিব প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়া যাইতেছে আল্লাহ তায়লা তওফিক দিলে ভবিষ্যতে আরও অনেক কথা লিখিব

মহম্মদ আবদুল হাফিজ

# এস্‌লাম

( ১ )

শত সহস্র প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার প্রতি যিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন ইহা তাঁহার রহমানী ছিফত বা অযাচিত দানের ফল আমাদিগকে যে কেবল মনুষ্য রূপে সৃজন করিয়াছেন তাহাই নহে বরং নাস্তিকতা, পৌত্তলিকতা ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি হইতে কার্য্য হইতে নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া—একেশ্বরবাদী রূপে সৃজন করিয়াছেন যাহাতে আমরা ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতম শিখরে পদার্পণ করিতে পারি এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারি,—তিনি আমাদিগকে শান্তি পূর্ণ এস্‌লাম ধর্ম্মের অনুগত করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ সুগম করিবার জন্য তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থ 'কোরান শরীফ' দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তাঁহারই বাণীতে পূর্ণ এবং আজ তেরশত বৎসরের বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ইহার কিছুই পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই—ইহা উক্ত ধর্মগ্রন্থের সত্যতার একটী বিশেষ নিশান বা চিহ্ন।

* * * *

'কোরান শরীফের' বিবিধ শিক্ষার মধ্যে নামাজ বা এস্‌লামীয় আরাধনা একটী এই নামাজ ও তাহার বিধি প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিলে, রহমান ও রহিম আল্লাহতালার অসীম জ্ঞান ও অনন্ত অনুগ্রহের পরিচয় পাইয়া ভাবুক মাত্রই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না একদিকে নমাজ যেমন হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া উপাসককে অমৃত সুখ প্রদান করে; এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিবার ও তাঁহারই প্রেমে বিমোহিত হইবার ইহা যেমন শ্রেষ্ঠতম সোপান, অন্য দিকে তেমনই ভাইয়ে ভাইয়ে, পল্লীতে পল্লীতে, সমাজে সমাজে, দেশে বিদেশে একত্ব স্থাপনের একটি বিশেষ উপায়।

প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে এস্‌লাম পাঁচ 'অক্ত' বা সময়ের 'ফরজ' বা obligatory নমাজের বিধি প্রদান করে মোসলমান মাত্রই সম্ভব স্বীয় আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপড়শী সহ একত্র হইয়া নামাজ পাঠ করে; কিন্তু প্রত্যেক সময়ে সমবেত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না এই অভাব মোচন করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা জুম্মার নমাজ বা Friday prayers এর বিধি দিয়াছেন। সেইদিন আবার 'খোতবা' বা বক্তৃতা দেওয়া হয়; তাহাতে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাময়িক রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করা হইয়া থাকে শুক্রবারে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু ধার্ম্মিক মোসলেমান একত্র হয় ফলে বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতে আরও দৃঢ়তর হয় জুম্মার 'খোতবা' শ্রবণে প্রত্যেকেই প্রভূত পরিমাণে উপকার লাভ করেন এবং এই প্রকারে শিক্ষার সাফল্য বিশেষ রূপে সাধিত হইয়া থাকে। এই জুম্মার নমাজেও দূরবর্ত্তী লোকদের একত্র মিলন হওয়া সম্ভবপর নয় তাই আবার এই অভাব দূরীকরণ মানসে এস্‌লামে ঈদের নামাজের বিধি আছে। এই নামাজ বৎসরে দুইবার আসে রমজানের অবসানে ঈদুলফেতের এবং এস্‌লামী বৎসরের বা lunar year এর শেষ মাসের ১০ম তারিখে ঈদুল আজ্‌হা আসে ঈদের সময়ে দূরের অতি দূরের লোকজন একত্র হইয়া থাকে নামাজ-স্থল লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়ে এই সময়ে মোসলেম হৃদয়ে এক প্রকার নূতন জাগরণ উপস্থিত হয় এই আনন্দের স্রোত পৃথিবীর চক্ষে ভাসিয়া পড়ে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্রই আনন্দের কোলাহল শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, ছোট বড়, রাজা প্রজা কাহারও পার্থক্য নাই, সকলই জাতি ও পদ নির্ব্বিশেষে এক স্থানে মিলিত এবং একই আল্লাহর একত্ব "তহিদ" কীর্ত্তনে ব্যস্ত। তৎপরই মিলন। উচ্চ নীচ, বিচার নাই, শত্রু মিত্রের পার্থক্য নাই,—সকলই মিলনে মিলনে আত্মহারা; এইরূপ উল্লাস ও আনন্দের মধ্যে

পরস্পরের মিলন ও কোলাকুলিতে পূর্ব্ব প্রণয় ও ভালবাসা নূতনত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সামাজিক বন্ধন বিস্তারিত ও দৃঢ় সংবদ্ধ হয়। মোসলমান মাত্রই যাহারা সুস্থ, সবল, ও ধনী এবং ঋণগ্রস্ত নহেন তাহার ঈদুল্ আজহা উপলক্ষে মক্কা শরীফে গমন করিয়া আরফাতের ময়দানে জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলিম ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হন, এবং এছলামের চরম উদ্দেশ্য বিশ্বমানবের একই পতাকার নীচে সমবেত হওয়ার মহান আদর্শ ও উচ্চতম বাণী জগতের নিকট ঘোষণা করেন বিশ্বমানবের সম্মিলন-পর্ব্ব বা পবিত্র হজ্ব সক্ষম মোসলমানদিগের প্রতি ফরজ অর্থাৎ পালনীয় * * * *

আল্লাহ্ এক এবং একেই মিলন হওয়া—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এস্লামের সর্ব্ববিধ প্রণালীতেই ঐ "একে এক" নিয়মের শিক্ষা পাওয়া যায় একই খোদার উপাসনা কর, একই নবী বা অবতারের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, একই ইমামের পশ্চাতে একত্রে নমাজ পড়া, একই স্থানে পৃথিবীর যাবতীয় মোসলমানের জাতি পদ-নির্ব্বিশেষে একত্র হওয়া—সকলই আল্লাহ্ তায়ালার "ওয়াহেদহু ও লাশারীকালাহু'র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে আল্লাহ্ তায়ালা এক এবং তিনি চানও এক সেখানে জাতি ভেদ নাই, উচ্চ নীচ নাই, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রভেদ নাই, দেশ বিদেশ নাই, ধনী নির্ধন নাই কেবলই Submission, Resignation, বিধানের অনুসরণ সকলেই এক হও একের গান গাও এবং একেতেই মিলিত হও—এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই তিনি যুগে যুগে, স্থানে স্থানে, অনন্ত কাল হইতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন তিনি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জরোয়াষ্টার, মুছা, ইছা (আঃ) প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিবর্গকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান ও কালের সীমার মধ্যে সেই এক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নবী বা অবতার রূপে পাঠাইয়াছেন অবশেষে বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) প্রেরণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে প্রেম-রূপ একতার রজ্জুতে বাঁধিতে ও একই সুর ধরিতে এই শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এই শিক্ষা ভ্রান্ত মানব হৃদয়ে আবার নূতন ভাবে জাগরূক করিবার জন্য 'সম্ভবামি যুগে যুগের' সনাতন নিয়মানুযায়ী এই যুগেও পুনঃ **কল্কি অবতার বা কৃষ্ণ অবতার প্রতিশ্রুত মসিহ ও আখেরী জমানার মাহদী হজরত আহমদকে** (আঃ) আবির্ভূত করিয়াছেন পৃথিবী যখন একতার গান গাহিতেছিল, এক হইবার উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত ছিল তখনই তিনি আগমন করিয়া একতার সুগম পথ পুনঃ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন

মোজফ্ফর উদ্দিন চৌধুরী বি এ

---

# বিচিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস

## কোরানের সমর্থ

ইদানিং হুগলি সেসন কোর্টে এক অভিনব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে থানপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরী করম আলি সাহেব ফরিয়াদি এবং তাঁহারই পীর সাহেব আসামি চৌধুরী সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং পীর সাহেবের বিশিষ্ট মুরিদ (শিষ্য) এবং খলিফা ছিলেন। আজ প্রায় ৯ মাস হইল তিনি মারা যান তাঁহার এক মাত্র ওয়ারেস্ তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর নিঃসহায় বিধবা ঐ সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষণ লইয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। একজন শিষ্যের এরূপ অবস্থা দেখিয়া পীর সাহেব বিচলিত হন এবং অনন্যোপায় হইয়া বিধবাকে নেকাহ্ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রায় ৫ মাস হইল শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় চৌধুরী সাহেবের প্রাসাদেই এখন পীর সাহেবের বাস ভবন। এক

মাস হইল হঠাৎ এক প্রাতেঃ চৌধুরী সাহেব নিজ বাটীতে উপস্থিত হন পীর সাহেব এবং অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং সাদরে অভ্যর্থনা করেন সপ্তাহ কাল চৌধুরী সাহেব অতিথি রূপে বহির্ব্বাটীতে বাস করেন তাঁহার প্রভৃত সম্পত্তি এবং ঘর বাড়ী এখন পীর সাহেবের করতলগত তাঁহার প্রিয়তম স্ত্রীও এখন পীর সাহেবের অঙ্কশায়িনী এ গুলি তাঁহাকে প্রত্যর্পণের কোন ভাবও পীর সাহেব দেখান না চৌধুরী সাহেব গোপনে তাঁহার পীর সাহেবকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিলেন কিছুতেই কিছু হইল না শেষে তিনি আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন তাই এই মোকদ্দমা চৌধুরী সাহেব যে বাস্তবিকই পুরাতন চৌধুরী সাহেব তদ্বিষয় কোন পক্ষের দ্বিমত নাই মানুষ একবার মরিবার পর খোদাতা'লা যে তাহাদিগকে পুনরায় এই জগতেই পুনর্জ্জীবিত করিয়া থাকেন, তাহা উভয় পক্ষের স্বীকৃত এ সম্বন্ধে "কাদিয়ানী রহস্য" নামক পুস্তিকায় মৌলবী সাহ সুফী তজম্মল হোসেন ছিদ্দিকী সাহেব পরিষ্কার ভাবে কোরানের উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১) সুফী সাহেব যে সে ব্যক্তি নন তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বজন মান্য পীর হজরত মওলানা হাজী সাহ সুফী মোহম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী-ফুরফুরাবী সাহেবের খলিফা তিনি ঐ পুস্তিকা উক্ত পীর সাহেবের আদেশ অনুযায়ী প্রণয়ন করেন এবং বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ অলি জনাব মওলানা হজরৎ সাহ সুফী হাজী গোলাম সলমানী সাহেব মরহুম মগফুরের প্রধান খলিফা জনাব মৌলভী হাজী আবদুল লতিফ বি, এ, সাহেব বর্দ্ধমানী দ্বারা ঐ পুস্তিকা সংশোধিত হয় সুতরাং মরিয়া পুনরায় দুনিয়াতেই পুনর্জ্জীবিত হইবার মসলা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না কিন্তু জুরী ও জজ্ সাহেব তাহা মানিলেন না। তাহারা পীর সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন দর্শকগণের মধ্যে পীর সাহেবের মুরিদ অনেক ছিল তাহারা এই শরিয়তের বিরুদ্ধ মীমাংসায় ক্ষুণ্ণ মনে সেদিন কাফেরদিগের বিচার ব্যবস্থার গ্লানি করিতে করিতে বাটী ফিরিল

(১) 'কাদিয়ানী রহস্য' ৫ পৃষ্ঠ

## সত্যধর্ম্মের প্রমাণ

হাজি সাহেব—কি কাদিয়ানী সাহেব 'কাদিয়ানী রহস্য" পুস্তিকাখানি পড়িয়াছেন কি? খোদাকে ডরাইয়া আখেরতের খেয়াল করিয়া কহিবেন (১) বুঝিতে পারিবেন 'মির্জ্জাজী ইস্‌লামের সাহায্যকারী ছিলেন না দীন ইস্‌লামের ধ্বংসকারী ছিলেন ' (২)

আহমদী—হাঁ জনাব হাজী সাহেব আমি পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি এবং অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

হাজি সাহেব—দেখুন দেখি, হিন্দুস্থানের বড় বড় মুসলমান আলেমগণ ঐ ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া কোরাণ হাদিস ফেকাহ হইতে দেখাইয়া দিয়াছেন যে কাদিয়ানী ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ইস্‌লামবিরোধী ও হাদিস কোরানের বিরুদ্ধ (৩) 'মির্জ্জাজীর দাবী যদি হাদিস ও কোরানের বিরোধী না হইত তাহা হইলে তাঁহারা খোদাতালার ভয়ে কখনই বিপক্ষতা করিতেন না '

আহমদি—তাহাতে কি আর কিছু সন্দেহ আছে? এত মুসলমান যখন মির্জ্জাজীকে কাফের বলে, তখন তিনি কাফের হইবেন বই কি আলেমগণ কি আর মিথ্যা বলিতে পারে! তবে কি না কখন কখন তাঁহারা ইচ্ছাকৃত উল্ট পাল্ট ফৎওয়া দিয়া থাকেন তা দিলেনই বা তাই বলিয়া কি তাহাদের কথা মিথ্যা হইবে? রসুল করীম (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন যে শেষ যুগে আলেমগণই দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হইবে সে কথা কি আর এখন খাটে? কি বলেন তাই না হাজী সাহেব? হজরৎ ঈসা (আঃ) মসিহ হইবার দাবী করিলেন অমনি সকল ইহুদি আলেমগণ তৌরিৎ যাহা ইহুদিদিগের কোরান এবং তালমুদ যাহা ইহুদিদিগের হাদিস এবং অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, হজরৎ ঈসার (আঃ) দাবী সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরোধী যদি তাই না হবে তাহা হইলে আলেমগণ খোদাতালার ভয়ে

(১) 'কাদিয়ানী রহস্য' ৩ পৃষ্ঠ (২ 'কাদিয়ানী রহস্য' ৭ পৃষ্ঠ
(৩) 'কাদিয়ানী রহস্য ১ পৃষ্ঠ

কখনই তাহার বিপক্ষতা করিতেন না দুঃখের বিষয় এতদিন আলেমদিগের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই

হাজি সাহেব—তাতে আর সন্দেহ কি? আজ যদি আলেমগণ না থাকিতেন তবে এ গোমরাহির প্রতিরোধ কে করিত? দেখুন 'এই সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদিগের সংখ্যার তুলনার কাদিয়ানী সম্প্রদায় সমুদ্রের মধ্যে এক ফোটা পানির চেয়ে ও কম' (১)

আহমদি—বটেই তো। এত বড় প্রত্যক্ষ বিষয়টী কাদিয়ানীগণ বুঝিতে পারে নাই বড়ই আশ্চর্য্য এই দেখুন না মাথ গুণিয়া কি না হয়? ইউনিয়ানবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইতে প্রাদেশিক মন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই ভোট দ্বারাই সাব্যস্ত হয় আরবের বর্ব্বরগণ তখন বুঝিতে পারে নাই একদিকে সমগ্র আরবজাতি অন্যদিকে মোহম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার কতিপয় উম্মৎ তাহারাই আবার দাবী করিত যে সকল দুনিয়া মিথ্যার উপর চলিয়াছে কেবল তাহারাই সত্য পথে আছে কি বলেন হাজী সাহেব কত বড় ধৃষ্টতা সমুদ্রের মধ্যে এক ফোট পানির চেয়েও কম তাহাদের দলই আবার সত্য

হাজী সাহেব—কথা হইতেছে যে সে সময় আরবে মুসলমান কেহই ছিল না, কেবল মুশরেক, ইহুদী ও নাসারাই ছিল 'এখন খোদার ফজলে 'মুসলমানদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র আলেম ফাজেল, আবেদ আউলিয়, গওস কুতুব আছেন, তাহাদিগের কি আকবতের ভয় নাই?' (২) মির্জ্জাজীর দাবী সত্য হইলে তাহার অবশ্য মানিত

আহমদি—তা কি আর বলিতে? রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন, মুসলমান জাতি ও তাহাদের পূর্ব্বতন আহলে কেতাবের ঠিক ঠিক পদানুসরণ করিবে ইহুদী নাসারাদিগের মধ্যে যেমন সহস্র সহস্র আলেম ফাজেল আবেদ আউলিয়া, গওস কুতুব হইয়াছিলেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও ঠিক সেই রকম হইবে তাই ন হাজী সাহেব? হজরৎ ঈশা (আঃ) রসুল হইবার দাবী করিলে ও হজরৎ রসুল করীম (দঃ) নবী হইবার দাবী করিলে ঐ সকল ইহুদী ও নাসারাদিগের বোজোর্গগণ আকবতের ভয় করিয়াই-তো তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এখন মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা আলেম ফাজেল আবেদ আউলিয়, গওস কুতুব বলিয়া পরিচিত তাহারাও তো কেবল আকবতের ভয়েই মির্জ্জা সাহেবকে মানিতেছেন না তাহাতে আর সন্দেহ কি হাজী সাহেব? দাবীকারীগণ সত্য হইলে কি এই সকল বোজর্গগণ তাহাদিগকে না মানিতেন?

হাজি সাহেব—কি হে কাদিয়ানি তুমি বলিতেছ কি? তুমি আমাকে ঠাট্টা করিতেছ? মির্জ্জাসাহেব নিজকে 'হজরৎ আবুবকর সিদ্দিক, হজরৎ উমর ফারুক, হজরৎ ওসমান ও হোসেন, হজরৎ আলী, হজরৎ ফাতেমা, হজরৎ হাসান ও হোসেন এবং সমস্ত আসহাব এবং সমস্ত আহালে বয়েত রেজয়াহুল্লাহে তায়াল আলায়হীম ও আলায়হিন্না আজমাইন আর তামাম মোজতাহেদ সকল এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক, এমাম সাফি, এমাম আহমদ, এমাম বোখারি ও সকল মোহাদ্দেস ও মোফাচ্ছের এবং সমস্ত আওলিয়, গওসল আজম হজরৎ আব্দুল কাদের জিলানি, হজরৎ খাজা মইন উদ্দীন চিস্তি, হজরৎ খাজ বাহাউদীন নকসবন্দি, হজরৎ সেখ সাহাবুদ্দিন সোহারওয়ার্দ্দী, হজরৎ মোজাদ্দেদ আলফেসানি, সেখ আহমদ সারহিন্দি রহমতুল্লাহে আজ মাইন, এ সমস্ত আওলিয়, গওস, কুতুব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (১) হইবার দাবী করিয়াছেন তাহার দাবী কি সত্য হইতে পারে?

আহমদি—ও আর কেমন করিয়া হবে? ইহারা পুরাতন লোক কেহবা সাহাবী, কেহবা আহালেবয়েৎ, মুজতাহেদ, কেহবা মোহাদ্দেছ, কেহবা মোফাচ্ছের, কেহব আওলিয়া, কেহবা গওস, কেহবা কুতুব ইহাদের অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ হওয়া কি কাহার পক্ষে সম্ভব? রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন সহিহ

(১) 'কাদিয়ানী রহস্য' ৩ পৃষ্ঠ
(২) 'কাদিয়ানী রহস্য' ৩ পৃষ্ঠা।

(১) 'কাদিয়ানী রহস্য' ৩ পৃষ্ঠা।

যিনি এই উম্মতে আসিবেন তিনি ইমাম, হকাম, আদাল ও নবী হইবেন এ কথা কি আর বিশ্বাস যোগ্য? কি বলেন হাজীসাহেব? মসিহ সাধারণ ইমানদার লোক হইতে পারেন কিন্তু তিনি এই সকল বোজোর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন কি প্রকারে?

হাজী সাহেব—ধৃষ্টতা দেখ, মির্জ্জাসাহেব বলেন যাহারা তাহাকে মসিহ বলিয়া না মানে তাহারা কাফের বাস্, দুনিয়ার সকল মুসলমান কাফের হইল, আর কেবল তিনি এবং তাহার দলের কয়েকজন হইল মুসলমান (১)

আহমদি—অবশ্য বড়ই অন্যায় এই সাম্যমতের দিনে কাহাকেও কাফের বলা নিতান্ত সঙ্কীর্ণতা কোরাণ সরীফ বলে কোন একজন নবীকে যে না মানে সে কাফের তা বলিলে কি হয়; তাই বলিয়া কি এত মুসলমান যাহারা মির্জ্জাসাহেবের মসিহ বা নবী হইবার দাবী মানে না তাহারা সব কাফের হইবে? দুনিয়াতে এরূপ সঙ্কীর্ণতার স্থান এখন আর নাই একবার রসুল করীম (দঃ) আসিলেন যত আহালে কেতাব মোমেন ছিল যাহারা তাঁহাকে মানিল না সকলকেই তিনি কাফের বলিলেন তখন বর্ব্বরতার দিন ছিল এখন জগৎ ভরিয়া মুসলমান একজন নবীকে বা মসিহকে না মানিলেই কি আর কেহ কাফের হইতে পারে? তাই না হাজীসাহেব?

হাজীসাহেব—কি হে কাদিয়ানী। তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ তোমার মনে মোহোর লাগিয়াছে এই দলিল দেখিয়াও তুমি বুঝিতে পারিলে না?

আহমদি—বলেন কি হাজীসাহেব! পুস্তকখানি পড়িয়া, লেখকের এল্‌মের ও যুক্তির গভীরতা দেখিয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি দালায়েল্ বলুন মারফৎ বলুন এক অগাধ সমুদ্র যুক্তির স্রোতে হজরৎ ঈসা (দঃ) বহিয়া গিয়াছেন, ইসলাম বহিয়া গিয়াছে, হজরৎ রসুল করীম (দঃ) বহিয়া গিয়াছেন, কোরাণ বহিয়া গিয়াছে একমাত্র বাকী রহিয়াছে দেশের আলেম ফাজেলগণ তিনজন আলেম মিলিয়া পুস্তকখানি লিখা হইয়াছে। ধন্য হউক তাহাদের এল্‌ম ও ইমান। আমার অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও ইসলাম দিনে অনভিজ্ঞ, আহমদি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি এখন সালাম

## উদ্বোধন

স্রষ্টা পূজা ত্যজি নব সৃষ্ট পূজা<br>
রত, বিসর্জ্জি তাঁহার নাম বিস্মৃতি<br>
সলিল-গর্ভে চরিছে স্বেচ্ছাচার<br>
প্রায়<br>
পরিয়া মোহন সাজ, বিবিধ-ভূষণ,<br>
বিকাশি সৌন্দর্য্য ছটা বিজ্ঞানের<br>
আলোক বিভায়, ষোলকলা রূপ<br>
ময়ী রূপাভিমানিনী **'কলি'**<br>
মোহিছে মানব প্রাণ, মোহে যথা<br>
উজ্জ্বল পাবক-শিখা নির্ব্বোধ-<br>
পতঙ্গে

জড়বাদ এবে কাড়িয়া লইছে<br>
অধ্যাত্ম-বাদের স্থান, অধ্যাত্ম-গগন<br>
নিবিড়-নীরদাবৃত-অমানিশা সম<br>
গভীর তিমির ময়। ধর্ম্ম-জগত<br>
বিকট-বিপ্লব খিন্ন<br>
ভীষণ 'দজ্জাল' স্বীয় রূপে প্রকট মান,<br>
বহুবেশধারী অযুত-চর সহ<br>
আক্রমিছে প্রকৃতির প্রতিছবি<br>
পবিত্র ইসলামে লক্ষ লক্ষ ভারত-<br>
আফ্রিকাবাসী ইসলাম-সন্তান<br>
নিপতিত নির্য্যাতিত করলে তাহার

(১) কাদিয়ানী রহস্য ৮ পৃষ্ঠ

বিনাশিতে সত্য-দ্বেষী এই
মহা-অসুরে প্রতিশ্রুত-মসিহ্-
মাহদী আবির্ভূত পঞ্চনদ দেশে ,
একাধিক দ্বাদশ-শতবর্ষ পূর্ব্বে
যেই পিতৃ-মাতৃহীন '**বাল**' উরেছিল
আরবের উষর-পল্লীতে তার-ই
পদ-চিহ্ন-ছায়া আলিঙ্গিয় হৃদে,
তাহার ই নিদেশ-ক্রমে-তার-ই
অঙ্গ করে অবতীর্ণ '**আহমদ**'
নবি '**আহমদ্**-নগরে'
মসিহ্-দত্ত-দিব্য-দান দীপিক -বাহন
হে আহমদ শিষ্যবৃন্দ, লও
করে তাঁহার আদেশ যত, হও অগ্রসর
পরিহরি মোহ-নিদ্রা ; করিয়া
দিগন্ত আলো তত্ত্ব জ্ঞান দীপে
ধাঁধাও দজ্জাল-নেত্র, হান তার
বুকে দিব্য অস্ত্র ডাক মেঘ মন্দ্রে
আল্লাহ্-আকবর গান
কর দৃঢ়-পণ প্রচারিতে কোরাণের
পবিত্র বচন , তৌহিদের অমৃতোপম
বাণী-বিকীরণ কর জীবনের ব্রত
ইস্লাম-জননী-আজি শত চীর
জীর্ণ বসনে আবরিছে ত্রিদিব
সুষমা-মাখা পূত দেহ খানি
কৃতঘ্ন সন্তানগণ ভুলিয়া মায়েরে
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে মগ্ন সবে অবোধ
মানবগণ হানিছে সুতীক্ষ্ণ বাণ উরসে
তাঁহার, হরিতে ছলে তাঁর মৃত
সুতগণে কীট দষ্ট, ছিন্ন-পত্র, বিক্ষিপ্ত
প্রক্ষিপ্ত-লেখ গ্রন্থ হ'তে মন্ত্র
আহরিয়া পূত মার সুতগণে
অশুদ্ধ করিতে ব্যগ্র কেহ বা
কামিনীর বিলোল কটাক্ষ-প্রলোভনে
ভুলাইছে তাহাদেরে ; প্রবোধিছে
এই বাক্যে "নর শ্রেষ্ঠ লইয়াছে
মানবের পাপরাশি শিরে, যথ
ইচ্ছা কর ব্যবহার '
ঈদৃশ অবস্থা নেত্রে করি
বিলোকন কেমন হৃদয়ে ভ্রাতঃ
তিষ্ঠিছ নীরবে ভেবে দেখ মনে
শার্দ্দুল কবল গত কিম্বা ভীম
নাগপাশে বদ্ধ যেইজন
নিরাপদ বসি যেন আপনার
বাসে ভাবে সে যদ্যপি মনে,
ততোধিক মূর্খ আর কি বলিব
কাহারে , অথবা , অনল গিরি
ভীম গরজনে, কাঁপাইছে চারিধারে
লোকালয় যত, আঁধারি অম্বর
দেশ ধূম্র উদ্গীরণে, তরঙ্গিছে
ধরা পৃষ্ঠ বিকট ভূকম্প, ভয়ে
ত্রস্ত খেচর-ভূচর কুল, হেন
কালে যেই নর নিশ্চিন্ত হৃদয়ে
আমোদ-বিলাসে মগ্ন নাহি চিন্তে
ভগ প্রাণ রক্ষা-হেতু, সে কি নহে
আত্ম ঘাতী বিধাতার কাছে ?
ইস্লামের এই দশা করি অবেক্ষণ
কাঁপিল ত্রিদশালয়, দয়া-সিন্ধু উথলিল
তার, বরিল '**আহমদ রছুলে**'
জগদ্গুরুর পদে সর্ব্ব ধর্ম্ম
সমন্বয় করিতে সাধন মাহদীরূপে
ইস্লামের আত্ম-দ্বন্দ্ব দলাদলি
করি বিনাশন স্থাপিতে
মোস্লেম বৃন্দে **মোহাম্মদ**
আদর্শে , ক্রুশ-পূজা তিরোহিতে
ইবনে মরিয়ম তিনি ; ভিত্তিহীন
সাকার-অর্চ্চন , জাতিভেদ, বর্ণ ভেদ
কুপ্রথা আদি পাপরাশি যত
ধ্বংসিছে মানব-সমাজ, করিছে
নিরয় গামী, নির্ম্মূলিতে তাহা সবে
তিনি '**ব্রাহ্মণ-অবতার** '

তাঁহার ই দীক্ষা মন্ত্র উচ্চারি
বদনে, উড়াও অম্বর-পথে
ইস্‌লাম কেতন, তৌহিদের
অসি ধরে আক্রম সবেগে
ইস্‌লাম অরাতি যত কোরাণের
জ্ঞানালোকে ধাঁধাও
নয়ন তমসাপ্রিয় পেচক স্বভাব নির্ব্বোধগণের
সেবক কুফ্‌র আদি পাপ-রাশি যত
অন্তর্হিত হ'ক ধরাধাম হ'তে।
তুচ্ছ করি বিলাস-ব্যসন আদি স্বীয়
কর্ম্মে হও রত; এ নশ্বর দেহ
নশ্বর সুখের তরে দেয় নাই
বিভু, অবিনশ্বর আত্মার বাহন
ইহা, কঠোর কর্ত্তব্য বিনা তার
লক্ষ্য না হয় সাধন
নিশ্চয় ভাবিও মনে, ইস্‌লাম
সেবার তরে ধন, মান, দেহ প্রাণ
সমর্পিতে কাতর হও যদি আজ,
ধরা হ'তে লুপ্ত হ'তে হবে
তোমাদের চিরতরে, অন্য
সম্প্রদায়ে সাধিবেন আল্লাহ
অটলা মহা ইচ্ছা তাঁর
তাই বলি ভ্রাতৃবৃন্দ,
অটল-অচল প্রায়, বজ্রমুষ্টি
করে হও দৃঢ়, কর জীবন
পণ সাধিতে ইস্‌লাম সেবাব্রত
দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত কিম্বা ভীম
পারাবার উল্লঙ্ঘিতে হয় যদি,
অথবা, উপাড়িবে হিমাদ্রির অমল-
ধবল চূড়-শৃঙ্গ নিক্ষেপিতে সিন্ধু
জলে, তথাপি-তথাপি
হইবে না বীত-রাগ কর্ত্তব্য সাধনে
সাহসে বাঁধিয়া বুক প্রচণ্ড উৎসাহে,
স্মরিয় তাঁহার নাম প্রফুল্ল বদনে
কাঁপাও মেদিনী আজি
বীর পদ ভরে শঙ্কিত দিক্‌পাল
হিয় হইবে চকিতে, ছুটিবে
সভয়ে তার চরণ রক্ত কন্দর
গুহার পানে, ফেরুপাল যথা
মৃগ সিংহের তাড়নে।
আবার ভাতিবে বিশ্বে
ইসলাম-রবির অযুত ময়ূখমালা
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম বিথারি
কিরণ রাশি নিষ্কাশিবে ধরা
হ'তে তমো রাশি যত প্রাচ্য-
প্রতীচ্যাকাশে। চিরে সগর্ব্বে
অর্দ্ধেন্দু পতাকা বায়ু ভরে
সারাটি বিশ্ব মুখরিত হবে আল্লাহু আকবর
তানে গাহিবে জগৎবাসী সমস্বরে
"আল্লাহ বিনে পূজ্য করিব কাহারে
"হজরত মোহম্মদ নবি রছুল তাঁহার
আকবার

শেখ সমসুদ্দিন আহমদ

# বিবিধ প্রসঙ্গ

**হাঙ্গামার ফলাফল**—কলিকাতায় দুই পশলা হাঙ্গামার ফলে একদিকে যেমন অসংখ্য নিরপরাধ পথিক গুণ্ডা বদমায়েসদের হাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেইরূপ দোকান-পাটও কম লুট হয় নাই বড়বাজার থানার এলাকায় ১০টী হিন্দুর, ৩৫টী মোছলমানের, জোড়াবাগান থানার অধীনে, হিন্দুর ৪টী, মোছলমানের ৩৯টী, জোড়াসাঁকো থানার অধীনে ৬৫টী হিন্দুর, ৩১টী মোসলমানের, মুকীয় ষ্ট্রীট থানার অধীনে ৩০টী হিন্দুর, ৯টী মোছলমানের ও বেংরাপট্টীতে ৪টী মোছলমানের দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ হিন্দুর ১১০টী ও মোছলমানের ১২২টী দোকান লুট হইয়াছে

**কলিকাতা পুলিশ বিভাগ**—ইন্‌স্পেক্টর পদে ১৮ জন ইউরোপীয়ান, ৪ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ২৬ জন হিন্দু ও ৮ জন মোছলমান আছেন, সব ইন্‌স্পেক্টর পদে ৩ জন ইউরোপীয়ান, ২ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু ৭৩ জন ও মোছলমান ২৯ জন আছেন সার্জ্জেণ্টের পদে ৭৭ জন ইউরোপীয়ান ও ৬৮ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আছেন এসিষ্টেণ্ট সব ইন্‌স্পেক্টরের পদে ১০০ জন হিন্দু ও ৪৫ জন মোছলমান আছেন হেড্ কনষ্টেবল্ পদে ৩০০ জন হিন্দু ও ১০৫ মোছলমান ও ১৮০ কনষ্টেবল্ ৩২৯৬ জন হিন্দু ৯৬১ জন মোছলমান

# আহমদী

পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাতা'লা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণে তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন' এলহাম হজরত মসিহ্ মাউদ

২য় বর্ষ } কার্ত্তিক—১৩৩৩ { ৭ম সংখ্যা


## বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা।

বাঙ্গালা সরকার এতদিন পর বাঙ্গালার কোটি কোটি নিরক্ষর ও অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত সন্তান সন্ততিদিগকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও সামরিক শিক্ষা প্রত্যেক সুসভ্য জনপদের ও সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক স্বাধীন রাজ্যে এই সমস্ত সভ্য-জনোচিত ব্যবস্থা আছে। এসিয়ার জাপান, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশেও ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলে ঐ সমস্ত দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে অধিরূঢ় হইতেছে আর আমরা ভারতবাসী গরুর গাড়ীর মত ধীর মন্থর গতিতে চলিয়া কোনওরূপে জীবনের লক্ষণ দেখাইতেছিলাম। আমাদের মধ্যে অর্থাৎ বঙ্গদেশে ১৯২১ সালের লোক গণনায় দেখা যায় যে, শতকরা মাত্র ৯'১ জন লেখাপড়া জানে। স্কুলে পড়িবার উপযুক্ত বালক বালিকাদের মধ্যে মাত্র ১২৫ জন স্কুলে পড়িত। তন্মধ্যে বালক ও বালিকাদের শতকরা অনুপাত যথাক্রমে ২০ ও ৪'৯ জন মাত্র। ইহা যে সুসভ্য ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয় তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ ইহাতে যথেষ্ট উপকরণ পাইতেন।

যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, এজন্য দুই কোটি টাকার দরকার হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই দুই কোটি টাকা নূতন কর বসাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি নাই। শিক্ষার আলোকে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য রোগ শোক, দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত, ছিন্নবসন, কঙ্কালসার বঙ্গের কৃষককুল যে একটু ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, ঐ বিষয়ে আমরা একেবারে স্থিরনিশ্চয়। তবে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে ঐ দুই কোটি টাকার , অংশ ঐ কৃষকদিগকেই বহন করিতে হইবে। তাহাতেই আমাদের

যত আপত্তি কৃষক শ্রেণী ব্যতীতও অন্যান্য এমন সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা কৃষকের অর্থে পুষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা হইলেন জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজন প্রভৃতি যুগযুগান্তর ধরিয়া জোঁকের মত তাঁহারা দরিদ্র নিরক্ষর কৃষককুলের রক্ত শোষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং কৃষকদের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত এই বিরাট অনুষ্ঠানের কৃতকার্য্যতা কল্পে তাঁহাদিগকেও কিছু কিছু ত্যাগ করিতে বলা উচিত, আমাদের এই সাধু প্রস্তাব ন্যায় ও ধর্ম্ম সমর্থন করিবে। এতদ্ব্যতীত পাট আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল বঙ্গভূমির এক চেটিয়া। বঙ্গের অর্দ্ধনগ্ন কৃষককুল রোদে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া এই পাট উৎপাদন করে। কিন্তু এই পাট হইতে উৎপন্ন সমুদয় রাজস্ব ( Jute tax ) ভারত গবর্ণমেণ্ট লইয়া যান। ইহার একটা অংশ কি কৃষকদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতে পারে না ? অধিকন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ডাক টিকিটকর, আয়কর, বৈদেশিক পণ্য কর প্রভৃতি নানা উপায়ে রাজস্ব লাভ করিয়া থাকেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহারা আবার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি হইতে বহু কোটি টাকা প্রতি বৎসর চাঁদাস্বরূপ আদায় করিয়া থাকেন। এইরূপে বাঙ্গলা সরকার প্রতি বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টকে ৬৩ লক্ষ টাকা দিয়া থাকেন। এই বার্ষিক চাঁদার টাকাটা বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় করিলে হয় না কি ?

তারপর এ শিক্ষা কাহাদের জন্য ও কিরূপ হওয়া চাই তাহা বলিতে হয়। এ শিক্ষা সার্ব্বজনীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের মতে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ৬ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্মের ও সকল শ্রেণীর বালক বালিকাদের জন্য এ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। অবশ্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বালক ও বালিকাদের জন্য যে পৃথক পৃথক স্কুল করিতে হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

তারপর স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়ঃ— কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে ? দেড় শত বৎসর যাবৎ যে শিক্ষা আমরা সরকারের অধীনে পাইয়া আসিতেছি তাহার ফলে কেরাণী, মাষ্টার কিম্বা বড় জোর উকীল ডাক্তার বা ব্যারিষ্টার হওয়া যায়। ফলে দেশে মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে বেকারী-সমস্যা দেখা দিয়াছে। সুতরাং নূতন পদ্ধতিতে নূতন কিছু শিক্ষা না দিলে এই শিক্ষার ফলে উক্ত বেকারী সমস্যা অধিকতর উৎকট হইয়া উঠিবে মাত্র। তাই বলিতেছি দেশের যে যে অংশে যে যে জিনিষ বেশী উৎপন্ন হয় প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত উৎপন্ন জাতকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কিরূপে পণ্যে পরিণত করা যায়, তাহাও শিক্ষা দেওয়া দরকার। আর এক কথা। আমরা চাই প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক ও কার্য্যকরী শিক্ষা ( Practical & Technical Education. ) কৃষকের পুত্র যাহাতে পিতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৃষক হইতে পারে, চর্ম্মকারের পুত্র যাহাতে পিতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চর্ম্মকার হইতে পারে এবং ব্যবসায়ীর পুত্র যাহাতে পিতা অপেক্ষা অধিকতর বিলক্ষণ ব্যবসায়ী হইতে পারে আমরা চাই সেই শিক্ষা। এই শিক্ষা এমন হওয়া চাই যাহার ফলে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়। ঐ শিক্ষায় যেন পরধর্ম্ম বা পরধর্ম্মের মহাপুরুষদের প্রতি [illegible] নিন্দা না থাকে ; কেননা তাহা হইলে বালক বালিকাদের কুসুম কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মবিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া উত্তরকালে ইহাই সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও কলহের সৃষ্টি করিবে। আমরা চাই, যেন এই শিক্ষা বালক বালিকাদিগকে পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা ও উদারতা শিক্ষা দেয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ( Hygiene ) ও ব্যায়াম চর্চ্চাকে আমরা এই শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপে দেখিতে চাই। এই সমস্ত বালক বালিকা উভয়েরই সমভাবে পঠিতব্য হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মোটামুটি সূত্রগুলি অবগত থাকিলে মানুষ অনেক রোগ হইতে বাঁচিতে পারে। এই জ্ঞান টুকুর অভাবে যে কত লোক আমাদের দেশে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? ব্যায়াম চর্চ্চার অভাবে সমস্ত জাতিটা নষ্টস্বাস্থ্য ও পঙ্গুদেহ হইতে চলিয়াছে। সুতরাং এই দুইটি জিনিষ প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গে পরিণত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বালিকাদিগকে রন্ধন, সূচীকর্ম্ম ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা তাহারাই জাতির ভবিষ্যৎ মাতৃ-জাতি। তাহাদের অজ্ঞানতার দরুণ দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ শিশু সূতিকা গৃহেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে আর তাহাদের দুঃখ-

দারিদ্র্য প্রপীড়িত সন্তপ্ত পিতা মাতার হৃদয়ে অসহ্য শোক-শেল বিদ্ধ করিতেছে। তারপর প্রচলিত শিক্ষার একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহা Godless অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত। আমাদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে হিন্দু ও মোছলমান বালক বালিকাদের জন্য ধর্ম্ম শিক্ষার পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। তবেই এই শিক্ষা সকলের আদরণীয় হইবে।

D A. K an, B. A

---

# তুর্কীদের মতিভ্রম

তুরস্ক-গভর্ণমেণ্ট খেলাফতের উচ্ছেদসাধন করিয়া রাষ্ট্র, সমাজ ও আইন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে অনেকগুলি সংস্কার সাধন করিয়াছেন। প্রথম সংস্কার এই যে, ফেজের পরিবর্ত্তে সকলকে ইউরোপীয় ধরণে হ্যাট, কোট, নেকটাই, পেণ্টেলুন প্রভৃতি পরিধান করিতে হইবে। এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে কয়েকজন লোকের ফাঁসি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তুর্কী ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইত। কিন্তু এখন সেই চিরাচরিত পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। আজ তাহাদের তুর্কী ভাষা রোমক অক্ষরে লিখিত হয়। এমনও গুজব উঠিয়াছিল যে, আরবীর পরিবর্ত্তে তুর্কী ভাষায় নমাজ পড়িতে হইবে। কিন্তু বিশ্ব মোছলেম মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হউক কিংবা আর কোন কারণেই হউক, শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সুবুদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা সেই প্রস্তাব অন্ততঃ বর্ত্তমানের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তন কতকটা প্রচলিত প্রথার বিরোধী হইলেও একেবারে এছলামের বিরোধী বলা সঙ্গত মনে হয় না। আমরা জানি যে, প্রত্যেক জাতিরই কোন প্রকার বিশিষ্ট পরিচ্ছদ থাকা কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখাইতে পারি যে, ইউরোপীয় ও আমেরিকাস্থিত জাতিবৃন্দ কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের বিশিষ্ট জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। ইহা এখন বাদশাহের পোষাকে পরিণত হইয়াছে। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এইরূপ পোষাক পরিধান করা গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন মোছলমানের বিশেষ পরিচ্ছদ পরিধান করা গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। যেমন পাশ্চাত্য পোষাক পরিধান করিলে মনে স্বভাবতঃই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে, তেমনি এছলামিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলেও মনে স্বভাবতঃই এছলামিক ভাবের উদ্রেক হয়। এছলামিক পোষাক পরিত্যাগ করিয়া তুর্কীগণ এছলামিক ভাবোদ্দীপক একটি পথ হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন মাত্র, আর কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ইহাতে নিজেরাও যে লাভবান হইবেন, এরূপ আশা করা তাঁহাদের পক্ষে দুরাশা মাত্র। আমাদের যতদূর অনুমান হয়, তুর্কীর পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য, পাশ্চাত্য জাতি সমূহের আসরে সম্মান লাভ করা। কিন্তু বিপথ [illegible] হতভাগ্য তুর্কীকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তুর্কী এছলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও প্রতীচ্যের সাম্রাজ্য বাদীদের লোলুপ দৃষ্টি এড়াইতে পারিবেন না, পোষাক পরিবর্ত্তন ত দূরের কথা।

তারপর ভাষার কথা। আরবী ভাষায় খোদার কালাম নাজেল (অবতীর্ণ) হইয়াছে। এছলামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষারও প্রসার হইয়াছে। সেই জন্য ধর্ম্ম বন্ধন ব্যতীত ভাষার মধ্য দিয়াও এছলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছে এবং পাপ-তাপ-দগ্ধ পৃথিবীতে শান্তির অমিয়-ধারা অবতীর্ণ হইয়াছে। তুর্কিগণ আরবী বর্ণমালা পরিত্যাগ করায় একদিকে যেমন এছলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, অপর দিকে খোদার বরকত (বিশেষ অনুগ্রহ) হইতেও নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। খোদা তাহাদিগকে চৈতন্য দান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

কিন্তু এই সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিলেও তুর্কী গবর্ণমেণ্ট আইন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে এছলামের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তুর্কীতে বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে এছলামিক আইন প্রচলিত ছিল। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তুর্কিগণ সুইজারলেণ্ডের দেওয়ানী আইন ( Civil Code ) তুরস্কে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ফলে দেশ-কাল পাত্র ভেদে এছলাম ধর্ম্মে এ পর্য্যন্ত যে বহু বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত চিরাচরিত এছলামিক আইন রহিত হইয়াছে, প্রতীচ্যে প্রচলিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার আইন ( Law of Primogeniture ) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ তুরস্কের মোছলমান অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে যাহাদের একাধিক স্ত্রী আছে, তাহাদিগকে এক স্ত্রী ব্যতীত অপর সকলকে হয় তালাক দিয়া বিদায় করিতে হইবে, নতুবা দাসীভাবে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে স্থান প্রদান করিতে হইবে।

এছলাম ধর্ম্ম বহু বিবাহকে ফরজের ( অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য ) মধ্যে পরিগণিত করে নাই। কোন কোন অবস্থায় নিজের স্ত্রী সংসার ধর্ম্ম পালনে বিশেষ দাম্পত্য সম্পর্ক সংক্রান্ত কর্ত্তব্যাদি পালনে অক্ষম হইয়া পড়িলে স্বামী বিপথগামী না হইয়া যাহাতে ধর্ম্মানুমোদিত পন্থায় নিজের ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারেন, অথচ সংসারের জন্য একজন সহচারিণী পাইতে পারেন, সেইজন্য এছলাম ধর্ম্মে বহু বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অসংখ্য পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পাশ্চাত্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষ হইতে বহু লক্ষ বেশী হইয়াছে। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যভিচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণ মাত্রায় চলিয়াছে। যুদ্ধের সময় এইরূপ ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে যে সমস্ত কুমারী স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইত, তাহাদিগকে unmarried mothers ( অবিবাহিতা মা ) এবং তাহাদের গর্ভজাত সন্তান সন্ততিদিগকে war-babies ( যুদ্ধজাত শিশু ) বলা হইত। এছলাম ধর্ম্মে বহু-বিবাহের প্রথা বিদ্যমান থাকায় একদিকে যেমন মোছলমান রমণীদিগের মধ্যে ভ্রষ্টাচারিণী বড় একটা দেখা যায় না, তেমনি "অবিবাহিতা মা" বা "যুদ্ধজাত শিশুর" সৃষ্টি হয় নাই। বহু বিবাহের উচ্ছেদ করিয়া তুরস্ক যে কি লাভ করিবার আশা করেন, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না।

তারপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার প্রথা। আমরা এই প্রথার অর্থনৈতিক উপকারিতা স্বীকার করি। এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে পৈত্রিক সম্পত্তি অন্যান্য পুত্র কন্যার মধ্যে বণ্টিত না হইয়া মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে ন্যস্ত হয়। এই ভাবে দেশে মূলধনের ( Capital ) সৃষ্টি হয় এবং দেশে শিল্প বাণিজ্যের খুব প্রসার হইতে পারে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হইলেই কি দেশে শান্তি বিরাজ করে? প্রতীচ্যে শিল্প বাণিজ্যের চরম উন্নতি হইয়াছে, কই সেখানে ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? পক্ষান্তরে ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুণ দিন রাত ঝগড়া লাগিয়াই আছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে এক পুত্র যেমন হঠাৎ বড় লোক হইয়া যায়, তেমনি অপরাপর পুত্র কন্যাগণ দরিদ্রতার পীড়নে নানাপ্রকারের ইতর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। তুর্কীদের পিতার এক পুত্রকে বড় লোক করিয়া অন্যান্য পুত্রদিগকে কি কুলী মজুরে পরিণত করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? তাহারা কি ইহাতেই দেশের মঙ্গল দেখিতেছেন? আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, দেশের কয়েকজন অত্যধিক ধনী ও অপর সকল গরীব হওয়ার চেয়ে সকল অধিবাসী মধ্যবিত্ত রকমের হইলে দেশ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিবে।

দৌলত আহমদ খাঁ বি-এ

( বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদী এসোসিয়েশনের দশম বার্ষিক অধিবেশনে
আহ্‌মদী মহিলাদের অধিবেশনে পঠিত )

# দীনীখেদমতের (১) জন্য আহ্‌মদী মহিলাগণের দায়ীত্ব

ভগিনীগণ! আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কৃপায় বর্ত্তমান যুগের নবীকে চিনিতে পারিয়াছি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ছেলেছেলায় দাখেল হইবার সময় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি যে, আমরা দীনকে দুনিয়ার উপর মোকদ্দম রাখিব এবং ইছলামকে নিজের ধন-প্রাণ, আত্মীয়, সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক ভালবাসিব, আল্লাহ তা'লাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিব ও জীবনের সারথি করিব। এখন আমরা যদি আপন আপন প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য না করি ও আপন আলস্য এবং উদাসীনতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ না করি ও দীনের জন্য কোন খেদমত না করি এবং ইসলামের জন্য আন্তরিক সমবেদনা না দেখাই ও আল্লাহ তা'লার দিকে অগ্রসর না হই ও তাঁহার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করিবার জন্য আপন পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ধন হইতে এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনের মুহূর্ত্ত সমূহের সমষ্টি হইতে খোদা তা'লার পথে কতক ধন উৎসর্গ না করি ও কতক সময় ব্যয় না করি তাহা হইলে কেমন করিয়া বুঝা যাইবে যে, আমরা নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছি এবং মুখে যাহা বলিয়াছি কাজেও তাহা করিতেছি? প্রত্যেক নবীর আগমনের মূল উদ্দেশ্য কি ইহা নয় যে মানুষ আত্মোন্নতির প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য করিতে শিখে? আল্লাহ তায়ালা কি পবিত্র কোরাণ শরীফে এরূপ বলেন নাই যে তোমরা মুখে যাহা বল সেরূপ কেন কর না বা মুখে কেন এরূপ কথা বল যাহা কর না? এইক্ষণ যখন আল্লাহ তা'লা আমাদিগকে জগতের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তখন ইহা কি আমাদের দায়ীত্ব নয় যে, আমরা জগতবাসীদের শিক্ষার জন্য আদর্শ হই। খোদা তা'লা আরও বলিয়াছেন যে, আমরা প্রত্যেক প্রাণই নিজের বোঝা নিজে বহন করিব, একজনের বোঝা অপর কেহ বহন করিবে না। অতএব স্ত্রীলোকদের কর্ত্তব্যের বোঝা স্ত্রীলোকগণকেই বহন করিতে হইবে। এখন আমরা যদি কর্ত্তব্যের অবহেলার চাপ হইতে উদ্ধার পাইতে চাই, তাহা হইলে পুরুষদের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না, নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিজেরাই বুঝিয়া লইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে। কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, আমরা স্বামীর আদেশ পালন করিয়া স্বামীর সংসার রক্ষা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছি, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের কর্ত্তব্য স্বামীর আদেশ পালন ও তাঁহার সংসার রক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। আজ কাল দেখা যায়, পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত জাতির স্ত্রীলোকদেরই উন্নতি অতি দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। আমাদেরও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা একান্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। কেননা, আমরা আজ পৃথিবীর মধ্যে এক নব শক্তি লাভ করিয়াছি। দয়াময় আল্লাহ তা'লা আমাদিগকে যে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন জাতি দেখাইতে পারিবে না। তাহারা কেবল নিজ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। কিন্তু আমরা খোদার প্রেরিত হজরত মসিহ মউদের (আঃ) পবিত্র শিক্ষার অনুসরণ করিতেছি এবং হজরত খলিফতুল মসিহ ছানীর (রাঃ) আদেশানুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়াছি। আজ আমরা যদি খোদার দান গ্রহণ করিয়া তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ না করি এবং আলস্যে সময় কাটাইয়া দেই, তবে বলিতে হইবে যে, আমাদের মত দুর্ভাগা আর নাই।

আমাদের সন্তানদির শিক্ষার ভার আমাদের নিজ হাতে গ্রহণ করিতে হইবে, কেবল সন্তানের পিতা বা অভিভাবকগণের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। কারণ মাতা যেরূপ সুন্দররূপে সন্তানের লালন পালন এবং শিক্ষা

(১) ধর্ম্মের সেবা।

দান করিতে পারেন, পিতা কিছুতেই সেরূপ পারেন না কারণ মাতা সকল সময়ই বাড়ীতে থাকেন, তাই সন্তানদের পিতা হইতে মাতার নিকট শিক্ষা লাভের সুযোগ অধিক ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা মহিলাগণই দিয়া থাকেন কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যে, আমরা নিজেরাই অশিক্ষিত আবার সন্তানকে কি করিয়া শিক্ষা দিব? তদ্রূপ প্রশ্ন ঠিক নয় বিবেক সকলের মধ্যেই আছে এবং ভাল মন্দ সকলেই বুঝিতে পারেন, তদ্দ্বারা আপন আপন সন্তানগণকে যে যতটুকু পারেন সুশিক্ষা দিবেন এবং যাহাতে তাহারা সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে তৎ প্রতি আমাদের প্রত্যেক আহমদী মহিলার বিশেষভাবে যত্ন লইতে হইবে তাহা না হইলে আমরা কিছুতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না।

শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন স্থানে স্থানে স্কুল পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে আমরা পৃথিবীর মধ্যে অতি দরিদ্র ও ক্ষুদ্র জমায়াত, আমরা নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিলে এত টাকা কোথায় পাইব? তাই আমরা যে যাহা হুনর (শিল্প কৌশল) জানি, তাহা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ঐ সব সৎপথে উক্ত অর্জ্জিত অর্থ চাঁদা স্বরূপ দান করা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই সুশিক্ষা বিস্তার করিয়া খোদার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিব ভগ্নিগণ আমাদের আহ্মদী জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা ও পৃথিবীতে হজরত মসিহ মউদের (আঃ) পবিত্র শিক্ষা বিস্তার করা তবে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, রমণীদের শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে প্রত্যেক রমণীকেই যতটুকু সম্ভব আদর্শ হইতে হইবে ইহা দ্বারা কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমাদিগকে গৃহস্থালীর কাজ ছাড়িয়া কেবল রোজা নামাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে, কারণ আমাদের গৃহস্থালীর কাজ যদি খোদা তায়ালার প্রীতিলাভের উদ্দেশ্যে করা যায়, তাহা হইলে তাহাই ধর্ম্ম কর্ম্ম আর রোজা নামাজও যদি খোদা তায়ালার উদ্দেশ্যে করা না হয়, তাহা হইলে তাহাও ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে স্মুতরাং আমাদের আদর্শ হইতে হইলে প্রত্যেক রমণীকে খোদা তায়ালার উদ্দেশ্যে দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে হইবে দৈনিক কার্য্যসমূহের কোন ইয়ত্তা নাই, তবে নিম্নলিখিত কতিপয় গুণাবলী যাহাতে আমাদের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নব শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে আমাদিগকে হজরত মসিহ মউদ (আঃ) যে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমস্তই পবিত্র কোরাণ শরীফের শিক্ষা আর হজরত রসুলাল্লাহ (দঃ) যাহা করিয়া গিয়াছেন, তিনি অবিকল তাহাই করিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন এবং তিনি নিজেও তাহা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন আজ 'কাদীয়াণ শরিফে' যে সমস্ত সদনুষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

এখন আমরা যদি হজরত মসিহ মউদের (আঃ) ঐ সমস্ত শিক্ষার অনুসরণ না করিয়া চলি, তাহা হইলে খোদা তায়ালার সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হইতে পারিব না কারণ যে ব্যক্তি কেবল খোদা তায়ালার আদেশ পালন করার নিমিত্ত বিপন্ন হয়, তাহার সাহায্য করা প্রত্যেক মোমেনের অবশ্য কর্ত্তব্য আর যদি আমরা এই সামান্য ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার না করি, তাহা হইলে আমাদের এই ক্ষুদ্র জামাতের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না তাই এইটা, একটা প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম মনে করিয়া প্রত্যেক আহ্মদী মহিলারই পালন করিতে হইবে তাহা হইলে খোদা ও আমাদের প্রতি সহায় থাকিবেন দ্বিতীয় অতিথি সেবা ও মেহমান-দারিতে আমাদের যতটুকু সম্ভব যত্ন লওয়া অতি কর্ত্তব্য পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা এবং তাঁহারা যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না পান, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা, স্বামীর আদেশ পালন করিয়া চলা, নিজ বিলাসিতার জন্য কোন প্রকারে তাঁহাকে বিরক্ত না করা, অথচ তাঁহার সংসার যাহাতে অল্প ব্যয়ে চলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের কর্ত্তব্য দীনী ও সাংসারিক কার্য্যে স্বামীর যথারীতি সাহায্য করা, তাঁহার সুখে সুখী ও বিপদে বিপন্ন হওয়া, দীনী বিষয়ের চর্চ্চা যাহাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অধিক হয় ও নামাজ রোজা ইত্যাদি যাহাতে নিয়মিতরূপে পালন করা হয় ও

সেইগুলিকে শিক্ষিতা রমণীগণের নিজ কর্ত্তব্য মনে করিয়া যাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা প্রদান করে এবং যাহাতে রমণীগণ নানাবিধ গল্প ও স্বজনের নিন্দা করিয়া সময় নষ্ট না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা তাহাদের কর্ত্তব্য এইসমস্ত গুণ আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে আমরা আদর্শ রমণী হইতে পারিব এবং জিবনের দায়িত্ব কতকটা পূর্ণ হইবে

সম্পদশালী ভগ্নিদের বিশেষ খেয়াল রাখিতে হইবে যে, জলছায় উপস্থিত হওয়ার সময় কোন ভগ্নীই যেন ভাল কাপড় ও অধিক অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া না আসেন কারণ ইহাতে সাধারণ ভগ্নীদের মনে কষ্ট হইতে পারে ও নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া জলছায় উপস্থিত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিতে পারেন সুতরাং সকলেরই একথা স্মরণ রাখা চাই যে জলছায় সকলের মিলিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি করা এস্থলে বেশভূষার কোনই আবশ্যকতা নাই। তবে সাধারণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সকলেরই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য

হে করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা, তুমি আমাদিগকে আধ্যাত্মিক শক্তি দান কর, যাহাতে আমরা তোমাকে চিনিতে পারি ও পবিত্র কোরাণের আদেশ পালন করিয়া তোমার প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মসিহ মউদের ( আঃ ) শিক্ষার নবশক্তির পূর্ণ বিকাশস্বরূপ হইয়া সর্ব্বত্র তোমার সত্য প্রচার করিতে পারি

হে দয়াময় তুমি আমাদের উদ্দেশ্য সফল কর, উন্নতির পথে অগ্রসর কর, আমাদের দারিদ্র্য দূর কর ও স্বাস্থ্য উন্নতি দান কর আমরা এই বিশাল পৃথিবীতে অতি দীন হীন, তুমি ভিন্ন এ ভবে আর কেহই আমাদের সহায় নাই, আমরা একমাত্র তোমারই এবং তোমাকেই চাই আমিন

সৈয়দ আজিজুন্নেছ খাতুন, আহমদী

---

# আহ্‌মদ বাণী

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

এক্ষণে আমরা এতদ্দেশপ্রচলিত কতকগুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব আমরা দেখিব, ঐ সমস্ত ধর্ম্ম আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাইতে পারে কি না অথবা ঐ সমস্ত ধর্ম্মের গ্রন্থাবলীতে এমন কোন প্রতিশ্রুতি আছে কি না যে তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বিগণ ঐশী বাণীর সম্মান লাভ করিতে পারে এবং যদি ঐরূপ কোন প্রতিশ্রুতি থাকে, তবে উহার নিদর্শন স্বরূপ সেই সমস্ত ধর্ম্মে কোন মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন কি না সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আলোচিত হইবে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই কেন না, খৃষ্টানগণ সকলেই একমত যে যীশুখৃষ্টের পর আর ঐশী-বাণী হইবে না খোদা তায়ালার ঐ দান আর প্রাপ্তব্য নহে, অতীতকালেই উহা নিঃশেষ হইয়াছে উহা লাভ করিবার জন্য এখন আর কোন পন্থা নাই এই সম্বন্ধে কেয়ামতের ( মহাপ্রলয় ) দিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে নৈরাশ্যের মধ্যেই থাকিতে হইবে ঐ বর লাভ করিবার পথ বন্ধ হইয়াছে এই জন্যই বোধ হয় মুক্তিলাভ করিবার জন্য বুদ্ধি, দয়াশীলতা এবং ন্যায়বিচারের পরিপন্থী একটী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা এই যে হজরত মসিহ্ ( আঃ ) সমস্ত মানব-জাতি যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে সমস্ত পাপের ভার স্বীয় স্কন্ধোপরি চাপাইয়া অভিশপ্ত ক্রুশকাষ্ঠের উপর মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা পাপিগণের ত্রাণের জন্য আপন নির্দ্দোষ পুত্রকে বধ করিয়াছেন কিন্তু কিরূপে একের এরূপ অত্যাচারমূলক মৃত্যু দ্বারা অপরের হৃদয় হইতে পাপের কলুষ কালিমা বিদূরিত হইয়া তাহাকে মুক্ত শুদ্ধবুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিতে পারে, এবং কিরূপেই বা এক নির্দ্দোষ ব্যক্তির হত্যায়

অপরের অতীত পাপের মার্জ্জনার সনদ (সার্টিফিকেট) মিলিতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। অধিকন্তু ইহাতে খোদা তায়ালার দয়াশীলতা এবং ন্যায় বিচারের শ্রাদ্ধ হইয়াছে মাত্র। পাপাত্মাদের পরিবর্ত্তে নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগকে দণ্ডদান করা একদিকে যেমন ন্যায় বিচারের পরিপন্থী, তেমনি অপরদিকে এতাদৃশ নিষ্ঠুরতার সহিত নিজ পুত্রকে বধ করা খোদাতায়ালার দয়াশীলতারও বিরোধী। এমন অপকর্ম্ম হইতে অণুমাত্র লাভের প্রত্যাশাও যে বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মারেফাতের (তত্ত্ব জ্ঞান) স্বল্পতাই পাপ প্রবণতার মূলীভূত কারণ। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কারণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিরূপে কার্য্য নিবারিত হইতে পারে? কার্য্য ও কারণ অবশ্যম্ভাবীরূপে একে অন্যের অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কারণ বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য বিদ্যমান না থাকিয়াই পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাপের মূলীভূত কারণ যে মারেফাতের অল্পতা, তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ লোকে বিশ্বাস করিতে চায় যে, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল পাপ প্রবণতা দূরীভূত হইয়াছে। এ কেমন যুক্তি? অভিজ্ঞতা হইতে শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, কোন বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান না জন্মিলে উহাকে ভয় করা, ভালবাসা কিংবা উহার গুণগ্রাহিতা করা কিছুই সম্ভবপর হয় না। মানব কোন কাজকে ভয় কিম্বা ভালবাসার খাতিরেই সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু ভয় ও ভালবাসা মাত্র জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং যখন জ্ঞান থাকে না, তখন না থাকে ভয়, না থাকে ভালবাসা। অতএব হে প্রিয় বন্ধুগণ! এই স্থানে সত্যের খাতিরে আমাকে বাধ্য হইয়া এই কথাই বলিতে হইতেছে যে, আমাদের খৃষ্টান ভ্রাতৃগণের নিকট মারেফাতের কোন পরিষ্কার কারণ বিদ্যমান নাই। ঐশী বাণীর ব্যবস্থার উপর পূর্ব্ব হইতেই মোহর মার হইয়াছে। স্বয়ং মসিহ (আঃ) ও তাঁহার সহচর বৃন্দের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মোজেজার (অলৌকিক কাণ্ড) ও শেষ হইয়াছে। অবশিষ্ট আছে মাত্র তর্কের পথ। এক দুর্ব্বল মানব সন্তানকে আল্লাহ্‌ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তাহাও বিদূরীত হইয়াছে। যদি অতীত কালের মোজেজাসমূহকে উপস্থিত করা হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়েই এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে পারে যে, ঐ সমস্তের মূলে কতদূর সত্য আর কতদূর অতিশয়োক্তি আছে তাহা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। কেন না অতিশয়োক্তি করা বাইবেল কারগণের একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি পরিষ্কার উপলব্ধি হইবে। বাইবেলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মসিহ্‌ (আঃ) এত কার্য্য করিয়াছেন যে, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ হইলে সমগ্র পৃথিবীতেও আঁটিবে না। অলিখিত অবস্থায় উহা পৃথিবীর মধ্যে আঁটিল, কিন্তু লিপিত হইলে উহা আঁটিবে না, ইহা কেমন দর্শন আর কেমন যুক্তি? কেহ কি ইহা বুঝিতে পারে? ইহা ছাড়াও যীশুখৃষ্টের মোজেজা কোন ক্রমেই মুছার (আঃ) মোজেজা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। আর যদি ইলিয়াছ (আঃ) নবীর মোজেজার সঙ্গে যীশুর মোজেজাগুলির তুলনা করা হয়, তবে ইলিয়াছের (আঃ) মোজেজার নিক্তিই অধিকতর ভারী হইবে বোধ হয়। যদি কেবল মোজেজার জোরেই মানুষ খোদা হইতে পারিত, তবে ঐ সমস্ত লোক ন্যায়তঃ খোদা হইবার দাবী করিতে পারেন। যীশু যে নিজেকে খোদার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন অথবা অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহাকে খোদার পুত্র বলা হইয়াছে, তাহা কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত কারণ হইতে পারে না।

বাইবেলে অনেক লোককেই খোদার পুত্র বলা হইয়াছে। এমন কি, কোন কোন মহাপুরুষকে খোদা পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং এইজন্য যীশুর কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই। আর যদি অন্যান্য গ্রন্থাদিতে অপর কাহাকে খোদার পুত্র কিংবা খোদা বলা হইত, তথাপি "যীশুখৃষ্ট খোদার পুত্র" এই কথাটার মধ্যে "পুত্র" শব্দটাকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করা একান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। খোদা তায়ালার কালামে (বাক্যে) এরূপ ভূরী ভূরী রূপক পাওয়া যায়। যখন যীশুর মত অন্যান্য অনেক লোককেও খোদার পুত্র বলা হইয়াছে, তবে উক্ত লোকদিগকে কেন উক্ত

মহত্ত্ব হইতে বঞ্চিত কর হইবে? প্রকৃত কং এই যে, মুক্তিলাভের জন্য এমন একটি কথার উপর নির্ভর কর যুক্তিসঙ্গত নহে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের সঙ্গে উহার কোন প্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে না পক্ষান্তরে অপরের মুক্তির জন্য আত্মহত্যা করাও মহাপাপ আমি খোদার শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, যীশু স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন নাই দুর্বৃত্ত ইহুদিগণই তাঁহার সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছিল তিনি ক্রুশ কাষ্ঠোপরি মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সারারাত্রি উদ্যানের মধ্যে দোওয়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অশ্রুপাত হইয়াছিল। সেইজন্য খোদা তায়ালাও তাঁহার তাকওয়ার (ঈশ্বর-ভীতি) দরুণ তাঁহার দোওয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রুশোপরি মৃত্যুলাভ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহা বাইবেলেই লিখিত আছে সুতরাং যীশু যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, ইহা একটি মিথ্যা দোষারোপ নহে কি? এতদ্ব্যতীত ইহ কখনও আমাদের বোধগম্য হয় না যে, জায়েদ নামক এক ব্যক্তি নিজ মস্তকে আঘাত করিল আর অমনি বকর নামক আর এক ব্যক্তির মাথা ব্যথা ছাড়িয়া গেল তবে অবশ্য আমরা হজরত ঈছা (আঃ) নামক এক ব্যক্তিকে খোদা তায়ালার প্রেরিত নবী এবং খোদা তায়ালার স্বহস্ত-বিশুদ্ধ সর্ব্বগুণশালী মহাপুরুষদের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করি যে সমস্ত কথা তৎসম্বন্ধে কিংবা নবীদের সম্বন্ধে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্তের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে খোদা অথবা খোদার পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এই সমস্ত বিষয়ে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে আমার সম্বন্ধে খোদার পবিত্র বাণীতে যেরূপ সম্মান-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বাইবেলের কুত্রাপি যীশু সম্বন্ধে দেখা যায় না সেই জন্য কি আমি বলিতে পারি যে, আমি খোদা কিংবা খোদার পুত্র? রহিল বাইবেলের শিক্ষা আমার মত এই যে, যে শিক্ষার ভিতর দিয়া মানবের সমুদয় গুণের বিকাশ হয়, তাহাই পূর্ণ শিক্ষা যে শিক্ষা শুধু কোন একটি বিশেষ গুণের প্রতি সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়, সেই শিক্ষা "সম্পূর্ণ পদবাচ্য নহে। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, এই শিক্ষা আমি কোরাণ শরীফেই পাইয়াছি কোরাণের শিক্ষায় প্রত্যেক বিষয়েই সত্য এবং কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, বাইবেলে আছে, কেহ এক গালে চড় মারিলে অপর গাল ফিরাইয়া দেওয়া উচিত কোরান বলে যে ইহা সব সময় এবং সব অবস্থার উপযোগী নহে একপ স্থলে ধৈর্য্য, প্রতিশোধ, মার্জ্জনা অথবা শাস্তি এই কয়টি গুণের কোন্‌টির দরকার তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কোরাণের এই শিক্ষাই সম্পূর্ণ এই শিক্ষার অনুসরণ না করিলে মানবসমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে একপ বাইবেল বলে যে, পরস্ত্রীর প্রতি কামপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না কিন্তু কোরাণ শরীফ বলিতেছে যে, পরস্ত্রীর প্রতি কি কামপূর্ণ ভাবে, কি নিষ্কাম ভাবে, কোন রূপেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অভ্যাস করিও না। কেন না, একপ স্থলে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা আছে আবশ্যক মত চক্ষুকে প্রায় বন্ধ করিয়া রাখ এবং পরিষ্কার দৃষ্টিনিক্ষেপে নিবৃত্ত থাক ইহাই পবিত্রচিত্ততা রক্ষা করিবার পন্থা বর্ত্তমান কালের শত্রুগণ হয়ত এই আদেশেরও বিরুদ্ধাচরণ করিবে, কেন না আজকালকার স্বাধীন পন্থীদের মতে প্রথমোক্ত আদর্শই ঠিক পরিষ্কার ভাবে পরস্পর দৃষ্টি করিবার ফল সুবিধাজনক হয় না যখন তরুণ তরুণী পাশবিক প্রবৃত্তির প্ররোচনা হইতে বিশুদ্ধ নহে, তখন এতদুভয়কে একত্র মিশিতে দেওয়া আর এক কথায় তাহাদিগকে পাপের গহ্বরে নিক্ষেপ করা মাত্র এইরূপে বাইবেলে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী পরপুরুষ সঙ্গম বিদুষ্টা না হইলে তাহাকে তালাক দেওয়া যায় না অপর পক্ষে কোরান বলিতেছে যে, যদি স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সাংঘাতিক শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, অথবা পর-পুরুষ-সংস্পর্শে নিজেকে কলুষিত না করিলেও উহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অথবা তাহার এমন কোন রোগ হইয়াছে যে দাম্পত্য সম্বন্ধ বজায় রাখিলে স্বামীর জীবনে আশঙ্কা আছে অথবা স্বামীর বিবেচনা মতে তালাকের অন্য কোন কারণ বিদ্যমান আছে, তবে এমন অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামীর কোন দোষ হয় না। আসল উদ্দেশ্যের দিকে

আমি আবার মনোযোগ দিতেছি আপনারা নিশ্চিতই অবগত হইবেন যে, খৃষ্টানদের নিকট মুক্তিলাভের কোন উপায় নাই কেনন যে অবস্থায় মানব পাপে লিপ্ত হইতে সাহসী হয় না এবং খোদা প্রেমের এতদুর বৃদ্ধি হয় যে, প্রবৃত্তির প্ররোচনা উহাকে পরাস্ত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই মুক্তি প্রকৃষ্ট রূপেই বুঝা যায় যে, এই অবস্থা সম্পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে না যখন আমরা কোরান শরীফের উপর নজর করি, তখন আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, যে উপায়ে মানব সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তৎসমুদয় উহাতে বিদ্যমান আছে তৎপর তাক্ওয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মানবকে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখে কেন না, আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার অনুসরণ করিলে আমাদের ভাগ্যে ঐশী বাণী লাভ ঘটে স্বর্গীয় চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে এবং মানব আল্লাহ্ তায়ালার সহায়ে গায়েবের (অদৃশ্য বস্তুর) জ্ঞান লাভ করিতে থাকে তাঁহার সঙ্গে এক দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয় খোদ তায়ালার সঙ্গে মিলনের জন্য হৃদয়ে এক আবেগ উত্থিত হয়। তাঁহাকে সকল বস্তু হইতে মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর বোধ হয় দোওয়া কবুল হয় এবং পূর্ব্বাহ্নেই এই কবুলিয়তের সংবাদ পাওয়া যায় তখন মাযারেফাতের এক বিরাট সমুদ্র সাধকের নয়ন সম্মুখে উন্মুক্ত হয় উহা তাঁহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখে বাইবেলের দিকে দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পাপ হইতে নিবৃত্তি লাভের জন্য এমন একটি প্রস্তাব উপর নির্ভর করা হইয়াছে, যাহার সঙ্গে পাপ নিবৃত্তির কোন প্রকার সম্পর্ক নাই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যীশুখৃষ্টত মানবত্বের দুর্ব্বলতা যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু উলুহিয়াতের (ঈশ্বরত্বের) এমন কোন বিশেষ শক্তি প্রদর্শন করেন নাই, যাহার বলে অন্যান্য মানব হইতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা যাইতে পারে

(ক্রমশঃ)

---

# বঙ্গীয় আহ্‌মদী মহিলা-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে

বিস্‌মিল্লা হের্‌রাহমানের্ রহিম্

"নহমদাহু ওয়ানুসল্লী আ'লা রসুলিহিল করীম্"

লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদুর রসুলিল্লাহ

প্রেমময় বিশ্বস্বামী, তব প্রীতি লাগি,
যাঁরে সঁপে নারী প্রাণ ধর্ম্ম সাথী করি,
নানা দুঃখ ঝঞ্ঝাবাত, কথা অবহেলি
রহে সুখী তারি সুখে তারি দুঃখে দুঃখী
স্বামী-সেবা পুণ্য কর্ম্ম নাহি তাতে ভুল,
সন্তান পালন আদি কর্ত্তব্য অতুল
নারীরে দিয়াছে খোদা একই আসন
ইহকালে পরকালে পুণ্যের সাধন।
অপাত্রে ক'রেছে যার প্রেম বিতরণ
পরমেশে ভুলি যায় রহে অনুক্ষণ,

পতি পুত্র সংসারেতে মত্ত চিরদিন
খোদ প্রীতি কারে কহে না বুঝে কখন
নবী-মাতা আমেনা যে জগতে দুর্ল্লভ;
নবী-ভার্য্যা খোদেজা যে নারীর গৌরব
নবী ধাত্রী হালিমা যে সৌভাগ্যশালিনী,
ফাতেমা নবীর কন্যা বীর প্রসবিনী
আয়েশা নবীর ভার্য্যা, সতী শিরোমণি
হাফেজা কুলসুম আদি যতেক ভামিনী
ছেড়ে ত আদর্শ যাঁরা যত্রতত্র খোঁজে,
বৃথা চেষ্টা, পুণ্য তারা নাহি কভু লভে।

মোস্‌লেম রমণীকুল নহে কভু হীন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বক্ষেত্রে তারাও স্বাধীন
নাহি তারা প্রতি কর্ম্মে পরের অধীন,
কতকাল রব মোরা সবে উদাসীন ?
নারীর আদর্শ নহে চিতার দহন,
তুচ্ছ নহে দুর্ল্লভ যে মানব জীবন
চিরদিন সিক্ত হ'ত ধরণীর তল,
নারীদের অশ্রুজল পড়ি অবিরল।
ললনার লাগি যত দুঃখ অনিবার
মৃত্যুতেও নাহি ছিল ত্রাণ কভু তার
কন্যার জনম শুনি হ'ত ম্রিয়মান
কাফের নির্ব্বোধ বড় অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
হেলিয়া ইস্‌লামের দয়ালু বিধান
বিবাহেতে দেয় পণ পর্ব্বত প্রমাণ
নাহি তার কোন স্থান পূজাতে পার্ব্বণে
অভাগী ঘৃণ্য কর্ম্মে রহে গৃহ কোণে
বৃথাই জীবন তার দুনিয়া মাঝারে,
নাহি সুখ কিছুমাত্র আহার বিহারে
এ দেহ সৃষ্ট নহে শুধু পরিতাপ তরে
নহে দেহ দীর্ঘশ্বাসে ক্ষয় করিবারে
শক্তি যত রহীমের উদ্দেশ্য সাধনে,
উৎসর্গ কর নারী সদা মনঃ প্রাণে
যদি পরিতাপ কিম্বা চিতার অনলে,
অমূল্য জীবন কেহ বৃথা অবহেলে,
স্রষ্টার উদ্দেশ্য তাতে কিসে পূর্ণ হয়,
অবলা নারীর প্রাণ তুচ্ছ কভু নয়
খৃষ্ট ভগিনী হারায় স্বাতন্ত্র্য আপন
পিতৃদত্ত নামটীও স্বামীর কারণ
হিন্দু ভগিনী যতেক তারাও লাঞ্ছিত,
পিতৃবংশ পরিচয়ে রহে যে বঞ্চিত॥
নবী গুরু মোহাম্মদ (সঃ) আদর্শ মানব,
ভুলি তাঁরে যত রয়েছে মোস্‌লেম সব
পুনঃ তাঁর পুণ্য নাম উচ্চ করিবারে,
প্রেরণ ক'রেছে খোদা প্রিয় মাহদীরে
শুন বার্ত্তা তাঁর স্বর্গ মর্ত্ত্য ছাবি ধারে,
কোলাহল উঠেছে যে সাগর ভূধরে
বিলাতী ভগিনীকুল ছাড়ি অভিমান,
লভি ইস্‌লাম বোরখা করে পরিধান
মোরা তবে হইয়া কি মোস্‌লেম সন্তান
উপেক্ষিব ইস্‌লামের আদর্শ মহান্‌ ?
যাঁর পুণ্যে বহে পুনঃ বিশ্বযোড়া প্রেম
অভিমানী শ্বেতকায় হ'তেছে মোস্‌লেম
যাঁর ভয়ে ভীত অতি কাফেরের পাল
ছাড়ি তাঁরে রহিবে গো আর কত কাল ?
যাঁর পুণ্যে ছাড়ি সব সংসারের কাজ
একত্রিত যুব বৃদ্ধ দলে দলে আজ
যাঁর পুণ্যে সব ঠাঁই পাই এবে প্রেম
বিশ্বে এবে প্রতি কোণে পাই যে মোস্লেম
মোস্‌লেম দুহিতা মোরা মসিহ-সেবিকা
সংসারের রঙ্গমঞ্চে মোরাও নায়িকা
নারীধর্ম্ম অবহেলি অমূল্য জীবন
কর্ম্মক্ষেত্রে কত কাল রব অচেতন ?
তব সত্য চিহ্ন যত পেয়েছে মাহ্‌দী
তাহে দৃঢ় কর খোদা মোরা আহ্‌মদী
ক'রোনা বঞ্চিত প্রভু তব প্রেম হ'তে
শক্তি দাও সবে খোদা তোমায় ভজিতে
সবারে দাও প্রভু সন্তান যত সাধু,
সিদ্দিক, সহীদ কিম্বা তার বড় কিছু
কর প্রভু পূর্ণ এবে তব আশাবাণী
বিশ্বময় যেন শুধু তব নাম শুনি
সৎকর্ম্মে কভু যেন না রহি পশ্চাতে
আগুয়ান হই যেন পুরুষের সাথে
সদা তাঁর সৎ চিন্তা সাথী যেন হই
পরনিন্দা চর্চ্চা হ'তে দূরে যেন রই
আমীন। আমীন

মোছাম্মৎ ওয়াহেদা খাতুন,
( আহ্‌মদী। )

## ( কোরাস ) *

( ১ )
তোরা কেমন মুসলমান,
তোরা কেমন মুসলমান,
রাখতে পারিস্ না তোরা প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান
তোর কেমন মুসলমান ?

( ২ )
তোরা কেমন মুসলমান ?
খোদার আসন টলালী তোরা,
বানিয়ে কথ সৃষ্টি ছাড়,
রাখ্তে পারিস্ না তোরা প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান

( ৩ )
তোরা কেমন মুসলমান ?
ক্ষুদ্র মসিহকে আকাশে দিয়ে,
যাচ্ছ তুমি আপন বয়ে,
রাখতে পারিস্ না তোর প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান

( ৪ )
তোরা কেমন মুসলমান ?
নাইক লজ্জ নাইক সরম,
খেয়ালী তোর প্রভুর ভরম,
রাখতে পারিস্ না তোরা প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান

( ৫ )
তোরা কেমন মুসলমান ?
নবুয়তের দ্বার ক'রে বন্ধ,
হয়েছিস্ তোরা আস্ত অন্ধ,
রাখবি কেমনে তোরা প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান ?

( ৬ )
তোরা কেমন মুসলমান ?
ঐ মসিহে ঘুরে আনছ ফের
বলিহারী যাই বুদ্ধি বেড়,
রাখবি কেমনে তোরা প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান ?

( ৭ )
তোর কেমন মুসলমান ?
খামখেয়ালী দজ্জাল পেয়ে,
থাকিস্ পড়ে আপন বশে.
রাখ্বি কেমনে তোরা প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান ?

( ৮ )
তোর কেমন মুসলমান ?
তোরা দজ্জালের বশে প'ড়ে,
যাচ্ছিস্ দূরে আপন ছেড়ে,
রাখ্বি কেমনে তোরা প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান ?

( ৯ )
তোরা কেমন মুসলমান ?
অশ্ব ভিন্ন আশা নিয়ে,
থাকিস্ কেন পথ চেয়ে,
রাখ্তে পার্বি না এতে প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান

( ১০ )
তোর কেমন মুসলমান ?
কোরানের সত্য বাণী শুন,
নহে মসিহ্ জেন্দা কোন,
মহম্মদী মসিহ্ এসে রাখল প্রভুর মান
এরাই সত্য মুসলমান

( ১১ )
এরাই সত্য মুসলমান
ধর্ না এ অস্ত্র হাতে ঠেসে,
দেখ্বি দজ্জাল যাবে ভেসে,
থাক্‌বে ইহাতে প্রভু মহম্মদের (দঃ) মান
এরাই সত্য মুসলমান

এ, আজিম খাঁ,
জাগতিয়

---

* Recited by Monjaro Hoque Chowdhury and Md Abdus Salam

# কালামুল্-ইমাম্

( হজ্‌রত মসিহ্ মউদের (আঃ) লেখনী হইতে ) বিগত ২৮শে জুলাইএর 'ফারুক' হইতে উদ্ধৃত

হজরত মসিহ্ মউদ (আঃ) এক মোতেরজ (আপত্তিকারী) ছাহেবের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। আহমদীর পাঠকবর্গের ইমান বাড়িবে এই আশায় ইহার কতকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি

প্রশ্ন—মোতারেজ ছাহেব এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী তো অমুক বংশোদ্ভূত হইবেন, তাঁহার পিতার নাম এরূপ হইবে, তাঁহার মাতার নাম ওরূপ হইবে, তিনি এ কাজ করিবেন, ও কাজ করিবেন আপনার মধ্যে ঐ সমস্ত সর্ত্ত পূর্ণ হইল কোথায়?

উত্তর—আপনি যে সমস্ত হাদিছের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, মাহ্‌দী অমুক বংশোদ্ভূত হইবেন ইত্যাদি ঐ সমস্ত হাদিছ মৌজু (অপ্রামাণিক) কেন না ঐ সমস্ত কোরানও সহিহ্ হাদিছের বিরোধী যেহেতু "লা মাহ্‌দী ইল্লা ইছা" (অর্থাৎ ইছা ব্যতীত কেহই মাহ্‌দী নহেন) এই হাদিছটী ও হাদিছের প্রামাণিক ছয়টী কেতাবের মধ্যেই পাওয়া যায়, তখন ইহা অবশ্যই মানিতে হয় যে, ইহার বিরোধী কোন হাদিছই সহিহ্ (প্রামাণিক) নহে আমার নিকটে কিন্তু উক্ত হাদিছটীই সত্য, কেন না ইহার বিরোধী হাদিছগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সেইগুলি যেন একই কোষে দুইটী তরবারী রাখিতে চেষ্টা পাইতেছে অর্থাৎ একই সময়ে দুইজন খলিফা খাড়া করিতে চায় একদিকে ইমাম্ মাহ্‌দী খলিফা হইলেন অপরদিকে যে ব্যক্তি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং যিনি এই উদ্দেশ্য পোষণ করিতেছিলেন যে, খোদা তায়ালা তাঁহাদ্বারা এক মহৎ সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, যদি তাঁহাকে খলিফা বলিয়া গণ্য না করা হয়, তবে খোদা তায়ালার এই সমস্ত কাজ একেবারে অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। যেন প্রথমতঃ খোদা তায়ালার তাঁহাকে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে আকাশ হইতে অবতীর্ণও করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই খোদার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোককে তিনি খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন সেই বেচারা যে উদ্দেশ্যে স্ফূর্ত্তির সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তাঁহার ব্যর্থতা ও মনস্তাপের আর একটি কারণ এই যে, দুই হাজার কিংবা ততোধিক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, এই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইবে, অথচ সময় উপস্থিত হইলে আর একজন লোককে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হইল আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সময় এছলামে একতার বিশেষ দরকার, সেই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে এমন কাজ করা যদ্দ্বারা মোছলেমমণ্ডলীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইবে, উহা বাস্তবিকই খোদা তায়ালার মর্য্যাদার সঙ্গে অসামঞ্জস্য-যুক্ত একদিকে হজ্‌রত মোহাম্মদকে (আঃ) নবী স্বরূপ প্রেরণ করা হইল অথচ অপরদিকে (রাফেজীদের মতে) হজ্‌রত আলীর (রাঃ) কাণে কাণে যেন বলিয়া দেওয়া হইল, "নবুয়ত তোমারই প্রাপ্য, তবে জিব্রাইলের ভুল হইয়াছে" আমার কাছে উক্ত প্রশ্নটী ইহার মতই বোধ হয় সুতরাং মাহ্‌দী ফাতেমা বংশোদ্ভূত হইবেন বা অমুক বংশোদ্ভূত হইবেন, ইহা বলা আমার মতে অনর্থক

আমার দাবী এই যে, আমি মাহ্‌দী ও মসিহ্ উভয়ই। মসিহ্‌র বনি ফাতেমা হইতে উদ্ভূত হইবার দরকার নাই আসল কথা এই যে, এই সমস্ত হাদিছ আব্বাসীয়-দের রাজত্বকালে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, এই জন্যই তাঁহাদের অনেকেই নিজদিগকে মাহ্‌দী বলিতেন বনি-ফাতেমা হইতে যে মাহ্‌দীর আগমন আশা করা যাইতে-

ছিল, সেই মাহ্‌দী সম্বন্ধে যে সমস্ত অলীক কিচ্ছা কাহিনী কল্পিত হইয়াছে, সেই সমস্ত একেবারে ভিত্তিহীন ও কোরানের বিরোধী আচ্ছা, ইহা কিরূপে হইতে পারে যে, মাহ্‌দী তো আসিয়া যুদ্ধের তুফান বহাইয়া দিবেন আর মসিহ্‌এর ভাগ্যে এই লেখা আছে যে, তিনি ইয়াজ্‌উল হারব্‌ ( যুদ্ধ স্থগিতকারী ) হইবেন দুইজনের উদ্দেশ্যের মধ্যে কত আকাশ পাতাল প্রভেদ অথচ তাঁহার একই সময়ে উদ্ভূত হইবেন।

হজরত নবী করিম ( আঃ ) বলিয়াছেন যে, মসিহ্‌ মউদের নাম হাকাম্‌ হইবে। কিন্তু হাকাম্‌ হইতে হইলে তাঁহাকে কতকগুলি সর্ত্ত পূর্ণ করিতে হয় (১) সমুদয় বিবাদমূলক বিষয়গুলিকে ছাফ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া ; (২) যে সমস্ত হাদিছ মজরুহ্‌ ( অপ্রামাণিক বা দুর্ব্বল ) অথবা কোরানের বিরোধী, সেইগুলিকে পৃথক করিয়া উহাদের অপ্রামাণিকত্ব প্রমাণ করিয়া দেওয়া ; এবং (৩) যে সমস্ত হাদিছ কোরানের সমর্থক, সেইগুলির প্রামাণিকতার উপর সত্যের মোহর লাগাইয়া দেওয়া যদি তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের হাদিছকেই সহিহ্‌ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সঙ্গেই "হাঁ হুজুর, হাঁ হুজুর বলিতে থাকেন তবে তিনি আবার হাকাম্‌ হইবেন কিরূপে? তাঁহাকে মাত্র তখনই "হাকাম্‌' বলিয়া মান্য করা যাইতে পারে, যখন তিনি পবিত্র ও অপবিত্র বর্জ্জনীয় ও গ্রহণীয়, সহিহ ও মৌজু ( দুর্ব্বল ) হাদিছগুলির মধ্যে, খোদা তায়ালার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া ভেদের রেখা টানিয়া দেন সুতরাং আমি "হাকাম্‌' হওয়ায় প্রত্যেক বিষয়েই খোদার ফজলে রছুলুল্লাহর ( আঃ ) কথ অনুসারে ভেদ করিয়া দিয়াছি অর্থাৎ সহিহ হাদিছ ও মৌজু হাদিছগুলিকে পৃথক করিয়া দেখাইয়া দিয়াছি আমি আরও প্রমাণ করিয়াছি যে, মাহ্‌দী সংক্রান্ত সমুদয় হাদিছ অবিশ্বাসের যোগ্য ও কোরানের বিরোধী ঐগুলির মধ্যে যদি সত্য হাদিছ কোনটী থাকিয়া থাকে, তবে ইহা "লা মাহ্‌দী ইল্লাইছ' আর দজ্জাল সম্বন্ধে যে সমস্ত হাদিছ আছে এবং যেগুলি কোরানের বিরোধী ও শেরক্‌-পূর্ণ, সেইগুলি ইমান-ধ্বংসী এবং একেবারে মিথ্যা

( আল হাকাম, নং ২৮, ২৪শে জুলাই, ১৯০০ )

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ

**লণ্ডন মছজিদ** ১৯২৬ সালের ৩রা অক্টোবর রবিবার দিবস ইংলণ্ডের, শুধু ইংলণ্ডের কেন সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে সেই দিবস ঐছলামিক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত নগণ্য হেয়: অর্থ জন বল প্রমুখ পার্থিব সম্পদ বিহীন মুষ্টিমেয় আহমদী সম্প্রদায় অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও অকপট বিশ্বাসের বলে পৃথিবীতে সর্ব্ব পক্ষ বৃহৎ ও পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি লণ্ডন মহানগরীতে এমন একটি অনুষ্ঠান গঠন করিয়া তুলিয়াছে যাহা জগতের চল্লিশ কোটী মোছলমান আজ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই এছলাম প্রচার মূলক ধর্ম প্রচার না হইলে এছলামের বিশ্বজনীন বাণী বিশ্ব-মানবের কর্ণরন্ধ্রে পৌঁছান যায় না হতভাগ্য মোছলমান স্বেচ্ছায় এই সর্ব্ব-গৌরবের একমাত্র মূলীভূত কারণ বিস্মৃত হইয়া যখন আপাত রম্য সংসার পূজায় আত্ম নিবেদন করিল সেই সময় খোদাতায়ালার প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ মউদ ( আঃ ) পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঞ্জাবভূমে আবির্ভূত হইয়া বজ্র গম্ভীর নাদে ঘোষণা করিলেন ওগো, তোমরা কে আছ, এছলামের দরদে দরদী এছলামের ব্যথায় ব্যথিত চিত্ত তেমন এসো, আমার সেনারূপে এই পৃথিবীতে আবার খোদাতায়ালার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া বিশ্ব প্রেমের উপর খোদা-প্রেমের ভিত্তি স্থাপন কর খোদাতায়ালার একত্ব ও হজরত রছুলে করীমের (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব আবার নূতন করিয়া জগতের সম্মুখে প্রমাণ কর এছলামের নামে যে সমস্ত অলীক কুৎসা রটনা করা হইয়াছে সেই সমস্তের প্রতিবাদ কর ও প্রত্যুত্তর দাও তখন চিরকাল যেমন হইয়া থাকে একদল লোক তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে আর একদল মুষ্টিমেয় লোক তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং এছলামের বাণী পৌঁছাইবার জন্য দিগ্‌দিগন্তে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ছড়াইয়া পড়ে অজ্ঞ যে জগতবাসী ইংলণ্ড জার্ম্মেণী ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে এছলাম প্রচারের কথা শুনিতে পায় তাহা শুধু আহমদী ইমানদারদের ত্যাগ ও উদ্যমের ফলে যাহাই হউক সেই সমস্ত প্রচারমূলক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও আসে নাই প্রথমতঃ আমাদের মিশনারিগণ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করিয়া যখন খৃষ্টানদের বাড়ীতে ভাড়াটিয়া হইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতায় অসন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীর স্বত্বাধিকারিগণ নানারূপ উৎপাত করিতে থাকিল সেই জন্য ১৯১৯ সালে লণ্ডনে একটি মছজিদ প্রস্তুত করিবার জন্য মুষ্টিমেয় আহমদী সম্প্রদায় ১ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে। প্রচার কার্য্যের সুবিধার্থ এবং লণ্ডন প্রবাসী মোছলমানদের নামাজ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য একটি

চতুর্থ দিবস আহমদিগণের ক্রীড়া উৎসব সম্পন্ন হয়। ইহাতে সন্তরণ, [illegible] কুস্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কৌশল প্রদর্শিত হয়।

## কলিকাতা আঞ্জুমানের বার্ষিক অধিবেশন

—আহমদীর পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, খোদার ফজলে এই আঞ্জুমানের বার্ষিক অধিবেশন অতিশয় ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে জগদ্বিখ্যাত আহমদী প্রচারক হজরত মৌলানা আবদুর রহিম নাইয়ার ছাহেব ফিল বি এস আর এ-এস ইত্যাদি ইত্যাদি, মৌলানা গোলাম আহমদ মৌলবী ফজেল ছাহেব এবং হাফেজ আবদুর রহমান ছাহেব শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আগমনে এবং উপর্যুপরি বিগত ১৯শে ও ২০শে সেপ্টেম্বর নানাস্থানে বক্তৃতা হওয়ায় আমাদের আহমদিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে কলিকাতায় খুব একটা চর্চ্চা হইয়াছে। যে কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই বুঝা যায় যে আমাদের মতবাদ লোকের মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে হিন্দু ও মোছলমান ভ্রাতৃগণের পরিচালিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈসাপ্তাহিক প্রভৃতি সংবাদপত্রে পূর্ব্বে আমাদের বক্তৃতার প্রোগ্রাম (তালিকা) প্রকাশিত হওয়ায় এবং বক্তৃতা হইলে পর সেই সমস্ত কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। সুতরাং বেঙ্গলী, ফরোয়ার্ড, অমৃত-বাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী নামক হিন্দুস্থান প্রভৃতি হিন্দু ভ্রাতৃগণের পরিচালিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষকে এবং দৈনিক ছোলতান, দৈনিক তবলী, দি মোছলমান, দি মোছলেম ষ্টাণ্ডার্ড, মোহাম্মদী, মোছলেম বাণী প্রভৃতি মোছলেম ভ্রাতৃগণের পরিচালিত পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষকে সমগ্র আহমদী সমাজের পক্ষ হইতে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। খোদা তায়ালা তাঁহাদিগকে জাজায়ে খায়ের দিন। আমিন।

**প্রথম অধিবেশন**—প্রথম দিবসের অধিবেশন ১৯শে সেপ্টেম্বর [illegible] ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে হাফেজ আবদুর রহমান ছাহেব কোরাণ শরীফের কতকগুলি আয়েত এবং হজরত মসিহে মওউদের (আঃ) কবিতা অতি ললিত স্বরে আবৃত্তি করেন। কি মধুর সে স্বর! শ্রোতৃমণ্ডলী একেবারে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর মৌলানা গোলাম আহমদ মৌলবী ফাজেল ছাহেব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী সম্বন্ধে দীর্ঘ একঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। তিনি হজরত মোহাম্মদের (আঃ) জীবনকে দুইদিক হইতে দেখিয়াছেন—প্রথম মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবন এবং দ্বিতীয় খোদার সাথে সম্পর্কিত জীবন। তিনি কোরাণ শরীফ হইতে ভূয়সী আয়েত উদ্ধৃত করিয়া নিজ বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পরমত-সহিষ্ণুতা, উদারতা, ক্ষমাশীলতা, এবং দানশীলতা হজরত মোহাম্মদের (আঃ) চরিত্রের কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল এবং সেইজন্য প্রত্যেক প্রকৃত মোছলমানেরই অনুকরণযোগ্য। বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব এবং একেশ্বরবাদ এছলামের বিশেষত্ব। ভক্তি ও উপাসনা (দোওয়া) খোদাকে পাইবার পথ বিশেষ। বক্তার বিশ্বজনীন কোরাণ ব্যাখ্যার ফলে লোকে একেবারে মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ছায়া-চিত্র যোগে আহমদী সম্প্রদায় ইংলণ্ড, আফ্রিকা ও আমেরিকায় যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা হজরত মৌলানা আবদুর রহিম নাইয়ার ছাহেব প্রদর্শন করেন। কিরূপে দরিদ্র আহমদী সমাজ ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, কিরূপে এই সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো জাতিদিগকে এছলামের আলোকে আনয়ন করিয়া তাহাদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয়ের চিত্র বক্তা অতি উপাদেয়ভাবে সকলকে প্রদর্শন করেন এবং বক্তা যে অসাধারণ ত্যাগের বলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লিভিংষ্টোনের মত ঐ সমস্ত অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

**দ্বিতীয় অধিবেশন**—২০শে সেপ্টেম্বর টাউন হলে দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। বিশ্ববিখ্যাত হজরত মৌলানা আবদুর রহিম নাইয়ার ছাহেব আহমদিয়া মতবাদ ও বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সেই সময় সিটি কলেজের [illegible] বাবু [illegible] মিত্র মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তৎপর সর্ব্বপ্রথমে হাফেজ আবদুর রহমান ছাহেব অতি মধুর স্বরে কতকগুলি কোরাণের আয়েত পাঠ করেন। নাইয়ার ছাহেবের বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান কালে জগতে ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি মানুষের কার্য্যের বিবিধ বিভাগে সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে শুধু হজরত মসিহ মওউদের (আঃ) বাণী অনুসরণ করিয়া, কেননা তিনি ঈমান, (বিশ্বাস) এবং আমল, বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব শান্তি, এবং পরমত-সহিষ্ণুতা ও একেশ্বরবাদের সংবাদ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যেভাবে কোরাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে কাহারও অনন্ত শাস্তি ভোগ হইবে না। কেননা সকলেই এক আল্লাহ্ তায়ালারই সন্তান, তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই বিলীন হইবে। তিনি জাতি ধর্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেরই রাব্ব্। তিনি প্রেমের উৎস স্বরূপ। সুতরাং ভেদ বৈষম্য তাঁহার অভিপ্রেত নহে। জাতি ধর্ম ও দেশ-কাল নির্ব্বিশেষে সকলেরই সেই অনন্ত শান্তির দিকে ধাবিত হওয়া উচিত। সুতরাং পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপন এবং সকলের মধ্যে প্রেম ও মৈত্রী স্থাপনই এছলামের বাণী। এইরূপে তিনি কোরাণ হইতে মসিহ্ মওউদ (আঃ) প্রকৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তৎপর [illegible] সভাপতিরূপে [illegible] অর্থাৎ [illegible] বক্তৃতা [illegible] প্রসঙ্গেই সভাপতি মহাশয় পরমত সহিষ্ণুতা এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে একটি সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। হজরত আবদুর রহিম নাইয়ার যে অতি দূরদেশে একাকীভাবে এরূপ মহৎ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য হিন্দু মোছলমান, সকলেই ভারতবাসী স্বরূপে অপর একজন ভারতবাসীর অবদান-পরম্পরায় গৌরব অনুভব করেন।

দ্বিতীয় দিবসের উক্ত অধিবেশনে সভায় একদল দুষ্ট মোছলমান গোলমাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শ্রোতৃবর্গকে বাহির হইয়া আসিতে বলা সত্ত্বেও যখন কেহই তাহাদের কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিল না, তখন ব্যর্থ মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। মৌলানা ছাহেব বহোছের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই গ্রহণ করে নাই।

আজকাল এই সাম্প্রদায়িক কলহের সময় এমন উদার ও মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যে একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে ইহা শুনিলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যায়। আমরা আশা করি যে সমস্ত সম্প্রদায়ই তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের উক্ত কার্য্য-বিবরণী ফ্রী প্রেস' [illegible] ফরোয়ার্ড, বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

# আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণে তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"—এলহাম হজরত মসিহ মাউদ

| ২য় বর্ষ | অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ—১৩৩৩ | ৮ম,৯ম,১০ম সংখ্যা |
|---|---|---|


## হিন্দু-মোছলেম সমস্যা ও উহার সমাধান

[ আহমদী সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা হজরত খলিফা-তুলমসিহ্ একদিকে যেমন গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আধার, তেমনি অপরদিকে অভূতপূর্ব্ব রাজনীতি-বেত্তা। ভারতের বর্ত্তমান হিন্দু-মোছলেম সমস্যা ভারতের ইতিহাসে, শুধু ভারতের ইতিহাসে কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভিনব ব্যাপার। ভারতের তথা হিন্দু সমাজ, পূর্ব্বকালে হিন্দু-অহিন্দু-সমস্যার যেভাবে সমাধান করিয়াছে, বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান সেইভাবে হইতে পারে না। কেন না পূর্ব্বকালীন ভারতীয় অহিন্দুগণ জ্ঞান ও সভ্যতায় হিন্দুদের চেয়ে পশ্চাদপদ ছিল, কাজেই তাহারা হিন্দু-সমাজে শূদ্রদের মত নিম্ন আসন পাইয়াও সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানের ঝগড়া-নিরত তিনটি দলের মধ্যে খৃষ্টান ও মোছলমানের দাবী অন্যরূপ, তাহারা নিজেদের ধর্ম্মগত ও সভ্যতা-সম্বন্ধীয় বৈশিষ্টকে বিসর্জ্জন দিয়া কোন প্রকার শূদ্রেতর আসন পাইয়া হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত হইতে নারাজ। ইহাই হইল হিন্দু-মোছলেম সমস্যার মূলীভূত কারণ, অপর কথায় ভারতের বর্ত্তমান হিন্দু-মোছলেম সমস্যা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষ-জাত। অতঃপর শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তিনি অসাধারণ নিরপেক্ষতার সহিত কি ভাবে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচনা একটু দীর্ঘ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে ধৈর্য্য-হীন না হইয়া শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়নিচয়ের ভারতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিই গভীর মনোযোগের সহিত এই চিঠিখানি পাঠ করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ইহ প্রকৃত পক্ষে বড়লাট বাহাদুরের নিকট লিখিত একখানি চিঠি বিশেষ। সঃ আঃ ]

নিম্নে তাঁহার চিঠিখানির বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

আউজুবিল্লাহে মিনাশ্ শয়তান উর্-রাজিম্।

বিছমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহিম

হুয়ান্ নাছের

মহামান্য বড়লাট মহোদয়,

এতদ্দেশবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্যের ফলে ভারতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে

ভারতের প্রত্যেক শুভাকাঙ্ক্ষীর নিকটেই ইহা অতি চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আপনি ভারতের শান্তি ও সুশৃঙ্খলার জন্য মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের নিকট দায়ী। সুতরাং ভারতে বর্ত্তমানে হিন্দু ও মোছলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে নিশ্চয় আপনি উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিবেন। আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যে ডেপুটেশন গ্রহণ করিতে আপনি সম্মত হইয়াছেন, সেই ডেপুটেশনের অভিভাষণেই আমি এই সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি চেমস্‌ফোর্ড ক্লাবে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে প্রণোদিত হইয়া তৎপূর্ব্বেই আমার মতামত ব্যক্ত করা সমীচীন মনে করি। যখন আমি এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলাম, তখন গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে আপনার উক্ত বক্তৃতার একটি নকল পাইলাম। তৎসঙ্গে পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টের একখানি চিঠিও ছিল। এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতের এই মহা সমস্যার সমাধানকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সুতরাং অবিলম্বে আমার মতামত ব্যক্ত করা উচিত।

সম্রাট বাহাদুরের প্রতিনিধি স্বরূপে বর্ত্তমান মনোমালিন্য বিদূরীত করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য আপনি যে অতি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, আমিও ভারতের এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। কেন না, আমি আমার সাধ্যমত পূর্ব্বাপর সমানভাবেই দেশে শান্তিরক্ষাকল্পে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের সময়ের রেকর্ড দেখিলেই উহা প্রমাণিত হইবে। আমি এবং আমার নেতৃত্বাধীনে অন্যান্য আহমদিগণ শান্তিরক্ষাকল্পে মিলিতভাবে যে চেষ্টা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে অবগত হইতে হইলে স্যর মাইকেল ওডায়ার ও স্যর মেল্‌কম্‌ হেইলীর মতামত জানিলেই যথেষ্ট হইবে। যে দেশে আমার সম্প্রদায়ের কেন্দ্র অবস্থিত, তাঁহারা সেই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা আমাদের মতামত ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে সঠিক অভিমত পোষণ করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্যর মাইকেল ওডায়ারের গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রেস্ কম্যুনিক প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"কাদীয়ানের আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায় দাঙ্গা নিবারণকল্পে এবং যে সমস্ত আন্দোলন পঞ্জাবকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহা হইতে দূরে অবস্থানকল্পে যাহা যাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট একটি রিপোর্ট পাইয়াছেন। এই সম্প্রদায় স্বীয় অনুবর্ত্তীদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে বর্ত্তমান আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহাদের কোনই সম্পর্ক নাই এবং তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টা সর্ব্বত্রই সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়াই প্রকাশ।"

বিগত ১৯১৯ সালের ১৫ই এপ্রিল স্যর মাইকেল ওডায়ার তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আমার জনৈক সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন :—

"আহমদি সম্প্রদায়ের মাননীয় বর্ত্তমান নেতার নেতৃত্বাধীনে আহমদি সম্প্রদায় যে ছয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে উহা এই কথা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সম্প্রদায় অতি রাজভক্ত এবং দেশের মঙ্গল ও উন্নতিসাধনে অতিশয় উদ্বিগ্ন। মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর এই সমস্ত বিষয়ে এই সম্প্রদায় হইতে যে সমস্ত মূল্যবান পরামর্শ পাইয়াছেন, এবং যুদ্ধের সময় এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষাকল্পে কার্য্যতঃ যে সমস্ত সাহায্য পাইয়াছেন, সেই সমস্ত তিনি স্বীকার করিতেছেন, এবং তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে উহা উপস্থিত করিবেন। তিনি এই আশা করেন যে, এই সম্প্রদায় ও উহার মাননীয় নেতার নিকট হইতে তাঁহারাও এই প্রকার সহযোগিতা প্রাপ্ত হইবেন।"

পঞ্জাবের গবর্ণর স্যর মেল্‌কম্‌ হেইলী, কে, সি, এস, আই, সি, আই, ই, আই, সি, এস, এর অভ্যর্থনাকল্পে আহমদিয়া সম্প্রদায় যে অভ্যর্থনা সূচক অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি নিম্নলিখিত মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

"যদিও আপনাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দিক সম্বন্ধে

কিছু বলা আমার পক্ষে সমীচীন নহে, তথাপি এই সম্প্রদায়ের একটি দিক আছে, যে সম্বন্ধে আমি খুব বলিতে পারি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী স্যার এডোয়ার্ড ম্যাক্‌লাগানের সদৃশ আমি ও আপনার রাজনৈতিক ব্যাপারে যে পন্থ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অতি প্রীত হইয়াছি। সম্প্রদায়হিসাবে আপনারা এই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় যে সুযুক্তি ও দৃঢ়বিশ্বাস দ্বারাই রাজনৈতিক উন্নতিলাভ করা উচিত, খুন খারাবি কিম্বা দেশের আবাল বৃদ্ধ-বণিতার দ্বারা আন্দোলন করিয়া নহে। কি বিগত মহাযুদ্ধের সময়, কি ১৯১৯ সালের ইঙ্গ-আফগান সমরের সময়, সকল সময়েই আপনারা ন্যায়ের জন্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আপনার টেরিটোরিয়াল ফোর্সে অতি আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়াছেন। রাজনীতিতে আপনাদের যুক্তিপথাবলম্বন এবং সমাজ-স্থিতির জন্য আপনাদের প্রয়াস, এই দুই কারণে আপনাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।"

আমি এবং আমার অনুবর্ত্তিগণ শান্তিরক্ষাকল্পে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছি এবং খোদার সাহায্য হইলে ভবিষ্যতেও করিতে থাকিব। আমরা উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু তজ্জন্য কখনও আমরা কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হই নাই।

আপনার হয়তঃ স্মরণ আছে যে, আফ্‌গান আমীর আবদুর রহমানের আদেশে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত একজন লোক প্রস্তরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন, তারপর পরলোকগত আমীর হাবিব্‌ উল্লাহ খাঁর আদেশে ও আমাদের সম্প্রদায়ের আর একজন প্রধান লোক নিহত হন এবং বেশী দিনের কথা নয়, বর্ত্তমান আফগান-আমীরের আদেশেও আমাদের তিনজন ধর্ম্মভ্রাতা প্রস্তরাঘাতে নিহত হইয়াছেন। তাঁহাদের অপরাধ মাত্র এই যে, তাঁহারা জেহাদ অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিষয়ে মতদ্বৈধতার দরুণ যুদ্ধ-করণ-নীতির বিরুদ্ধে প্রচার করিতেন। অনেক লোক এই ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া থাকে যে, এই সমস্ত লোক আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ার দরুণই নিহত হইয়াছেন, পক্ষান্তরে যাঁহারা সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে এই সমস্ত আহ্‌মদী আহমদিয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ শিক্ষানুসারে শান্তি প্রচার করিতেন এবং ধর্ম্মনৈতিক মতানৈক্যের দরুণ যুদ্ধ করণ-নীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন বলিয়াই নিহত হইয়াছিলেন। মিষ্টার মার্টিন নামক জনৈক ইংরেজ পরলোকগত আমীর হাবিব্‌ উল্লাহ খাঁর অধীনে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন। তিনি "Under the Absolute Amir" বা "স্বেচ্ছাতন্ত্রী আমীরের অধীনে" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আমীর মহোদয় ছাহেবজাদাহ আবদুল লতিফ খাঁ নামক খোস্তের জনৈক প্রধান আহ্‌মদীকে আহমদীয় মতবাদের শিক্ষানুসারে জেহাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেন বলিয়া নিহত করিয়াছেন। কেননা, এতদ্বারা আমীর যে অস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে রুশ গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন, তাহা নিস্তেজ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখকের এই সাক্ষ্যদ্বারা এই কথা যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের হত্যার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা জেহাদের বিরোধী। কোন কোন মোছলমান গবর্ণমেণ্ট নিজেদের স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে জেহাদ নীতিকে ভুল বশতঃ এছলামের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিতেছেন। একথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ১৯২৭ এবং ১৯২৫ সালেও আমাদের তিন চার জন ধর্ম্মভ্রাতাকে আফগানিস্থানে নিহত করা হইয়াছে। বিগত ১৯২৪ সালে আমি যখন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, মিশরের আহমদিগণ আমাকে অভ্যর্থনা করিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে একটি সভা করিতেছিলেন। এমন সময় অতর্কিতভাবে একদল লোক তাঁহাদিগকে "বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের চর" এই মিথ্যা অপবাদ দিতে দিতে আক্রমণ করতঃ একজনকে হত করে, এবং অপর কয়েকজনের ধন সম্পত্তির প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। ফল কথা, আমরা আহমদিগণ ভারতে ও বহির্ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, এবং আমরা শান্তি স্থাপনার্থ ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত

হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের সম্প্রদায়ের মতামত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতামত অপেক্ষা অধিকতর গুরু হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। আমার বোধ হয় যে শান্তির জন্য আমার যে এই একনিষ্ঠ বাসনা, এইজন্যই বোধ হয় সর্ব্বজ্ঞানশালী আল্লাহতায়ালা আমাকে সাত বৎসর পূর্ব্বে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যখন ভারতের সর্ব্বত্র অতি জোর সোরে অসহযোগ নীতি প্রচারিত হইতেছিল, তখন লাহোর ব্রেড্‌ল হলে আমি এই সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম যে, নিম্নলিখিত দুইটী উপায় অবলম্বন না করিলে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব:—প্রথম কথা এই যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ-বৈষম্য নাই এই কথা প্রচার করিবার পরিবর্ত্তে ভেদ-বৈষম্য যে আছে তাহা মানিয়া লইয়া ঐ সমস্ত ভেদের মৌলিক কারণগুলিকে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা উচিত, নতুবা ফল এই হইবে যে, সাধারণ লোক [সাম]য়িক উত্তেজনার বশে এই সমস্ত ভেদ বৈষম্যের কথা [কিছু]কালের জন্য ভুলিয়া গেলেও শীঘ্রই এইগুলি আবার [illegible] করিবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্রভাবে এই [সম]স্ত লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিতে থাকিবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহাদের সমুদয় বুঝাপড়া ও সন্ধি-চুক্তির মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কেও যেন শামেল রাখা হয়, কেননা ইংরেজের এদেশে আসা ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক, বাস্তবপক্ষে তাঁহারা এখন ভারতের বৃহত্তর জাতির অংশ বিশেষ হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সহযোগিতা ব্যতীত সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

কিন্তু গভীর পরিতাপের সঙ্গে এই কথা বলিতে হইতেছে যে, আমার এই সাধু ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রস্তাবের প্রতি তখন কেহ ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, ফলে উত্তর কালে ভারত অতি দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। যাহাই হউক সুখের বিষয় এই যে, আজকাল অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং লালা লাজপত রায়ের মত একজন চরমপন্থী লোকও আমার সঙ্গে একমত হইয়াছেন। এইরূপে ১৯২৩ সালে নেতা হিসাবে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পরিচালনাসংক্রান্ত কঠোর কর্ত্তব্যের বোঝা থাকাসত্ত্বেও আমি লাহোরে স্যার এডোয়ার্ড ম্যাকলেগেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার সুবিবেচনার্থ লিখিতভাবে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। যদিও তিনি সপারিষদ উক্ত প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছিলেন, তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে তৎপ্রতি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদর্শিত হয় নাই এবং উক্ত প্রস্তাব শেষে একেবারেই বর্জ্জিত হয়। আমি এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, গবর্ণমেণ্ট একটি নিখিলভারত ঐক্য-সভা ( All-India Unity Conference ) আহ্বান করতঃ উহাতে সমুদয় জাতি ও শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দকে নিমন্ত্রিত করুন। আমার প্রস্তাবগুলি নিম্নলিখিতরূপ ছিল:

"একই দেশবাসী দুইটি সম্প্রদায় চিরকাল বিবাদ নিরত থাকিতে পারে না। যদি গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে অতি শীঘ্র স্বীয় কর্ত্তব্য পালন না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস কিম্বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতৎপ্রতি মনোযোগ দিবেন এবং প্রথমতঃ অকৃতকার্য্য হইলেও শেষে কৃতকার্য্য হইবেন। তাহার ফল এই হইবে যে, দেশের আপামর সাধারণ গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে কংগ্রেসকে দেশের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করিবে।

"সুতরাং প্রকৃত রাজনৈতিক দূরদর্শিতানুসারে গবর্ণমেণ্টেরই শান্তির বাহন হওয়া কর্ত্তব্য, এবং এইরূপে এই কথা প্রমাণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে মাত্র গবর্ণমেণ্টের মধ্য দিয়াই প্রকৃত একতা স্থাপিত হইতে পারে, এবং গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ভালবাসেন না।"

আমি তৎপ্রতিও গবর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম যে, যখন ইহা একটি সর্ব্ব ভারতীয় সমস্যা, তখন পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে ভারতগবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই ইহা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে আমার সম্প্রদায়ের যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারেন। আমার সম্প্রদায় নেতৃস্থানীয় হিন্দু ও মোছলমানদের মতামত সংগ্রহ করিতে ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্য্য সমাধা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু

দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, তখন এরূপ কন্‌ফারেন্স দ্বারা কৃতকার্য্যতা লাভ করা সম্ভব নহে বলিয়া গবর্ণর বাহাদুর মত প্রকাশ করেন কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও কৃতকার্য্যতা লাভ হউক বা না হউক, শুধু এরূপ একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করাও একান্ত আবশ্যক ছিল, কেননা তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে লোকের মনে যে সংশয় বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা বিদূরিত হইত এবং জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আকৃষ্ট হইত আপনার বক্তৃতা হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে আমি যে আশঙ্কা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা এই সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদের জন্য গবর্ণমেণ্টকেই দায়ী করেন, অথচ এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছেন না বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন যদি আমার প্রস্তাবের প্রতি তখন মনোযোগ প্রদর্শন করা হইত এবং যদি তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর আপনার মত ঘোষণা করিতেন যে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন, তাহা হইলে কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক আর নাই হউক, জনসাধারণের মনে অন্ততঃ পক্ষে এরূপ সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হইত না কিন্তু দেশনায়কগণ আমার লিখিত মতের প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন, এবং যদিও তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট এবং এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়ার দরুণ অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তথাপি অন্ততঃ পক্ষে তাঁহারা দেশের মধ্যে এই একটি ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন যে কংগ্রেস ও অন্যান্য নেতৃবর্গ গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা জনসাধারণের ব্যথায় অধিকতর ব্যথিত এবং দেশের মঙ্গলসাধনে অধিকতর আগ্রহান্বিত এই ধারণা যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনিষ্টকর তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই আপনার বক্তৃতার ফলে গবর্ণমেণ্টের শত্রু মিত্র সকল শ্রেণীর লোক যে প্রকার প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারাই স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, দেশ উদ্বিগ্ন হইয়া গবর্ণমেণ্টের মুখ হইতে এই আওয়াজ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল যদি এই ঘোষণবাণী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত, তবে কতই না ভাল হইত কেন না, তাহা হইলে সম্প্রতি দেশও গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে যে সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সমস্তের উদ্ভব হইত না

যদিও অবস্থা অতি জটিল হইয়া উঠিয়াছে এবং শান্তি স্থাপন আপাতঃ দৃষ্টিতে একরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তথাপি কোন বিজ্ঞ লোকেই এই কথা মনে করিতে পারেন না যে বর্ত্তমান অবস্থার কোন প্রতিকার নাই মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ও মোছলমান পরস্পর ভাই ভাই, এই কথা সর্ব্বত্র এইরূপভাবে প্রচারিত ও বিঘোষিত হইত যে ইহা ক্ষণস্থায়ী ভাব মাত্র, ইহা কেহ কল্পনায়ও আনয়ন করিতে পারিত না আমার স্মরণ হয়, যখন ১৯১৭ সালে মিঃ মণ্টেগু ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন আমি মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মোছলেম একতা স্থায়ী হইবে কি না তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, যদি অনৈক্যের সমুদয় কারণ দূরীভূত করা হয়, তবে উক্ত ঐক্য ভাব স্থায়ী হইতে পারিবে নতুবা কয়েক বৎসর পরে আবার শান্তিভঙ্গ হইবে এবং হিন্দু ও মোছলমানগণ পরস্পর মারামারি করিতে থাকিবে আজকার অবস্থায় আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইতেছে মাত্র এই সমস্ত হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব্বেকার শান্তির মত বর্ত্তমান বিবাদ বিসম্বাদও দীর্ঘস্থায়ী হইবে না, এবং যদি অনৈক্যের মূলীভূত কারণসমূহ আবিষ্কার করিয়া ন্যায়নিষ্ঠভাবে তৎসমুদয়ের প্রতিকার না করা হয়, তাহা হইলে দেশে পর পর শান্তি ও বিবাদ বিসম্বাদের যুগের আবির্ভাব হইয়া ভারতের উন্নতির পথে মস্ত বিঘ্ন জন্মাইবে এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ফসাদ হইতে যে অনিষ্ট হইতেছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও খুলিয়া বলিতে হইবে না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে শান্তি ও ঐক্যের যুগ আসে, তাহাও অনিষ্টকর কেনন সেই সমস্তও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, এবং অনৈক্যের কারণসমূহ থাকিয়া যায় বলিয়া প্রকৃত আরোগ্য লাভ ও প্রকৃত সংস্কার দিন দিন পিছাইয়া যাইতেছে

অ মার যতদূর বোধ হয় কতকগুলি নৈতিক দুর্ব্বলতার দরুণ সাম্প্রদায়িক মনে মালিন্য ও বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়, এবং ভারতবাসিগণ জাতীয় ব প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত নহে বলিয় ঐ সমস্ত দৌর্ব্বল্য ও তাহাদের মধ্যে একেবারে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ভারতবর্ষ কোন কালেও দীর্ঘকালের জন্য জাতীয় ব প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থ ভোগ করে নাই শাসন ব্যবস্থার দিক দিয় কখনও ভারতবর্ষ এক দেশ ছিল ন ভাবের ঐক্য, আচার অনুষ্ঠানের ঐক্য অথব বহুদিন যাবৎ একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয় একতাবদ্ধভাবে কার্য্য করা প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন লোকদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন দৃঢ় হয় দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতবাসিগণ কখনও এই সমস্ত কারণের একটির দ্বারাও কোনও সময় অনুপ্রাণিত হয় নাই ভারতের বিভিন্ন জাতির মত বিভিন্ন প্রকারের, তাহাদের আচার-ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের এবং তাহারা কখনও সহযোগিতা এবং একতাবদ্ধ হইয় কাজ করিবার অভ্যাস করে নাই

সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ কয়েকটি স্বাধীন-রাজ্যে বিভক্ত রহিয়াছে মোগল আমলে কিছুকালের জন্য সমুদয় ভারত এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎকালে শাসন-ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না বলিয় জাতীয়তার সৃষ্টি হইতে পারে নাই বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ সহযোগিতা ছিল এবং আভ্যন্তরীণ সম্পর্কাদিও অতি নগণ্য ছিল মাত্র বৃটিশ আমলেই ভারতে জাতীয়ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু এই জাতীয় আন্দোলন এত আধুনিক যে কোটি কোটি লোক মোটেই ইহার দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, এবং যাঁহারা জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জাতীয়তা-বোধও অতি ক্ষীণ এবং তাঁহাদের মতামতও অতি অসম্পূর্ণ এমতাবস্থায় কয়েকটি বক্তৃত কিংবা উপদেশ-বাণীর ফলেই অভিলষিত জাতীয় ভাবের সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশ করা দুরাশা মাত্র অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ঐক্য স ধিত হওয়ার কোন আশাই করা যাইতে পারে না দেশে জাতীয় ভাবের বিস্তার হইবার আরও অনেক বিলম্ব আছে, এবং উহ দেশে দৃঢ় হওয় ও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয় ত আরও দূরের কথ জনসাধারণ অনৈক্যের মূলীভূত কারণগুলি বুঝিতে ন পারিলে এবং বহুদিন যাবৎ জাতীয়ত্ব ও একতার সাধনা ন করিলে মাত্র একতাবদ্ধ হইবার জন্য নেতৃবৃন্দের উপদেশে কোন ফল হইবে না। নূতন ভাবসমূহকে ক্রমে আগে পুরাতনগুলির স্থান অধিকার করিতে হইবে মানব-প্রকৃতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে ন ব্যক্তিবিশেষের উন্নতির পথে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত যদি সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে উন্নতির অন্তরায় হয়, তবে আরও মারাত্মক হইয় উঠে যখন আমর দেখিতে পাই যে, ব্যক্তিবিশেষ প্রবল ইচ্ছ এবং দৃঢ়শক্তি সত্ত্বেও কোন অভ্যাসের সহিত দীর্ঘকাল ক্রমাগত সংগ্রাম না করিয়া তাহার আমূল সংস্কার সাধন করিতে পারে ন, তখন আমর কিরূপে মাত্র কয়েকজন নেতার কয়েকটি বক্তৃতা দ্বার অসংখ দেশের সমস্ত উন্নতিশীল মনের একটি আকাঙ্ক্ষা মাত্রের সৃষ্টি করিয় সমগ্র দেশের অবস্থ বদলাইতে আশ করিতে পারি? যদি ইচ্ছামাত্রই সংস্কার সাধিত হইত এবং অভ্যাস দূরীভূত হইত তবে একদিনে সমগ্র পৃথিবী ফেরেশ্তার স্থানে পরিণত হইত অবশ্য আমি এই কথা বলিতে চাই না যে, সংস্কার সাধন করা একেবারে অসম্ভব, কিন্তু আমি মাত্র এই কথা বলিতে চাই যে, রোগ বড় কঠিন ও মারাত্মক হইয় উঠিয়াছে সুতরাং উহার প্রতিকারের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয় কর্ত্তব্য বাস্তবিক পক্ষে নেতৃবৃন্দের চেষ্টার ফলে যে এই রোগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে এবং মাত্র তাঁহাদের উপদেশ বাক্যের দ্বারাও উহার প্রতিকার হইবে ন ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং তৎপর একজন দূরদর্শী ও অভিজ্ঞতাশালী চিকিৎসকের মত যে প্রতিকারের দরকার তাহার ব্যবস্থ কর এবং চিকিৎসাকালে সতর্ক চিকিৎসকের মত রোগের লক্ষণগুলিকে যতদূর সম্ভব নিস্তেজ কর আমাদের কর্ত্তব্য, যেন ঐ সমস্ত লক্ষণই আবার রোগে পরিণত হইয়া রোগমুক্তির পূর্ব্বেই রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে না পারে।

এই সমস্ত প্রাথমিক আলোচনার পর ভারতবাসিগণ জাতীয়গবর্ণমেণ্টে অভ্যস্ত না হওয়ায় যে সমস্ত দোষের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করিতে চাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতে সর্ব্বদাই বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিয়াছে। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে, যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই শাসক-পদে প্রতিষ্ঠিত হউন না কেন, তিনি সমগ্র জাতির বাদশা স্বরূপ পরিগণিত হন নাই, তিনি সাম্প্রদায়িক বাদশা স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছেন। অধিকন্তু যেহেতু সর্ব্বদাই তাঁহাকে নিজ সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিতে হইত, সেইজন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গলের কথাই ভাবিতে হইয়াছে। যখনই শাসনপ্রতিষ্ঠান এক সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে অপর সম্প্রদায়ের হস্তে পতিত হইয়াছে, তখনই শেষোক্ত সম্প্রদায় মনে করিয়াছে যে এখন শাসন ব্যবস্থা হইতে তাহাদের লাভবান হইবার সময় আসিয়াছে। সেইজন্য সেই সম্প্রদায়ই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে এতাদৃশ সাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে ভারতবাসীদের মনে নিম্নলিখিত দুইটী ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে:—প্রথমটি এই যে, নিজের সমুদয় শক্তি শুধু নিজ সম্প্রদায়ের লোকের মঙ্গলার্থ ব্যয়িত করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ যতদূর সম্ভব অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি অনিষ্ট সাধন করিতে হইবে যেন তাহারা শক্তি সঞ্চয় করতঃ অত্যাচারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হইতে না পারে। অবশ্য একথা সত্য যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে পৃথিবীর সমুদয় বিভিন্ন জাতিই অন্যান্য জাতিবৃন্দের প্রতি এতাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষে একই দেশবাসী সম্প্রদায়বৃন্দ এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে, এবং ইহাতে জগত-বাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান।

অপরখুৎটি এই যে, সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতের প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতা নাই। প্রকৃত কথা এই যে, প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার কথা ভারত-বাসীদের মনেও উদিত হয় নাই। যাহাদের প্রতিনিধি-মূলক শাসনব্যবস্থা নাই, তাহারা পরমত-সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে পশ্চাদপদ হইয়া থাকে, ভারতবাসীও এই অভ্যাসটির চর্চ্চা করিতে পারে নাই। স্বেচ্ছাচার শাসন-তন্ত্র সাধারণের সমালোচনার অনুমোদন করিতে পারে না। আসল কথা এই যে, সমালোচনাই সংস্কারের অগ্রদূত, কিন্তু যেখানে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া প্রচলিত শাসন পদ্ধতির সমালোচনা করা আইনতঃ নিষিদ্ধ, সেইখানে সমালোচনার ফলে বিদ্রোহ না হইয়াই পারে না। যেহেতু স্বেচ্ছাচারী শাসন তন্ত্রে সমালোচনা নিষিদ্ধ এবং শাসন ব্যাপারে সাধারণের মতামত কদাচিৎ লওয়া হইয়া থাকে, সেইজন্য দেশ হইতে উপযুক্ত সমালোচনার প্রথা তিরোহিত হয়। ফলে এই হয় যে, কি গবর্ণমেণ্ট, কি সর্ব্বসাধারণ, কেহই অপ্রিয় সমালোচনা সহ্য করিতে পারে না। এমতাবস্থায় মাত্র তখনই সমাজ সমালোচনার আশ্রয় গ্রহণ করে, যখন তাহারা প্রচলিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত হয়। ফলে এই হয় যে, যাহারা সমালোচনা করে, তাহারা অপরকে ধ্বংস করিবার ধারণা-বশতঃই করিয়া থাকে এবং যাহাদের সমালোচনা করা হয়, তাহাদেরও এই ধারণা হয় যে, সমালোচনার উদ্দেশ্য শুধু তাহাদিগকে ধ্বংস করা। সুতরাং অধিকাংশ লোকই যেমন অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অপরের সমালোচনা করিয়া থাকে, তেমনই অপরের সমালোচনাকেও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই জন্যই তাঁহারা অপরের সমালোচনার অতি কর্কশ ও উত্তেজনামূলক ভাষায় প্রত্যুত্তর করিয়া থাকে। ভারতে সর্ব্বদা স্বেচ্ছাচারী শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুণ ভারতবাসীদের মধ্যে এই সমস্ত দোষ দেখা যায়। কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি সামাজিক ব্যাপার, কোন বিষয়েই সর্ব্বসাধারণ অণুমাত্র সমালোচনাও সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সমালোচনার প্রকৃত নিয়ম বিস্মিত হইয়াছে এবং আসল কথা ছাড়িয়া দিয়া বিরুদ্ধ-বাদীদের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। এইরূপে তাহারা অপরের সমালোচনার প্রতি কখনও সদুদ্দেশ্য আরোপ করে না, পক্ষান্তরে অহরহঃ এই অনুমানই করিয়া থাকে যে, অসদুদ্দেশ্যেই অপর সকল লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং

করে অপরের মনে আঘাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

উপরোক্ত ব্যাপার ধর্মনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের দরুণ আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই প্রধানতঃ তিন প্রকারে শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে, প্রথমটী ধর্ম, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক সম্পর্ক এবং তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক সম্পর্ক। যদি ভারতে ধর্মনৈতিক মতদ্বৈধও না থাকিত, তবে আমি এই মত পোষণ করিতাম যে, ভারতের বর্ত্তমান রোগের প্রতিকারকল্পে স্বাধীনতা প্রদান আবশ্যক, যেন প্রজাগণ পরস্পর ঝগড়া করিয়া আত্ম-সংস্কার সাধন করিতে পারে, কেননা, আমার যতটা বোধ হয়, মাত্র শিক্ষা বিস্তার, এবং রেল লাইন ও রাস্তা-ঘাটের প্রসার দ্বারাই যে ভারতের বর্ত্তমান রোগের প্রতিকার হইবে, তাহা নহে, পক্ষান্তরে ভারতবাসী-দিগকে শাসন ব্যাপারে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবারও সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু মুস্কিল এই যে, ভারতে ধর্ম বৈষম্য অতি মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যধিক ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। একতা ও শান্তির জন্য সব কিছুই বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তিই ধর্ম বিসর্জ্জন করিবার কল্পনাও করিতে পারে না। ইহা নিশ্চিত যে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী পরস্পর মারামারি করিয়া পরমত সহিষ্ণুতার অভ্যাস অর্জ্জন না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এক ধর্ম অপর ধর্মকে সমূলে উৎপাটন করিবে এবং যাঁহারা ধর্মকে খোদাতায়ালার প্রেরিত সত্য বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের কেহই এরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে রাজী হইবেন না।

আপনি আপনার বক্তৃতাকালে এই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন যে, অতীতকালে ভারত অসংখ্য বিভিন্ন জাতিকে সমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছে, এই শেষ পরীক্ষায় কি ভারত অকৃতকার্য্য হইবে? আমার বোধ হয়, অতীতের ও বর্ত্তমানের সমস্যাদ্বয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, মোছলমানদের পূর্ব্বে ভারতে যে সমস্ত জাতি আগমন করিয়াছিল, তাহারা সাধারণতঃ দুই প্রকারের ছিল। প্রথম শ্রেণীস্থ লোকেরা ভারতবাসীদের চেয়ে সভ্যতায় হীনতর ছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের সভ্যতা এত হীন না হইলেও পূর্ণমাত্রায় বিকশিত ছিল না, যেমন গ্রীক ও পারসিকগণ। ভারতবাসী মাত্র এক উপায়ে অর্থাৎ সামাজিক চাপ দিয়া তাহাদিগকে স্ব সমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছে। সেই সমস্ত লোকের কোন নিজস্ব নৈতিক আইনব্যবস্থা ছিল না, তাহারা কিছু কাল পরে সেই চাপের সম্মুখে পরাজিত হয় এবং তারপর ভারতবাসীদের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। আর এক কারণ এই প্রক্রিয়ার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তাহা এই যে, তাহারা দেখিতে পাইল যে, ভারতীয় সভ্যতা তাহাদের সভ্যতা হইতে অনেক উচ্চ। সুতরাং এই সমস্ত লোক এই শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন করিয়া এবং সামাজিক চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শূদ্র হইয়া রহিয়া গেল। যাহারা সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প মাত্র। অধিকন্তু তাহারা ভারতীয় উপজাতিবৃন্দের মত পৌত্তলিক ছিল, এবং একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তাহাদের মোটেই জ্ঞান ছিল না। সুতরাং মাতৃভূমির সঙ্গে যখন তাহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তখন তাহারা নিজেদের আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে অতি বিক্রম প্রদর্শন করায় তাহাদের এই সেবার পুরস্কার-স্বরূপ অগ্নিকাণ্ড প্রণিধানযোগ্য রাজপুত স্বরূপে হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিল। অবশিষ্ট লোকদের কেহ হইল বৈশ্য, আর কেহ হইল শূদ্র। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নাই। এখন হইল মোছলেম ও খ্রীষ্টানদের লইয়া সমস্যা। এই উভয় জাতীয় লোকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সভ্যতা আছে এবং তাহারা যে যে ধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে তাহাদের দাবী এই যে, উহাদের সমস্ত পৃথিবীকে কিছু দিবার আছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতীয় লোকগণ যে ভাবে ভারতীয়দের সমাজ-ভুক্ত হইয়াছিল, সেই ভাবে এই সমস্ত লোকের পক্ষে হিন্দু-সমাজে বিলীন হওয়া অসম্ভব। ধর্ম সম্বন্ধে ভারতে একীকরণের এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের কাল্পনিক ঈশ্বরগুলিকে মানিয়া লইত এবং

সামাজিক ব্যাপারে যদি নবাগত লোকগণ অধিকতর অনুকূল সর্ত্ত পাইতে না পারিত, তবে তাহাদিগকে শূদ্রের স্থান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

মোছলমান ও খৃষ্টানদের কেহই ইহা করিতে পারে না। খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস উভয়ের ধর্ম্মেরই মূলমন্ত্র এবং খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাদের যে বিশ্বাস আছে, তৎসম্বন্ধে এমন কোন মিটমাট করিতে পারে না যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আর এক কথা এই যে তাহাদের চিরাচরিত সভ্যতাকে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা শূদ্র হইয়া থাকিতেও নারাজ। সুতরাং যদি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপন সম্ভব হয়, তবে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির বৈষম্য রাখিবার সকলেরই অধিকার আছে এবং ঐ সমস্ত বৈষম্য সত্ত্বেও সকলের সমান নাগরিক অধিকার থাকিবে, মাত্র এই সর্ত্তেই হইতে পারে। সমস্ত সম্প্রদায় এই নীতিতে রাজী না হইলে শান্তি স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু উপরে আমি ভারতবাসীদের স্বভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা মস্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে। যদি মতভেদ শুধু মৌলিক নিয়ম সম্বন্ধে হইত এবং প্রকৃতিগত কিংবা নীতিগত না হইত, তবে নিয়মগুলি সম্বন্ধে একটি মীমাংসা করিতে পারিলেই শান্তি স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু আসল কথা এই যে, আমাদের দেশের লোকের প্রকৃতি ও নৈতিক জীবন এমনি ভাবে গঠিত হইয়াছে যে, স্থানীয় এবং আকস্মিক ঝগড়াসমূহও সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করে। মানুষের মনে এমনি ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে যে, প্রত্যেক কলহের মধ্যেই তাহারা সাম্প্রদায়িক ঝগড়া দেখিতে পায়। ফলে সমস্ত দেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং একটি সামান্য ব্যাপার সাম্প্রদায়িক সমস্যায় পরিণত হইয়া উঠে। জাতীয় ভাব এবং প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা বহুদিন যাবৎ বিদ্যমান না থাকায় যে গোঁড়ামি ও পরমত-অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই ঐ সমস্তের মূলীভূত কারণ।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর মেলা-মেশা এবং ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্রের প্রবর্ত্তনই এই সমস্তের একমাত্র প্রতিকার। কিন্তু আমি ইহাও বলিয়াছি যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাসন ব্যাপারে অচিরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না। ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া উচিত। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা এমনি গুরুতর যে, স্বায়ত্ত শাসনের প্রথম পর্য্যায় স্থাপিত হওয়াতেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনার্থ হিন্দু সম্প্রদায় অস্পৃশ্যতা ও শুদ্ধি সম্বন্ধে তাহাদের চিরাচরিত শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া অনুন্নত জাতিবৃন্দকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া তাহাদের সংখ্যা বর্দ্ধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অপর দিকে মোছলমানগণ ও বৈদেশিক ধর্ম্মভ্রাতৃগণের সাহায্য লইয়া আপনাদের বল বৃদ্ধির কল্পনা করিতেছে। কেহই একথা বলিতে পারে না যে শুদ্ধি এবং অনুন্নত সম্প্রদায় গুলিকে উন্নত করা খারাপ কাজ। প্রথমোক্ত কার্য্য করিবার প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই অধিকার আছে এবং শেষোক্তটি করিতে পারিলে যে মানব-জাতির পরম সেবা হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, এই সমস্ত আন্দোলন অধিকতর প্রতিনিধিত্ব-লাভের কলহের সঙ্গে জড়িত, তখনই ইহাদের সত্য স্বরূপটি প্রকটিত হইয়া পড়ে। কেবল এই সকল লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে, কেন না তাহাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, এই সমস্ত আন্দোলন ধর্ম্মনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন নহে, পক্ষান্তরে এই সমস্ত রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভের ছলনা মাত্র। এই সমস্ত আন্দোলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের আশঙ্কা মোটেই অমূলক নহে।

ভারতের মোছলমানদের আর এক মস্ত অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে এবং তাহাতেও তাহাদের মানসিক উত্তেজনা কম হয় নাই। তাহা হইল এই যে, ভারতের মোছলমানদের সম্প্রদায় হিসাবে যাহা দরকার, তাহা বিলাতের রাজনীতিধুরন্ধরগণ মোটেই বুঝিতে পারেন না। বর্ত্তমান অবস্থায় সম্প্রদায় হিসাবে মোছলমানদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের আবশ্যক, কিন্তু বৃটিশ জাতির এমনই শিক্ষা হইয়াছে যে, তাঁহারা

স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বকে জাতীয় উন্নতির ঘোর অন্তরায় মনে করেন। বৃটিশ জাতি এই কথা ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় যে রুগ্ন ও সুস্থ ব্যক্তির খাদ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এমন কি অতি উত্তম খাদ্য যাহা শতকরা নিরানব্বই জন লোকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে, তাহা আবার শতকরা একজন লোকের মৃত্যু ঘটাইতে পারে। বিলাতের রাজনীতিবেত্তা ও সাংবাদিকগণ ভারতবাসীদের রোগের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব একটি ভুল বিশেষ এবং যত শীঘ্র সম্ভব ইহার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যখন হিন্দু সম্প্রদায় স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া থাকে, তখন তাঁহারা মনে করেন যে, তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই তাহারা এরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা এই কথা ভুলিয়া যান যে, সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের পক্ষে মিশ্র নির্ব্বাচন অতি অনুকূল হইবে। যেহেতু সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতামঞ্চে, সর্ব্বত্রই এই মত ব্যক্ত হইয়া থাকে, সেইজন্য মোছলমানদের মনে বিশেষ আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে যে, হয়তঃ অচিরে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার উচ্ছেদ হইবে এবং সেইজন্যই তাহারা সামান্য কারণেও উত্তেজিত হইয়া উঠে।

বর্ণিত কারণ সমূহের দরুণ যেহেতু প্রকৃত প্রতিকার অবিলম্বে প্রয়োগ করা সম্ভব নহে, এবং যেহেতু সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়নিচয়ের অবস্থা নিরাপদ না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রেটবৃটেন ভারতের শাসনভার ভারতবাসীদের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন না, সেইজন্য একদিকে যেমন ধীরে ধীরে তাহাদিগকে নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরতা সহকারে তাহাদের কর্ত্তব্যাদির দায়ীত্ব সম্পাদনে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তেমনি যতদূর সম্ভব উত্তেজনার সমুদয় কারণ দূরীভূত করিবার জন্যও যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কেন না, যদি এতদ্দেশবাসিগণ পুনঃ পুনঃ উত্তেজনাপরায়ণ রহিয়া যায়, তাহাদের পুরাতন অভ্যাসসমূহ অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইবে মাত্র এবং শাসন কার্য্যের দায়ীত্ব ও তৎসমুদয় দূর করিতে পারিবে না। রাজনৈতিক অনৈক্যের দরুণ যে সমস্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা আমার মতে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে দূরীভূত হইতে পারে :—

(১) ইণ্ডিয়া অফিসকে বৃটিশ জাতিকে এই কথা বুঝাইবার ভার লইতে হইবে যে, যদিও মিশ্র নির্ব্বাচন দেশের উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তথাপি ভারতের বিশেষ অবস্থানুসারে তথায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রবর্ত্তন না হইলেই চলে না এবং এই প্রথার প্রবর্ত্তন এমন একটি ভুল নহে যাহার সংশোধন আবশ্যক, পক্ষান্তরে সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ যদি ন্যায় ব্যবহার দ্বারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহকে মিশ্র নির্ব্বাচন মানিয়া লইতে রাজী করিতে পারে, তবেই শুধু এই প্রথার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার পরিবর্ত্তন করিলেও দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা এই যে, কোন বিভাগেই মোছলমানদের প্রবেশাধিকার নাই। সংখ্যানুসারে ভারতের মোছলমানদের যতগুলি চাকুরী প্রাপ্য, তাহারা আজ পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ের অর্দ্ধেকও প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে তাহাদের বাণিজ্য এবং শিল্পেরও যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। ভারতে বৃটিশ জাতির আগমনের পূর্ব্বেও তাহারা বাণিজ্যে পশ্চাদপদ ছিল, কেন না, তখন ভারতে মোছলেম রাজত্ব বিদ্যমান থাকায় মোছলমানগণ স্বভাবতঃই রাজকার্য্যে আকৃষ্ট হইত এবং ইহাতেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে তাহাদের সরকারী চাকুরীর বেশী দরকার। কিন্তু সেই বিভাগও তাহাদের পক্ষে একরূপ অর্গলবদ্ধ। এমতাবস্থায় তাহাদের মনে যে সন্দেহ ও আশঙ্কার উদয় হইবে, তাহা স্বাভাবিক। এই সমস্ত সন্দেহ ও আশঙ্কার অপনোদন না হইলে মিশ্র নির্ব্বাচন এই দেশের পক্ষে উপকারী হইতেই পারে না। স্বভাবতঃই মোছলমানগণ এই ভয় করিয়া থাকে যে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তাহাদের স্বার্থ পদদলিত হইয়া থাকে, তখন বড় বড় বিষয়ে তাহাদের স্বার্থ কিছুতেই রক্ষিত হইবে না।

(২) এরূপ স্থির হওয়া আবশ্যক যে যে সম্প্রদায়ের মিশ্র নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের তিন চতুর্থাংশ যদি

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনটি পর পর বৈঠকে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন উচ্ছেদ করিবার পক্ষে ভোট দেন, তবেই ভারতে মিশ্র নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে, নতুবা নহে। এই আইন বিভিন্ন প্রদেশে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইহাও আবশ্যক যে যে সম্প্রদায়ের স্বার্থ ইহাতে জড়িত আছে, তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যবর্গের তিন চতুর্থাংশ তত্তৎ প্রদেশে এই প্রস্তাব প্রবর্ত্তনের পক্ষে ভোট দিবেন। ভারতের শাসন ব্যবস্থা-গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে ইহাও লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক যে, মাত্র ভোটাধিক্যের জোরে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের উচ্ছেদ হইতে পারিবে না। এরূপ না করিলে মোছলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়বর্গের সংশয় কখনও দূরীভূত হইবে না এবং দেশেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

(৩) এইরূপে ভারতের শাসনব্যবস্থায় ইহাও লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাস্থিত কোন সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত তিন চতুর্থাংশ সদস্য উক্ত সভার পর পর তিনটি বৈঠকে তাহাদের সম্প্রদায়সম্পর্কিত কোন আইনের পক্ষে ভোট না দিলে, এবং তৎপর পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদে ও সেই সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্য উহার পক্ষে ভোট না দিলে, সেই সম্প্রদায় সংক্রান্ত কোন আইন পাশ করা হইবে না বা কার্য্যে পরিণত করা হইবে না। কোন সম্প্রদায় সংক্রান্ত আইনের পক্ষে সেই সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত সদস্যদের তিন চতুর্থাংশ ভোট না দিলে উহা কার্য্যে পরিণত না করিবার যে আইন আছে, তৎসম্বন্ধে মোছলমানদের মনে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অতি গুরুতর এবং শান্তি স্থাপনের পক্ষে একটি ঘোর প্রতিবন্ধক, কেন না আমরা দেখিতে পাই যে, যে সমস্ত লোক পূর্ব্বে এই আইনের পক্ষে ছিলেন, তাহারা আজ ইহার বিরোধী। মোছলমানদের এই ভয় হইয়াছে যে, এই আইন হয়তঃ একদিন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং তখন তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ অসম্ভব হইবে।

(৪) যখন শাসন সংস্কারের কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল, সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া আসিতেছি যে যে নিয়মানুসারে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা অতি ভ্রমাত্মক। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে মোছলমানদিগকে তাহাদের জনসংখ্যার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ও পঞ্জাবে তাহাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিণত করা হইয়াছে। ফল এই হইয়াছে যে, কোন কাউন্সিলেই মোছলমানগণের সংখ্যাধিক্য নাই। কোন কোন কাউন্সিলে তাহাদিগকে কিছু সুবিধা করিয়া দিলেও তাহারা কৃতজ্ঞ হইতে পারে না, কেন না, সেই সুবিধাটুকু স্বত্বেও সেই সমস্ত কাউন্সিলে ও মোছলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু যে সমস্ত কাউন্সিলে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিণত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত কাউন্সিলে তাহারা অসন্তুষ্ট এবং আমার মতে তাহাদের এই অসন্তোষ যুক্তিসঙ্গত। ভারতের জননায়কগণ এবং গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে ভুল করিয়াছেন, কেন না, তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে এই সমস্যার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। আমি পূর্ব্বাপর এই কথা বলিয়া আসিতেছি যে, সাধারণতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই উহার লোকসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে উহার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জনসংখ্যার তুলনায় অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়, তবে এতৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়কে যেন সংখ্যালঘিষ্ঠ না করা হয়। আমার বোধ হয় যে, এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না রাখার দরুণ হিন্দু ও মোছলমানদের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যদিও তাহাদের নিজেদের দায়ীত্ব গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা কম নহে। আমি প্রথম হইতেই ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিতেছি এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতেছি, কিন্তু দুঃখের সহিত ইহা আমাকে বলিতে হইতেছে যে, তখন কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই, যদিও বর্ত্তমানে অনেক মোছ্‌লেম নেতাই ইহার কুফল দেখিয়া নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিতেছেন।

সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অনুষ্ঠানাদি পালন সম্পর্কেও যে সমস্ত বিরোধের সৃষ্টি হয়, তৎসম্বন্ধেও একটি নিয়ম ধার্য্য হওয়া আবশ্যক। আমার মতে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে উহার ধর্ম্মসম্পর্কিত ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালনে বাধা দিতে পারে, এইরূপ ভাব শান্তির ঘোর বিরোধী। আর যাহা পছন্দ করি না এরূপ কার্য্য হইতে অপরকে বিরত রাখিয়া কখনও শান্তি স্থাপন হইতে পারে না। অপর পক্ষে যে সমস্ত ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অপর সম্প্রদায়সমূহের কোন ক্ষতি হয় না, অথবা অশ্লীল বা মানব প্রকৃতির বিরোধী নহে, তৎসমুদয় পালনে প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেই প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। অবশ্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির প্রতিও উপযুক্ত মনোযোগ প্রদর্শন করিতে হইবে, যেন তাহা-দিগকে অকারণে উত্তেজিত না করা হয়। এই নিয়মানুসারে মোছলমানদিগকে গরু জবাহ্‌ করিতে কোন প্রকার বাধা প্রদান উচিত নহে। কিন্তু গো-হত্যায় হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে বলিয়া কোন সাধারণ স্থানে বা হিন্দুরা দেখিতে পায়, এরূপ স্থানে করা উচিত নহে। পক্ষান্তরে হত্যাশালায় কিংবা যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি নাই, সেই স্থানে মোছলমানদের স্ব স্ব বাড়ীতে অথবা কৃষকদের বেল বা মাঠে করিতে দেওয়া উচিত।

এরূপে ফুলপুষ্পে সজ্জিত করিয়াও কোন কোরবাণীর গরু বাহিরে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। মোছলমানদের নিজেদেরই এই কার্য্য হইতে বিরত হওয়া উচিত, নতুবা গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত। হত্যার জন্য মনোনীত গরুকে সকলকে দেখাইতে হইবে, এছলামে এরূপ কোন বিধান নাই। হজ্‌রত মোহাম্মদ (সাঃ) মাত্র একবার হত্যার জন্য মনোনীত পশুকে সাজাইয়া মিছিল বাহির করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও কাহারও প্রাণে আঘাত দিবার জন্য নহে। পক্ষান্তরে ইহা একজন আরবী সর্দ্দারকে খুসী করিবার জন্য করা হইয়াছিল। সেই আরবী সর্দ্দার পশু বলিদানে অতি আমোদ পাইতেন। সুতরাং মোছলমানও যে তাঁহার সঙ্গে এই সম্বন্ধে একমত কেবল উহা দেখাইবার জন্যই শুধু ঐরূপ করা হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ভারতে হত্যা পশু মিছিল করিয়া লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না, কেন না, ভারতবাসিগণ সাধারণতঃ সকল পশুর হত্যা এবং বিশেষতঃ গো-হত্যাকে অতি ঘৃণা করিয়া থাকে। সুতরাং আমার মতে শান্তি রক্ষা করিতে হইলে এরূপ মিছিল বাহির করা মোছলমানদের সঙ্গত হইবে না। অবশ্য তাহাদের পশু হত্যা কিংবা বলি দিবার অধিকার আছে, কিন্তু এরূপ কোন সম্প্রদায়কে বিরক্ত করিবার নহে, যাহারা এরূপ পশু হত্যাকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।

এইরূপে মোছলমানদের মত খৃষ্টান কিংবা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের শুকর বধ করিবার কিংবা শিখদের ঝট্‌কা করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। কেন না, ভারতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় যতদিন পর্য্যন্ত অন্যায় ভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে প্রকৃত পরধর্ম্মসহিষ্ণুতাব সৃষ্টি হইবে না এবং শান্তিও স্থাপিত হইবে না।

মসজিদের সম্মুখে বাজনা সম্বন্ধেও আমার বোধ হয় এই নীতির অনুসরণ করিলে অনায়াসেই শান্তি রক্ষিত হইতে পারে। আমার মতে হিন্দুরা যেমন গো-হত্যাকে ঘৃণ্য মনে করে, যেহেতু মোছলমানগণ বাদ্যকে তত ঘৃণ্য মনে করে না, সেইজন্য সাধারণতঃ ইহা বন্ধ করা যাইতে পারে না। তথাপি পঞ্জেগানাহ্‌ নমাজের সময় যাহাতে নমাজের ব্যাঘাত না ঘটে, তজ্জন্য মসজিদের সম্মুখে এবং উভয় দিকে কতকদূর পর্য্যন্ত বাদ্য বন্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পঞ্জেগানাহ্‌ নমাজের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় অপর কোন সম্প্রদায়কে সর্ব্বসাধারণের স্থানে তাহাদের সামা-জিক কিংবা ধর্ম্মনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমাধানে বাধা দেওয়ার অধিকার মোছলমানদের নাই, কেন না, ইহাতে তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। এইরূপে কোন মসজিদের নিকটে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কেন না, ইহাতে সর্ব্বদাই নমাজে ব্যাঘাত ঘটিবে।

এই অধিকার যাহাতে শুধু মোছলমানদেরই না হয়,

যাহাতে এই সুযোগ হিন্দু, খৃষ্টান ও অপরাপর সম্প্রদায়কেও দেওয়া হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহারা যখন তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মালয়ে উপাসনায় নিরত থাকে তখন যাহাতে উহাদের ধর্ম্মক্রিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ইহাও আমার মত যে, হিন্দু এবং মোছলমান উভয়ের পক্ষেই পরস্পরের ধর্ম্মনৈতিক অনুষ্ঠানাদিতে হস্তক্ষেপ করা অতি অসঙ্গত। এক সম্প্রদায় যখন শোক প্রকাশে ব্যস্ত, যদি অপর সম্প্রদায় তখন আনন্দ জ্ঞাপন করে, তবে কাহারও আপত্তি করিবার কোন অধিকার নাই। ব্যক্তিবিশেষের বেলাও আমরা দেখিতে পাই যে, একই সময়ে এক বাড়ী শোকাতুর, অপর বাড়ী আমোদে মাতোয়ারা। এই বলিয়া কেহই সহসা অপরকে আনন্দপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিতে যায় না। যখন উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করিতেছে যে, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য আছে, তখন কার্য্যকালে বৈষম্য দেখিয়া রাগান্বিত হওয়ার কোন কারণই নাই।

সংক্ষেপতঃ দেশে পরমতসহিষ্ণুতার উদ্রেক করিতে হইলে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের নিজস্ব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত রাখা আবশ্যক, এবং ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য। আর যাহাতে এক সম্প্রদায় নিজের স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করিয়া অপর সম্প্রদায়কে অযথা বিরক্ত না করে, সেই বিষয়ে একটু শাসনের আবশ্যক।

অবশ্য নিঃসন্দেহে ইহা বলিতে পারা যায় যে, এই নীতি অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ লোকের মধ্যে কিছু উত্তেজনা আসিবে, কিন্তু ইহাও সত্য যে, এতদ্ব্যতীত পরস্পর সম্প্রীতি ও সদ্ভাবে বাস করিবার অভ্যাসের সৃষ্টি করিবারও উপায়ান্তর নাই। যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এক সম্প্রদায়ের আন্দোলনের ফলে অপর সম্প্রদায়কে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত লোকের মনে এই ধারণা থাকিয়া যাইবে যে, আন্দোলন দ্বারা তাহারা অপর সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে পারিবে এবং এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা কখনও আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হইবে না। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ এমন একটি রুগ্ন লোকের মত যাহাকে ডাক্তার ঠাণ্ডায় বাহির হইলে সর্দ্দি লাগিবে এই ভয়ে শয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু অনবরত শয্যায় শায়িত থাকায় তাহার জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হওয়ায় সে দেখিতে পায় যে, মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোল সংস্পর্শেও তাহার সর্দ্দি হয়।

দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রারম্ভে আমি ভারতের নেতৃবর্গকে এই উপদেশ দিয়াছিলাম যে, দাঙ্গা নিবারণ করা ব্যতীত যাহাতে দাঙ্গা ঘটনা স্থলেই সীমাবদ্ধ থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। এই পর্য্যন্ত এই দস্তুর চলিয়া আসিতেছে যে, যখনই কোন স্থলে দাঙ্গা হয়, তখন উভয় পক্ষের লোকেরাই মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণন করিতে থাকে। ফলে অন্যান্য সহরের অধিবাসীরাও উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তখন মারামারি সাধারণ হইয়া উঠে। অধিকন্তু, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই প্রকৃত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের সমর্থন করিতে থাকে। ইহাতে শুধু অশান্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘটনা-স্থলে যাহাতে অনুসন্ধান করা হয়, তজ্জন্য কংগ্রেস-কমিটি একটি অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত দাঙ্গার পরে লোক আর কমিশনের সদস্যবর্গকে বিশ্বাস করিতে চায় না। এতদ্ব্যতীত এই সমস্ত কমিশন যে অনুসন্ধান করেন, তাহা অধিক সময় সাপেক্ষ এবং দেশের অপরাপর দিকে অশান্তি বিস্তৃতি নিবারণ করিতে পারে না। সেই জন্যই আমি এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, প্রত্যেক প্রদেশেই সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক একটি স্থায়ী বোর্ড গঠিত হওয়া আবশ্যক। তারপর যে স্থলেই কোন দাঙ্গা বাধে, সেইখানেই অবিলম্বে একটি নূতন কমিটি গঠন করা আবশ্যক। দাঙ্গায় যে দুইটি সম্প্রদায় নিযুক্ত হইয়াছে, প্রাদেশিক বোর্ড হইতে সেই সম্প্রদায়ের এক একজন সদস্য, তৃতীয় এক সম্প্রদায়ের একজন সদস্য, এবং গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী, এই চারিজন সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে। এই চারিজন লোক যত শীঘ্র সম্ভব দাঙ্গার কারণ

সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন এবং কোন্ পক্ষ অত্যাচার করিয়াছে এবং দাঙ্গার জন্য প্রকৃত দায়ী কে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। এই নীতির একটি নৈতিক প্রভাব এই হইবে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্বীয় সুনাম বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। এতদ্ব্যতীত কোন সম্প্রদায়ই অত্যাচারী দলকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করিবে না। দাঙ্গাকারীগণকে শাস্তি দিবার সময় গবর্ণমেণ্টের ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন্ পক্ষ প্রকৃতপক্ষে দোষী। আত্মরক্ষাকারীদিগকে শাস্তি দিবার সময় এই কথা স্মরণ না রাখিলে কখনই দাঙ্গা নিবারিত হইবে না।

ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ইহার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কি সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, যদি এই সমস্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তবে তাঁহাদেরই মঙ্গল হইবে। এইরূপ সহযোগিতা করিলে বেসরকারী তদন্ত কমিশন গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে অন্যায় ও অযৌক্তিক দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ হইবে। যাহাই হউক, এই সমস্ত অনুসন্ধানে গবর্ণমেণ্টের শুধু নিম সরকারী ভাবে শরীক হওয়া কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, এই সমস্ত কমিশনের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য দাঙ্গার মিটমাট করিয়া দেওয়া নহে, পক্ষান্তরে দাঙ্গার প্রকৃত কারণ এবং কোন্ সম্প্রদায় উহার জন্য দায়ী, তাহা নির্ণয় করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য, কেন না, মিট্‌মাটের জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব হইলে, ফলে শুধু দাঙ্গা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়া কমিটি যখন রিপোর্ট পাঠাইয়া দিবেন, তখন মিট্‌মাটের চেষ্টা করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এক্ষণে আমি ধর্ম্মনৈতিক বৈষম্যের প্রতি মনোযোগ দিব। আমার মতে ধর্ম্মনৈতিক বৈষম্যই সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গামার মূল কারণ। ভারতবর্ষে যে সমস্ত লোক ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না, তাহারা এই সমস্ত বৈষম্যকে নিজেদের কাজে লাগায়। তাহারা ভারতবাসীদের প্রকৃতি অতি ভালরূপেই জানে এবং জানে বলিয়াই এই কথাও বুঝে যে, নেতা সাজিয়া সর্ব্বসাধারণকে পরিচালিত করিতে হইলে ধর্ম্মের আবরণের ভিতর থাকিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ের দাঙ্গাহাঙ্গামারও সেই এক কারণ—সেই ধর্ম্মনৈতিক শত্রুতা।

ভারতের রাষ্ট্র নায়কগণ একথা অতি ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, এতদ্দেশবাসী লোকদের মধ্যে যদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সম্প্রীতি স্থাপিত না হয়, তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সুদূরপরাহত। এই উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রথমতঃ বিশুদ্ধ মোছলেম সমস্যায় নিজেদের ঔৎসুক্য প্রদর্শন-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, এরূপ ব্যাপারে মোছলমানদের সুখদুঃখের ভাগী হইলে তাহাদের হৃদয় হইতে বৈষম্যভাব বিদূরিত হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ (অথবা সৌভাগ্যবশতঃ) তাঁহারা সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ এমনি কতকগুলি সমস্যা বাছিয়া লইয়াছিলেন যে, মোছলমানগণ যতই ঐ সমস্ত সমস্যার সংশ্লিষ্ট হইয়া উঠিল, ভারত হইতেও তাহারা ততই পৃথক হইতে লাগিল এবং তাহাদের মনোযোগ ততই অধিক পরিমাণে অন্যান্য মোছলমান দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধ বিদূরিত না হইয়া বরং আরও দৃঢ়ীভূত হইল। অবশ্য একথা সত্য যে, মোছলমানগণ স্বরাজের জন্য যথেষ্ট কোরবাণী স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু নিজদিগকে শুধু ভারতবাসী মনে না করিয়া তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর তীব্রভাবে নিজদিগকে বৃহত্তর মোছলেমজগতের অংশবিশেষ মনে করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে যাহারা মোছলমানদিগকে যন্ত্র-পুত্তলিকাবৎ ব্যবহার করিয়াছিল এবং যাহারা মোছলমানদের সর্ব্বনাশ করিয়া স্বরাজের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহারা এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিল। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে মোছ্‌লেমের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাহারা দুইটি উপায় অবলম্বন করিল। একদিকে তাহারা যেমন অস্পৃশ্য জাতিদিগকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়া এছলামের উন্নতিতে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, তেমনি অপর দিকে শুদ্ধিরনামে অশুদ্ধি দ্বারা মোছলমানদের সংখ্যা হ্রাস করিতে লাগিল। যেহেতু

প্রধানতঃ আমার সম্প্রদায়ই এই শেষোক্ত আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়াছিল, সেই জন্য এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কি কি নীচ ও শোচনীয় উপায়সমূহ অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত বিস্তারিত ভাবে আমি অবগত আছি, কিন্তু বর্ত্তমানে আমার উদ্দেশ্য শুধু কি উপায়ে এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। সেইজন্য আমি ঐ সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে বিরত হইলাম। মোটের উপর এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহারা এছলামের বিরুদ্ধে দুই প্রকার আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের সহানুভূতি ব্যতিরেকে এই আক্রমণ কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। অপর দিকে হিন্দু জনসাধারণও সহজে অস্পৃশ্যদিগকে সমাজভুক্ত করিয়া লইতে এবং শুদ্ধি-আন্দোলনের সমর্থন করিতে রাজী হয় নাই। সুতরাং সমগ্র হিন্দু জাতির সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য হিন্দু ও মোছলমানদের মধ্যে একটি সাধারণ যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়া স্থির হইল। ইহার অন্তর্নিহিত গভীর উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, যখন হিন্দুগণ মোছলমানদের উপর খুব চটিয়া যাইবে, তখন তাহাদিগকে এই কথা বলা হইবে যে, অস্পৃশ্য জাতিদিগকে এবং মোছলমানদিগকে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এছলামের বিরুদ্ধে, "মোছলমানদের খোদা," "মোছলমানদের পয়গম্বর" প্রভৃতি অতি লজ্জাজনক ও উত্তেজনামূলক পুস্তক পুস্তিকা লিখিত হইল। এই সমস্ত পুস্তক পুস্তিকা হিন্দু ও মোছলমানদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইল। এইরূপে সংবাদ পত্রাদি, ধর্ম্মপ্রচারক ও ভাড়াটিয়া বক্তার দল মোছলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ফলে উভয় সম্প্রদায়ই অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মোছলমানগণও এই সমস্ত অপবাদকারিগণের উপর উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদান করিতে কম চেষ্টা করে নাই। যখন উভয় পক্ষের মেজাজ পঞ্চমে চড়িল, তখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধা ত অতি সহজ। ইতিপূর্ব্বে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা কখন কখন হইত, তাহা এখন দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হইল। শত শত লোক হত ও সহস্র সহস্র লোক আহত হইল; কিন্তু যাহারা এই সমস্ত দাঙ্গার প্রকৃত নায়ক, তাহারা নিরাপদ রহিয়া গেল, অধিকন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। ইহাতে তাহারা হিন্দুদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইল। কিন্তু তাহারা যে পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, সেই পথে তাহারা তাহাদের চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবে না। দেশের শান্তি অবশ্য নষ্ট হইবে, কিন্তু তাহারা যেরূপ ধর্ম্মনৈতিক ঐক্য চাহিতেছে এবং যাহাকে তাহারা সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার পরেও ঐ একতাসম্প্রীতির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করে, তাহা কখনও ভারতে সম্ভব হইবে না। ফলে মাত্র এই হইবে যে, স্বরাজ-লাভের আশা নিকটবর্ত্তী না হইয়া শুধু সুদূরপরাহত হইবে।

আমার মতে যদি সংবাদপত্র ও সর্ব্বসাধারণের বক্তৃতা সম্বন্ধীয় আইন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইত, তবে এই সমস্ত লোক দেশের শান্তিনাশ করিতে কখনও সমর্থ হইত না এবং এই দুই সম্প্রদায়ও এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিত না। এই আইনের মধ্যে এরূপ কতকগুলি খুঁত আছে, যাহা বিদূরিত করিতে হইবে এবং এরূপ অনেক কথা ইহাতে সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহা বর্ত্তমানে ইহাতে নাই।

১৯২৩ সালে আমি তদানীন্তন পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগানের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, যেহেতু ইহা ভারত-গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ বিষয়, তজ্জন্য উহাতে পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের কোন হাত নাই। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি হয়ত তৎপ্রতি ভারত-গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সেইজন্য আমিও ভারত-গবর্ণমেন্টের সঙ্গে এতৎসম্বন্ধে লেখালিখি করা সঙ্গত মনে করিলাম না। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে প্রেস আইন সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু ইহা অতি বিলম্বে হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই হিন্দু মোছলমান উভয় পক্ষ হইতেই এমন পুস্তক পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে, যাহার ফলে ভারতে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে এবং আরও অধিক দিন পর্য্যন্ত যে এই সমস্ত পুস্তক পুস্তিকা ভারতবাসীদের হৃদয়কে প্রভাবিত করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বর্ত্তমান প্রেস আইনও উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক গলদ্ আছে যাহার সংশোধন হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং ঐ সমস্ত গলদের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ আমি আবার স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছি আমার মতে উক্ত আইনে নিম্নলিখিত খুঁত আছে, যাহা বিদূরিত করা একান্ত আবশ্যক এবং যাহা বিদ্যমান থাকিলে এই আইন দ্বারা দেশে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইবে না

প্রথমতঃ এই আইনের এই এক সংশোধন হওয়া আবশ্যক যে, সর্ব্বসাধারণকে কোন অপরাধী গ্রন্থকার কিংবা বক্তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার অধিকার দেওয়া হউক। বর্ত্তমানে আইনটি যেরূপ আছে, তদনুসারে মাত্র গবর্ণমেণ্টই অপরাধীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে পারেন গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, তাহারা মানুষ বই আর কিছুই নয় ফলে অতি উত্তেজনামূলক কোন গ্রন্থও তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না কখন কখন এরূপও হয় যে, তাঁহাদের দিক হইতে দেখিতে গেলে সেই সমস্ত গ্রন্থ মোটেই উত্তেজনামূলক বোধ হয় না, কিন্তু সেই সমস্ত আসলে উত্তেজনামূলক দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন একজন হিন্দু কর্ম্মচারী একজন হিন্দুর লেখা পড়িয়া অথবা একজন মোছলমান কর্ম্মচারী একজন মোছলমানের লেখা পাঠ করিয়া ইহাকে উত্তেজনামূলক মনে নাও করিতে পারেন তাঁহাদের কোন অসদভিপ্রায় থাকে একথা মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই, কেন না, তাঁহাদের মনোভাব আর যাহারা উক্ত লেখাকে উত্তেজনা মূলক মনে করে, তাহাদের মনোভাব পরস্পর বিরোধী এইরূপে ইহা ও অস্বীকার করা যায় না যে কখন কখন হিন্দু ও মোছলমান উভয় জাতীয় কর্ম্মচারীই স্ব স্ব ধর্ম্মাবলম্বীদের লেখার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না, পরন্তু বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের লেখা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট প্রেরণ করিয়া থাকেন ফল এই হয় যে, সর্ব্বসাধারণ সর্ব্বদাই এই খেয়াল করিয়া থাকে যে গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতী; অধিকন্তু,যেহেতু কোন কোন লেখা অতিমাত্রায় উত্তেজনামূলক হওয়া সত্ত্বেও বাজেয়াপ্ত করা হয় না, এবং গবর্ণমেণ্ট কোন বিধিই অবলম্বন করেন না, সেইজন্য তাহাদের ক্রোধ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তখন তাহারা উক্ত অপরাধী গ্রন্থকারদের উপর স্বহস্তে প্রতিশোধ লইবার মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত যে পুত্র পিতার অযথা অপবাদকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে পারে, কিন্তু কোন পয়গম্বরের অনুবর্ত্তিগণ যাহারা নিজেদের পয়গম্বরকে পিতাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসে এবং যাঁহার উপর আক্রমণ হইলে তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হয়, তাহাদের পয়গম্বর কিংবা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারে না। যদি দাঙ্গারোধ এবং শান্তিভঙ্গ নিবারণ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুসরণকারিগণকে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের পয়গম্বর কিম্বা তাহাদের ধর্ম্মের মিথ্যা অপবাদকারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার অধিকার দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় যদি আইনের এই খুঁতটির সংশোধন হয়, তবে এই শ্রেণীর অপরাধের একটি বিষম প্রতিরোধ হইবে, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই

বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না যে, গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ কখন কখন অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করেন না অথবা কখন কখন কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন আমি দেখিয়াছি যে, মোকদ্দমা করিবার অধিকার গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত থাকায় সংখ্যা স্বল্পিষ্ঠ সম্প্রদায়নিচয়ের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের সম্প্রদায় এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে অতি ইতর ও উত্তেজনাপূর্ণ পুস্তক পুস্তিকা লিখিত হইয়া থাকে আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছি কিন্তু দুই এক স্থল ব্যতীত উক্ত গবর্ণমেণ্টসমূহ আমাদের করুণ আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই প্রকৃত কারণ এই যে এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণের আমাদের প্রতি সহানুভূতি নাই ফলে আমাদের মত রাজভক্ত সম্প্রদায়ের হৃদয়েও এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রকৃত রাজভক্তির কোন মূল্য নাই এবং গবর্ণমেণ্ট শুধু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সব বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন যদি অপরাধী গ্রন্থকারদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার অধিকার সর্ব্বসাধারণের থাকিত, তবে নিশ্চয়ই একরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা কদাপি উদিত হইত না

অবশ্য এই আইনের এইরূপ সংস্কার সাধিত হইলে হয়তঃ একই গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থলের লোকেরা মোকদ্দমা করিতে পারে অথবা উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকেও কোন গ্রন্থকারের নামে নালিশ রুজু হইতে পারে কিন্তু আমার মতে নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বন করিলে এই ত্রুটির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে :—

(১) আসামীর প্রতি সমন জারি না করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং যদি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হয় যে অভিযোগের উপযুক্ত কারণ নাই, তবে তিনি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিতে পারিবেন

(২) যে জেলায় কোন লেখা প্রকাশিত হইয়াছে বা বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে, মাত্র সেই স্থানেই মোকদ্দমা করিতে পারা যাইবে

(৩) কোন লেখক বা বক্তার বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ করিতে দেওয়া উচিত নহে যদি একাধিক ব্যক্তি কোন গ্রন্থকার বা বক্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে চান, তবে তাঁহারা মিলিতভাবে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন

(৪) যে ধর্ম্মের নেতার বিরুদ্ধে গালিগালাজ করা হইয়াছে, মাত্র তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্য হইতেই লোকের মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন

(৫) যে সমস্ত লেখক বা বক্তা কোন ধর্ম্মনেতার বিরুদ্ধে অযথা অপবাদ ( Libel ) আনয়ন করিয়াছে, মাত্র তাহাদের বিরুদ্ধেই নালিশ করা যাইবে।

(৬) যে যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট কোন প্রতিকার করেন নাই বা করিতে ইচ্ছাও রাখেন না, মাত্র তত্তৎ স্থলেই মোকদ্দমা করা উচিত মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কথা অনুসন্ধান করা উচিত যে গবর্ণমেণ্ট সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রতীকার করিতে ইচ্ছা করেন কিনা এবং গবর্ণমেণ্ট কোন প্রতীকার করিবার ইচ্ছা না করিলেই মাত্র মোকদ্দমা করিতে দেওয়া উচিত

আমার বিশ্বাস, যদি উপরোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বিত হয়, তবে উত্তেজনা অনেকটা কমিয়া আসিবে অথচ আইনের অপব্যবহার করিবারও সুযোগ মিলিবে না কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও যদি আইনে কোন গলদ্ থাকিয়া যায় তবে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই ইহার কোন না কোন প্রতীকার করিতে পারিবেন। মোটের উপর কথা হইল এই যে, মাত্র গবর্ণমেণ্টের হাতে এই শক্তি নিবদ্ধ রাখিলে সর্ব্বসাধারণ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করিবার একটি সুযোগ পায় এবং পরস্পর মনোমালিন্যও বৃদ্ধি পায় সুতরাং একটা কিছু করিবার সময় আসিয়াছে

এই আইন সম্বন্ধে আর একটি সংস্কার সাধন করাও নেহায়েত আবশ্যক হইয়াছে তাহা এই যে, যদি কেহ কোন আপত্তিজনক প্রবন্ধের নকল করে, তবে আসল লেখকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা না হইলে নকলকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা উচিত নহে অবশ্য আসল লেখক বহির্ভারতের লোক হইলে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই যে, একই প্রবন্ধ ভারতের এক অংশে লিখিত ও প্রচারিত হইলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই করেন না, অথচ সেই প্রবন্ধটি ভারতের অপরাংশে নকল করা হইলে উক্ত নকলকারীর ঘোর শাস্তি হয়।

লক্ষ্ণৌর এক পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে, যীশুখৃষ্টের পিতৃহীন অবস্থায় জন্মলাভ করা ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে এবং ইহাতে কোন মোজেজা নাই গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্ণৌর সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই অবলম্বন করেন নাই কিন্তু যখন আমাদের "বদর" পত্রিকায় সেই প্রবন্ধের নকল প্রকাশিত হইল, তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিলেন যে, দেড় হাজার টাকা আমানত রাখিতে হইবে এবং সেই আমানতের টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এই কার্য্যের ফলে আহমদী জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতী, এবং গবর্ণ-

মেণ্ট আসল পত্রিকার বিরুদ্ধে কিছু করিতে ভীত হইয়া দ্বিতীয় পত্রিকার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন

গবর্ণমেণ্ট অবশ্য এই বলিয় আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন যে, যে লেখায় দেশের এক অংশে উত্তেজনা হয়, তাহাতে হয়ত: অপরাংশে উত্তেজনা নাও হইতে পারে। কিন্তু আজকাল প্রধানতঃ দুই কারণে এই যুক্তি অতি দুর্ব্বল হইয় পড়িয়াছে প্রথম কারণ এই যে, বর্ত্তমানে ভারতের সংবাদপত্রাদির প্রচার কোন এক অংশে সীমাবদ্ধ নাই, সকল পত্রিকাই অপরাপর অংশেও পৌছিয় থাকে; দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবহার বৈষম্যের দরুণ যে ফল উৎপাদিত হয়, তাহা অতি মারাত্মক আমার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আসল লেখকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের না করিলে কোন আপত্তিজনক প্রবন্ধের নকল কারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কর উচিত নহে, কেন না, ইহাতে উত্তেজনা প্রশমিত না হইয়া বরং প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি স্বরূপ হইবে, এবং অনর্থক গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করা হইবে স্থায়ীত্বকামী যে কোন গবর্ণমেণ্টেরই অনর্থক লোকের অপ্রিয়ভাজন হওয়া সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য

এতদ্ব্যতীত উক্ত আইনের কার্য্যবিধি-সংক্রান্ত কতকগুলি ত্রুটিও আছে এবং সেইগুলির সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত এই আইন দ্বারা শান্তিরক্ষার ততটা সাহায্য হইতে পারে না

আইনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য দেশে শান্তিরক্ষা করা এবং ভারতবাসীদের বর্ত্তমান অবস্থায় এক প্রদেশের অবস্থা অন্য প্রদেশকে প্রভাবিত না করিয় পারে না শুদ্ধি আন্দোলন যুক্তপ্রদেশে আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার বিষময় ফল সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং এইরূপে মুলতান ও কলিকাতায় যে সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গাম হইয়াছিল, তাহার ফলও সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল সুতরাং কোন এক প্রদেশে কোন লেখা প্রকাশিত হইলে ভারতের অবশিষ্টাংশকে প্রভাবান্বিত না করিয়াই পারে না। সুতরাং এই আইন সমানভাবে সমগ্র ভারতে প্রযুক্ত হইলেই মাত্র কার্য্যকরী হইতে পারে অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, ইহা সমানভাবে প্রযুক্ত হয় নাই পঞ্জাবেই ইহা সর্ব্বাধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হয় এবং যুক্তপ্রদেশে কচিৎ হইয় থাকে নিম্নলিখিতরূপে বর্ত্তমান দাঙ্গার সূত্রপাত হয় কয়েকজন লেখক যুক্তপ্রদেশে অতি উত্তেজনাপূর্ণ পুস্তিকা লিখিয় পরে সেইগুলিকে পঞ্জাবে আনয়ন করে ইহার ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যুক্তপ্রদেশ হইতে আমদানী-কৃত পুস্তিকাদির ফলে পঞ্জাবে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সমস্তের বিরুদ্ধে পঞ্জাবগবর্ণমেণ্ট কঠোর দণ্ড বিধান করেন, পক্ষান্তরে যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তথায় প্রকাশিত লেখাসমূহের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করিলেন না ফল এই হইল যে, পঞ্জাবগবর্ণমেণ্টের প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রতিরোধ হইল না প্রকাশস্থান নির্ব্বিশেষে উত্তেজনা পূর্ণ পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করিয় যে দাঙ্গা হয়, গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই সুতরাং এই আইন প্রকৃতরূপে উপকারজনক করিতে হইলে ভারতের সর্ব্বত্র ইহা সমভাবে প্রযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য এবং নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনে তাহা সাধিত হইতে পারে

প্রথমতঃ ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিচয়ের পালনার্থ কতকগুলি উপদেশলিপি প্রস্তুত কর উচিত এবং সেই সমস্ত উপদেশে এই কথা বলিয় দেওয় উচিত যে অমুক রকমের লেখা হইলেই উহার বিরুদ্ধে আইনতঃ কার্য্য করা হইবে, ইহাতে শান্তিভঙ্গ হউক বা না হউক কিছু আসিবে যাইবে না। কেন না, এই কথা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য যে মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থানের দরুণ লেখার প্রভাব হয় না, পক্ষান্তরে উহার প্রচারই উহার প্রভাবের কারণ, এবং কোন লেখার প্রচার কোন বিশেষ প্রদেশে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না দ্বিতীয়তঃ, ভারত গবর্ণমেণ্টকে রাজধানীতে এই উদ্দেশ্যে একটি দপ্তর খুলিতে হইবে এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিচয় যে সমস্ত পুস্তক, পত্রিক ও বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আইনতঃ কার্য্য করিয়াছেন, সেই দপ্তরে সেই সমস্তের নকল পাঠাইয়া দিবেন এই সংবাদ পাইবার পর গবর্ণমেণ্ট সমুদয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে সেই সমস্ত লেখার বিরুদ্ধে অবলম্বিত কার্য্যের বিষয় অবগত করাইবেন, এবং যদি আসল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন লেখা

ব জেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেন, তবে অন্যান্য প্রদেশেও ইহার প্রচার নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

এই বিভাগের দ্বিতীয় কার্য্য এই হইবে যে ইহার মধ্যস্থতায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে, তাঁহাদের এলাকায় প্রকাশিত অমুক অমুক লেখা দ্বারা শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে এবং সেইজন্য সেই সমস্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

এই বিভাগের তৃতীয় কার্য্য এই হইবে যে, যদি কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন আপত্তিজনক লেখার বিরুদ্ধে আইনতঃ কোন প্রতিকার না করেন, তবে সর্ব্বসাধারণ সেই বিভাগে সেই লেখা পাঠাইতে পারিবেন, এবং এই বিভাগ আবশ্যক বোধ করিলে তৎপ্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবেন এবং তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এলাকায় সেই লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাকে তৎসম্বন্ধে আইনসঙ্গত কার্য্যাবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন। ভারতের সর্ব্বত্র এই আইন সমভাবে প্রযুক্ত হইতেছে, কি না, তাহা এই আইনের চতুর্থ কার্য্য হইবে।

আমার বোধ হয় যে এইরূপ একটি অফিস স্থাপন করিতে বিশেষ খরচের আবশ্যক হইবে না। অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সংক্রান্ত বিভাগে (Home Member's office) পাঁচজন কর্মচারী নিযুক্ত করিলেই এই কার্য্য চলিতে থাকিবে। এই বন্দোবস্ত হইলে যে জিনিসটির অভাবে এই আইন বিশেষরূপ কার্য্যকরী হইতেছে না, তাহা পূর্ণ হইবে অর্থাৎ বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সহযোগিতা হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না, তাহা এই যে, এই আইনের উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা করা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন লেখা এমন সময় প্রকাশিত হয় যে, তখন সর্ব্বসাধারণ অন্যান্য ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত থাকে যে, সেই সমস্ত তখন তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। এইরূপ লেখার বিরুদ্ধে আইনতঃ কার্য্য করিলে তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এরূপ সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে এরূপ লেখার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না করাই ভাল। গবর্ণমেণ্টের এই নীতির সঙ্গে আমি একমত, কেন না এরূপ সময়ে কোন কার্য্য করা চুপ থাকার চেয়ে অনিষ্টকর। ইহাতে শুধু তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ইহা না হইলে বোধ হয় লোক সেদিকে মনোযোগ দিত না। কিন্তু এই নীতিতে একটি দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক। কখন কখন গবর্ণমেণ্ট ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন এবং যে গ্রন্থখানাকে সামান্য বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দোষ মনে করিয়া থাকেন, তাহা ধীরে ধীরে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং ইহাতে উভয় দলের মধ্যে বিবাদ বাধে। যখন উভয় দলই উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন গবর্ণমেণ্ট যে কেহ ইহাকে নূতন করিয়া প্রকাশ করে, তাহার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ দ্বারা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফল এই দাঁড়ায় যে, যাহারা দণ্ডিত হয়, তাহারা গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাতী মনে করিয়া থাকে এবং যেহেতু তাহারা গবর্ণমেণ্ট কি কারণে পূর্ব্বে প্রকাশিত লেখাগুলির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করেন না, তাহা অবগত হইতে পারে না, সেই জন্য তাহারা মনে করে যে তাহারা গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছে, তাহা ঠিক। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই দোষের সংস্কার হইতে পারে :—

এরূপ সময় কোন বিশিষ্ট লেখার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ না করিয়া গবর্ণমেণ্টের এইরূপে সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে কিছুকাল যাবৎ এমন কতকগুলি লেখা প্রকাশিত হইতেছে কিংবা বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে, যদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় শান্তিভঙ্গ হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, এই আপদ স্বতঃই প্রশমিত হইয়া যাইবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে, ইহা দিন দিন বাড়িতেছে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ইহা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, এই অবস্থার সংশোধন হইলে গবর্ণমেণ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত কার্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। এই সতর্ক-বাণী প্রকাশ করিবার পর যে সমস্ত গ্রন্থকার আপত্তিজনক লেখা প্রকাশ করে, কিংবা উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করে, তাহাদের বিরুদ্ধে

উপযুক্ত কার্য্যাবলম্বন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কিন্তু আপত্তিজনক লেখা গবর্ণমেণ্টের অমনোযোগী থাকা কালে লিখিত হইলেও সেই সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

এতদসম্বন্ধে আর একটি দোষ এই যে, কখন কখন গবর্ণমেণ্ট কোন লেখার বিরুদ্ধে আইনতঃ কার্য্যাবলম্বন করিলেও সর্ব্বসাধারণকে তদ্বিষয়ে অবগত করা হয় না এইরূপে যে দলের বিরুদ্ধে সেই লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্ববৎ অসন্তুষ্ট থাকিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিতে থাকে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় যে সমস্ত পত্রিকা বা লেখকের সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে আপত্তি জনক কিছুই পাওয়া যায় নাই, তাঁহারা ব্যতীত অপরাধগ্রস্ত যে সমস্ত ব্যক্তি বা পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনতঃ কার্য্য করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দলকে খবর দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন তাহারা সন্তুষ্ট হইতে পারে।

এই আইন কার্য্যে প্রয়োগ করা সম্বন্ধে আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সমস্ত লেখকের লেখা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, তাহারা যদি ক্ষমা প্রার্থী হয়, তবে তাহাদিগকে ক্ষমা করা উচিত, কেন না আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা করা, শাস্তি দেওয়া নহে এই উপায় অবলম্বন করিলে যাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল, মাত্র তাহারাই যে সন্তুষ্ট হইবে, তাহা নহে, পক্ষান্তরে লেখকের স্বীয় সম্প্রদায়ও সান্ত্বনা পাইবে এবং এইরূপে এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বিদূরিত হইবে

এতদসম্বন্ধে আর একটি কথা স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক। তাহা এই যে, কোন লেখার বিরুদ্ধে আইনতঃ কার্য্যাবলম্বন করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের ইহা দেখা কর্ত্তব্য যে উক্ত লেখা, এমন কোন উত্তেজনা পূর্ণ লেখার উত্তর-স্বরূপ লিখিত হইয়াছে কিনা, যাহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্যাবলম্বন করেন নাই; যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আসামীর সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টও কতকটা দোষী, কেন না গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্য না করায় আসামী তাহার সম্প্রদায়ের যে উত্তেজনা হইয়াছে, তাহার প্রকাশক হইয়াছে মাত্র

দ্বিতীয়তঃ, লেখক মাত্র প্রত্যুত্তর দিয়াছে, না, অপর পক্ষের উপর নূতন কোন আক্রমণ করিয়াছে, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য

একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় কেহই নিজেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ কথা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং যদি কোন দল অপর দলকে উত্তেজিত করে, এবং গবর্ণমেণ্ট অপরাধী দলের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই অবলম্বন না করেন, তখন ক্ষতিগ্রস্ত দলের পক্ষে আক্রমণকারীর আক্রমণের গতিরোধ করা স্বাভাবিক মাত্র এরূপ অবস্থায় যে দল উত্তর দান করে, তাহাদের যতটুকু দোষ, গবর্ণমেণ্টেরও ততটুকু দোষ

উপরে যাহা লিখিত হইল, সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে উত্তেজনাপূর্ণ লেখাও বক্তৃতার কুফল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে কিন্তু দেশে প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা, প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহ্‌দী, হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) ২৭ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যে তিনটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার যে কোনটি অবলম্বন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা তাহার প্রস্তাবগুলি এই যে :—

(১) -এইরূপ আইন করা কর্ত্তব্য যে, কেহই অপর কোন ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিতে পারিবে না, মাত্র স্বীয় ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারিবে

(২) যদি ইহা না করা হয়, তবে এরূপ ভাবে আইনের সংশোধন করা কর্ত্তব্য যে, কোন ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে অপর কোন ধর্ম্মের উপর এরূপ আক্রমণ করা অসঙ্গত, যেরূপ আক্রমণ তাহার ধর্ম্মের নীতির উপর করা যাইতে পারে কেন না, যদি কেহ এমন নীতিসমূহের উপর আক্রমণ করে, যাহা তাহার নিজধর্ম্মের অংশ মাত্র, তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অপর ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করার তাহার উদ্দেশ্য শুধু অনিষ্ট সাধন, এবং অপর পক্ষকে উত্তেজিত করা এবং তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি উপহাস করা

(৩) যদি গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত প্রস্তাবও অবলম্বন করিতে অক্ষম হন, তবে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের পরামর্শ লইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থাবলীর

একটি তালিকা প্রস্তুত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এবং তৎপর উক্ত তালিকার বহির্ভূত কোন গ্রন্থকে অবলম্বন পূর্ব্বক অপর ধর্ম্মের উপর যে সমস্ত আক্রমণ করা হয়, সেই সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কলহের বহু কারণ বিদূরিত হইবে কোন প্রামাণিক গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া আক্রমণ না করিয়া যাহা প্রামাণিক বিবেচিত হয় না, শুধু অলীক কেচ্ছা কাহিনীমূলক, এরূপ গ্রন্থাবলী অবলম্বন করিয়া কোন ধর্ম্মের আক্রমণ করিলেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়

আমি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, আপনি মেহেরবাণী করিয়া এই চিঠিখানি অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন এবং এই সমস্ত প্রস্তাবের যেগুলি আপনার নিকট উপকারী বলিয়া বোধ হয়, সেই সমস্ত অবলম্বন করিবার জন্য আপনি অবিলম্বে আদেশ জারি করিবেন, যেন আজকাল যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দৃষ্ট হয়, তাহার কতকটা উপশম হইতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টও দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অন্যান্য লোক এতদ্দেশবাসীদের স্বভাবের সেই সংস্কার সাধনে ব্রতী হইতে পারেন, যাহা ব্যতিরেকে দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিষয়ে আমি এবং আমার সম্প্রদায় আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি এবং যদি আপনি এই চিঠিতে উত্থাপিত প্রসঙ্গসমূহের কোন একটি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব

উপসংহারে আমি এই দোওয়া করিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা যেন অপার অনুগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতে শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক ভারতকে বিশ্ব শান্তি স্থাপনের প্রধান অংশী-দার করিয়া দেন আমি আরও দোওয়া করিতেছি যে, তিনি যেন আপনি ও আপনার সহকর্ম্মীবর্গের সমীপে শান্তি স্থাপনের প্রকৃত পন্থা পরিষ্কার রূপে খুলিয়া দেন

আমাদের শেষ দোওয়া এই যে, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য, যিনি বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা বিধাতা *

আপনার একান্ত বশংবদ
( স্বাক্ষর ) মির্জ্জা মাহমুদ আহমদ
আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নেতা, কাদীয়ান
জেলা গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

---

# আহমদীয় মতবাদ

অমাবস্যার অন্ধকারের পর নূতন চন্দ্রের উদয় হওয়া প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক নিয়ম তদ্রূপ সত্যের অপলাপ, মিথ্যা, অনাচার, ব্যভিচার, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, বলবানের স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি পাপ ও গ্লানি যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, তখন আল্লাহর আশীর্ব্বাদরূপে কোন না কোন মহাপুরুষ নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় নাই এবং ভবিষ্যতেও অন্ততঃ যতদিন পাপপুণ্য উভয়ই বিদ্যমান আছে, ততদিন ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না পাপের স্রোত পূর্ণ বেগে প্রবাহমান থাকা সত্ত্বেও পাপ ধ্বংসকারী মহাপুরুষের আবির্ভাব না হওয়া আল্লাহর করুণাময় নামের সম্পূর্ণ বিরোধী

বিংশ শতাব্দী ভৌতিক বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু বর্ত্ত-মান যুগে নাস্তিকতার স্রোত যেমন প্রবল, ধর্ম্মে উদাসীনতা যেমন শোচনীয়রূপে ভয়াবহ, দেশপ্রেম জাতিপ্রেমের নামে হিংসা দ্বেষ জিঘাংসা প্রভৃতি পশুবৃত্তি যেরূপ পূর্ণ-মাত্রায় কাজ করিতেছে, ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও বোধ হয় তদ্রূপ ঘটে নাই বিধাতার সনাতন বিধান অনুযায়ী, বর্ত্তমান জগতের এই শোচ-নীয় আধ্যাত্মিক অধোগতির প্রতিকারের জন্য, আল্লাহর আশীর্ব্বাদরূপে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পুণ্য নাম হজরত মির্জ্জা গোলাম আহমদ তাঁহার শিষ্যগণ জগতের নিকট আহমদী নামে পরিচিত এবং তাঁহার প্রচারিত শিক্ষাই আহমদীয় মতবাদ বা আহমদীয়ত

---

* অনুবাদক মৌলভী আহমদ খাঁ বি, এ।

ভারত বিখ্যাত অমৃতসর সহর হইতে ৫৭ মাইল পূর্ব্ব উত্তরে গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ( বর্ত্তমানে একটি সহর, ) মোগল বাদসাহদিগের আমল হইতে সম্ভ্রান্ত এক স্থন্নি মুছলমান পরিবারে, ১৮৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে হজরত আহমদ ( আঃ ) জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মোজাদ্দেদ বা আল্লার প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক বলিয়া দাবী করেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'প্রতিশ্রুত মছিহ ও মাহদী' হইবার দাবী করেন প্রকৃত পক্ষে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দেই আহমদীয় মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল কারণ এই সময় হইতেই যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ ( বয়েত ) কার্য্য হইয়াছিল 'মছিহ ও মাহদী' বলিয়া ঘোষণা করার পর আহমদের বিরুদ্ধে প্রবলতম আন্দোলন আরম্ভ হয় হিন্দু, মুছলমান, খ্রীষ্টান সকলেই সমবেতভাবে তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া শত্রুতা আরম্ভ করিল কারণ সত্যের অনুরোধে আহমদ কাহাকেও সন্তুষ্ট রাখিয়া কথা বলিতে পারেন নাই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হজরত আহমদ জান্নাতবাসী হন, এই সময়ে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়াছিল

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে হজরত মৌলবী হুরুদ্দিন (র) প্রথম খলিফা বা আহমদের প্রথম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন ছয় বৎসরকাল তিনি স্থচারুরূপে সম্প্রদায়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন ১৯১৪ সালের মার্চ্চ হজরত প্রথম খলিফ ইহলীলা সাঙ্গ করেন পর দিবস ১৪ই মার্চ্চ তারিখে অধিকাংশের ভোটে সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা হজরত বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ ( আল্লাহতালা তাঁহাকে সাহায্য করুন ) ছাহেব দ্বিতীয় খলিফা হন তাঁহার নেতৃত্বাধীনে এই সম্প্রদায় আশাতীতরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে বর্ত্তমান সময়ে এমন কোন দেশ নাই যেখানে আহমদী সম্প্রদায়ের লোক পাওয়া যায় না। এসিয়া, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাপ্রমুখ প্রত্যেক মহাদেশের বড় বড় সহরেই আহমদীয় মিশন স্থাপিত হইয়াছে

আহমদীয়াত বা আহমদীয় মতবাদ কোন নূতন ধর্ম্ম নহে মৌলিক এসলামই আহমদীয়াত। হজরত খাতামুন্নবীঈন মহাম্মদ মস্তফার ( দঃ ) প্রচারিত মৌলিক এসলাম পরবর্ত্তীকালের আলেমগণের রাশি রাশি ভ্রান্তি প্রমাদের জন্য একটা বিকৃত-কিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল এই সমুদয় ভ্রান্তি প্রমাদ দূরীভূত করিয়া হজরত আহমদ আবার সেই খাঁটি এসলাম জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন

মধ্যযুগের এসলাম ও মৌলিক এসলামে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে মৌলিক এসলামে জ্ঞান বিবেক বর্জ্জিত কোন অদ্ভুত কথা নাই, বিধর্ম্মী বা কাফের সম্বন্ধে অনুদারতা কিংবা সঙ্কীর্ণতা নাই, "দুনিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি মোমেনের জন্য নয়, আখেরাতে বড় বড় সোণা রূপায় দালান কোঠায় থাকিয়া ২৪ ঘণ্টা ষোড়শী যুবতীর সহবাস হইবে', এই প্রকার মানবাত্মক আদর্শ নাই, বলপূর্ব্বক কাফেরকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার বিধান নাই মৌলিক এছলাম বেত বে সীমাবদ্ধ রাখিবার জিনিষ নয়। মৌলিক এছলাম মানুষকে প্রকৃত মানুষ হইতে বলে, ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের জ্যোতি দেখাইয়া জগতকে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিতে বলে, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহর দাস হইতে বলে মৌলিক এছলাম ভুলিয়া, ফেরেস্তার ব্যভিচার স্বীকার করিয়া, নবিগণকে পাপ বিমুক্ত মনে না করিয়া, ভ্রান্ত অদৃষ্টবাদের অন্তরালে আল্লাহকে অত্যাচারী ( নাউজ বেল্লাহ ) বলিয়া, খতমে নবুয়তের ভ্রান্ত অর্থের মধ্য দিয়া দারুণ আত্মিক নৈরাশ্য প্রচার করিয়া আজ মুছলমান অবনতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার না করিলেও সাধারণ প্রচারসেবী হইতে হজরত আহমদের আসন বহু উচ্চে তিনি Theorist ছিলেন না কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বই তিনি শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যা বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রচার করেন নাই ধর্ম্মের প্রত্যেক গূঢ় রহস্যই তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই জগতকে শুনাইয়াছেন তাহার শিক্ষার সারমর্ম্ম এই :—

(১) আল্লাহ এক তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় জ্ঞান বা জ্বলন্ত বিশ্বাসই মানুষকে প্রকৃত ধার্ম্মিক, নীতিবান ও শান্তির অধিকারী করিতে পারে অন্ধ-বিশ্বাস বা কল্পিত ধারণা, পাপ বর্জ্জনের শক্তি দিতে

পারে না। কল্পিত ঈশ্বর কল্পিত শক্তি ব্যতীত প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না।

(২) স্বীয় অস্তিত্ব ও কার্য্যপ্রণালীর জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সর্ব্বদাই তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। উঠ, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দাও। ক্ষণস্থায়ী আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাইয়া অন্তিমের যন্ত্রণা বরণ করিও না। স্বীয় আত্মার প্রতি একটু মায়া কর। যীশুর ন্যায় ক্রুশ বরণ করিতে প্রস্তুত হও, তোমরাও যীশুর ন্যায় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবে। বুদ্ধের ন্যায় সংসারের মায়া সংযত করিয়া আল্লার প্রেমে মাতোয়ারা হও, তোমরাও বুদ্ধ হইবে। খবরদার, মনের ভুলেও একথা বলিও না যে, তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণের মত হইতে পার না। যিনি যীশুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই? যিনি বুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই? তোমাদের আল্লাহ পক্ষপাতশূন্য। অধ্যবসায়ী হও, নিশ্চয়ই মহৎ ও বরণীয় হইতে পারিবে।

(৩) আল্লাহর ইচ্ছা জানিয়া, মানুষের নিকট তিনি কি চান, তাহা বুঝিয়া, তাহাতে পূর্ণ আত্মসমর্পণই মা'রেফত বা তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় জ্ঞান-লাভ করিবার একমাত্র উপায়। তাঁহার ইচ্ছা জানিবার উপায় সরল পথে চলা। সরল পথ কি? যে পথে চলিলে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভ করা যায়, তাহাই সরল পথ। যে পথে চলিলে দার্শনিক যুক্তি কূটতর্কই চরম সম্বল থাকে না, "আমি আছি, আমি তোমাদের সহায়" এই সুমধুর বাণী শ্রবণ করিয়া শান্তির সহিত পৃথিবীর সমুদয় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা যায়, তাহাই সরল পথ। আমি সরল পথের সন্ধান পাইয়াছি, আমি আল্লাহর অসংখ্য বাণী শ্রবণ করিয়াছি। এস, আমার অনুসরণ কর, তোমরাও শুনিতে পাইবে। মনে করিও না, ঐশীবাণীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আকাশ বিদীর্ণ হইতে পারে। ধরিত্রী চূর্ণবিচূর্ণ হইতে পারে। ঐশীবাণীর দ্বার রুদ্ধ হইতে পারে না। আদম (আঃ) সরল পথে চলিয়াছিলেন। নূহ (আঃ) সরল পথে চলিয়াছিলেন। এবরাহিম (আঃ) সরল পথে চলিয়াছিলেন। মুছা (আঃ) সরল পথে চলিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামচন্দ্র কন্‌ফিউসিয়স ও জোরাষ্টর সরল পথে চলিয়াছিলেন। অবশেষে আমার গুরু হজরত মোহাম্মদ (আঃ) সরল পথের পূর্ণ অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আল্লাহর অনুগ্রহে আমিও সরল পথে চলিতেছি। তাঁহার করুণায় আমিই বর্ত্তমান যুগের আদম, আমি বর্ত্তমান যুগের নূহ। আমি এবরাহিম। আমিই মুছা। আমিই ঈছা। আমিই মোহাম্মদ, আমিই আহমদ (দঃ)। আমার গুরুর আসন কত উচ্চ। দেখ, আজ তাঁহার শিষ্য আল্লাহর অনুগ্রহে নবুয়ত পাইয়াছে। ভুল বুঝিও না। আমি শুধু নবী নহি। আমি উম্মতী নবী। আমি নবী নহি। কারণ, আমার নিজস্ব কিছুই নাই। আমি নবী। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নবী হইতে আমার মা'রেফত কম নহে। বুঝিতে চেষ্টা কর। এই রহস্য বুঝাইবার জন্যই হাদিস শরিফে "তাঁহার কবর, আমার কবর" এবং কোরআন শরিফে 'আখারীন মেনহুম' বলা হইয়াছে।

হজরত আহমদের শিক্ষার যে সার মর্ম্ম উপরে দেওয়া হইল, তদ্ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা প্রণালী সম্বন্ধেও তিনি বহু মূল্যবান নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের বিবিধ জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে হজরত যে সকল সিদ্ধান্ত দিয়া গিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। প্রবন্ধ লেখকের মতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভের অভ্রান্ত উপায় বিধান ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্খার উচ্চতম বাণী প্রচার এবং পরোক্ষ থাকিয়া ব্যাখ্যা করার পরিবর্ত্তে "জুরি আল্লাহ ফি হেলালোল আম্বিয়া' অর্থাৎ নবীদিগের পোষাকে ভূষিত আল্লাহর পাহলোয়ান-রূপে স্বয়ং আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়ানই আহমদের প্রধানতম কার্য্য।

মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ

# বিবিধ প্রসঙ্গ।

**বরিশালে ভীষণ হত্যাকাণ্ড**—বরিশাল জেলার অন্তর্গত কুলকাঠি নামক গ্রামে একটি মছজিদ আছে। বিগত ২রা মার্চ্চ হিন্দুগণ শিবরাত্রি উপলক্ষে উক্ত মছজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহ যাইতে চায়। মছজিদের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বহু মোছলমান সেই স্থানে সমবেত হইয়াছিল। হিন্দুগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া আসায় তাহাদের সাহায্যার্থ ম্যাজিষ্ট্রেট অনেক গুর্খা সৈন্যসহ তথায় গমন করেন। শুনা যায় যে, পূর্ব্বে কখনও এই মছজিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুগণ বাদ্যসহ যায় নাই। ঐ স্থান হইতে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী পোণাবালিয়া গ্রামস্থ শিব মন্দিরে যাইতে হইলে আর একটি সোজা রাস্তা আছে। সেই রাস্তায় না গিয়া হিন্দুগণ এবার এই জিদ করে যে, তাহারা মছজিদের পার্শ্ব দিয়া বাদ্যসহ গমন করিবেই করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেটও তাহাদের এই অন্যায় জেদ বজায় রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। কাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মছজিদের পার্শ্বে রাস্তায় সারিবদ্ধ ভাবে গুর্খা সৈন্যদিগকে দাঁড় করাইয়া সমবেত মোছলমানদিগকে বলিয়া দেন যে, মছজিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুগণ বাদ্যসহ গমন করিবে, ইহাতে যেন তাহারা কোন প্রকার বাধা না দেয়। প্রকাশ যে, মোছলমানগণ অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই ধর্ম্ম গ্লানিকর দুষ্কর্ম হইতে বিরত হইতে বলে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ছাহেব সেই জনতার নেতা মৌলবী ছাআদ উদ্দীনকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া গ্রেফ্‌তার করেন এবং তৎপর মছজিদ প্রাঙ্গণস্থ জনতার উপর গুলী করিবার আদেশ দেন। ফলে ১৮ জন মোছলমান সেই স্থলেই মৃত্যুলাভ করে। ইন্নালিল্লাহে ও ইন্নাএলায়হে রাজেউন। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, মোছলমান জনতা লাঠি বল্লম প্রভৃতি হাতিয়ারে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ছাহেব সেই জনতাকে ভঙ্গ হইবার জন্য আদেশ দিলে তাহারা নাকি তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সেই জনতাকে বে-আইনী জনতা বলিয়া ঘোষণা করেন ও গুলী করিবার আদেশ দেন। তিনি মাত্র ১৪টি গুলী ছুড়িবার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আদেশ ভালরূপে বুঝা না যাওয়ায় গুর্খাগণ ৩৭টি গুলী ছুড়ে। ইহাতে উপরোক্ত ১৮ জন মোছলমানের মৃত্যু হয়।

আমরা এই ব্যাপারকে 'হত্যাকাণ্ড' বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, কেন না, সভ্যমানুষ হিসাবে আমাদের নিকট ইহার উপযুক্ত আর কোন ভাষা নাই। আমাদের বিশ্বাস, ঐ মছজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহ যাইতে দিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট ছাহেব অন্যায় করিয়াছিলেন। কেন না, পার্শ্ববর্ত্তী পোণাবালিয়া গ্রামস্থ শিবমন্দিরে যাইতে হইলে যখন আরও সোজা রাস্তা বিদ্যমান আছে, তখন একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, কুলকাঠি মসজিদের নিকট দিয়া হিন্দুগণের কখনও বাদ্যসহ যাইবার প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বরিশালের গণ্যমান্য মোছলমান নেতৃবর্গের সাহায্যে ঘটনার পূর্ব্বেই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করেন নাই। তাহা করিলে আমাদের বোধ হয় বরিশালের সেই নির্জ্জন পল্লী বীথি নররক্তে রঞ্জিত হইত না। তারপর ঘটনার পর আহতদের সেবাশুশ্রূষার কোন বন্দোবস্ত না করিয়াই তিনি লঞ্চযোগে বরিশাল গমন করেন। তারপর তিনি আদেশ করিয়াছিলেন ১৪টি গুলী ছুড়িতে, অথচ কার্য্যকালে ছুড়া হইল ৩৭টি গুলী। এই সর্ব্বনাশী ভুলের জন্য দায়ী কে? আমরা আশা করি যে, গবর্ণমেণ্ট অতি সত্বর এই বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করতঃ সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য নির্ণয় করিয়া জনসাধারণের উত্তেজনা প্রশমিত করিবেন।

**স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা**—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আর্য্যসমাজী হিন্দুদের নেতা ছিলেন। তিনিই শুদ্ধি আন্দোলনের প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন। এই অজুহাতে নাকি কাজী আবদুর রশীদ নামক জনৈক জনাব মোছলমান তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। এই মামলায় বিচারাধীন দিল্লীর সেসন জজ আসামীর প্রতি ফাঁসির হুকুম দিয়াছেন। আসামীর পক্ষ হইতে লাহোর হাইকোর্টে আপীল চলিতেছে। সুতরাং এই মামলা সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বলা আমাদের পক্ষে আইনসঙ্গত হইবে না। কিন্তু আমরা শুধু এই বলিতে চাই যে, এছলাম ধর্ম্ম কখনও এরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুমোদন করেন না। আমাদের আহমদী সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা ইহাকে মোছলমান ওলামাদের ভ্রমাত্মক এছলামী ব্যাখ্যার প্রতি আরোপ করিয়াছেন। আমরা স্বামীজীর কার্য্যকলাপকে যে ভাবেই নিরীক্ষণ করি না কেন, ধর্ম্ম বিষয়ে মত দ্বৈধতার দরুণ কাহাকেও হত্যা করার অনুমোদন আমরা কিছুতেই করিতে পারি না। কেন না, ইহা এছলামের বিরোধী। এই ঘৃণিত অপকর্ম্মের দরুণ এছলামের উজ্জ্বল মুখ কলঙ্কলিপ্ত হইয়াছে। ভারতের মোছলেম নেতৃবর্গ সকলেই এই অপকার্য্যের ঘোর নিন্দা করিয়াছেন। আমরা স্বামীজীর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আর্য্যসমাজের প্রতি আমাদের গভীর ও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم    نحمده ونصلي على رسوله الكريم

# আহমদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বহু শক্তিশালী আক্রমণে তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন'—এলহাম হজরতউদ মসিহ মাউদ

২য় বর্ষ } ফাল্গুন—১৩৩৩ { ১১শ সংখ্যা

## অমিয় কথা

( আল্লাহ ও রছুলের বাণী )

### আল্লার প্রতি হাম্‌দ্‌ ও শোকর

আয়াতে কোরআন

১ আল্লার জেকের কর আমাকে স্মরণ করিও, আমিও তোমাকে স্মরণ করিব আমার শোকর গুজার হও, নাশোকরী করিও না ( অকৃতজ্ঞ হইও না ) পারা ২, রুকু ২

২। সকল সময় অলহামদোলিল্লাহ্ বলিবে ( আল্লাহই সকল তারিফের যোগ্য ) পারা ১৯, রুকু ১৯

৩ তাহাদের সকলের মুখ হইতে আলহামদোলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন বাক্য নির্গত হইতেছে

পারা ১১, রুকু ৬

হাদিছ

১। ( আবুহোরেরা ) রছুল আল্লাহ ফরমাইছেন যে, যে মহৎ কর্ম আল্লাহ তা'লার নাম লইয়া আরব্ধ হয় না, তাহা পণ্ড হইয়া যায় আবু দাউদ

২ ( আনেছ ) রছুল আল্লাহ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার সেই বান্দার উপর প্রসন্ন থাকেন যে এক গ্রাস আহার করিয়াও তাঁহার শোকর করে, এক চুমুক পান করিয়াও তাঁহার তারিফ করে -মুছলিম্

### আল্লাহর জেকের।

আয়াতে কোরআন

১। আল্লার জেকের ( গুণগান ) করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম

পারা ২১, রুকু ১

২। স্মরণ কর তোমার রাব্‌কে ভক্তিপ্লুত ও শঙ্কিত মনে, অনুচ্চকণ্ঠে, এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ইহাতে আলস্য করিও না। পারা ৯, রুকু ১৪।

৩ খুব আল্লার জেকের করিবে ইহাতেই সাফল্য লাভ করিবে। পারা ২৮, রুকু ২২।

হাদিছ

১। ( আবুহোরেরা ) রছুল আল্লাহ ফরমাইয়াছেন, এমন দুটী বাক্য আছে, যাহা উচ্চারণে হাল্‌কা হইলেও ওজনে অত্যন্ত ভারী এবং রাহমানের অতি প্রিয়। বাক্য দুটী এই—"ছোব্‌হান আল্লাহ বেহাম্‌দিহি, ছোবহান আল্লাহেল্ আজিম্' ( আল্লাহ সকল দুর্ব্বলতা হইতে পবিত্র, সকল প্রশংসার যোগ্য তিনি সুমহান্ ) বোখারী ও মুছলিম্

২ ( আবুহোরেরা ) হজরত ফরমাইছেন, এই তিনটী বাক্য পৃথিবীর আর সকল বস্তু হইতে আমার অধিকতর প্রিয়—"ছোবহান আল্লাহ" ( আল্লাহই পবিত্র ) "আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ্" ( আল্লাহই সকল প্রশংসার যোগ্য ) "লাএলাহাইল্লাল্ল"হ ( আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই )। মুছলিম্।

৩ ( ছুবান ) রছুল আল্লাহ নামাজ সমাধ করিয় তিন বার আস্তাগ্‌ফার করিতেন, তার পর এই দোওয়া আবৃত্তি করিতেন—"আল্লাহুম্ম আন্‌তা ছালামো ও মিন্‌কা ছালামো তাবারাকা ইয়াযুল্ জালালে ওয়াল্ একরাম্' ( হে আল্লাহ, তুমি শান্তিদাতা, তোম হইতেই শান্তি উৎসারিত হয়, হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী, তোমার জয় হউক ) মুছলিম্

৪ ( ইব্‌নে আব্বাছ ) রছুলে করিম ফরমাইছেন, রুকুর সময় তোমার রব্ ( সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা ) এর মহিমা বর্ণন করিবে এবং ছাজ্‌দার সময় তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে খুব চেষ্টা করিবে—তোমার প্রার্থনা কবুল গৃহীত ) হওয়ার যোগ্য হইবে মুছলিম্

৫ ( ছাআদ্ বেন্ আবি ওকাছ্ ) হজরত কোন স্ত্রীলোকের সন্নিধানে উপস্থিত হন স্ত্রীলোকটীর হাতে কতকগুলি খেজুরের দানা ছিল হজরত বলিলেন—আমি তোমাকে এমন একটী দোওয়ার কথা কি বলিব না, যাহা এই সব ( খেজুরের দানা ) হইতে অধিক উপকারী? দোওয়াটী এই—"ছোবহান্ আল্লাহে আদাদা মা খালাক ফি ছামায়ে, ছোবহান্ আল্লাহে আদাদ মা খালাকা ফিল্ আর্দ্ধে, ছোবহান্ আল্লাহে আদাদা মা বায়না যালেক, ছোবহান্ আল্লাহে আদাদা মা হুয়া খালেকুন্" ( আকাশে আল্লাহ যাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা যত, তিনি তত পবিত্র, পৃথিবীতে আল্লাহ যাহ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সংখ্যায় যত, তিনি তত পবিত্র, উভয়ের মধ্যস্থলে আল্লাহ যাহা সৃজন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা যত তিনি তত পবিত্র, আল্লাহর সকল সৃষ্ট বস্তু সংখ্যায় যত তিনি তত পবিত্র।

## জন্মচক্র

ভাটপাড়া ব্রাহ্মণ সমাজে এক ঘোর আলোড়ন পড়িয়াছে হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি পুনর্জ্জন্মবাদ লইয়া এক মহা সমস্যা উপস্থিত। সেই গ্রামে অতুল ঠাকুর, প্রতুল ঠাকুর এবং নটবর ঠাকুর এই তিন বন্ধু বাস করিতেন অতুল ঠাকুর ১৮৮৬ সনে ২৬ বৎসর বয়সে দার পরিগ্রহ করেন চারি বৎসর পর তাহার এক পুত্রসন্তান জন্মে তাহার নাম নন্দন ঠাকুর প্রতুল ঠাকুরও সেই বৎসরই বিবাহ করেন তখন তাহার বয়স ২৩ বৎসর। তিন বৎসর পর নটবর ঠাকুরও সংসারী হন তখন তাহার বয়স ২৪ বৎসর ১৮৯৪ সনে প্রতুল ঠাকুরের ঘরে পার্ব্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে পার্ব্বতী রূপসী এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না সুতরাং নন্দন ঠাকুর বি, এ, পাস করা মাত্র ১৯০৮ সনে প্রতুল ঠাকুর অতি আগ্রহের সহিত তাহার হস্তে নিজ কন্যাটী সম্পর্ণ করেন কন্যার বিবাহের অল্প কয়েক মাস পরেই প্রতুল ঠাকুর ইহলীলা সাঙ্গ করেন তাহার

মৃত্যুর অল্প কিছু দিবস পরই নববধূর সন্তানের লক্ষণ দেখা দিল সকলেই বলিল, প্রতুল ঠাকুর ফিরিয়া আসিতেছে। নবকুমার জগতে পদার্পণ করিলে যে দেখিল সেই বলিল, প্রতুল ঠাকুরই বটে। তেমনি নাক, তেমনি চোক। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনও ঠিক ঠাকুরেরই মত নাম রাখা হইল, নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুষ্টি প্রস্তুত করিবার কালে জ্যোতিষী মহাশয় জননীকে বলিলেন—"মা, স্বর্গীয় প্রতুল ঠাকুর মহাশয় আর তোমাদের মায়া ছাড়িয়া অধিককাল থাকিতে পারেন নাই আমার কথা যদি ঠিক না হয় তবে আমার বিদ্যাই মিথ্যা" এ সংবাদে পার্ব্বতী ঠাকুরাণী অবশ্য আনন্দিত হইলেন কিন্তু অল্প বয়সে সন্তান প্রসব এবং পালনের যে ফল হয় তাহাই হইল তিনি অচিরে রোগশায়ী হইলেন এবং এক বৎসর পার না হইতেই ভবলীলা সম্বরণ করিলেন কিন্তু মমতা যায় কোথায়? তিনিও অধিককাল পরলোকে থাকিতে পারিলেন না। তিনি পর বৎসরই নটবর ঠাকুরের ঘরে দুর্গাসুন্দরীরূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন এদিকে নেপাল ঠাকুর শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে প দিলেন গত মার্চ্চ মাস তিনি আই, এ, পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন নটবর ঠাকুর অতুল ঠাকুরকে তাহাদিগের আজীবন সৌহৃদ্যের কথা স্মরণ করাইয়া ধরিয়া বসিলেন তাহার কন্যা দুর্গাসুন্দরীকে গ্রহণ করিতেই হইবে অতুল ঠাকুর ধার্ম্মিক পুরুষ বাল্যকালীন সৌহৃদ্যের দাবী এড়াইতে পারিলেন না তাই গত ২২শে আগষ্ট তারিখে নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত দুর্গাসুন্দরীর পরিণয় অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল সকলেই আনন্দিত হইলেন কিন্তু যত কিছু অনর্থ করাইল সেই ত্রিকালজ্ঞ সাধু বিরিঞ্চি বাবা। আহমদীর পাঠকগণের সহিত তিনি অপরিচিত নহেন নবদম্পতি তাহাকে প্রণাম করিতে আসিলে তিনি একবার তাহাদিগের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হায় হায় কি করেছ? তুমি নন্দন ঠাকুরের পুত্র নেপাল ভট্টাচার্য্যী, তুমিই না প্রতুল ঠাকুর। আর তুমি নটবর ঠাকুরের কন্যা দুর্গাসুন্দরী, তুমিই না প্রতুল ঠাকুরের কন্যা পার্ব্বতী দেবী, নন্দন ঠাকুরের ভার্য্যা নেপাল ঠাকুরের গর্ভধারিণী মাত কোথায় ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিন এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? হায় হায়, আত্মার এই পুনর্জ্জন্মেই না যত অনর্থের সৃষ্টি করেছে।" তাই ভাটপাড়ার পণ্ডিতসমাজে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, হিন্দু-সমাজেও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে কেহ বলিতেছেন, যত কিছু শাস্ত্রের দোষ, আত্মাগুলিকে ফিরিয়া আসিতে দেওয়াই যত গণ্ডগোলের হেতু, তাহারই পথ বন্ধ করিতে হইবে এখন আত্মাগুলি ব্যবস্থা মানিলেই রক্ষা

---

# কাজীর মূর্খতা

কাজীর এক বিচারের কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, একবার একজন স্ত্রীলোক কাজীর সম্মুখে তিন সাক্ষী উপস্থিত করিল যে তাহার স্বামী মারা গিয়াছে এবং সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী। সাক্ষী গ্রহণ করিয়া কাজী সাহেব অনুমতি প্রদান করিলেন ইতিমধ্যে স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিজ স্ত্রী পাইবার আবেদন করিল। কাজী সাহেব নথী দেখিলেন। তিনজন মুসলমান হলপ লইয়া সাক্ষ্য দিয়াছে যে, স্বামী মারা গিয়াছে, সুতরাং নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে কোনমতেই জীবিত থাকিতে পারে না কাজীর বোকামি দেখিয়া সকলেই হাসিয়া থাকে কিন্তু আজ সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যজগৎ এইরূপ বোকামিতে আবদ্ধ কেহই চিন্তা করিয়া দেখে ন যীশুখৃষ্টকে ক্রুশে দেওয়া হয় ক্রুশে সাধারণতঃ তিন চারি বা ততোধিক দিবসে প্রাণবিয়োগ হয়। যীশুকে কিন্তু মাত্র তিন বা চারি ঘণ্টাকাল ক্রুশে রাখ হয় ক্রুশে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চয় করিবার জন্য ক্রুশ

হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের পিঠের এবং পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত যীশুর তদ্রূপ কিছুই করা হয় নাই ক্রুশ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে কবর না দিয়া এক কামরায় রাখা হয় দুই দিবস পর তাহাকে কামরা হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। তিনি শিষ্যদের সহিত বাক্যালাপে এবং পান আহারে এক দিবারাত্রি কাটান তাহারা তাঁহার শরীর স্পর্শ করে এবং তাহার শরীর যে ভৌতিক শরীর নয়, তদ্বিষয় নিশ্চিন্ত হয় এ সমস্তই বাইবেলের কথা এত প্রমাণ থাক সত্ত্বেও সভ্য শিক্ষিত খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করে যে, যীশুর ক্রুশেই মৃত্যু ঘটিয়াছিল জ্ঞানের মূর্খতা আর কাহাকে বলে ?

---

# নারী-শিক্ষা ও মোছলেম সমাজ

মাননীয়া উপস্থিত ভগিনীবৃন্দ

আপনারা আমার ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিকে এ সময়ের জন্য সভানেত্রীপদে বরণ করিয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে, আপনাদের নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই কারণ আমি আজীবন কঠোর সামাজিক 'পর্দার' অত্যাচারে লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি—ভালরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই- এমন কি সভানেত্রীকে হাসিতে হয়, না কাঁদিতে হয়, তাহাও আমি জানি না। সুতরাং আমার ভাষার কথায় অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিবে তজ্জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন

শ্রদ্ধাস্পদ ভগিনী মিসেস লিগুসে আমাকে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগের কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন সমবেত সুশিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলাদের সম্মুখে এসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই তবে ০২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজ সেবা করিয়া,—বিশেষতঃ ১৬ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি

স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা ঔদাস্য এবং অসৎব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য্য হয় প্রবাদ আছে, "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়"

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কি? উপায় ত আল্লাহর কৃপায় অনেকই আছে, কিন্তু অভাগিনীগণ তাহার সম্ভোগ করিতে পায় কই? আপনারা হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন? সে জীব ভারত নারী. এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; স্বয়ং থার্ডক্লাস গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল পথিকদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্র তত্র পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি দেখিতে পাই পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে, তাহার জন্য এংলোইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাই কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূভারতে নাই।

নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজ দেহের দুইটী বিভিন্ন অংশ বহুকাল হইতে পুরুষ অংশ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে পুরুষের পক্ষে নারায়ণী সেনা আছেন বলিয়া তাঁহারা এযাবৎ নারীর উপর জুলুম করিয়া আসিতেছিলেন। সুখের বিষয়, এতকাল পরে 'শ্রীকৃষ্ণ' স্বয়ং আমার হিন্দু ভগিনীদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাই চারিদিকে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাঁহারা, বিশেষতঃ মাদ্রাজের মহিলাবৃন্দ সর্ব্ব বিষয়ে

উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবার মান্দ্রাজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্বাচিত হইয়াছেন সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন মহিলা ব্যারিষ্টার হইয়াছেন লেডী ব্যারিষ্টার মিস্ সোরাবজীর নামও সুপরিচিত কিন্তু মুস্লিম নারীর কথা আর কি বলিব?—তাহারা যে তিমিরে, সে তিমিরেই আছে

"মাতা যদি বিষ দেন আপন সন্তানে
বিক্রয়েন পিতা যদি অর্থ প্রতিদানে"—

তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব এক সময় তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এদেশে বালক ও বালিকার শিক্ষায় পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে (যে আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে;) বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দুরপণেয় কলঙ্ক" ইত্যাদি অর্থাৎ ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমি যেন নগণ্য যাহা ১ম খণ্ড 'মতিচূরে' বলিয়াছি, সেই কথা এখন শেখ সাহেবের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের মুখেও শুনিতেছি যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, মূর্খতার অন্ধকার যুগে আরবগণ কন্যা বধ করিত। যদিও ইস্লাম ধর্ম্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি মুস্লিমগণ অম্লানবদনে কন্যাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি অবাধে বধ করিতেছেন কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলীন্যের লক্ষণ মনে করেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত মিশর এবং তুরস্ক স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন কিন্তু তাঁহারা ঠকিয়া ঠকিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এখন সুপথে আসিয়াছেন

সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিশর ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন কিন্তু তুরস্ক আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করেন নাই, বরং আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসুলে মকবুল (অর্থাৎ পয়গম্বর সাহেব) তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য তেরশত বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশগৌরব মনে করিতেছে এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটী ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে—যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দ্দু ও কোরাণশরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু—বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া না হয় এই ত আমাদের সামাজিক অবস্থা

ভারতবর্ষে যখন স্ত্রীশিক্ষার বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইবে, তখন দেখা যাইবে কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মুসলমান যাঁহারা স্বীয় পয়গম্বরের নামে (কিম্বা ভগ্ন মসজিদের এক খণ্ড ইষ্টকের অবমাননায়) প্রাণদানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রীশিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী "ফরয" (অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?

এখন শিক্ষার অবস্থা এই যে, আমাদের দেশে লেখাপড়ার প্রতি ২০০ (দুই শত) বালিকার একজনও অক্ষর চিনে না, প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলা বোধ হয় দশ হাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া যাইবে না কেবল এই বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটী মুসলমানের বাস গত জানুয়ারী মাসে শিক্ষাবিভাগ হইতে আমাকে একখানি পত্রে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশে যতগুলি মুস্লিম মহিলা গ্রাজুয়েট আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা

লিখিয় যেন আমি অবিলম্বে পাঠাই কিন্তু আমি বঙ্গের মাত্র একটী গ্রাজুয়েট এবং আগা মইদুল ইসলাম সাহেবের কন্যাত্রয় ব্যতীত আর কাহারও নাম দিতে পারি নাই আগা সাহেব বঙ্গদেশের অধিবাসী নহেন, সুতরাং তিন কোটী মুসলমানের মধ্যে মাত্র একটী মহিলা গ্রাজুয়েট পাওয়া গেল, বলিতে হয়.. সম্ভবতঃ অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা অনুসন্ধানের পর প্রেসিডেন্সী বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলের ইন্সপেক্‌ট্রেস মহোদয়া আমাকে মুসলিম মেয়ে গ্রাজুয়েট খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিয়াছিলেন আবার আমি শেখ আবদুল্লাহ্‌ সাহেবের একটী বচন উদ্ধৃত করিতেছি—

"স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলেন যে, শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকের অশিষ্ট ও অনম্য হয়। ধিক্ ইহারা নিজেকে মুসলমান বলেন, অথচ ইস্‌লামের মূল সূত্রের এমন বিরুদ্ধাচরণ করেন। যদি শিক্ষা পাইয় পুরুষগণ বিপথগামী না হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা কেন বিপথগামিনী হইবে? এমন জাতি, যাহারা নিজেদের অর্দ্ধেক লোককে মূর্খত ও "পর্দ্দা"রূপ কারাগারে অবরুদ্ধ রাখে, তাহারা অন্যান্য জাতির—যাহারা সমানে সমান স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছে, তাহাদের সহিত জীবনসংগ্রামে কিরূপ প্রতিযোগিতা করিবে?"

ভারতবর্ষে এক কোটী লোক ভিক্ষাজীবী, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক সুতরাং তাহারা কোন্ মুখে অন্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে? আমরা কৌলিন্যের বড়াই করি ভিক্ষাবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ কার্য্য আর মুসলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী ইহার কারণ এই যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে বঞ্চিত রাখিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে ফলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান অলস ও শ্রমকাতর হয়, সুতরাং ইহারা "বাপ দাদার নাম" লইয়া ভিক্ষা ছাড়া আর কি কাজ করিবে?

এখন স্ত্রীলোকেরা ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রহিয়াছেন গত ইলেক্‌শনের সময় দেখা গেল, কলিকাতায় মাত্র ৪ জন মুসলমান স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে ইহা কি মুসলমানদের গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন্ সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন?

যে পর্য্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্দ্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা কেবল পাগলেরই শোভা পায় সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ্য করিতে চাহেন না, আমার মনে পড়ে প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার মর্লি বলিয়াছিলেন, "যদি তাহারা চাঁদের জন্য আব্দার করে, (If they cry for the Moon,) তাহা আমরা দিতে পারি না" ইত্যাদি এবং আমাদের অমুসলমান প্রতিবেশীগণ এখন সাধারণতঃ যেরূপ মুসলমানদের দাবী দাওয়া সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ মুসলমানগণও নারীজাতির কোন প্রকার উন্নতির অভিলাষ স্বীকার করিতে চাহেন না কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরত বা প্রকৃতির নিয়ম অতি চমৎকার তিনি এ বিশ্বজগৎকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয় রাখিয়াছেন—আমরা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত আছি যে, একে অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না মুসলিম জগৎ যতদিন আমাদের দুঃখ সুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন ততদিন তাঁহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটী লোক শুনিবে না, আর যতদিন ঐ ২২ কোটী লোকে ৮ কোটী মুসলমানকে উপেক্ষা করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের রোদনও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না বহুদিন হইল, একটী বটতলার পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম :—

"আপনি যেমন মার খাইতে পারিবে,
বুঝিয়া তেমনছাই মার আর কে মারিবে।"

হজরত ঈস বলিয়াছেন, 'তুমি নিজে অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এস্থলে আমি শেখ সাহেবের আর একটী উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তাহা এই :—

'ভারতবর্ষের অবরোধ প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক এই অবরোধ প্রথা আমাদের সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত ভ্রাতৃগণ। পর্দ্দার নাম শুনিবামাত্র আপনারা হয়ত একযোগে বলিয়া উঠিবেন, 'তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব?' তদুত্তরে বলি, আমি মুসলমান শাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত কথা বলিতে চাই ভারতীয় পর্দ্দার সহিত শাস্ত্রীয় পর্দ্দার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।'

পর্দ্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি—কেবল এইটুকু বলি যে, শেখ সাহেব পর্দ্দাকে "সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত" বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না যন্ত্রণাদায়ক হইলে অবলাগণ 'বাবারে মা'রে গেলুমরে, মেলুমরে" বলিয়া আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন অবরোধ প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায় যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিলে তিলে করিয়া নীরবে মরিতেছে

মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরাণ শিক্ষাদান করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন কোরাণ শিক্ষা অর্থে শুধু টীয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরাণের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে সম্ভবতঃ এজন্য গবর্ণমেণ্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরাণ শিক্ষাও দিবে না যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থা পত্র ( Prescription ) লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থা-পত্রখানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া তাহা পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরাণশরিফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য্য করি না, শুধু তাহা পাখীর মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে ( জুযদানে ) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি কিছুদিন হইল, শিক্ষিতা হইতে আগতা বিদুষী মহিলা মিস যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদান কালে বলিয়াছিলেন, "উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরাণের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন" তাহাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন কোরাণ জ্ঞানের যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ তাহা না বলাই ভাল, সুতরাং কোরাণের বিধি ব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নহি স্থানীয় ভাষা বলিতে অন্য স্থানের ভাষা যাহাই হউক, কলিকাতার ভাষা কি হইবে? ষোল বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াত মিমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন—অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই তাহারা উর্দ্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দ্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর যেন বিক্ষত হয়। যাহা হউক, তথাপি উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা—উভয় অনুবাদই শিক্ষা দিতে হইবে আমার মুসলমান ভগিনীগণ আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরাণ শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরাণে পাওয়া যায় আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোরাণ শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন

মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষায় ঔদাস্য ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকত আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইস্‌লামীয় কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত ( পারলৌকিক সেতু বিশেষ ) পার হইবেন—আর পার হইবার সময় স্ত্রী কন্যাকে হ্যাণ্ড ব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন * কিন্তু

* সেইজন্য তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা চাহিলে শুনি, মুসলমানগণ বড় দরিদ্র—তাহাদের টাকা নাই কিন্তু একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? যাঁহারা ইস্‌লামীয়া কলেজে হাজার হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন, তাঁহারা কি দরিদ্র? তাঁহারা যদি শরিয়ৎ অর্থাৎ শাস্ত্র মানিতেন, তাহা হইলে যিনি যত টাকা বালকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক অবশ্যই বালিকা বিদ্যালয়ে দান করিতেন।

বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অনুরূপ—সে বিধি অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে স্মতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তাঁহারা বাক্স বন্দী হইয় মালগাড়ীতে বসিয়া সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন কন্যার বিবাহের সময় যে টাকা অলঙ্কার ও যৌতুক ক্রমে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহাদের সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্য রক্ষায় করুন [ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাসের আল্লাহর দান এই বিশুদ্ধ বাতাস বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে মহিলাগণ কেন অনিচ্ছুক, আমি তাহা বুঝিতে পারি না শীতকালে তাঁহারা এরূপ ভাবে জানালা, দ্বার, বিশেষতঃ সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে, মনে হয় গবর্ণমেন্ট কেন আইন করিয়া দ্বার জানালায় সার্সী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেন না? পাঁচ ছয় বৎসর হইল, ডাক্তার মিস্ কোহেন বালিকা বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যখন তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধসহ গেল যে, 'আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করুন" তাহাতে তাঁহারা ভয়ানক চটিয়া এই উত্তর দিলেন, "স্কুলমেঁ লাড়কী পড়নে কো দিয়া হায়, না বিচার করনে কো, কে, আঁখ্ কমজোর, দাঁত কমজোর, হলক্ মে ঘাও হায়, ফেঁফড়া খারাব হায়! ইয়ে সব বেমারীসে হামারী লাড়কী কা শাদী কয়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দোঁ, হামারী লাড়কী কো ডাক্তারনীসে না দেখায়েঁ।"

ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লা! মেয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি অথচ শাদীর চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে না! ফল কথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?

আমাদের স্কুলের ছাত্রীগণ পরীক্ষার সময় প্রায়শঃ ভূগোল, ইতিহাস এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে অকৃতকার্য্য (ফেল) হয় ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের বাসভবন এবং স্কুলগৃহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কিছুই দেখিতে পায় না, এই দুনিয়ায় তাহাদের পিতা ও ভ্রাতা ছাড়া আরও কেহ আছে কি না, তাহা তাহারা জানে না; রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মা মাসীকে অনবরত রোগ ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে তাহারা কেবল জানে, অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয় এই সকল কু-রোগের একমাত্র ঔষধ সুশিক্ষা

উপসংহারে সাখাওয়াত মিমোরিয়াল গার্লস স্কুল এবং আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না কলিকাতার মুসলিম সমাজের উন্নতির নিমিত্ত এই উভয় প্রতিষ্ঠানই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা এখনও পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করে নাই। স্কুলটীকে হাইস্কুলে উন্নীত করা এবং ইহার জন্য একটা নিজের বাড়ী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আঞ্জুমানটী মহিলা সমাজে সর্ব্বজনপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়

আজি আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিলাম তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এখন আমি ইতি করি

মিসেস্-আর-এস-হোসেন।

---

# আহমদী-জীবন এবং কর্ম্মধারা

(১)

সকল গৌরব, সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি এই ঘোর জড়বাদিতার যোগে স্বীয় সংবাদবাহক **"প্রতিশ্রুত মেছায়া এবং মাহদী"** (আঃ) কে পাঠাইয়া আমাদের সংসার কীটদষ্ট মৃত প্রাণে আবার জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা নির্জীব পাষাণবৎ অচল হয়ে পড়েছিলাম পীর, মুল্লা ইত্যাদি ভুলানাথদিগকে ধর্ম্মের এবং ইমানের ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়া পবিত্র কোরাণ-মজীদ এবং হাদিছসরীফ তাকের উপর রেখে দিয়েছিলাম সমস্ত দিকেই এই রোগ বিস্তৃতিলাভ

করিতেছিল আমাদের অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর মহত্ত্ব ছিল না মুখে আল্লাহ, রছুল, অবতার কত কথাই আওড়াইতাম, কিন্তু কার্য্যের বেলায় নিজ নফ্ছে আম্মারার (Evil spirit) হুকুম সর্ব্বাগ্রে তামিল করিতেছিলাম মনে পড়ে, সেই দিনগুলি যখন পাশবিক প্রবৃত্তির প্রবল প্রতাপে আমাদের ইমান খোদা-প্রেম এবং সৎপ্রবৃত্তিগুলি এত বড় জগতটার মধ্যে মাথা লুকাইবার জন্য এক ইঞ্চি স্থানও পাইতেছিল না আমাদের অত্যাচারের নিদারুণ অঙ্কুশাঘাতে সহায়হীন, সম্বলহীন পিতৃমাতৃহারা অনাথ বালকবালিকা, স্বামীহারা বিধবা, পথহারা পথিক এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মানবমণ্ডলী অহঃরহ জর্জ্জরিত হইতেছিল না ঘরে সুখ ছিল, না বাহিরে শান্তি ছিল কেবল দুঃশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং হা হুতাশেই জগত ধ্বংস হইতেছিল এমনি সময়ে, ঠিক এমনি সঙ্কট সময়ে, বিশ্বসংস্কারক প্রতিজ্ঞাত মছিহ এবং মাহ্দী (Promised Messiah & Mahdi) সত্য, সনাতন চিরঞ্জীবন্ত সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার অনন্ত নিদর্শন এবং আশ্বাসবাণী সঙ্গে ক'রে আমাদের সাম্নে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের নীরয়গামী আত্মাকে তাক্ওয়ার (Godfearingness) রশ্মিতে বেঁধে দিয়ে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন পৃথিবী গড়ে দিয়েছেন খোদারই সব প্রশংসা বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপর খোদার অনন্ত আশীষ অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক্। তিনিই ত প্রকৃতির ধর্ম্ম (Religion of Nature) ইছলামকে পূর্ণ কলেবরে জগতের বুকে স্থাপন করে গিয়েছেন এবং তাঁরই আধ্যাত্মিক শক্তির পবিত্র প্রভাবে আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও মছিহের মত মহাসংস্কারক নবরূপে আবির্ভূত হচ্ছেন খোদার শান্তি এই মহাপুরুষের উপরেও অনন্তকালব্যাপী বর্ষিত হউক তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আবার খোদার রহমতের বাতাস ছুটেছে আমাদের পাষাণ প্রাণও এখন খোদার ভয় এবং খোদার মহব্বতে মোমের মত গলে পড়ছে খোদার সৃষ্ট জীবজন্তুর দুরবস্থা দেখে এখন আমাদের মন কাঁদে সত্য, প্রেম এবং সেবা দ্বারা জগতকে সুন্দর এবং উন্নত করিতে অহোরাত্র প্রাণের ভিতরে কত উচ্চভাব জেগে উঠ্ছে এবং কত মহৎ কর্ম্মের দিকে আমাদের জীবন ধাবিত হচ্ছে এতিম, বিধবা, অন্ধ, আতুর, অনাথ, নিরাশ্রয় কেহই যে এখন আমাদিগকে হিংস্র জন্তুর মত ভয় করে না সকলই এখন এক মহাশান্তির সুগন্ধে আমোদিত, এবং আশায় আশান্বিত এখন অন্ধকার দূর হ'য়ে ইছলামের আলোকমালায়, মাহদীর স্বর্গীয় জ্যোতিতে পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠেছে মাহদীর প্রকৃত শিষ্যবৃন্দ খোদার নিকট হ'তে আলো পেয়ে তারকারাজির ন্যায় জগতে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে

হে আহমদিগণ তোমরা সুন্দরভাবে জাগ, শক্তি এবং সাহস নিয়ে উঠ এবং জ্যোৎস্নার মত, খোদার রহমতের মত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় তব্লীগ কর (Preach the truth) মানব হৃদয়ে সত্য ফুটাইয়া তুল দেখিও, খোদার কোন বান্দাই যেন তোমাদের সামনে নষ্ট না হয় তোমরা প্রেমিক, খোদা তোমাদের প্রেমাস্পদ (Beloved), যাহারা খাঁটী প্রেমিক, তাহারা প্রেমাস্পদের প্রত্যেক জিনিষ রক্ষার্থে নিজের প্রাণ বিলাইয়া দিতেও আনন্দ অনুভব করে মছিহ আসিয়াছেন, এখন তোমাদের খোদাপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা হইবে উঠ, দৌড়ে চল, কর সত্যপ্রচার, উড়াও ইছলামের (Peace) ধ্বজ, তাড়াও সমস্ত অমঙ্গল, সাজাও খোদার জগত শুধু সত্য, মঙ্গল এবং রূপের ডালায় দেখিবে, অচিরে দেখিবে, খোদা তোমার, তুমি খোদার তুমি খোদায় রাজী এবং খোদা তোমাতে রাজী

হে আহমদী প্রচারকগণ তোমরা যদি বাস্তবিকই খোদার প্রেমে পাগল হয়েছ, তবে নফ্ছ্ (আত্মা) পাক্ এবং ছাফ্ কর। আত্মার পবিত্রতাই প্রচার যুদ্ধে একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। হামিসা দোয়ায় রত থাক, যেন খোদা রহম করিয়া তোমাদের আত্মা নির্ম্মল এবং পবিত্র করে দেয় পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণ খোদার রহমতের খাছ্ ওয়ারীছ্, রুহুল কুদুছ্ (Holy spirit) অহোরাত্র তাহাদের সাহায্যে রত থাকে ফেরেস্তা (angels) তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে এবং তাহাদিগের কার্য্যে অসাধারণ

কৌশলে সাহায্য করে আত্মার পবিত্রতা যখন ষোল কলায় ফুটে উঠে, তখন খোদা স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলে এইরূপ পবিত্র পুরুষদের কোন কথাই নিষ্ফল হয় না তাঁহাদের কালামে এক নূতন হাসর (Awakening of dead) সৃষ্টি করে দেয় যেখানেই তাঁহার সত্য প্রচার করিতে থাকে, সেখানেই মৃত প্রাণগুলি জীবিত হইয়া উঠে তাঁহার খোদার বাগানের মধুময় ফুল তাহাদের আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে সত্যান্বেষী জনসাধারণ মক্ষিকার মত আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের নিকট এসে আশ্রয় নেয় আহমদিগণ, তোমরা ফুলের মত মধুর হও, তারার মত উজ্জ্বল হও, এবং জগতবাসীকে মধু বিতরণ কর, আলো দান কর

সত্য প্রচারে খোদার এই আদিষ্ট পথে, অনেক কণ্টক থাকিতে পারে, কারণ গোলাপের চতুর্দ্দিকে কাঁটা স্বাভাবিক ভয় করোনা যদি তোমার আত্মা পবিত্র হইয়াছে, তবে ভয় করোনা। তুমি যে সর্ব্বশক্তিমান খোদার সিপাহী তোমার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য ? যে নীরেট অর্ব্বাচীন, সেই তোমার সংঘর্ষে আসে তুমি যে বীর।

তোমার পরিধানে তাক্‌ওয়ার বর্ম্ম, হাতে এছতেগ্‌ফার এবং তওবার সুতীক্ষ্ণ তরবারী, শিরোপরি পবিত্রতার শিরস্ত্রাণ এবং খোদাপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের আশীর্ব্বাদ তোমার সওয়ার যে এস্‌কে এলাহী (Love of God) এমনি দ্রুতগামী সওয়ার যে মানব, কেহই তাহার নাগাল ধরিতে পারে না নদীস্রোতের চেয়ে প্রখরতর গতি, বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগামী সে যে কুফুর এবং জালালাত, (অধর্ম্ম এবং অনাচারের) বিনাশ সাধন করে ছুটে, অস্পৃশ্য মানবকে বুকের আলিঙ্গনে সভ্যতার আসনোপযোগী করে দিয়ে যায় দিনের পর দিন যায় অবশেষে সেই শুভদিন এসে যায় যখন খোদা নিজ রূপ লাবণ্যময় হাসির চাহনিতে এই পবিত্র যোদ্ধাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া নেয় তোমরা আহমদী, বর্ত্তমান জগতে প্রকৃত মুছলেম তোমরা মাহ্‌দীর সহচর উঠ, তউহিদের অমিয়ধারায় জগত প্লাবিত কর।

চাঁপাদী, আবদালী সেরূপ সিনিবের প্রতি ডেকে "হুজুর" "হুজুর" ব'লে দৌড়ে ছুটে, তোমরাও সেরূপ খোদার প্রত্যেক হুকুম ("লাব্বাইক লাব্বাইক, আল্লাহুম্ম") (বান্দা হাজির, বান্দা হাজির, হে আল্লাহ) এই ব'লে খোদার দিকে পাখীর মত উড়ে চল দেখিবে কপাল ফিরে গেছে, পৃথিবী তোমাদের খাদেম হয়ে যাবে ভয় করোনা, ভয় কেবল তাদের যাহারা বিশ্বাসঘাতক, খোদার আইনভঙ্গকারী, অপবিত্রতার মধ্যেই থাকিতে চায়, সংসারমরুতে বালুকণার মত নীচে থাকিতেই ভালবাসে ঝরণার নির্ম্মল জলের মত মরুবক্ষ ফুটে বাহির হতে চায় না নিজে জ্বলিবে এবং অন্যকে জ্বালাবে

সময় অতি নিকটে যখন সারা দুনিয়ার লোক এই আহমদীয়া আন্দোলনের দিকে ছুটে আসবে ইছলাম বুঝিবে, কোরাণ শিখিবে, প্রকৃত মা'রেফাত (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করিবে মছিহ, মাহ্‌দী বা কল্কি অবতার হজরত, গোলাম আহমদ (দঃ) যে খোদ প্রেরিত অজেয় বীর রুশিয়ার রাজ-শক্তি আহমদিগণের হাতে আসিবে কত রাজ মহারাজ আহমদের বস্ত্রাঞ্চল হইতে বরকত গ্রহণ করিবে এ সবই যে আহমদের সঙ্গে খোদার প্রতিজ্ঞা ঐ দেখ, আহমদ প্রতিনিধি বিজয়ী (মাহমুদ) পঞ্চনদ বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান গ্রাম হতে আহমদীয় শক্তি পরিচালন করছেন এ শক্তির সঙ্গে খোদার শক্তি বাঁধ বয়েছে ইহা পঞ্চ মহাসাগর মন্থন করে ছুটেছে, পঞ্চ মহাদেশ জয় করিবে এ শক্তি প্রার্থনা বলে বলীয়ান (force of prayer), সাম্য, প্রেম এবং ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত উঠ প্রকৃত মুছলেমকুল মাহ্‌দীর বীর পুঙ্গব মানব হৃদয়ে খোদার রাজ্য স্থাপন কর যতদিন খোদার সাক্ষাৎ না পাও, অবিরাম গতিতে ছুটে চল খোদাও তোমার দিকে ছুটে আসবে এবং পরিশেষে মধুর মিলন হয়ে যাবে।

খলীলুর রাহমান আহমদী বি. এ.

# আমি কেন মুছলমান হইলাম।

( সাণ্ডারলেণ্ডের এঞ্জিনিয়ার মিঃ উইলিয়ম আর, বার্কার সাহেবের লেখনী হইতে )
১৯২৬ সালের জুন মাসের "রিভিউ অব রিলিজিয়ন্‌স" হইতে অনূদিত।

আমি স্বভাবতঃই ধর্মপরায়ণ এবং ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তর অধ্যয়ন করিয়াছি। অনেকেই বাইবেলের "নূতন নিয়ম' (New Testament) পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, এই সকল সুসমাচারের পুস্তকগুলি (Gospels) বহুসংখ্যক খৃষ্টীয় সুসমাচার—পুস্তকের কতিপয় মাত্র। অবশিষ্ট সমস্ত গুলিই প্রচলিত খ্রীষ্টান গীর্জ্জা কর্ত্তৃক অপ্রামাণিক, এমন কি, অমূলক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

খাটি কথা এই যে, যে সকল সুসমাচার পুস্তকগুলি তদানীন্তন শাসনকারী গীর্জ্জার (Reigning church) ধর্ম্মমতের সম্পূর্ণ পোষকতা করে নাই, সে সমুদয় বিনষ্ট করা হইত এবং যে সব খৃষ্টান ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিত, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া নিগ্রহ করা হইত। এই সব ক্রিয় হজরত মোহম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর খৃষ্টানগণের অবশ্যই সুসমাচারগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, অথচ বর্ত্তমান সময়ের খৃষ্টান গীর্জ্জা যাহা শিক্ষা দেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। আমার মতে তদানীন্তন খৃষ্টানদের এবং নজারতের পবিত্র যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মবিশ্বাস "ইছলাম" (ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ) ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

হিব্রুদের সেই পুরাতন সুসমাচার পুস্তকে (Gospels) (যাহাকে চার্চ অপ্রামাণিক বলিয়াছেন) এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎকালীন ইবিওনাইটস (Ebionites) নামক প্রাচীন খৃষ্টান সম্প্রদায়েরও এই বিশ্বাস ছিল যে, যীশুখৃষ্ট একজন মানুষ বই আর কিছুই ছিলেন না। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে নবী বা রছুল মনোনীত করিয়াছিলেন। সেইজন্য খোদার ইচ্ছায় স্বর্গ হইতে কপোতের বেশে তাঁহার উপর পবিত্র আত্মা (Holy Ghost) নামিয়া আসিয়াছিল, সেই হেতু তিনি ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া কথিত হইতেন। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের ঔরষজাত পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু তাঁহারা বলিতেন যে, স্বর্গ দূতের ন্যায় যীশুখৃষ্টের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহারা ইহাও বলিতেন যে, হিব্রুদের সুসমাচার পুস্তকে পুত্র শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, যীশুখৃষ্ট জগতে আসিয় ঠিক সেই অর্থই বুঝাইয়াছিলেন।

ইবিওনাইটসগণ Apostle Paul (পল) কে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

আবার সেই আদি সুসমাচার পুস্তকে (Ancient Gospels), জেম্‌সের পুস্তকে (the Book of James) স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের সচিবতায় (Ministration) কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুখ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, পবিত্র কোরাণের বর্ণনাও ঠিক তদ্রূপ (Book of James; Epistle of the Apostles; Gospel of History of Joseph, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক, Acts of Paul, ৭ম অধ্যায় ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ শ্লোক; অধিকন্তু ১২শ হইতে ১৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

পুনশ্চ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এই যে, মানুষ স্বীয় পাপের জন্য অনন্তকাল নরকাগ্নিতে বাস করিবে না, বরং তাহার নরকযন্ত্রণা ভুগিতে ভুগিতে পবিত্র হইয়া পরম দয়াময় আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে স্বর্গে বা বেহেস্তে নীত হইবে এবং তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবে। পূর্ব্বকালের খ্রীষ্টানদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল। The Second Book of Sibylline Oracles নামক পুস্তকের ৩১০ হইতে ৩১৮ শ্লোকে লিখিত আছে যে, "তিনি প্রচণ্ড অগ্নি ও দন্ত কিড়মিড় হইতে মানুষকে বাঁচাইবার আদেশ দিবেন—তাহাদিগকে আবার চিরস্থায়ী জ্বলন্ত অগ্নি হইতে বাহির করিয়া একত্র করিবেন এবং তাহাদিগকে অন্য জীবনে

পরিণত করিবেন—যাহা চিরস্থায়ী (নিত্য) এবং অমর হইবে। এইসব জিনিষ Apo calypse of Pater এবং Coptic Apocalypse of Elies নামক পুস্তকেও বিবৃত আছে

আবার আমি আরও লক্ষ্য করিয়াছি যে আধুনিক চার্চ্চ বর্ণাবাসের সুসমাচারকে জাল ও ষোড়শ শতাব্দীর একজন ধর্মত্যাগী ইটালিয়ানের লেখা বলিয়া কলঙ্কিত করিয়াছে, যেহেতু ইহাতে সাক্ষাৎভাবে হজরত মহম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী রহিয়াছে। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত Ec eiun Decree of Book নামক পুস্তকে বর্ণাবাসের সুসমাচারকে চার্চ্চ কর্তৃক গ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপে উহা ষোড়শ শতাব্দীর জাল পুস্তক বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

আমার বিশ্বাস, সমস্ত সুসমাচারগুলিতেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে যখন যাহা চার্চ্চের (Church) অভিপ্রেত হইয়াছে, তখন তাহাই বাছিয়া বাছিয়া গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে সুসমাচারগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় পরিশেষে সত্য হইতে মিথ্যা বাছিয়া তুলা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

যে কেহ ১৯২৪ সালের অক্সফোর্ডে প্রকাশিত ক্লেরেণ্ডন প্রেসে মুদ্রিত মণ্টেগু রোড্‌স্ জেমস (Montague Rhodes James) সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত "অপ্রামাণিক নূতন মতের সুসমাচার" (Gospels in the Apocyphal New Testament) পুস্তক পাঠ করিলেই উপরের প্রমাণগুলির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন

অতএব ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এত অধিক অধ্যয়ন করার পরও আমার সম্পূর্ণ ধারণা জন্মিয়াছে যে, যীশুখৃষ্টের শিক্ষা খাঁটি ইস্লাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং ইস্লামের আহ্‌মদীয় মতবাদই খোদার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও অভিপ্রেত ধর্ম—ইহাই স্বাভাবিক ও পবিত্র ধর্ম, যাহা সকলেই ধারণ করিতে পারে এবং ইহাই বিজ্ঞানসম্মত

এই প্রবন্ধের উপযুক্ত পরিসমাপ্তিরূপে আমি বার্থেলোমিউ লিখিত সুসমাচার পুস্তকের ৫ম অধ্যায় ৭, ৮ ও ৯ শ্লোক হইতে কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করিলাম:—

বার্থেলোমিউ বলিলেন, "প্রভু, এবং যদি কেহ দৈহিক পাপের সহিত পাপ করে, তবে তাহার কি পুরস্কার (শাস্তি)?" যীশু বলিলেন, 'ইহা মঙ্গল, যদি সে নির্দ্দোষভাবে দীক্ষা বজায় রাখিতে পারে একমাত্র বিবাহে মানুষ মিতাচারের অধিকারী হয় আমি প্রকৃতার্থে তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি তৃতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করার পরও পাপ করে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বর লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত চির কৌমার এতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট"

অনুবাদক,—মফিরউদ্দিন আহ্‌মদ
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

---

# "THE SUN-RISE."

# বিবিধ প্রসঙ্গ।

**বাংলার মন্ত্রীত্ব**— বাংলা দেশে নব নির্ব্বাচনের পর যখন মন্ত্রী নিয়োগ করা উচিত হইল, তখন বাংলার লাট ছাহেব সর্ব্বজনমান্য মোছলেম-নেতা স্যর আবদুর রহিমকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠনার্থ আহ্বান করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সর্ত রাখেন যে, তাঁহাকে এক সপ্তাহের মধ্যে একজন হিন্দু সহযোগী যোগাড় করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগকারী হিন্দু সদস্যবর্গের নেতৃস্থানীয় স্যর পি, সি, মিত্র বা অনারেবল মিষ্টার বি, কে, চক্রবর্ত্তী বা অপর কোন হিন্দু সদস্যই তাঁহার সঙ্গে একযোগে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজী হন নাই। ফলে তাঁহাকে নিরুপায় হইয়া মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তফা দিতে হয়। অতঃপর গবর্ণর মহোদয় অনারেবল মিষ্টার বি, কে, চক্রবর্ত্তীকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু যেখানে কোন হিন্দু সদস্যই স্যর আবদুর রহিমের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে রাজী হন নাই, সেই স্থলে অনারেবল মিষ্টার এ, কে, গজনভী জাতীয় সম্মানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অম্লানবদনে অনারেবল মিষ্টার বি, কে, চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সহযোগিতা করিতে রাজী হইলেন। ইহাপেক্ষা বাংলার মোছলমানদের গভীর লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে। তুচ্ছ রজতচক্রের লোভে মানুষ নিজকে কতদূর নীচ করিতে পারে, কিরূপে ধর্ম্ম ও সমাজের স্বার্থ এবং আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিতে পারে, (অঃ) মিষ্টার এ, কে, গজনভী উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। তিনি চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রীত্বের লোভে আজ লজ্জা, আত্মসম্মান ও বিবেকবুদ্ধি প্রভৃতি মানবের কোমল-বৃত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিলেও বাংলা, তথা ভারতের মোছলেমগণ এই জাতীয় অপমানের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর ও মহীম হোছেন স্ব স্ব অপকর্ম্মের দরুণ যে অভিসম্পাতের পাত্র হইয়া ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে, তাঁহার স্থলেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

**নারী-শিক্ষায় মোছলেম সমাজ**—"নারী-শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সময় সভা-নেত্রীস্বরূপ শ্রদ্ধেয়া মিসেস্ আর, এস, হোছেন বাঙ্গালায় মোছলেম বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমাজের মঙ্গলাকাঙ্খী প্রত্যেক মোছলমানেরই প্রণিধান যোগ্য। আমাদের যতদূর মনে পড়ে বঙ্গদেশে মোছলেম মহিলাদের মধ্যে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিসেস্ আর, এস, হোছেনই সর্ব্বপ্রথম হিন্দু মোছলমানের মিলিত কোন একটি অনুষ্ঠানের সভানেত্রীর কার্য্য করিয়াছেন। এইজন্য আজ আমরা আমাদের সমাজের এই গৌরব মহিলাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। মোছলেম বালিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় পর্দ্দা প্রথা। ধর্ম্মান্ধ ও গোঁড়া মোল্লা মৌলবীগণের ভ্রান্ত উপদেশে মোছলমান পুরুষগণ তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী এবং মা ভগ্নিদিগকে যেরূপ খোদার মুক্ত দান আলো বাতাস হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে, তাহার কোন সমর্থন পবিত্র কোরানে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এছলামের প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সেকালে আমাদের মা ভগ্নিগণ একাধারে যেমন পারিবারিক জীবনে স্নেহ মমতার পীযুষধারায় এই দুনিয়ায় বেহেস্তের সৃষ্টি করিতেন, তেমনি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে অসি ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেকালের মোছলেম পুরুষগণের মত মোছলেম মহিলাগণও ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমর-নীতি এবং শিল্প, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে অশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। আজকাল ভারতে প্রচলিত পর্দ্দা-প্রথা যদি এছলামের আদর্শ হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই এরূপ করিতে পারিতেন না। এই পর্দ্দা প্রথার বিষময় ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার অভাবে মোছলমান সমাজের স্ত্রীলোকদের মধ্যে নানারূপ এছলাম-বিরোধী কুসংস্কার প্রবেশ করিতেছে, তেমনি অপর দিকে তাঁহারা

দিন দিন ভগ্ন স্বাস্থ্য ও পঙ্গুদেহ হইয়া পড়িতেছেন, তাহ বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয় কিন্তু আমরা তাই বলিয়া হিন্দু সমাজ, কিংবা পাশ্চাত্য খৃষ্টানদের মত মোছলেম সমাজের মধ্যে অবাধ স্ত্রী-পুরুষ মিলনের পক্ষপাতী নহি আমাদের মতে তুরস্ক এবং মিছর এই সম্বন্ধে এছলামের আদর্শ হইতে খলিত হইয়া পড়িয়াছেন আরও একটি কথা না বলিয়া পারা যায় না তাহা এই যে, পর্দ্দপ্রথা মানিয়া চলিলে শিক্ষা হয় না, তাহাও একেবারে সত্য নহে বাংলাদেশে আগা মুইছুল এছলাম ছাহেবের কন্যা-ত্রয় এই কথার দৃষ্টান্তস্থল যাহাই হউক, আমরা সভ-নেত্রীর সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে একমত না হইলেও অন্যত্র তাঁহার অভিভাষণখানি প্রকাশিত করিলাম ইহাতে মোছলেম সমাজের অনেক ভাবিবার বিষয় আছে

**ভারতে মিশ্র নির্ব্বাচন**—ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-বলম্বী ও বিভিন্ন স্বার্থ সম্বলিত অসংখ্য সম্প্রদায় আছে তাহাদের সকলের স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে মিশ্র নির্ব্বাচন দ্বারা যে বিশেষ সাহায্য হয় না, তাহা নিশ্চয়। কেন না মিশ্র নির্ব্বাচনের ফলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় ভোটাধিক্যের জোরে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাসমিতিতে সমস্ত আসনই দখল করিবেন, তাহাতে কাহার ও সন্দেহ থাকিতে পারে না ভারতবর্ষে পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা না থাকায় এবং শত সহস্র বৎসর যাবৎ গনতন্ত্র প্রচলিত না থাকায় যে এরূপ অবস্থা শান্তি, শৃঙ্খলা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপন্থী, একথা আমরা গত সংখ্যায়, "হিন্দু-মোছলেম সমস্যা ও উহার সমাধান" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি এতদ্‌সত্ত্বেও শুনা যাইতেছে যে কংগ্রেসের মোছ্‌লেম নেতৃবর্গ হিন্দু প্রতিনিধি বর্গকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা নিম্নলিখিত সর্ত্তে মিশ্র নির্ব্বাচন মানিয়া লইতে রাজী আছেন :—

(১) সিন্ধু দেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের সৃষ্টি করিতে হইবে (২) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে বৃটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এই সর্ত্তে মোছলমানগণ সমস্ত প্রদেশেই মিশ্র নির্ব্বাচন মানিয়া লইতে রাজী আছেন এবং হিন্দুগণ যে সমস্ত প্রদেশে অল্পসংখ্যক মোছলমান আছে, সেই সমস্ত প্রদেশে মোছলমানদের স্বার্থ রক্ষণার্থ যেরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে মোছলমানগণও যে সমস্ত প্রদেশে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, (যেমন সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি), সেই সমস্ত প্রদেশে হিন্দুদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ তদনুপাতে ত্যাগস্বীকার করিতে রাজী আছেন পঞ্জাব ও বঙ্গদেশে জন সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব নির্দ্ধারিত হইবে নিখিল ভারত ব্যবস্থাপক সভায় ও মিশ্র নির্ব্বাচন দ্বারাই প্রতিনিধি প্রেরিত হইবেন কিন্তু এই সর্ত্ত রহিল যে মোছলেম প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশের কম কিছুতেই হইবে না আশা হয় যে, এই সমস্ত সর্ত্ত হিন্দু মোছলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গেরই মনঃপুত হইবে

চাকুরী সম্বন্ধে এবং যে সমস্ত আইনের পাণ্ডুলিপি কোন সম্প্রদায়ের চিরাচরিত প্রথা কিংবা ধর্ম্মের পক্ষে ব্যাঘাতজনক হইবে, তাহা হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যাইবে, সেই বিষয়ও আলোচিত হইয়াছিল, কিন্তু মূল সর্ত্তাবলী সম্বন্ধে একমত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা স্থগিত হইয়াছে

**হিন্দু-সদস্যদের উত্তর**—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু সদস্যদের একটি সভা হইয়াছে উহাতে স্থির হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত নিয়মাবলীকে ভিত্তি করিয়া আলোচনা চলিতে পারে :—

(১) দেশব্যাপী সমস্ত ব্যবস্থাপক সভায় মিশ্র নির্ব্বাচনের প্রবর্ত্তন, (২) দেশের সমুদয় ব্যবস্থাপক সভায়ই জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা, (৩) ধর্ম্মগত অধিকার ও অর্দ্ধ ধর্ম্মগত অধিকারাদি রক্ষণার্থ শাসন সংস্কারে ব্যবস্থা করা ও (৪) ভাষাগত অন্যান্য বিবেচনাকে ভিত্তি করিয়া প্রদেশগুলিকে যে কোন সময়ে পুনর্গঠন করিবার সর্ত্ত রক্ষা।

**মারক্কোর জেহাদ সংবাদ**—মরক্কোর টারগুইষ্ট অঞ্চলে স্পেন বা ফরাসী কেহই এতদিন তেমন

প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন নাই সেই অঞ্চলকে পদানত করিবার জন্য সম্প্রতি সেনাপতি অষ্টারিজ্ ৪০০ দেশীয় সৈন্য সহ প্রেরিত হইয়াছেন কিন্তু কতকগুলি দেশীয় লোকের আক্রমণে তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছেন ফরাসী ও স্পেনীয় সৈন্য তাহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে তিষ্ঠিতে না পারিয়া এখন বিমানপোত হইতে তাহাদের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করিতেছে উভয় পক্ষের কতিপয় লোক স্থানে স্থানে হত ও নিহত হইয়াছে

কাকরী ষড়যন্ত্র মামলা—এতদিনে কাকরী ষড়যন্ত্র মামলার যবনিকা পাত হইল কাকরী ষ্টেশনের অনতিদূরে এক অসমসাহসিক ডাকাইতি সংঘটিত হয় দস্যুগণ ট্রেন থামাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যোদ্ধার করিয়া চম্পট দেয়। এই ডাকাইতিতে এক-জনের প্রাণনাশ ঘটে এই সম্পর্কে তদন্ত করিতে যাইয়া পুলিশ এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করে এবং নানা স্থানে ২২ জন আসামী ধৃত হয় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উক্ত ২২ জনের মধ্যে ৩ জনের ফাঁসী, ১ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ১ জনের ১৪ বৎসর, ৫ জনের ১০ বৎসর, ২ জনের ৭ বৎসর ও ৬ জনের ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে, ২ জন রাজসাক্ষী খালাস পাইয়াছে। রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সরকারের বিলোপসাধনের জন্য এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছিল এবং বাঙ্গালাই উহার কেন্দ্র ছিল। আসামী-গণ যদিও কেহ নিজ স্বার্থসাধনের জন্য কিছুই করে নাই, তথাপি তাহাদের কার্য্য দ্বারা দেশে ভয়ানক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হইত এবং উক্ত অবস্থা দমনের শক্তি আসামী-দের ছিল না বিশেষতঃ ইহাদের দ্বারা লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে। উপসংহারে ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ-দিগের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন

প্রচার-সংবাদ—সুবিদিত পণ্ডিত মৌলবী আবদুর রহিম নাইয়ার ছাহেব সংক্ষেপে বিভিন্ন দেশে আহমদীয় মিশন-সংবাদ সংগ্রহ "আলফজল" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার সারাংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি:—

লণ্ডন—লণ্ডনের টাইমস পত্রে প্রকাশ যে, খোদার ফজলে ইংলণ্ড দেশে এছলাম-প্রচার-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে মৌলবী আবদুর রহিম দর্দ্দ ছাহেব এম-এ এবং মৌলবী গোলাম ফরিদ মালেক ছাহেব এম এ, এই দুইজন শুধু প্রচারকার্য্যের জন্য সমস্ত সময় ব্যয় করিয়া থাকেন এতদ্ব্যতীত মৌলবী মোহাম্মদ ঈছা ছাহেব বি-এ, এল এল বি, সম্প্রতি তেজারতি বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন তিনিও প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন প্রত্যেক রবিবার সাপ্তাহিক সভা হয় এবং সেই সময় সভায় অনেক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকেন জুম্মার নমাজ রীতিমত সম্পন্ন হয় ইহাতে এবং পঞ্জেগানাহ নমাজেও বেশ অনেক লোক শামেল হন নবদীক্ষিত ভ্রাতৃগণ রীতিমত নমাজে শামেল হইতেছেন এতদ্ব্যতীত প্রতি রবিবারে আরবী শিক্ষা দিবার জন্য একটি ক্লাস খোলা হইয়াছে। মছজিদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিবাসীদের ছেলেমেয়েরা মছজিদে আসিয়া থাকে একটি তাহারই মধ্যে আরবী ক্লাশে যোগ দিতেও আরম্ভ করিয়াছে।

আমেরিকা—ডাক্তার মোহাম্মদ ইউছুফ খাঁ ছাহেব বর্ত্তমানে চিকাগো মছজিদের প্রধান প্রচারক তিনি সংবাদ দিতেছেন যে, একটি বড় সহরে সম্প্রতি দুইজন লোক এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রচারকদিগকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ইণ্ডিয়া-নোপোলিছের একটি সংবাদপত্রে "খৃষ্টধর্ম্মের অসারতা" সম্বন্ধে আহমদী প্রচারকের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ের উপর বেশ প্রভাব হইয়াছে।

দক্ষিণ নাইজিরিয়া—মিষ্টার জিব্রাইল মার্টিন বার-এট-ল, এল-এল-বি, লণ্ডন হইতে মঙ্গলমতে লেগোছে পৌছিয়াছেন তাঁহার পৌছ মোতে খোদার ফজলে জমাআতের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সাধারণ ভাবে খৃষ্টানদের চোখে এছলামের সম্মান বৃদ্ধি হইতেছে। ব্যারিষ্টার ছাহেব অভিজাত বংশজ, এবং অতি উপযুক্ত লোক নাইজিরিয় গবর্ণমেণ্টের মোছলমান কর্ম্মচারীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চীফ সেক্রেটারীর দফ্তরে উন্নতি করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ লাভ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এছলাম ও মোছলমানদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সেই পদে ইস্তফা দেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন সমস্ত আহমদী ভাইদের নিকট নিবেদন এই যে, এই প্রতিভাশালী লোকবরের উন্নতির জন্য তাঁহারা দোওয়া করুন তাঁহার পৌছিবার পর হইতে জমাআতের মধ্যে নিত্য নূতন লোক প্রবেশ করিতেছেন টাটকা রিপোর্টে ১৩ জন নূতন লোকের দীক্ষা-গ্রহণ পত্র আসিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে একজন ৭৪ বৎসর বয়স্ক খৃষ্টান। এই প্রবীণ বৃদ্ধ তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স্ক সহধর্ম্মিণী সহ এছলাম গ্রহণ করিয়াছেন লেগোছে তাআলিমুল-এছলাম হাইস্কুলের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে।

উত্তর নাইজিরিয়া—এমাম নাছিরুদ্দীন ছাহেবকে হজরত খলিফাতুল মছিহ (খোদা তাঁহার সাহায্য করুন) কানো হইতে এছলাম প্রচারার্থ অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার স্থলে ছাদেক ছালেম ছাহেব এমাম নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি খোদার ফজলে সহ কার্য্য করিতেছেন তিনি লিখিতেছেন:—

"মছজিদের পর, আলহমদোলিল্লাহ আমাদের মাদ্রাছার নির্ম্মাণ কার্য্যও শেষ হইয়াছে এখানকার লোকেরা আমাদের প্রচারকদের বক্তৃতা খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে কানোর জমাআত খোদার ফজলে দিন দিন উন্নতি করিতেছে

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কানো নগর উত্তর নাইজিরিয়ার হোছা অঞ্চলে অবস্থিত আহমদীয় প্রচার-কেন্দ্র বিশেষ আর লেগোছ দক্ষিণ নাইজিরিয়ায় অবস্থিত লেগোছের আহমদিগণ একটি বিরাট হাইস্কুল ও একটি আড়ম্বরপূর্ণ জামে মছজিদ নির্ম্মাণ

করিয়াছেন এতদৃষ্টে কানোর অহমদিগণও নিজেদের প্রাণপণ চেষ্টায় একটি মছজিদ ও একটি মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন কানোর এমাম ছাহেব নিজের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া অতি বড় ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন তিনি সম্প্রতি এবো প্রদেশে গমনপূর্ব্বক এবোকে সহরে একটি নূতন মিশন স্থাপন করিয়াছেন তিনি নিম্নলিখিত রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন :—

"Egbuko Town is surrendering us and they are rapidly accepting Islam" উহার অর্থ এই যে, এবেকে সহর আমাদের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক দ্রুতগতিতে এছলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে

স্বর্ণোপকুল—মৌলবী ফজলর রহমান হেকিম ছাহেব আহমদী মাদ্রাছার উন্নতি বিধানার্থ প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছেন। স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সম্প্রতি ইহা পরিদর্শন করিয়া ইহাকে একটি আদর্শ মাদ্রাছা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট দালান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তিনি সাহায্যের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন হেকিম ছাহেব আরও জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি ৯০ জন লোক আহমদী হইয়াছেন

সিরিয়া—মৌলবী জালালউদ্দীন শামছ ছাহেব সিরিয়া দেশে এছলামপ্রচারে রত আছেন তাঁহার টাট্‌কা চিঠিতে প্রকাশ :—

'এই সপ্তাহে প্রবল বৃষ্টি হইয়াছে, শীতও অত্যন্ত অধিক পড়িয়াছে। কয়েকজন নূতন লোকের সঙ্গেও আমাদের সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছে এবং তাহাদিগকে পড়িবার জন্য পুস্তকাদি দেওয়া হইয়াছে হোরানের কোন কোন লোকের নিকট পুস্তকাদি প্রেরণ করা হইয়াছে

"এখানকার খৃষ্টান মিশন প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত উহাদের বড় পাদ্রী ডেনমার্কের অধিবাসী তিনি হজরত মছীহ (আঃ) জীবন ও মৃত্যু শীর্ষক পুস্তক সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছেন এই জন্য সমস্ত দিবস তাঁহার প্রশ্নাদির উত্তর প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে

'গত সপ্তাহেই সংবাদ দিয়াছি যে এক্তিয়ার মোহাম্মদ বেক অফেন্দী আহমদী জেলহোয়ায় দাখেল হইয়াছেন তাঁহার চেষ্টায় হেলমী অফেন্দী নামক আর একজন লোকও আহমদিয়ত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের ইমানের দৃঢ়তার জন্য আপনারা দোওয়া করিবেন

সুমাত্রা—মৌলবী রহমত আলী ছাহেব পদঙ্গস্থিত প্রচার কেন্দ্র হইতে সংবাদ দিতেছেন যে, খৃষ্টানদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে ইতঃপূর্ব্বে কোন মিশন উহাদের সঙ্গে এরূপ তর্কবিতর্ক করিতে পারিতেন না এখন খোদার ফজলে ঐ সমস্ত বড় মোবাহেছার দরুণ বেশ ভাল ফল উৎপন্ন হইতেছে

অশুদ্ধি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর মৃত্যুর পরও অশুদ্ধির 'শুদ্ধি' নামে আবার নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে এই প্রেরণা (বিপ্লাট) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নহে উহার উদ্দেশ্য মোছলমানদিগকে রাজনৈতিক দিক দিয়া বিলুপ্ত করা। ইহার প্রশমনের উপায় চিন্তিত হইতেছে সম্প্রতি ডাক্তার বড়ন্দ শরীফ ছাহেবকে সাকনে তাহাদের নিযুক্ত করা হইয়াছে খোদার ফজলে আর্য্যসমাজীদের গতিরোধ করা বড় মুস্কিল ব্যাপার নহে আমাদের এমাম হজরত খলিফাতুল মছিহ ফরমাইয়াছেন :—

'যদি আর্য্যসমাজীগণ এছলামের উপর অনর্থক মর্ম্মপীড়াদায়ক আক্রমণ হইতে বিরত না হন, তবে আহমদী সম্প্রদায়ও উহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ আবার আক্রমণ করিবেন এবং পূর্ব্বের মত পূর্ণোদ্যমে তাঁহাদের সম্মুখীন হইবেন'

আমাদের পাঠক আহমদী ভ্রাতৃগণ উহা লক্ষ্য করিবেন যে, আহমদী সেবকবৃন্দ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বরাবর মালকানা প্রদেশে তবলিগ কার্য্যে রত আছেন অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত মৌলানা মৌলবীগণ গৃহ ও গৃহিণীদের কথা স্মরণ করিয়া কিছুকাল পরে সেখান হইতে চলিয়া আসিলেও হজরত আহমদের (আঃ) সেবকবৃন্দ সেখানে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক সর্ব্বদাই এছলামের জীবন্ত শত্রু আর্য্যসমাজীদের সম্মুখীন হইতেছেন। তাঁহাদের এই কথাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, অশুদ্ধি আন্দোলন বিশুদ্ধ ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলন নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহার উদ্দেশ্য ভারতে মোছলমানদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া রাজনৈতিক দিক দিয়া তাহাদিগকে একেবারে নগণ্য করিয়া ফেলা সুতরাং ইহা শুধু আহমদীদের সমস্যা নহে ইহা সমস্ত মোছলমান সমাজের জীবন মরণের সমস্যা

সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপ—লঙ্কাদ্বীপের আহমদী জামায়াত সম্প্রতি নগম্বো সহরে তাহাদের অষ্টাদশ বার্ষিক সভা সম্পাদন করিয়াছেন আক্তার টি কে, নাইট চেটি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বিভিন্ন সহর হইতে আহমদী প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন উহারা ঐ স্থানে জামায়াত ও পুষ্ঠপোষকগণের লোকদের ভাব দূরীভূত করিবার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছেন

—:*:—

## বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

বাংলা ১৩৩৩ সনের "আহমদী"র চাঁদা যাঁহাদের বাকী আছে, তাঁহাদের নামে চৈত্র মাসের "আহমদী" ভিঃ পিঃ করা হইবে। যাঁহারা ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিতে নারাজ, তাঁহারা পূর্ব্বেই জানাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব, নতুবা আমরা অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

بسم الله الرحمن الرحيم    نحمده ونصلي على رسوله الكريم

# আহ্‌মদী

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বড় শক্তিশালী আক্রমণে তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন"—এল্‌হাম হজরত মসিহ্ মাউদ

২য় বর্ষ } চৈত্র—১৩৩৩ { ১২শ সংখ্যা

## অশুদ্ধি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তথাকথিত নিম্ন জাতিগুলিকে এতদিন সমাজের এক কোণে একটি সামান্যতর স্থান দিয়া রাখিয়াছিলেন আজ কি এক অজ্ঞাত কারণে সেই নিম্ন জাতীয় হিন্দুদিগকে এবং ভারতের আদিম অধিবাসী, বর্ত্তমানে বন-জঙ্গলবাসী কোল, ভীল, সাঁওতাল ও গারো-দিগকে টানিয়া নিজেদের দলপুষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কাহারও নিকট অবিদিত নাই শুদ্ধি বনাম অশুদ্ধি মন্ত্র দ্বারা একদিকে মোছলমানদের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলে এবং অপরদিকে উপরোক্ত জাতিগুলিকে স্বীয় সমাজভুক্ত করিতে পারিলে ভারতবর্ষে মোছলমান্‌দের রাজনৈতিক গুরুত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে তখন ইচ্ছামত হিন্দু প্রাধান্য স্থাপন করিতে কোন বিঘ্ন থাকিবে না, এই জন্যই পরলোকগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কয়েকদিন যাবৎ কংগ্রেসের সভাসমিতিতে জাতীয়তার গীত গাহিয়া পরিশেষে শুদ্ধি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন অবশ্য আমরা এই কথা বলিতেছি না যে হিন্দুধর্ম্মে অন্য কাহাকেও দীক্ষিত করা একটি অতি গর্হিত কাজ এবং ইহা করিবার অধিকার হিন্দুদের নাই, কেন না সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের সমান অধিকার আছে পক্ষান্তরে বিশেষতঃ অনুন্নত জাতিবৃন্দকে উন্নত করিয়া তুলা, তাহাদিগকে শিক্ষা দীক্ষায় উপযুক্ত করিয়া মানুষের মত জীবন যাপন করিবার জন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করা, বাস্তবিক অতি মহৎ কার্য্য পৃথিবীর যে কোন অংশে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ এই মহৎ কার্য্য সাধন করিবেন, তিনি বা তাঁহারা আমাদের পরম শ্রদ্ধা ও অশেষ প্রশংসাভাজন হইবেন আর বিশেষতঃ বহু শতাব্দী যাবৎ খ্রীষ্টান প্রচারকগণ এছলামের পাশাপাশি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহাতে মোছলমানগণ কোথাও বাধা দিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। সুতরাং যদি আজ হিন্দু ভ্রাতৃগণ এই বিশ্বাসে প্রণোদিত

হইয়া স্বীয় ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন যে তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিলেই জগতের মুক্তি ও কল্যাণ বাস্তবে পরিণত হইবে, তবে তাহাতে মোছলমানদের কিছু বলিবার কোন কারণ নাই। অপর পক্ষে তাহারা অতি সুখী হইবেন। কেন না, এছলাম শান্তির ধর্ম। জাতিবর্ণ ও আভিজাত্যের সকল ভেদাভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বিশ্বমানবকে এক অচ্ছেদ্য প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ করাই এছলামের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং যদি কোন দেশবাসী বা কোন ধর্ম সম্প্রদায় এতাদৃশ উচ্চভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় ধর্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় ধর্মপ্রচারের নামে শুধু এছলামের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষেই সহায়তা করিবেন মাত্র, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু মুখে যাহাই বলা হউক না কেন, শুদ্ধি আন্দোলন কখনই এতাদৃশ মহৎ ও মানবহিতকর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় নাই। ইহার মূলে রহিয়াছে একটি তীব্র মোছলেম ঘৃণা। স্বামী সত্যদেব (১) প্রভৃতি আর্য্য বক্তাদের বক্তৃতা, আর্য্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ "সত্যার্থ প্রকাশ," তাহাদের লিখিত "রঙ্গিলা-রছুল" এবং "বিচিত্র জীবন," প্রভৃতি পুস্তক পুস্তিকা দেখিলেই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য সকলের নিকট বোধগম্য হইবে। এই সমস্ত গ্রন্থে এছলামের স্থাপন কর্ত্তা হজরত মোহাম্মদ (দঃ), তাঁহার পূতচরিত্র বিবিগণ এবং সর্ব্বজনমান্য অন্যান্য মোছলেম্ সাধুদিগকে অত্যন্ত ইতর ও জঘন্য ভাষায় গালি দেওয়া হইয়াছে। অলীক ও ভিত্তিহীন গল্প গুজবের উপর নির্ভর করিয়া এছলাম ধর্মকে অতি উত্তেজনামূলক ভাষায় জগতে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এছলামের উপর জঘন্য ভাষায় এইরূপ অলীক ও ভিত্তিহীন দোষারোপ করিয়া অজ্ঞ ও নিরক্ষর মোছলমানদিগকে ধর্মভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে মহাজনদের নিকট ঋণগ্রস্ত মোছলমানদিগকে নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ দিয়া ও অশুদ্ধি জালে আটকাইবার চেষ্টা করা হয়। যাহারা ধর্মপ্রচার করিবার জন্য এতাদৃশ নীচ ও জঘন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহারা কি কখনও ধর্মের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইতে পারে? উপরোক্ত স্বামী সত্যদেব একবার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, মোছলমানদিগকে ভারতবর্ষে থাকিতে হইলে কোরাণ ও হাদিছ ছাড়িয়া বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করিতে হইবে, আরবী ও ফার্সী ছাড়িয়া সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতে হইবে এবং মোছলমানী নামের পরিবর্ত্তে হিন্দুয়ানী নাম রাখিতে হইবে। মোট কথা, আর্য্যসমাজীদের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ হইতে এছলাম ও মোছলমানদের শেষ চিহ্নটুকু বিলুপ্ত করা। আর্য্য সমাজের এই সমস্ত উদ্দেশ্যের প্রতি প্রথমতঃ হিন্দুসমাজের সহানুভূতি ছিল না। বরং রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ অস্পৃশ্য জাতিদিগকে ধর্ম কর্ম্মে ও অন্যান্য বিষয়ে সমান অধিকার দিতে হইবে, এই কথা শুনিয়া আর্য্যদের উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত আর্য্যসমাজীগণ অন্যান্য হিন্দুদিগকে নিজেদের এই সর্ব্বনাশী মতে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রধানতঃ দুই উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা প্রথমতঃ এছলাম ধর্ম, উহার প্রবর্ত্তক (দঃ) ও অন্যান্য মোছলমান সাধুদিগকে অতি ইতর ও অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করিয়া পুস্তক পুস্তিকা লিখিতে লাগিল। তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মোছলমানগণ যে আর্য্যসমাজীদের উপর অত্যন্ত চটিয়া যাইবে, তাহা স্বাভাবিক। মিষ্টার গান্ধী পর্য্যন্ত একবার আর্য্যসমাজীদের এই জঘন্য নীতির প্রতিবাদ করিয়া বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনিই আবার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শুদ্ধি আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইহা কি জাতীয়তার আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার সমাদর নহে? থাক্ সে অন্য কথা। হিন্দু সমাজের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য তাহারা অপর যে উপায়টি অবলম্বন করিল, তাহা অতি ভীষণ এবং শান্তি ও সুশৃঙ্খলার একেবারে মূলোৎপাটনকারী। তাহা এই যে, তাহারা ভারতব্যাপী হিন্দু ও মোছলমানের মধ্যে নানা উপায়ে দাঙ্গা বাধাইতে লাগিল। অবশ্য আমরা এই কথা বলিতে চাই না যে ইহার পূর্ব্বে ভারতে হিন্দু মোছলমান দাঙ্গা মোটেই হইত না। কিন্তু তাহা কচিৎ হইত। তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের ফলে বকরইদ্ ও মহরম এবং হিন্দুদের বারমাসের তের পার্ব্বণ

ও তৎপ্রসূত মসজিদের সম্মুখ দিয়া সবস্থ মিছিলসহ গমন করা প্রভৃতি কারণে ভারতের সর্বত্র আজ হিন্দু মোছলমান দাঙ্গা দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। যাহা শুদ্ধি আন্দোলন দ্বারা সাধিত হইতে পারে নাই, তাহা সংগঠন আন্দোলন দ্বারা সম্পন্ন করা হইয়াছে। এই সমস্ত হিন্দু সংগঠনের মধ্যে ব্যাপারীয় নমঃশূদ্র হিন্দুদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যদি শুদ্ধি ও সংগঠনে মনোনিবেশ না করেন, তবে মোছলমানগণ তাঁহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবে। তাই তাঁহারা আজ নীতির দিক দিয়া শুদ্ধি আন্দোলনের বিরোধী হইলেও শুধু রাজনৈতিক কারণে, অর্থাৎ হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মোছলমানদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ভারতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে হিন্দু প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। তাই আজ যুগযুগান্তরের ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত অস্পৃশ্য ও আদিম জাতিগুলিকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহারা কংগ্রেসরূপে হিন্দু মোছলেম প্রীতি, আত্মীয়তা ও পরস্পরাহিত্য প্রভৃতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে পঞ্চমুখ ছিলেন, তাঁহারা আজ সাধু সন্ন্যাসীর বেশে ভারতের সর্বত্র শুদ্ধি ও সংগঠনের পাণ্ডা সাজিয়া বেড়াইতেছেন।

তাই আজ আমরা মানুষ হিসাবে নিম্নজাতীয় লোকদের এবং মোছলমানদের উপকারার্থে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই। হিন্দুসমাজের একটি বিশেষত্ব পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে যে, উহা যখনই অপর কোন সম্প্রদায়কে কিংবা জাতিকে নিজ কোলে স্থান দিয়াছে, তখনই সেই নবাগত সমাজকে হিন্দুসমাজ দেহে একটি নিম্ন স্থান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। এইরূপ ভাবেই জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। শূদ্রের কর্ত্তব্য শুধু ব্রাহ্মণসেবা। শূদ্রের জন্য শাস্ত্রের একরূপ বিধান এবং ব্রাহ্মণের জন্য আর এক বিধান। শূদ্রের হাতে ব্রাহ্মণের গায়ে একটি আঁচড় লাগিলে শূদ্রের প্রাণদণ্ড হইতে পারে, ইহাই বেদের আদেশ। কিন্তু বেদের শিক্ষানুসারে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে বধ করিয়া ফেলিলেও বিশেষ কোন শাস্তির ব্যবস্থা নাই। শূদ্রের পক্ষে বেদ পাঠ একেবারে নিষেধ, এতদ্সত্ত্বেও যদি কোন শূদ্র বেদ পাঠ করে কিংবা বেদ-মন্ত্র শ্রবণ করে, তবে তাহার কর্ণে তপ্ত-গলিত লৌহ ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহাই বেদের বিধান। তারপর বেদের শিক্ষানুসারে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ধর্মকর্ম সম্পন্ন করিবার আর কাহারও অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলকেই ব্রাহ্মণকে পুরোহিত স্বরূপ নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্মকর্ম সম্পাদন ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক ভাবেও হিন্দুসমাজে যে সমস্ত বৈষম্য আছে, তাহা অতি ভাবিবার বিষয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের একত্র ভোজন, কিংবা একজাতীয় লোকদের কন্যাকে অন্য জাতীয় লোকদের নিকট বিবাহ দেওয়া অতি জঘন্য পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। তারপর স্ত্রীলোক হিন্দুধর্মের শিক্ষানুসারে পুরুষের দাসী মাত্র। স্বামী প্রভু ও দেবতা। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর স্বাধীনতা নাই। কেবল, তখন তাহাকে স্বামীর উত্তরাধিকারীদের গলগ্রহ স্বরূপ অতি লাঞ্ছনাগঞ্জনাপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হয়। বিশেষ কোন কোন স্থল ব্যতীত হিন্দু দায়ভাগানুসারে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী হয় না। মাত্র সে তখন গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী হয়। এইতো হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির স্থান। হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিশেষ শত্রুতা আছে বলিয়া যে আমরা উপরোক্ত কথাগুলি বলিলাম, তাহারা যেন কেহই মনে না করেন। যাহাদের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ ও মানুষের মধ্যে এরূপ ভেদের রেখা টানিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারা যদি বিশ্ববাসীকে নিজেদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বহির্গত হয়, তবে নিশ্চয়ই মানুষ হিসাবে আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, মোছলমান, অস্পৃশ্যজাতি ও অন্যান্য শ্রেণীর যে সমস্ত লোক শুদ্ধি মন্ত্রের সহায়তায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইবে, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইবে, না তাহারা হিন্দুসমাজে শূদ্রদের নীচে ধারাবাহিকরূপে একটি পঞ্চম শ্রেণীর সৃষ্টি করিবে? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতীয় লোকদের সঙ্গে তাহাদের বৈবাহিক আদান প্রদান, এবং একত্র ভোজন ও উপবেশন চলিবে কি না? তাহারা নিজেরাই মন্দিরে গমনপূর্ব্বক পুরোহিতদের

মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবে কি না? তাহাদের বিধবা মেয়েদিগকে বিবাহ দিতে পারিবে কি না?

কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্ন করা অনর্থক। হিন্দু সমাজ পণ্ডিতগণ মাত্র রাজনৈতিক কারণে শুদ্ধি ও সংগঠনের সমর্থন করিতেছেন, তাহা আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদের উদ্দেশ্য এছলামের গতিরোধ করা, আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে, এছলাম ও মোছলমানদের শেষ চিহ্নটুকু ভারত হইতে বিলুপ্ত করিয়া তাঁহাদের স্বীয় প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করা। নতুবা যদি লাঞ্ছিত ও পদদলিত মানবকে মানুষের অধিকার দিবার মহত্তম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা আজ শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আমাদের কিছুই বলিবার ছিল না। আমাদের মত এই যে, যখন তাহারা শুদ্ধি দ্বারা সংবৃদ্ধ হিন্দু অধিবাসীদের জনসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়া ফেলিবেন, তখন ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে পুর্ব্বের মত মাত্র "বেদ ও ব্রাহ্মণ সেবায়" রত থাকিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আবার সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপসংহারে আমরা এই কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, যদি কোন ধর্ম্ম বর্ত্তমান জগতে জাতি ও বর্ণের সমস্ত ভেদাভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বীয় অনুবর্ত্তী সকল লোককে সমান অধিকার দিতে পারে, কিংবা পুর্ব্বেও দিয়াছে, তাহা এছলাম ধর্ম্ম মাত্র। এছলাম ধর্ম্মেই রাজ-প্রজা, সাদা-কালো, শীত প্রভৃতি খোদার সৃষ্ট বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন জাতির লোকের পক্ষে একই খোদার গৃহে কোন প্রকার পুরোহিতের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে একই ইমামের অধীনে কাধে কাধ লাগাইয়া, নমাজ পড়া সম্ভব করিয়াছে। এছলাম ধর্ম্মই অপদস্থ ও পদদলিত মাতৃ জাতিকে উত্তরাধিকার প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে "দাসীর" স্থান হইতে স্বামীর বন্ধুর স্থানে উন্নীত করিয়াছে। মাত্র এছলাম ধর্ম্মেই ক্রীতদাসের পক্ষে মাত্র গুণের বলে, শাহান্শাহ মনিবের কন্যাকে বিবাহ করা সম্ভব হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, যাহাদিগকে শুদ্ধি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বলা হইবে, তাহারা এই সমস্ত বিষয়ে একটু ভাবিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

মৌঃ ও আহমদ বি এ

# আল্লাহর স্বরূপ ও গুণাবলী।

( Ahmadiyyat or True Islam হইতে )

আল্লাহ্, তাঁহার স্বরূপ ও গুণাবলী সম্বন্ধে ইছলাম কি সুন্দর ও পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই শিক্ষা কেবল ইছলামেরই বিশিষ্ট শিক্ষা নহে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এই সকল গুণরাজি ন্যূনাধিক পরিমাণে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি আরোপ করিয়া থাকে। ইহা লক্ষ্য করিয়া অনেক সূক্ষ্মদর্শী লোক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলির মধ্যে বিরোধ ভাবের উৎপত্তি হওয়ার কারণ কি? প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মমত সকল আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে একই ভাব পোষণ করে, এ প্রকার ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তির কারণ মানব চরিত্রের একটি স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। ইহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় যে, মানুষ দুইটী বস্তুর বাহ্যিক সমতা লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলে, উহাদের অন্তর্নিহিত বৈষম্যগুলি তাহার অনুভূতি গোচর হয় না। পৃথিবীর সর্ব্বজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস বিদ্যমান যে আল্লাহ্তা'লা সর্ব্বগুণময়, পূর্ণ পুরুষ এবং তিনি সর্ব্ব-দোষ বিমুক্ত। যদি কোন ধর্ম্মমত এ কথা প্রচার করে যে, তিনি অপূর্ণ অথবা তাঁহার মধ্যে অমুক অমুক দোষ ও দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান, তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মানব-হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের প্রতি যে সকল নাম আরোপ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ দেখা যায় না। মতভেদ

তখনি আরম্ভ হয় যখন এই সকল নাম ও গুণাবলীর তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্নরূপে পেশ করিতে শুরু করে। অতএব যদিও বিভিন্ন ধর্মের আল্লাহর স্বরূপ সম্বন্ধে একই প্রকারের নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথাপি ঐ সকল নামের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হেতু বস্তুতঃ ঐ সকল ধর্মবিশ্বাসগুলি কখনও এক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। একটী উদাহরণ দ্বারা এই কথাটী স্পষ্ট করা হইতেছে। সকল ধর্মই সমস্বরে বলিয়া থাকে যে, আল্লাহ্ বিশ্বজগতের সৃজনকর্ত্তা এবং তিনি সৃষ্ট বস্তু সমূহকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে সাহায্য করেন। তাঁহার এই গুণটী যখন বিভিন্ন ধর্ম কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়, তখন ঐ সকল ধর্মবিশ্বাসগুলির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু আমরা উপস্থিত ইছলামের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, আমরা শুধু দেখাইব আল্লাহর এই গুণটী সম্বন্ধে ইছলাম আমাদিগকে কি শিক্ষা দান করিতেছে। বিশেষতঃ হজরত আহমদ হইতে উপরোক্ত বিষয়ে আমরা কি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই বর্ণন করিব।

আল্লাহ্ তা'লার পূর্ব্বোক্ত গুণটীর মানে এই যে, তিনি কেবল বিশেষ কোন জাতি বা গোত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা নহেন, তিনি সমুদয় বিশ্বজগতের সৃজনকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা। পৃথিবীর সকল মানবজাতি তাঁহার সহিত সমসূত্রে যুক্ত রহিয়াছে এবং এই সম্পর্কে মানবকুল সকলেই সমান। কোন জাতিবিশেষ আল্লাহর সহিত এতদতিরিক্ত কোন সম্বন্ধে সম্পৃক্ত নহে। তিনি এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দেশকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেছেন। তেমনি আফ্রিকা ও আমেরিকা তাঁহার স্নেহের দানে বঞ্চিত হয় না। যেমন তিনি সমগ্র মানবজাতির শারীরিক সুখ বিধান করিতেছেন, তদ্রূপ তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে যৎকালে সঙ্কীর্ণ ও দোষকলুষ এবং কুসংস্কারপূর্ণ অনুদার জাতীয়তা বিভিন্ন মানবমণ্ডলীকে পরস্পর হইতে বিযুক্ত করিয়া তাহাদের অন্তরকে অসাড় ও স্পন্দনহীন করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যৎকালে প্রত্যেক জাতির মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, সেই জাতি ব্যতীত অপর কোন জাতির ভিতরে নবী বা অবতারগণের আবির্ভাব হয় নাই, সেই সময়ে কোরআন বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে ঘোষণা করিল, "এমন জাতি নাই যাহার ভিতরে কোন ঈশ্বর প্রেরিত সংস্কারক সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত হন নাই" (ছুরা ফাতের, রুকু ৩)। পবিত্র গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলিতেছেন, "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির নিকট নবী বা অবতারের মারফত এই বাণী প্রেরণ করিয়াছি যে, তাহারা যেন আল্লাহর এবাদত করে, এবং বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে। কেহ কেহ মন্দ কার্য্যে পূর্ব্ববৎ লিপ্ত থাকে। দুনিয়ার চারিদিকে পর্য্যটন করিয়া দেখ, যাহারা নবীগণকে অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের কি দুর্দ্দশা হইতেছে" (ছুরা নহল, রুকু ৫)। হাদিছে উক্ত আছে, একদা হজরত রছুলে করিমকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হজরত আল্লাহ্ তা'লা পারসী ভাষায় কোন প্রত্যাদেশ বাণী প্রেরণ করিয়াছেন কি? হজরত বলিলেন, হাঁ আল্লাহ্ একজন নবীর নিকট পারসী ভাষায় বাক্য প্রেরণ করিয়াছেন।

অতএব দেখুন, ইছলাম "রাব্বুল আলামীন" বাক্যে, আল্লার পালনী শক্তির যে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। অন্য কোন ধর্মে আল্লাহ্র এই গুণের ঈদৃশ তাৎপর্য্য প্রদত্ত হয় নাই, যদিও সকল ধর্মই একবাক্যে বলিয়া থাকে "ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা"। এতদ্দ্বারা ইছলাম পৃথিবীতে এক নূতন সত্যের ঘোষণা করিল। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কোরআনের উল্লিখিত শিক্ষার ফলে একজন প্রকৃত মোছলেম অন্যান্য ধর্মসমূহের প্রবর্ত্তক ও নেতাগণকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। একজন প্রকৃত মোছলেম যেমন হজরত মুছা ও ঈছাকে (আঃ) সত্যনবী বা অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, সেইরূপ হজরত শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, জারতস্ত এবং কনফুসিয়সকেও ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য। হজরত মুছা ও ঈছার (আঃ) কথা কোরআনে উল্লেখ আছে বলিয়া মোছলমানগণ তাঁহাদের সত্যতা সম্বন্ধে যতটা স্থিরনিশ্চয়, অন্যান্য মহাজনগণ সম্বন্ধে ততটা স্থিরনিশ্চয় নহে, শুধু এই তফাৎ। মোছলমানের এই বিশ্বাস অপর ধর্মের প্রতি তাহার ধারণাকে সুদৃঢ়রূপে নিয়মিত করিয়াছে। এই

কারণে যদি একজন মোছলেম কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব নবী ব অবতারের কথা জানিতে পারে তাহার মনে তদহেতু কোন সংশয়ের উদ্রেক হয় না। তাহার মনে এমন ভাবের উদয় হয় না যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার ধর্ম্মের অনিষ্ট সাধনার্থে উপস্থিত হইয়াছে পক্ষান্তরে তাহার মনে আনন্দ হয় যে, ঐছলামিক শিক্ষার ও সত্যতার একটী নূতন প্রমাণ তাহার হস্তগত হইল এবং সে কোরআনের বাণীর সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া সানন্দচিত্তে উক্ত মহাপুরুষকে ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করে কোরআন কি তাহাকে এই শিক্ষা দেয় নাই যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন, সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালনকর্ত্তা তাঁহার অজস্র দান কেবল আরব ও শিরিয়া দেশেই সীমাবদ্ধ নহে যেরূপ সূর্য্য-কিরণ জগতের অতি নিভৃত কন্দরকেও আলোক দান করে, তেমনি তাহার বাক্য-সুধা পৃথিবীর সকল দেশেই উপভোগ করিতেছে সকল জাতিকেই তিনি জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতেছেন

এস্থলে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। যদি আমরা এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি যে সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর প্রেরিত, তবে ইহাও বিশ্বাস করিব না কেন, যে সকল ধর্ম্মই সত্য ও গ্রহণযোগ্য এবং সকল ধর্ম্মই আমাদিগকে আল্লাহ্‌ তা'লার সন্নিধানে লইয়া যাইতে পারে কোরানে এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নলিখিত আয়েতে দেওয়া হইয়াছে—"আমি আমার সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি তোমার (মোহাম্মদের) পূর্ব্বে সর্ব্বজাতির মধ্যে রছুল পাঠাইয়াছি, কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে (জাতি সকলকে) বাজে কাজে লিপ্ত রাখিয়াছে ঐ সকল জাতি আজ তাহাদের (অধার্ম্মিকগণের) বন্ধু। তাহারা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে (হে মোহাম্মদ) আমি তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে কেতাব পাঠাইতেছি যে, যে সকল বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মতভেদ আছে, তাহা তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া দিবে এবং যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে এই পুস্তক সৎপথ দেখাইবে ও সুখ দান করিবে (সুরা নাহাল, রুকু ৮) এই আয়েত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বতন ধর্ম্মগ্রন্থগুলি এবং শিক্ষাসমূহ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল হজরত মোহাম্মদের প্রাক্কালীন কেতাবসমূহে অনেক ভ্রমপ্রমাদ এবং মানুষের মনগড়া কথা প্রবেশলাভ করিয়াছিল যদিও ঐসকল ধর্ম্মগ্রন্থ মৌলিক অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'লার প্রত্যাদেশ-বাণীরূপে অবতীর্ণ হয়, কালক্রমে নানারূপ প্রক্ষিপ্ততাদুষ্ট হওয়ায় তাহাদের শিক্ষা সাধনোপযোগী রহিল না কারণ মানুষের মনে এমত বহু বিষয় ওই সকল গ্রন্থের কোনটুকু আপ্তবাক্য আর কোন অংশ মনুষ্যরচিত, এ সম্বন্ধে ঘোর সংশয়েরউদ্রেক হওয়া অনিবার্য্য সুতরাং এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলে খোদাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ সুনিশ্চিত বিশ্বাস মানবহৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না।

এখানে আর একটী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি সকল ধর্ম্মই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে বাধ্য যদি আল্লাহ্‌ কেহ থাকেন, আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না কেন? আল্লাহ্‌ আছেন একথা বলা সহজ তাঁহার স্বরূপ কি এবং তাঁহার প্রতি আরোপিত গুণরাজি প্রমাণিত করা অতি দুরূহ ব্যাপার পবিত্র কোরআন সবিশেষ আল্লাহ্‌র বিভিন্ন গুণাবলীর প্রমাণ বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে উপরোক্ত প্রশ্নটীর উক্ত কোরআন হইতে উদ্ধৃত করা গেল, "চর্ম্মচক্ষুদ্বারা আল্লাহকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি মানবের অন্তশ্চক্ষুর গোচর হন। তিনি এত সূক্ষ্ম যে বাহিরের চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না, অথচ তিনি সবই জানিতে পারেন" (ছুরা আল আনয়াম, রুকু ১৩) কি বিশাল ও গভীর ভাব কত সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। অনেক সূক্ষ্ম বস্তু আছে যাহা বাহিরের চক্ষু দিয়া আমরা দেখিতে পাই না যেমন বায়ু, ঈথর, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যদি এই সকল বাহ্য বস্তুরেই চক্ষুদ্বারা দেখা অসম্ভব হয়, তবে যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যাঁহার সত্তা অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ দ্বারাও গঠিত নহে, বরং সমস্ত জড় জগত যাঁহার সৃষ্ট, তাঁহাকে মাংসচক্ষু কি প্রকারে দেখিতে পাইবে পক্ষান্তরে মানব-সন্তান তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য, তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করার জন্য কতই না ব্যাকুল ভক্তবৎসল খোদাতা'লা ভক্তের ব্যাকুল উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য স্বয়ং ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত হন অর্থাৎ মানব তাঁহাকে তাঁহার শক্তি ও গুণরাশির অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ

করে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ কোরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়েতটী দ্রষ্টব্য :—"তিনি সেই মঙ্গলময় পুরুষ, যাঁহার করতলে জগতের রাজত্ব, যিনি এই উদ্দেশ্যে জন্মমৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে সৎকর্ম্মে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর, তাহা প্রকাশিত হউক (অর্থাৎ তিনি জীবনকে কর্ম্মের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মৃত্যুকে কর্ম্মজনিত পুরস্কার দানের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্ম্মের পূর্ণ পুরস্কার এ জীবনে দেওয়া হয় না, যেহেতু তাহা হইলে Faith বা ভক্তির মূল্য থাকিত না)। তিনি সর্ব্বশক্তিমান অথচ ক্ষমাশীল। তিনিই সাত আছমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহারা পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া আছে। তুমি রাহমানের সৃষ্টির ভিতর কোন শৃঙ্খলাহীনতা খুঁজিয়া পাইবে না। কোন দোষ বাহির করিতে পার কিনা চাহিয়া দেখ। বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তোমার চক্ষু নিষ্ফল ও শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে।" (ছুরা মুলুক রুকু ১) উপরোক্ত আয়েতটীর তাৎপর্য্য এই যে, আল্লাহ-তা'লা মানবের প্রকৃতি-নিহিত প্রত্যেক শক্তি যাহাতে পূর্ণ বিকাশ পায়, এই উদ্দেশ্যে তিনি তদোপযোগী দ্রব্য সকল সৃষ্টির চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। এমন কোন অভাব আমরা অনুভব করি না যাহা দূর করার উপকরণ তাহার বিশাল সৃষ্টির মধ্যে অপ্রাপ্য হইবে। মৃত্তিকাভ্যন্তর বাসী ক্ষুদ্র কৃমিকীট সকলেরও খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য সহস্র কোটী মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্যমণ্ডল অহরহ নিযুক্ত আছে। এই যে সমস্ত সৌরজগত পৃথিবীর জীবজন্তু ও উদ্ভিদদিগের সকল অভাব দূর করিতেছে, ইহাকে কে এই অবিশ্রাম সেবাকার্য্যে নিরত করিল? ইহাতেই কি একজন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, যিনি আমাদের সকল অভাব মোচন করিবার এবং সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপকরণ আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বেই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন?

আবু মোহাম্মদ গুলামউদ্দিন হায়দর

---

# কৃষকের কথা

বাংলার কবিগণ চিরদিন পল্লীভূমির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। স্বপ্ন যদি সত্য হয়ে উঠ্ত, তবে তার চেয়ে সুখের বিষয় বোধ হয় আর কিছুই হ'ত না। কিন্তু স্বপ্ন কখনো বাস্তব হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই কবির স্বপ্ন কবির চিত্তেই মায়াজাল রচনা করছে। কিন্তু এদিকে পল্লীর সোনালী মাঠ বট বন রোগে, দারিদ্র্যে ও হাহাকারে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। অশিক্ষায় ও কুশিক্ষায় পল্লীবাসীর দুর্দ্দশার অন্ত নেই। সত্যের এই উলঙ্গ চিত্রটি হয়ত নেহাৎ কুশ্রী বলেই মনে হবে। কিন্তু এটা অস্বীকার করবার কোনই উপায় নেই।

বাস্তবিক পল্লীর এই দারুণ দুরবস্থার কথা ভাবলে নিরাশ হয়ে পড়্তে হয়। একদিন ছিল যখন বাংলার পল্লীর এ রকম দুরবস্থা ছিল না। ছায়াশীতল জনপদগুলি ধনে, জনে ও স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ ছিল। নানা কারণে এখন সেই অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটেছে। আধুনিক যুগের সামাজিক রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামগুলিরও অবস্থা ক্রমশঃই মন্দের দিকে চলেছে।

সেকালের বিধিব্যবস্থায় সে যুগের পল্লীসমাজ বেশ উন্নতি লাভ করেছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আদর্শের পরিবর্ত্তনের জন্য সে সব বিধিব্যবস্থা এখন অচল হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের উপযোগী কোন উপায়ও আমরা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। তাই আমরা দেখ্তে পাচ্ছি, প্রাচীন যুগের ও মধ্যযুগের শিল্প ব্যবসায়ও কারবারসমূহ একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থানে নূতন যুগের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও গড়ে উঠ্ছে না। নানাবিধ রোগ ও দারিদ্র্যে আমাদের দেশে মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী হইলেও মোটের উপর দেশের লোকসংখ্যা বাড়্তির দিকেই চলেছে। সুতরাং জীবিকা অর্জ্জনের বৃত্তি ও ধনাগমের পথও ক্রমশঃ কমে আসছে।

বাংলা দেশে জীবিকার জন্য শতকরা ৭৮ জন লোকেরও বেশী কৃষি শিল্পের উপর নির্ভর করে লোকসংখ্যা মোটামুটি ভাবে বেড়ে চলেছে ব'লে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও সেই অনুপাতে সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চল্‌বে এরূপ আশা করা যায় না আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়েও কৃষি শিল্পের প্রাচীন বিধিব্যবস্থা চলে আস্‌ছে এই অবস্থায় ভূমিলক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করা যেতে পারে, তার চরম স্থানে এসে আমরা পৌঁছেছি বাড়্‌তি লোকের জন্য বেশী ফসল পাওয়া যায় না ব'লে আমাদের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশাও বেড়ে চলেছে দেশের শতকরা ৯০ জন লোক একেবারে নিরক্ষর; শতকরা দশজন লোক শুধু কোন রকমে লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে যথার্থ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আরও অনেক কম এই অশিক্ষিত জনসাধারণ যদি আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদ কর্‌বার উপযোগীতা ও প্রয়োজনীয়তা না বুঝ্‌তে পেরে থাকে, তবে সেটা খুব কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয় রোগে শোকে পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট নিরক্ষর বাঙালী জাতি আজ দেহের স্বাস্থ্য ও বল হারিয়ে ফেলেছে মনের সেই ঋজু বলিষ্ঠতাও তার আর নাই, বুদ্ধির প্রখরতাও যেন দিন দিন তার কমে আস্‌ছে বাংলার জাতীয় জীবনীশক্তি এইরূপে ক্রমশঃ যে এই দিক দিয়ে ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে, তা' অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই

আজ বাংলার জনসংখ্যা চার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ এই জনসংখ্যার সহিত যদি চল্লিশ বৎসর আগের বাংলার জনসংখ্যার তুলনা করা যায়, তবে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে বাংলার জনসংখ্যা শুধু শতকরা পঁচিশ জন হিসাবে বেড়েছে ঠিক এই চল্লিশ বৎসরে কিন্তু বিলাতের জনসংখ্যা অত্যাশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং শতকরা এই পঁচিশ জন লোক বেড়েছে বলেই যে বাঙালীর আজ দারিদ্র্য ও দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছে, তা' হলপ করে বলা যায় না লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই যদি দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ হ'ত, তবে বিলাতেও দারিদ্র্য দেখা দিত

এখন ভারতের জনসংখ্যার একটু হিসাব ক'রে দেখা যাক্ ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, তখন ভারতের জনসংখ্যা ৩১৫,১৫৬০০০ ছিল ১৯২১ সালে এই লোকসংখ্যা ৩১৮,৯৪২,০০০তে এসে দাঁড়িয়েছে সুতরাং গত দশ বৎসরে মাত্র ৪,০০০,০০০ লোক অথবা লোকসংখ্যা শতকরা ১১ বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যান্য দেশের তুলনায় এই বাড়্‌তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে শতকরা ৪৮ এবং আমেরিকাতে ১৪৯ জন লোক বৃদ্ধি পেয়েছে জাপানে ১৮৯৬—১৯২০ এই চব্বিশ বৎসরে শতকরা ৮৩ জন এবং রুষিয়াতে ১৮৯০—১৯১৪ এই চব্বিশ বৎসরে শতকরা ৫০ জন লোক বেড়েছে ভারতবর্ষে ১৯০১—১৯১১ এই দশ বৎসরে যে পরিমাণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯১১—১৯২১ এই পরবর্ত্তী দশ বৎসরে তার এক ষষ্ঠাংশ মোটে বেড়েছে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এতই কম যে, এই সামান্য বৃদ্ধির জন্য আশঙ্কিত না হ'য়ে বরং ক্রমহ্রাসের জন্য সকলেরই চিন্তিত ও অবহিত হওয়া উচিত

প্রত্যেক বর্গ মাইলে বেলজিয়ামে ৬৫৮, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ৬৪৯, হল্যাণ্ডে ৫৩৬ ও ভারতবর্ষে ১৭৭ জন লোকের বাস বাংলাদেশে প্রতি বর্গ মাইলে ৫৭৮ জন লোক বসবাস করে বাংলা দেশের সমস্ত জমি যদি প্রত্যেক বাঙ্গালীকে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি ১.১১ একর জমি পাবে কিছু পেতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডে এইরূপে জমি ভাগ করে দিলে প্রত্যেক ব্যক্তি .৯৯ একর জমি পাবে এই সব বিষয় বিচার ও বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যাবে যে, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স বাংলা দেশের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে জনবহুল দেশের আয়তন লোকসংখ্যা ও উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তুলনায় বিচার ক'রে দেখ্‌লে বাংলা দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশকে লোকসংখ্যাভারপ্রপীড়িত বলা যেতে পারে গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এই উক্তি খুবই সত্য বিলাতের কৃষক নিজেদের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নিজের দেশের জোত জমিতে উৎপন্ন কর্‌তে পারে, তার তুলনায় তাদের লোকসংখ্যা অসম্ভব রকমে বেশী এই সব সত্ত্বেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধিকেই বাংলার কৃষকের দুরবস্থার

অন্ন সংস্থান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে দৈব অনুগ্রহের উপর ফসলের শুভাশুভ নির্ভর করে বলে সম-পরিমাণ ফসল প্রতি বৎসর পাওয়া যায় না অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির দুর্দ্দৈব যে কতখানি ভয়ঙ্কর, তা আর বাংলার কৃষককে নূতন করে বলে দিতে হবে না আর অনাবৃষ্টি ব অতিবৃষ্টি দৈব দুর্বিপাক বাংলা দেশে প্রতি বৎসরই কোথাও না কোথাও ঘটছেই

ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণ হয় না বলে বাংলার কৃষক আজকাল অনেক স্থলে দিন মজুরের কাজ করতে বাধ্য হয়েছে এটা অবশ্য আশার কথা বাংলার বেশীর ভাগ কৃষকই বৎসরের ছয় মাস চাষ আবাদ করে, বাকী ছয় মাস বেকার বসে থাকে এইরূপ কর্ম্মহীন ভাবে বসে না থেকে যদি দৈহিক পরি-শ্রমের দ্বারা তাদের দুর্দ্দশার কিঞ্চিৎ লাঘব করতে চেষ্টা করে, তবে সেট আশার কথ সন্দেহ নেই দৈহিক শ্রম করতে পরাঙ্মুখ বলে বাঙালী জাতির একটা অখ্যাতি আছে কিন্তু উদরের তাগিদের জন্য সকলই করতে হয় তাই বাংলার কৃষক যখন দেখছে যে ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের দ্বারা নিজেদের অন্ন সংস্থান করতে পারছে না, তখন ধনী প্রতিবেশীর দ্বারে দিন মজুরের কাজ করছে বা কলকারখানায়, রেলে, জাহাজঘাটে কুলির কাজ করছে জীবিকা অর্জ্জনের এত সব পথ অবলম্বন করেও কৃষকদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই—দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের এতটুকু কমতি নেই তবু তারা উচ্চ হারে সুদ দিয়ে ঋণ গহণ করছে এবং গ্রাম্য মহাজন ও কাবুলির কবলে গিয়ে পড়ছে আর ঋণ পরিশোধের কোনই সম্ভাবনা থাকে না সম্প্রতি রঙ্গপুরের "বার্ত্তা" কাগজে কয়েকজন কৃষক কি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে কি পরিমাণ সুদ দিয়েছে তার একট তালিক প্রকাশিত হয়েছে বলা বাহুল্য, এই সব কৃষক-দের ঋণ এখনো পরিশোধ হয় নি

| খাতকের নাম | ঋণের পরিমাণ | সুদের পরিমাণ |
|---|---|---|
| শিবচরণ হাড়ি | ১৫৲ | ২২৫৲ |
| বিবাশিয়া হাড়ি | ৮৲ | ৮৫৲ |
| মলহারী হাড়ি | ১২৲ | ১২৲ |
| দারোগী হাড়ি | ৪০৲ | ৭২০৲ |
| অনেশ্বরী হাড়িনী | ১০৲ | ১৫০৲ |
| তিমেশ্বর ডোম | ৬০৲ | ৯০০৲ |
| যোগিয়া ডোমনী | ১৮৲ | ২৮৲ |
| কাল্লু হেলা | ৪০৲ | ৬০৲ |
| পরমেশ্বর হাড়ি | ১০০৲ | ১৫০০৲ |

যে বৎসর ভাল চাষ আবাদ হয়, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও আশানুরূপ হয়, সেবার কৃষকগণ জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ কোন রকমে সংগ্রহ করতে পারে এক বৎসর দেশে অজন্মা হলেই ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া কৃষকদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না

হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রত্যেক পাঁচ বৎসরে কেবলমাত্র এক বৎসরের ভূমির ফসল ভাল হয়, এক বৎসরের ফসল অত্যন্ত খারাপ হয় আর বাকী তিন বৎ-সরের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ আশানুরূপ না হলেও মন্দ বলা যায় না দেবতার অনুগ্রহে যে বৎসর ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় কেবল সেই বৎসরেই কৃষক ঋণ না করে নিজের উপজীব্য সংগ্রহ করতে পারে ও জমিদারের খাজনা পরিশোধ করতে পারে যে বৎসর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নিতান্ত মন্দ হয়, সেবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন ঋণ গ্রহণ করা ভিন্ন কৃষকের আর কোন উপায়ই থাকে না, কেবলমাত্র উপজীবিকা সংগ্রহের জন্যই যে ঋণ গ্রহণ করতে হয় তা নয়, আরও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যও তাকে টাকা কর্জ্জ করতে হয় ঘরের চালে খড় দিতে হয়—পরবার জন্য কাপড় কিনতে হয় এমন কি, বীজ ও জমির সার পর্য্যন্ত ক্রয় করে তবে আগামী বৎসরের চাষ আবাদ সুরু করতে হয় এই দুর্দ্দিনে কৃষক বাধ্য হয়ে যে টাকা কর্জ্জ করে বসে, পরে সুদ সমেত তা এত বেশী পরিমাণে এসে দাঁড়ায় যে তার পক্ষে তা শোধ করা আকাশ কুসুম চয়ন করার মতই অসাধ্য হয়ে ওঠে যে বৎসর ফসলের পরিমাণ ভাল মন্দের মাঝামাঝি হয়, সে বৎসরও মাঝে মাঝে কৃষকগণ ধার না করে থাকতে পারে না মোটামুটি ভাবে খাদ্য সংগ্রহ অবশ্য এই সব বৎসরে তারা করতে পারে কিন্তু কোন কৃষকের হয়ত বলদ ক্রয় করবার প্রয়োজন হয়ে

পড়ে—কারও বা পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয় এই সব ব্যাপারের জন্য ঋণ গ্রহণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না

১৯০৮ সালে একমাত্র ফরিদপুর জেলায় কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ১৫০ লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছিল প্রত্যেক জেলাতেই কৃষকদের ঋণের পরিমাণ এইরূপ অস্বাভাবিক রূপে বেশী বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের কৃষকদের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। এই ছয় শত কোটি টাকার মধ্যে বাঙালী কৃষকেরও একটা বৃহৎ অংশ আছে বর্ত্তমান সময়ে যৌথ ঋণ দান সমিতির চেষ্টায় কৃষকদের একটু সুবিধা হয়েছে কিন্তু এত বড় একটা কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এই কয়টি সামান্য সংখ্যক সমিতিই যথেষ্ট নয়

আমাদের সমাজ ও জাতির পিছনে অজ্ঞাত ভাবে কৃষক সম্প্রদায়ই শক্তি সরবরাহ করে আসছে যেমন করেই হোক এই কৃষাণকুলই আমাদের খাদ্য উৎপাদন করছে ও সমস্ত দেশকে প্রতিপালন করছে আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার ও কৃষিশিল্পের উন্নতি সাধন না করলে জাতীয় জীবনের ভিত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে ভারতের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরউইন কৃষি-শিল্পে বিশেষ পারদর্শী ও কৃষির উন্নতি বিধানের পক্ষপাতী। তাই তাঁরই সময়ে রাজকীয় কৃষি কমিশন ভারতে পদার্পণ করেছে কৃষাণকুলের বর্ত্তমান দারিদ্র্য কি ক'রে দূর করতে পারা যায়, বর্ত্তমান কৃষিশিল্পের কি ক'রে উন্নতি সাধন করতে পারা যায়, যদি এই সব সমস্যার কোন সমাধান এই কমিশন করতে পারে, তবে দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হবে কিন্তু কমিশন কথাটির উপর আমরা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি অনেক বিষয়ে অনেক কমিশন বসেছে, তাতে অর্থ ব্যয়ই হয়েছে; উপকার অতি অল্পই হয়েছে

কিন্তু কেবলমাত্র সরকারের কাছেই ভিক্ষার ঝুলি পেতে রাখলে যে এই দেশব্যাপী বিরাট দারিদ্র্যের সমাধান হবে তা নয়। যে বৎসর ফসল জন্মে না, দেশে দুর্ভিক্ষ লেগে যায়, আমরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সাহায্যের প্রার্থনা করি ভিক্ষা পাওয়া যায়—কৃষকদের কিঞ্চিৎ সাহায্য হয় কিন্তু সেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা পূর্ব্ববৎ থেকে যায় ভিক্ষার ঝুলির ভিতর দিয়ে সাময়িক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, বিপদকে পিছু হটিয়ে দেবার মত শক্তি ভিক্ষার ঝুলির ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় না দেশকে গঠন করে আত্মশক্তি উদ্বোধনের মধ্যেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে তাই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ গঠন করবার পরামর্শ দিয়াছিলেন

আমাদের দেশ এত বড় একটা কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এ পর্য্যন্ত আমরা কৃষিশিল্পের উন্নতির জন্য নিজ থেকে কোন চেষ্টাই করিনি দেশে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি সর্ব্বপ্রথমে স্থাপিত হয়েছিল তার অর্থ এসেছিল আমেরিকার কোন ধনকুবেরের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো (Chicago) নগরের মিষ্টার হেন্‌রি ফিপ্‌স্ ভারতের কৃষিশিল্পের উন্নতির জন্য প্রায় ৩০,০০০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে চার লক্ষ টাকা দান করেন সেই টাকায় পুনায় ভারতে প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়

ভারতের কৃষকদের দারিদ্র্য জগৎবিখ্যাত—তাদের দুর্দ্দশা চরমে গিয়ে পৌঁচেছে কিন্তু এই কৃষাণকুলই ভারতের জাতীয়তার বনিয়াদ তাই এই কৃষকদের দারিদ্র্য যদি দূর না হয়, তবে দেশ কখনো সমৃদ্ধিশালী হতে পারবে না তাই চাই কৃষাণকুলের অবস্থার উন্নয়ন, তাদের দারিদ্র্যের দুর্দ্দশা দূর করে দেবার জন্য যথার্থ একটা প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্যের দুরবস্থা দূর করতে হলে কৃষিশিল্পের উন্নতি করতে হবে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং মানুষের মত জীবন ধারণের সুযোগ দিতে হবে যথার্থ সহানুভূতি ও দরদের সঙ্গে তাদের হিত সাধনের চেষ্টা না করলে সকলই পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে কৃষিকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সব গৃহশিল্প দ্বারা সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারা যায়, তার উপকারিতা কৃষকদের বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে তার জন্য চাই একদল যথার্থ দরদী ও সহানুভূতিসম্পন্ন কর্ম্মীসঙ্ঘ আজ হয়ত দেশে এই কর্ম্মীদলের একান্ত অভাব থাকতে পারে, কিন্তু দেশ আপনার দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্য বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছে নূতন উষার নবীন আলোকে দেশ শতাব্দীর মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠছে। তাই আশা আছে এই কর্ম্মীসঙ্ঘ একদিন

একমাত্র কারণ ব'লে নির্দ্দেশ করলে মস্ত বড় একটা ভুল করা হবে

আগেই বলেছি, বাংলা দেশের শতকরা ৭৮ জন লোক প্রায় কৃষি শিল্পের উপর জীবনধারণের জন্য নির্ভর করে। কিন্তু আমেরিকায় শতকরা ৪৪ জন, ফ্রান্সে শতকরা ৪২ জন এবং ইংলণ্ড ও ওয়েল্স শতকরা মোট ৭ জন লোক চাষবাস করে জীবিকানির্ব্বাহ করে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী বহুদূর পশ্চাতে পড়ে আছে সৈন্য ও নৌবিভাগে কাজ করার মত তাদের সুযোগ ও সুবিধাও নেই সুতরাং চাষ আবাদের উপরই বাঙালী অন্ন সংস্থানের জন্য নির্ভর ক'রে আছে মোট জনসংখ্যার অতি সামান্য কয়েকজন মাত্র লোক ব্যবসা, বাণিজ্য ও চাকুরীর দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করছে

সমস্ত ভারতবর্ষে শতকরা ১৮'৫৬ জন লোক মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপৃত আছে। কিন্তু ইংলণ্ডে শতকরা ৭৪ জন, ফ্রান্সে ৪৪ জন ও আমেরিকায় ৩৬ জন এই বৃত্তি অবলম্বন ক'রে নিজেদের ভরণপোষণ করছে চাকুরী ব অন্যান্য ব্যবসায় নিয়ে ভারতবর্ষ শতকরা ৯ জন ফ্রান্সে ১৪ জন, ইংলণ্ডে ১৬ জন ও আমেরিকায় ২০ জন লোক পড়ে আছে এতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, আমাদের দেশের লোক শুধু কৃষিকর্ম্মকেই জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ব'লে গ্রহণ ক'রে ব'সে আছে দেশের মর্ম্মস্থানে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হ'লে এই কৃষকদের দুয়ারে গিয়েই দাঁড়াতে হবে আমাদের দেশের মত এত বড় কৃষিপ্রধান দেশ আর জগতে কোথাও আছে কি না খুবই সন্দেহ

বাংলা দেশে প্রত্যেক দশ হাজারে কত লোক কোন্ বৃত্তির উপর জীবিকা সংগ্রহের জন্য নির্ভর করে তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া গেল :—

| বৃত্তি | |
|---|---|
| কৃষিকর্ম্ম ও পশু পালন ... .. .. .. | ৭৮৬৫ |
| খনি খনন ও তদ্ব্যবসায় ... . .. . | ২৫ |
| রেল, জাহাজ ও অন্যান্য বহন পোতের কর্ম্মচারী ... ... . . | ১৫৫ |
| কারখানার মজুর ... ... .. ... | ৭৬১ |
| ব্যবসায় ও বাণিজ্য ... .. . ... | ৫১৩ |
| সরকারী চাকুরীজীবী ... ... ... .. | ৩০ |
| সরকারী পাইক ও বরকন্দাজ ... | ৩৭ |
| উকিল, ডাক্তার ও সমবৃত্তি ভোগী | ১৬৫ |
| পাচক, ভৃত্য প্রভৃতি . . | ১৪৫ |
| অন্যান্য .. . . . | ৩০৯ |
| | ১০,০০০ |

অবশ্য এই দশ হাজারের প্রত্যেক ব্যক্তিই কার্য্যোপযুক্ত নয় প্রতি দশ হাজারে ৩৫২৪ জন লোক প্রকৃত পক্ষে কার্য্যক্ষম বাকী ৬৪৭৬ জন লোক এই কার্য্যোপযুক্ত ব্যক্তিগণের শ্রমার্জ্জিত অর্থে জীবন ধারণ করে উপরের তালিকা থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে ৭৮৬৫ জন লোক কৃষি ও পশুপালন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত আছে কিন্তু তার মধ্যে শুধু ২৫৪০ জন লোক কার্য্যক্ষম বাকী ৫৩২৫ জন লোক এই কার্য্যক্ষম কৃষকদের প্রতিপালিত ও আশ্রিত জীব

কৃষি বৃত্তিই আমাদের উপজীবিকার প্রধান উপায় হলেও পাশ্চাত্য দেশের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বড় বড় জোতজমির চাষ আবাদের বন্দোবস্ত ও সুবিধা আমাদের দেশে নেই আমাদের দেশের জোতজমি গুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র। প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পুত্রগণ উত্তরাধিকারসূত্রে মৃত পিতার জোতজমির সমান অংশীদার হয়ে দাঁড়ায় এইরূপে ক্রমশঃ ভাগ হতে হতে আজকাল সেগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকার প্রাপ্ত হয়েছে দেশের চতুর্দ্দিকে এই যে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত জমা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তার জন্য বঙ্গীয় প্রজাসত্ব বিষয়ক আইন ও উত্তরাধিকারসূত্রে পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণের আইনই প্রকৃত পক্ষে দায়ী

এর ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রত্যেক কৃষকের পরিবার যদি চার পাঁচ জনের সমষ্টিও ধরে নেওয়া যায়, তবু প্রত্যেক পরিবার ভাগে গড়পড়তা আড়াই একর জমির বেশী ভূসম্পত্তি ভোগ দখল করবার অধিকার পেতে পারে ন কিন্তু ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গেছে যে, ইংলণ্ডে প্রত্যেক কৃষক পরিবার গড়ে একুশ একর জমির এবং প্রুশিয়ার প্রত্যেক কৃষক পরিবার ৮২½ একর জমির সত্ব ভোগ দখল করছে তা' ছাড়া ইউরোপের কৃষক সাধারণ আমাদের দেশের কৃষকদের মত একেবারে

নিরক্ষর নয় ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাংলার কৃষক দৈহিক বল হারিয়ে উদ্যমহীন হয়ে পড়েছে অতি মাত্রায় রক্ষণশীল বলে কোন নূতন ব্যবস্থাকে চট্ করে সাদরে গ্রহণ করতে পারে না চারদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরকম যে তাদের সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু করে ফেলেছে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশকে দীন দরিদ্র বললে অত্যুক্তি হয় না কৃষকদের দারিদ্র্যের দুরবস্থা যে কত দূর তা নিজের চোখে না দেখ্‌লে হয়ত সহরবাসী বিশ্বাসই করবে না ১৯১১ সালে প্রত্যেক ভারতবাসীর মাথা পিছু বাৎসরিক আয় চুয়াল্লিশ টাকা ( ২ পা-১৯শি-১ পে ) ও মাসিক আয় ৩৶৮ পাই করে ছিল অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, আমেরিকা মাথা পিছু ৭২, অষ্ট্রেলিয়া ৫৪, ইংলণ্ড ৫০, কানাডা ৪০, ফ্রান্স ৩৮, জার্ম্মেনী ৩০, ইটালী ২৩, স্পেন ১১, এবং জাপান ৬ পাউণ্ড আয় করে হিসাব করলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের লোকের বাৎসরিক আয় আমাদের দেশের আয় অপেক্ষা ২২ গুণ ও ১৬ গুণের অনেক বেশী এ সমস্ত বিষয় বিচার করে দেখ্‌লেই আমাদের দেশের বিপুল দরিদ্রতার পরিমাণ অনুমান করে নিতে পারা যাবে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি স্বাধীন বলে সেখানকার কৃষকগণ আরও অনেক সুযোগ ও সুবিধা পায় ঐ সব দেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল বলে এবং তারা বৃহৎ বৃহৎ জোতজমির সত্ত্ব ভোগদখল করতে পায় বলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ আবাদ করবার অনেক সুযোগ পায় জোতজমির আয়তন যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করবার চেষ্টা এক পাগল ভিন্ন কেউ করবে না তা' ছাড়া এই সব কল ও যন্ত্রের মূল্যও প্রচুর সুতরাং আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষক এই সব যন্ত্রপাতি এত মূল্য দিয়ে কিন্‌তেও পারে না, আর এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতজমির চাষ আবাদও কখনো লাভজনক হতে পারে না কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষক সম্প্রদায় এই উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদ করে নিজেরাও বিলক্ষণ দু' পয়সা রোজগার করছে এবং জাতীয় ধন সম্পত্তিও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে তুলছে

আমাদের দেশের প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ ফসল জন্মে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রতি একর জমিতে তার চেয়ে অনেক বেশী ফসল পাওয়া যায় আমাদের দেশে প্রতি একর জমিতে এক টন, জাভাতে চার টন এবং হাউইতে সাড়ে চার টন চিনি প্রস্তুত হয় প্রতি একর জমিতে আমাদের দেশে ১২৫০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয় কিন্তু ঠিক ঐ পরিমাণ জমিতে ইংলণ্ডে ১৯৭৩, সুইটজারল্যাণ্ডের মত পাহাড়ের দেশেও ১৮৫৪ পাউণ্ড গম পাওয়া যায় ঐ সব দেশের ভূমির সাধারণ অবস্থা এবং ফসল উৎপন্ন করবার জন্য কৃষকদের কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, তা ভেবে দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয় আমাদের কৃষকদের কৃষিবিজ্ঞানে দারুণ অজ্ঞতা ও ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার কথা মনে করলে আমাদের এই হীনতার কথা স্মরণ করে বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখ হয় রাজসরকার ও জনসাধারণ যদি আমাদের কৃষিশিল্পের উন্নতির জন্য যথার্থ ভাবে সমবেত চেষ্টা করে, তবে বোধ হয় খুব কষ্ট না করেই বর্ত্তমান উৎপন্ন ফসলের দুই গুণ বা তিন গুণ ফসল ভূমিলক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে পাওয়া যেতে পারে আমাদের দেশে এক একর জমির উৎপন্ন ফসলের মূল্য গড়ে ২৫৲ টাকার বেশী নয় কিন্তু জাপানে ঐ এক একর জমিতে যে ফসল জন্মে তার মূল্য ১৫০৲ টাকা অর্থাৎ ঠিক ছয় গুণ তফাৎ জাপানের ফসলী জমির আয়তন ১৭০ লক্ষ একর এই জমি আবাদ করে জাপান ৫৬০ লক্ষ লোকের খাদ্য সংগ্রহ করছে কিন্তু ভারতবর্ষ ২২২০ লক্ষ একর জমি চাষ আবাদ করছে, তবু ত্রিশ কোটি লোকের যথোপযুক্ত অন্ন সংস্থান করতে পারছে না অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের জমিতে ফসল কম উৎপন্ন হয় বলে যে আমাদের জমির উৎপাদিকা শক্তি কম তা' নয় উপযুক্ত শিক্ষা, অর্থ, সার, পরিশ্রম, ভাল বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাবে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারছি না।

ক্ষেত্রোৎপন্ন যে পরিমাণ ফসল আমাদের কৃষক প্রতি বৎসর সংগ্রহ করে তাহা দ্বারা সমস্ত বৎসর তার

কর্ম্মস্পৃহ ও উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতি মানবের মহত্তর বৃত্তি নিচয়কে চিরতরে বিলুপ্ত করিবার দুরভিসন্ধি-জাল বিস্তার করিয়াছিল চীনও যে সাম্রাজ্যবাদী শকুনি গৃধিনীদের এই কুমতলব না বুঝিয়াছিল এরূপ নহে; সেইজন্য বক্সার বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় বাস্তবিক পক্ষে বক্সার বিদ্রোহ নবজাগ্রত চীনজাতির প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের মৃত্যুঞ্জয়ী দৃঢ় ইচ্ছারই প্রকাশ মাত্র কিন্তু তৎকালে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর দল একযোগে চীনের এই স্বাধীনতা-স্পৃহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে উদ্যত হওয়ায় চীন স্বীয় সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই তারপর বিগত মহাযুদ্ধের পর সমগ্র প্রাচ্যে, বিশেষতঃ মুসলমান-অধ্যুষিত দেশসমূহে যে এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, শতাব্দীর জড়তা ও অবসাদকে ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সকল জাতি ও সকল দেশ যেমন আত্ম প্রতিষ্ঠা ও
লহরীতে প্লাবিত হইয়াছে, আ
তেমনি সেই নবভাবের প্রেরণায়
এই নবজীবনের প্রধান উদ্বোক্তা
লোকগত মহামনীষি ডাক্তার সান
বিষয় এই যে, তাঁহার অকাল এ
সমনেও চীন দমিত হয় নাই পক্ষান্তরে চীনজাতি, আর এক কথায় চীনের জাতীয় দল, কেণ্টনে কেন্দ্র করিয়া বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়াপুত্তলি পিকিন গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে ধীরে ধীরে নগরের পর নগর অধিকার করিতে করিতে পিকিন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে হ্যাঙ্কো, হ্যাংচে, ফুচু, নানকিন প্রভৃতি নগর ও সামুদ্রিক বন্দর হইতে সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে তাহাদের এই বিজয় অভিযানে বাধা দেয় এই শক্তি পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের বর্ত্তমানে নাই বলিয়াই বোধ হইতেছে কেন না, বক্সার বিদ্রোহের সময়কার মত পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের মধ্যে একতানসম্প্রীতি আজ আর নাই আজ পরস্পর সংশয় ও অবিশ্বাস তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে পূর্ব্বকালে জাপানও চীনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অশেষ ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু অধুনা জাপান আমেরিকায় স্বজাতীয় লোকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এবং ইংরেজ শক্তির সিঙ্গাপুরে নৌ-কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখিয়া নিজে যে একটি প্রাচ্য জাতি, এবং প্রাচ্যের স্বার্থ ও শক্তির সঙ্গে যে উহার স্বার্থ ও শক্তি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে তাই আজ জাপান সাম্রাজ্য মদমত্ত পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে যোগ দিয়া চীনের এই স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় বাধা দিবার জন্য পূর্ব্বের মত ততটা আগ্রহ দেখাইতেছে না চীনের পক্ষে, সমগ্র প্রাচ্যের পক্ষে উহা একটি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই Better late than never একেবারে না আসার চেয়ে বিলম্বে আসাও ভাল

কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম কোন পক্ষে অনুকূল হয়, তাহা এখন বলা কঠিন কয়েক মাস যাবৎ জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতে করিতে রয়টার অন্যান্য জাতি-
লে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন
তাই ইংলণ্ড, জাপান, ফরাসী ও
ত শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিবৃন্দের মিলিত-
তীয়দলের নিকট প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ
হইয়াছে সর্ব্ব শেষ সংবাদে প্রকাশ যে,
ক্রীড় পুত্তলি পিকিন গবর্ণমেণ্টের সৈন্য-
দল জাতীয় দলকে তিনটি স্থানে পরাজিত করিয়াছে এই জয় প্রকৃত পক্ষে কাহার, তাহা হুঁসিয়ার বিশ্ববাসী সহজেই বুঝিতে পারিবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর দল স্বীয় স্বার্থ সাধনার্থে একদিকে যেমন রণতরী ও বিষা গ্যাসের ব্যবহার করিতে কুণ্ঠ বোধ করে না, অপর দিকে কুটিল ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়া এবং উৎকোচ দান করিয়া ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতেও তেমনি সিদ্ধ-হস্ত যে স্থানে এ দুয়ের যে নীতি কার্য্যকরী হয়, তাহাই অবাধে প্রযুক্ত হয় সাম্রাজ্যবাদিতার ইতিহাস প্রকারান্তরে এই দুই নীতিরই প্রয়োগ মাত্র নতুবা চীনের যে জাতীয়দল স্বদেশ হইতে বৈদেশিকগণকে বহিষ্কৃত করিয়া আত্মসম্মানের হানিজনক বৈদেশিকদিগের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও বানিজ্য-সম্বন্ধীয় অধিকার-সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অসি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে চীনবাসী কেন দণ্ডায়মান হইবে? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পিকিন গবর্ণমেণ্ট

চীনে আর একটি আলষ্টারের স্থষ্টির করিবে কিন্তু চীনের জাতীয় দল যে পরিণামে জয়লাভ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কেন না, ধর্ম্ম ও ন্যায় তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মভাব প্রণোদিত, ন্যায়ের সমর্থক সমগ্র বিশ্ববাসীর আশীর্ব্বাদ আজ তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইতেছে সুতরাং আজ হউক, কাল হউক, তাঁহারা জয়লাভ করিবেনই করিবেন

দৌলত আহমদ খাঁ বি, এ

## বিবিধ প্রসঙ্গ

**বিলাসিতা ও অপব্যয়।**—সাইল হইতে মীর সেকেন্দর আলী ছাহেব উক্ত শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন পান, তামাক, সিগারেট ইত্যাদির অপকারিতা প্রদর্শনই লেখকের উদ্দেশ্য স্থানাভাব বশতঃ আমরা সম্পূর্ণরূপে ইহা পত্রস্থ করিতে পারিলাম না তাঁহার মতে "নিশ্চয়ই ইহা বিলাসিতা বই আর কিছুই নহে এবং যথেষ্ট অপব্যয় ও বেয়াদবি বটে ইহাতে শারীরিক উপকারের নাম গন্ধও নাই অথচ যথেষ্ট অনিষ্ট আছে "

অতঃপর লেখক বলিতেছেন :— যদি গড়পরতা একজন লোক কম পক্ষে প্রতি মাসে ০ কিংবা ১ টাকার পান, তামাক, সিগারেট আদি খাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাল্যকালের দশ বৎসর বাদ দিলাও ৫০ বৎসরের হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে যে, তিনি তাঁহার জীবনে ৩০০ শত বা ৬০০ টাকা সামান্য বিলাসিতার দরুণ অপব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন এখন হিসাব করিয়া দেখুন আমাদের অবহেলা, অমনোযোগ ও অজ্ঞানতার ফলে প্রতি বৎসর ভারতের কত কোটি টাকা এই বিলাসিতার দরুণ অপব্যয় হইয়া যাইতেছে। অতঃপর তিনি বঙ্গদেশের শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে, বিশেষতঃ, আহমদিদিগকে এই সমস্ত বদভ্যাস ছাড়িয়া অপব্যয় ও বিলাসিতা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন লেখকের ভাব উচ্চ এবং উদ্দেশ্য মহৎ

**প্রচার সংবাদ**—মৌলবী মোহাম্মদ ইউছুফ খাঁ ছাহেব বি-এস সি সম্প্রতি আমাদের চিকাগো মিশনের প্রধান প্রচারক নিযুক্ত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চেষ্টায় নিম্নলিখিত লোকগণ এছলাম কবুল করিয়াছেন (১) ডাক্তার জে, পি রেনিল, গোয়াটেমালা সি এ, (২) মিঃ সি, এ মোল্টন কলম্বিয়া এস এ, (৩) মিষ্টার সি. ডি জনসন, জামায়কা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, (৪) মিষ্টার জেমস পুল, ইলিয়নয় আমেরিকার যুক্তরাজ্য, (৫) ডাক্তার বি এ ফোর্বস, জামায়কা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, (৬) মিষ্টার এডউইন ডি লিউইছ, চিকাগো, (৭) মিষ্টার পিটার বার্জি, ইণ্ডিয়ানোপলিছ; (৮) মিষ্টার এণ্ড্রু বাট্‌লার, ঐ, (৯) মিসেস্‌ওলি টমাস, ঐ; (১০) মিষ্টার পল এনগ্রাম ঐ, (১১) মিসেস নোবাএগ্রাম, ঐ, (১২) মিষ্টার পেরিজ পারেল; সিন্‌সিনাটি, (১৩) মিষ্টার কিজি সিমন্স; ঐ (১৪) মিষ্টার এল্‌ সিমন্স ঐ (১৫) মিষ্টার চার্লস পেরী নিউইয়র্ক, (১৬) মাষ্টার জোসেফ ওয়ারেন্‌, সেণ্টলুইছ, (১৭) মিসেস্‌ এস স্মিথ সেণ্টলুইছ, (১৮) মিস্‌ এস্‌ ক্রেগ (১৯) মিষ্টার এইচ জোন্স, (২০) মিস্‌নসি ওয়াসিংটন ঐ, (২১) মিষ্টার সি প্রামার, নিউইয়র্ক, (২২) মিসেস্‌ আর লিউইছ; ঐ

**সুসংবাদ**—পশ্চিম ভারতের যুক্তপ্রদেশে আর্য্যসমাজীদের অশুদ্ধি আন্দোলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোরে চলে আরম্ভ হইয়াছিল। আগ্রা জেলার মাথন নামক একটি গ্রামে কয়েকজন মালাকান অশুদ্ধ হইয়া পুনরায় সমস্ত আর্য্যসমাজ ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং এই সংবাদটিকে আর্য্যসমাজীদের সংবাদপত্রাদিতে 'এছলামের দুর্গ বিজয়' 'মোছলেম কিল্লার পতন' প্রভৃতি বড় বড় অক্ষরে ছাপ হইয়াছিল। বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আহমদী প্রচারকগণ বরাবর সেই অশুদ্ধি প্রপীড়িত স্থানে প্রচার কার্য্যে রত আছে। আগ্রা, মথুরা, ফরুকাবাদ, ইটাহ এবং মইনপুরী প্রভৃতি জিলায় অনেক সঙ্কটপূর্ণ স্থান তাঁহাদের অধীন আছে উপরোক্ত সংবাদ পাঠ হইলে কেহই বিচলিত হয় নাই বরং মিশনের শক্তি বর্দ্ধন করা হয় খোদার ফজলে নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠ করিলে যে মোমেন মাত্রেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন, সন্দেহ নাই ?

"মথুরার মিশনারী-ইন্‌-চার্জ ডাক্তার ফজল্‌ করীম ছাহেব খবর দিতেছেন যে, যে ৫৪ (চুয়ান্ন) জন লোক মুরতেদ হইয়া গিয়াছিল তাহারা আবার এছলাম কবুল করিয়াছে মুছলমানগণ সকলে মিলিয়া সেই গ্রামকে আর্য্য প্রভাব-মুক্ত করিবার চেষ্টা জারি রাখিয়াছেন "

**অষ্ট্রেলিয়া**—পার্থনগরে চৌধুরী হাসান মুসা খাঁ আমাদের প্রতিনিধি তিনি এছলামের প্রভাব সগৌরবে উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন তিনি যে শুধু এছলাম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, এরূপ নহে, পরন্তু তথাকার ভারতবাসীদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যও সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন

অনারেবল্‌ মিষ্টার চেটি এম্‌ এল্‌ এ. কে এই কথা জানাইবার জন্য তিনি করাচীয় নি লিখিয়াছেন যে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতবাসীগণকে এখনও পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদত্ত হয় নাই এবং আরও পূর্ণে ভাবে কার্য্য করা আবশ্যক

নবযৌবনের গান গেয়ে জেগে উঠ্‌বে—দেশের মঙ্গল কর্ম্মে তাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত কর্‌বে

এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে

শ্রীমণি সেনগুপ্ত

---

# আহমদ-বাণী

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

আর্য্য-ধর্ম্মে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি উপায় আছে, এখন তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব বেদ ত ভবিষ্যতে ওহি এল্‌হাম ( ঐশীবাণী ) ও স্বর্গীয় চিহ্নের কথা একেবারে অস্বীকার করে "আমি আছি" খোদার এই শব্দ কাহারও উপর অবতীর্ণ হইবে, এরূপ পূর্ণ ইমানের অনুসন্ধান করা, এবং তিনি অন্যদের দোওয়া শুনিয়া ইহার জবাব দিবেন এবং স্বর্গীয় চিহ্ন-সমূহ দ্বারা তাঁহার বান্দার নিকট আত্ম প্রকাশ করিবেন, এই সমস্ত বেদের শিক্ষানুসারে পণ্ড শ্রম এবং অলভিতব্য প্রচেষ্টামাত্র এই সমস্ত তাহাদের কথানুসারে অসম্ভব আমরা এই কথা বেশ ভাল করিয়াই জানি যে, কোন জিনি-সের স্বরূপ না দেখিলে এবং তৎসম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান না জন্মিলে উহা হইতে ভয়ের উদ্রেক, কি উহার প্রতি ভালবাসার সঞ্চার, উভয়ই অসম্ভব কেবল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিলেই আমাদের পূর্ণ জ্ঞান হয় না এই কারণেই দেখা যায় যে, যাহারা শুধু নিজ বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র লোককে নাস্তিক মতাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ যাঁহারা দর্শন-শাস্ত্রে পূর্ণতা-লাভ করেন, তাঁহাদিগকেই পূর্ণ নাস্তিক বলা যাইতে পারে যদি আমরা নাস্তিক না হই, তবে এই সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা আমরা মাত্র এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, এই সৃষ্টির পশ্চাতে একজন স্রষ্টার দরকার কিন্তু বাস্ত-বিক পক্ষে যে একজন স্রষ্টা আছেন, আমরা সেই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি না পুনর্ব্বার বুদ্ধির দ্বারা এই খেয়ালের উদ্রেক হইতে পারে যে, বৈচিত্র্য পূর্ণ এই বিপুল কারখানা আপনা আপনিই চলিয়া আসিতেছে, এবং প্রাকৃতিক ভাবেই এক বস্তুর সম্মিলনে আর এক বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং যে পূর্ণজ্ঞান জনিত পূর্ণ বিশ্বাস খোদাতায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিবার মূলীভূত কারণ স্বরূপ, যাহা দ্বারা পূর্ণ ভয় ও পূর্ণ প্রেম সঞ্জাত হয়, আবার ভয় ও প্রেমের আগুনে সকল প্রকার পাপ ভস্মীভূত হয় ও সর্ব্ব প্রকার পাশবিক প্রবৃত্তিনিচয় বিলুপ্ত হয় এবং একটি জ্যোতির্ম্ময় পরিবর্ত্তন আসিয়া সর্ব্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ পাপের মলিনতাকে দূরীভূত করে, সেই সীমা পর্য্যন্ত মাত্র বিচার-বুদ্ধি আমাদিগকে পৌছাইতে পারে না যে হেতু পাপের মলিনতা হইতে আমাদিগকে নিষ্কলঙ্ক করিতে পারে, অনেকেই এরূপ পূর্ণ আত্ম-শুদ্ধির বড় ধার ধারে না, সেই জন্য অনেকেই ইহার অভাবই অনুভব করিতে পারে না, ইহার অনুসন্ধানে লাগিয়া যাওয়া ত দূরের কথা পক্ষান্তরে তাহারা গোঁড়ামির বশবর্ত্তী হইয়া শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হয় ও লড়াই করিবার জন্য অগ্রসর হয় আর্য্যমতাবলম্বীদের ব্যবহার দৃষ্টে বাস্তবিকই আক্ষেপ হয় তাহাদের ত পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার পথ আবিষ্কার করিবার কোন আশাই নাই, তাহারা বুদ্ধিকেও অবলম্বন করে না কেন না, তাহাদের মতে সমুদয় অণুপরমাণু অনাদি ও অনন্তকাল হইতে স্বতঃই জীবিত আছে উহাদের প্রকাশ অপর কাহারও হাতে হয় নাই অধিকন্তু আত্মা সকল এবং উহাদের সমুদয় শক্তিও অনাদি উহাদের কোন স্রষ্টা নাই তবে তাহাদের হাতে খোদাতায়ালার অস্তিত্বের আর কি প্রমাণ আছে যদি বলা যায় যে, অণুপরমাণুগুলিকে পরস্পর মিলিত করিয়া তন্মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহতায়ালার কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ, তবে

আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই খেয়াল অতি ভ্রমাত্মক যখন আত্মা ও অণুপরমাণুনিচয় স্বতঃই এতাদৃশ শক্তি-শালী যে ইহারা অনাদিকাল হইতে আপনা আপনিই বাঁচিয়া আছে, এবং নিজেই নিজেদের স্রষ্টা স্বরূপ, তখন উহারা কি কেবল পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ কার্য্যটা সমাধা করিতে পারে না? সমুদয় পরমাণু স্বীয় অস্তিত্বও সত্বার জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইয়া এবং সমুদয় জীবাত্মা স্বীয় অস্তিত্ব, সত্বা এবং সমুদয় শক্তি সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী না হইয়াও কেবল পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ কার্য্যের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইল, এই কথা কেহই স্বীকার করিবে না যাহারা এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে তাহারা অনর্থক নাস্তিক মতের শিকার হইয়া অতি শীঘ্র নাস্তিকদের দলে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে যে কোন হুঁসিয়ার নাস্তিক হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিয়া লইতে পারে আমার বড়ই দুঃখ হয়, আবার অনুকম্পাও হয় যে, আর্য্যদের এই দুই শাখাই একটা মস্ত ভুল করিয়াছে অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখে যে তিনি সমগ্র সৃষ্টির আদি কারণ নহেন ও সমুদয় অনুগ্রহের প্রস্রবণ স্বরূপ নহেন, যাবৎ অণুপরমাণু, এবং জীবাত্মা উহাদের সমুদয় শক্তিসহকারে স্বতঃই বিরাজমান, এবং সৃষ্টি বিষয়ে আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ সাপেক্ষ নহে, এই বিশ্বাসের কথাই আমি বলিতেছি যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আল্লাহতায়ালার আর কি আবশ্যকতা আছে? আমরা কি কারণে তাঁহাকে আমাদের মা'বুদ (উপাস্য) বলিয়া স্বীকার করিব? কেন না, তিনি নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া পরিচয় দেন কোন্ পন্থাবলম্বন পূর্ব্বক এবং কি ভাবে তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইব? আহা যদি আমার সহানুভূতিতে কাহারও হৃদয়ের উপর প্রভাব পড়িত অহো যদি কেহ নিভৃত কোণে বসিয়া আমার কথাগুলি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিত হে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আমার পুরাতন এই প্রতিবেশী জাতিটার উপর তোমার অনুগ্রহ বর্ষিত হউক তাহাদিগকে তুমি সত্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়া দাও তোমার সকল প্রকার শক্তিই আছে আমীন। (ক্রমশঃ)

দৌলত আহমদ খাঁ বি, এ

# মহাচীনে রণভেরী।

সভ্যতার প্রাচীনতায়, জনবলের বহুলতায় এবং প্রাকৃতিক ধন সম্পদের প্রাচুর্য্যে চীন জগতে একটি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেশ এই চীনদেশে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রায় এক চতুর্থাংশের বাস আয়তনে চীন অতি বিশাল, অতি বিরাট ইতিহাসবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, চীন দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত ও সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল এক সময় ছিল যখন চীনের ধনৈশ্বর্য্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতা লোকের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়াছিল, কিন্তু এ সংসারে উত্থান হইলেই যেমন পতন হয়, বৃদ্ধি হইলেই যেমন ক্ষয় হয়, তেমনি চীনও এই দুরন্ত নীতির প্রভাব এড়াইতে পারে নাই পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ যে যুগ হইতে বহু শতাব্দী যাবৎ মোসলমান বীরদের অধীনতাজনিত লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য মোছলমানদের আত্মকলহ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীনতার সুযোগে ধীরে ধীরে জ্ঞান বিজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া একদিকে খ্রীষ্টের তথাকথিত প্রেমধর্ম্মের পশরা ও অপর দিকে বাণিজ্যপোত ও রণতরীসমূহ লইয়া বিশ্ব বিজয়ের অভিযানে বহির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে প্রাচ্যের, বিশেষতঃ এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশের মত, চীনের সভ্যতা এবং সামরিক শক্তির দীপটীও নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ-শিখার মত মিট্‌মিট্ করিয়া জলিতেছিল মোট কথা, প্রাচ্যের সাধারণ অবসাদের ভাব চীনদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল এই সুযোগে প্রতীচ্যের সাম্রাজ্য-লিপ্সুর দল চীনে ধর্ম্মপ্রচার ও বাণিজ্যপ্রসারের ব্যপদেশে নানাপ্রকার অধিকার ও সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া একদিকে যেমন চীনের রাজশক্তিকে খর্ব্ব করিয়াছিল, তেমনি অপর দিকে অহিফেনের প্রবর্ত্তন করিয়া অক্লান্তকর্ম্মী ও কঠোর পরিশ্রমী চীনবাসীদের জীবনীশক্তি,